জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার অধীনে পিএইচ্.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধ

গবেষিকা :

লিপি বর্মন

নিবন্ধন সংখ্যা : A00SA1200921

শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

তত্ত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা

২০২৫

Jayagovindavājapeyī Kartr̥k(a) Viracita *Tarkasiddhāntasaṃkṣep(a)* Granther(a) Pāṭhoddhār(a) O Samīkṣātmak(a) Adhyayan(a)

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfillment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in

SANSKRIT

By

Lipi Barman

Registration No. : AOOSA1200921

Session : 2021-2022

Under the Supervision of

Dr. Chinmay Mandal

Associate Professor

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2025

Certificate

Certified that the Thesis entitled জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Chinmay Mandal, Associate Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Chinmay Mandal

Countersigned by the

Supervisor: DR. CHINMAY MANDAL

Dated: 19.06.2025

Associate Professor
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Lipi Barman

Candidate: LIPI BARMAN

Dated: 19.06.2025

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্।।

"জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন" – এই শীর্ষক প্রবন্ধটিকে সুসম্পন্ন করতে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সর্বপ্রথমেই আমি পরম করুণাময় ঈশ্বর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী, যতিরাজ স্বামী বিবেকানন্দ ও আমার দীক্ষাগুরু স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের চরণারবিন্দে প্রণাম জানাই; যাদের অমোঘ কৃপায় আমার সমস্ত অসাধ্য সাধিত হয়ে চলেছে। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিশাল শাস্ত্রবারিধিতে আমি স্বল্পমতিসম্পন্না হওয়ার পরও যিনি আমাকে এই বিপুল বারিধিতে অবতরণের সাহস প্রদান করেছেন, তিনি হলেন আমার শিক্ষাগুরু ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়। ওনার কাছে গবেষণার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আমার গবেষণাকার্যের প্রারম্ভে বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণাকার্যের প্রতি পদে অকৃপণভাবে নিজের মূল্যবান সময় ও সদুপদেশ প্রদান করেছেন। গবেষণার এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথ কেবলমাত্র ওনার জন্যই সর্বদা সুগম মনে হয়েছে। ওনার সঠিক পথনির্দেশ, ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের পাঠদান ও অকৃপণ সহযোগিতাই আমার গবেষণাকার্যটিকে সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। তাই ওনার পাদপদ্মে জানাই আমার বিনম্র প্রণাম।

এরপরেই যার কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন প্রথিতযশা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি হলেন আমার গবেষণাকর্মের উপদেষ্টা সমিতির অন্যতম সদস্য। ওনার নিরন্তর উৎসাহপ্রদান ও গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান মতামত আমার গবেষণাকার্যটিকে সম্পন্ন করতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন। ওনাকে

জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম। ওনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ঈশ্বরের কাছে ওনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের কামনা করি।

আমার গবেষণাকর্মের উপদেষ্টা সমিতির অন্য সদস্য অধ্যাপক ড. অঞ্জন দাস মহাশয়ের চরণারবিন্দে জানাই আমার প্রণাম। গবেষণাকার্যে ওনার সহযোগিতা বিশেষভাবে পাথেয় হয়েছে।

এছাড়াও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. অশোক কুমার মাহাতো মহাশয়কে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তিনি সর্বদাই গবেষণা কার্যটি সুসম্পন্ন করতে উৎসাহপ্রদান করেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড. দেবার্চনা সরকার মহাশয়ার কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ। গবেষণাকার্যটি সম্পাদনে বিভিন্ন সময়ে ওনার কাছে গেলে, তিনি সর্বদাই মূল্যবান তথ্য ও মতামত জ্ঞাপনের মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড. শিউলি বাসু মহাশয়া, অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়া এবং অধ্যাপক ড. দেবদাস মণ্ডল মহাশয়কেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। গবেষণাকার্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা সকলেই সাহায্য করেছেন। স্নাতকস্তরে প্রবেশের পর থেকে তাঁদের শিক্ষাদানে শিক্ষিত হয়েছি। তাই আজ গবেষণা করার যে সুযোগ ও সামান্য যোগ্যতা অর্জন করেছি তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ বিভাগীয় সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের। তাই বিভাগের বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দকে আমার ভূলুণ্ঠিত প্রণতি জানাই।

দি এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের একান্ত সহযোগিতার কারণেই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির অপ্রকাশিত মাতৃকাটি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গঙ্গাধর কর এবং অধ্যাপক শেখ সাবির আলি মহাশয়ের প্রতি বিনম্র প্রণতি জানাই, যাঁরা আমায় কিছু দুরূহ স্থলের সমাধান করে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ ধিতাল মহাশয়ের প্রতিও আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। সাক্ষাৎভাবে ওনার কাছে পাঠগ্রহণের সুযোগ না পেলেও, ইউটিউবে লব্ধ ভিডিওগুলো থেকে পাঠগ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। তাই ওনার চরণপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. বিষ্ণুপদ মহাপাত্র মহাশয়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বশিষ্ঠ নারায়ণ ঝা মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অয়ন ভট্টাচার্য মহাশয়ে কাছে অনলাইন মাধ্যমে ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। ওনাদের চরণারবিন্দে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক মাননীয়া শ্রুতি মল্লিক মহাশয়া ও মাননীয় নিমাই সর্দার মহাশয়কে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হাওড়া সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ – এর গ্রন্থাগারিকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এছাড়াও Internet Archeive, NMM, NCC, Vande Matram Library, JSTOR, Shodganga – এই সমস্ত আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনার প্রতি ঋণ স্বীকার করি।

আমার স্বামী সৌমেন চক্রবর্তীকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রণাম। আমার গবেষণাকর্মের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। যখনই তার কাছে সাহায্য চেয়েছি, তখনই সে তার মহাবিদ্যালয়ের কাজ ও গবেষণা কাজের শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গবেষণাকার্য বিষয়ক কোনও বিষয় বুঝতে না পারলে যখন তার কাছে জানতে চেয়েছি, সে অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্ন সহকারে সেই সমস্ত বিষয় আমাকে বুঝিয়েছে। দুরূহ ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে আমি নবীনা ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারিণী। তাই যখনই অবসর পেয়েছে, আমাকে সযত্নে পাশে বসিয়ে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পাঠ প্রদান করেছে। শাস্ত্রবিষয়ক আমার সমস্ত প্রশ্নকেই গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে এবং অসীম ধৈর্য সহ আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরদান করেছে। মানসিকভাবেও সবসময় তাকে পাশে পেয়েছি। তার কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। আজীবন তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে পাশে থেকে এই কৃতজ্ঞতার ভার বহন করতে চাই।

অনুজ ড. শঙ্কর মণ্ডলকেও আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই। সে তার অনেক মূল্যবান সময় দিয়ে আমার গবেষণা কাজটিকে পুনরীক্ষণ করে ও বহু স্থলে মতামত জানিয়ে সহায়তা করেছে। ঈশ্বরের কাছে তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি পুঁথিকেন্দ্রিক হওয়ায় পুঁথি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে যারা যারা আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছে, তারা হলেন অগ্রজা ড. অনুশ্রিতা মণ্ডল, অগ্রজ ড. শুভঙ্কর বসাক এবং বান্ধবী অন্তরা রায়। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে মূল্যবান মতামত ও তথ্য প্রদান করে যে সর্বদা পাশে থেকেছে, সেই অগ্রজা ড. সুতপা মণ্ডল দিদিকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অত্যন্ত স্নেহের অনুজা রাজসী ভট্টাচার্য্যের কাছেও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেছি। তাকে আমার আন্তরিক স্নেহ, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার শিক্ষাগুরু ড. চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়ের নিকট গবেষণারত সকল গবেষক-গবেষিকাবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের সকলের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও বিভিন্ন তথ্য প্রদান আমার গবেষণার এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথকে মধুময় করে তুলেছে। অনুজা প্রিয়াঙ্কা সর্দারের কাছে যখনই আশ্রয় চেয়েছি, হাসিমুখে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছে। তাই তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বান্ধবী মমতা বাঁক্ আমার গবেষণাকর্মের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। তাকেও জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

অগ্রজ নীলাদ্রি ঘড়া, অনুজ বুলেট মণ্ডল, অচিন্ত্য কুমার পাল, রাহুল কুণ্ডু ও মিঠুন মণ্ডল গবেষণা সংক্রান্ত নানা তথ্য দান করে সাহায্য করেছে। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

যারা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমার গবেষণাকর্মে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন– অনুজ সুভাষ বৈদ্য, দীপক মণ্ডল ও বন্ধু সন্দীপন রায়, শৈবাল আচার্য।

সর্বোপরি যাদের স্নেহাশিষ, অনুপ্রেরণা, ত্যাগ ও সমস্তরকম সহযোগিতা ছাড়া আমার এই গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব ছিল, তারা হলেন আমার বাবা শ্রীমান্ সুভাষ বর্মন, মা শ্রীমতী রেনুকা বর্মন, ভাই বিরাজ বর্মন, শ্বশুরমশাই শ্রীমান্ শক্তিনাথ চক্রবর্তী, শাশুড়িমা শ্রীমতী শিখা চক্রবর্তী, আমার পরমপ্রিয় স্বামী সৌমেন চক্রবর্তী ও আমার তিন দিদি, তিন জামাইবাবু, দুই বোনঝি, দাদা, বৌদি ও ভাইপো। এদের গভীর ত্যাগ, আমার উপর অগাধ বিশ্বাস, উৎসাহ, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিরন্তর অনুপ্রেরণা আমাকে সর্বদা সাহস জুগিয়েছে। তাই এদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তবে কেবলমাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই ঋণ শোধ করা কখনোই সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাছে এদের সকলের সুস্থ, সুন্দর ও দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এই পালা যেন শেষ হবার নয়। গবেষণা কর্মের এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে কতজন যে কতভাবে সাহায্য করেছে, তা গণনাতীত। কারণ শুধুমাত্র গবেষণায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা ছাড়াও গবেষণা বহির্ভূত বিভিন্নরকমের সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত। যে কোনও কাজ সুসম্পন্ন করতে আমাদের আশেপাশের সকলেই সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যুক্ত থাকে। তাই এযাবৎ পর্যন্ত যারা আমাকে কোনও না কোনওভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে আমি বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদান্তে
লিপি বর্মন

সূচিপত্র
(Index)

বিষয়	পৃষ্ঠাসংখ্যা
১.০ প্রথম অধ্যায় : পুরোবাক্	**১-২৫**
১.১. পুঁথির সামান্য পরিচয় ও তার গুরুত্ব	১-৩
১.২. ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়	৩-৪
১.৩. পূর্বে সম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থসমূহের বিবরণ	৪-১২
১.৪. গবেষণা পদ্ধতি	১২-১৬
১.৫. গবেষণার প্রয়োজন, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন	১৬-২৪
২.০ দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি	**২৬-৩৫**
২. ১. গ্রন্থ পরিচিতি	২৬-২৭
২. ২. গ্রন্থকার পরিচিতি	২৭-৩০
২. ৩. *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* নামাঙ্কিত পুঁথির বিবরণ	৩০-৩৪
৩.০ তৃতীয় অধ্যায় : পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি	**৩৬-২২০**
৪.০ চতুর্থ অধ্যায় : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা	**২২১-২৪৬**
৪. ১. মঙ্গলাচরণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা	২২১-২২৩
৪. ২. সপ্ত পদার্থ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা	২২৩-২২৬
৪. ৩. পদার্থসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা	২২৬-২২৮

৪. ৪. পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যের সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২২৯-২৩০

৪. ৫. পৃথিবী প্রভৃতি নয়প্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৩০-২৩১

৪. ৬ . গুণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৩২-২৩৪

৪. ৭. গুণসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৩৫-২৩৭

৪. ৮. অযথার্থ জ্ঞান বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৩৭-২৩৮

৪. ৯. কারণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৩৮-২৪০

৪. ১০. প্রমাণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৪০-২৪৪

৪. ১১. প্রামাণ্যবাদ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৪৪-২৪৫

উপসংহার : ২৪৭-২৫৪

পরিশিষ্ট: ২৫৫-২৬১

SELECT BIBLIOGRAPHY: **২৬২-২৮০**

Abstract for obtaining the Degree of Doctor of Philosophy entitled

জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

মোহং রুণদ্ধি বিমলীকুরুতে চ বুদ্ধিং
সূতে সংস্কৃতপদব্যবহারশক্তিম্।
শাস্ত্রান্তরাভ্যসনযোগ্যতয়া যুনক্তি
তর্কশ্রমো ন কুরুতে কমিহোপকারম্।।

বেদচতুষ্টয়, ছয়টি বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর অর্থাৎ ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ- এইগুলি ভারতীয় পরম্পরায় চতুর্দশ বিদ্যাস্থান অর্থাৎ বিদ্যার আকরস্থলরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। এগুলির সঙ্গে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র – এই চারটিকে সংযুক্ত করে অষ্টাদশ বিদ্যা পরিগণিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যার প্রকাশক হল আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কবিদ্যা, ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র, নীতি, যোগ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছে। এই তর্কবিদ্যাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণভূত ধর্মের মূল বেদের প্রামাণ্যরক্ষায় নিজেকে সমর্পণ করেছে। তাই এইবিদ্যা অন্যান্য শাস্ত্র থেকে অনন্য। তর্কবিদ্যা যুক্তিশাস্ত্র। এখানে যুক্তিশাস্ত্র বলতে স্বকপোলকল্পিত যুক্তিমূলক শাস্ত্র গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু আগমমূলক যুক্তিশাস্ত্রই গ্রাহ্য। আগমমূলক তর্কবিদ্যা হল যথাক্রমে মহর্ষি গৌতম ও মহর্ষি কণাদ প্রণীত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। দুঃখ থেকে জীবকে উদ্ধারের জন্য প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিপাদনশৈলীতে পার্থক্য থাকলেও এই দুটি দর্শনধারা পরবর্তীকালে মিশ্রিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ন্যায় ও বৈশেষিক সূত্রের উপর ভাষ্য, তার উপর বার্ত্তিক, বার্ত্তিকের টীকা, তস্য টীকা ইত্যাদি ক্রমে অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতেরা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষীদের দ্বারা আনীত অভিযোগগুলিকে খণ্ডনের মাধ্যমে সেই দর্শনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এছাড়াও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্রগুলিকে পরিস্ফুট করা, যাতে সকল জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তা বোধগম্য হতে পারে। তাই সেই সমস্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থে পণ্ডিতদের নতুন চিন্তাভাবনাগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বোপরি

মূল সূত্রে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তকে বিরোধীরা যেন কখনোই খণ্ডন না করতে পারে, দার্শনিকগণ সেই চেষ্টাই করে গিয়েছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অনেক মিল থাকায় পরবর্তীতে অনেক পণ্ডিতই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বিশেষকে একত্রিত করে ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এঁনাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন অন্নংভট্ট, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কেশব মিশ্র প্রমুখ। এঁনাদের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের এমন আরও অনেক পণ্ডিত আছেন, যারা তেমনভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। এঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিতদের কৃতিত্ব এখনও হয়তো অজানা, আবার অনেক পণ্ডিতদের কৃতিত্ব পুঁথি আকারে পুঁথি গ্রন্থালয়ে পড়ে আছে, আবার অনেক পণ্ডিতের কৃতিত্ব উদ্ধারই করা যায়নি। প্রাচীনকালের হস্তলিখিত গ্রন্থকেই পুঁথি বলা হয়। পুঁথির অপর নাম হল পাণ্ডুলিপি, পুস্তক, পুস্তিকা বা মাতৃকা। ইংরেজিতে একে Manuscript বলা হয়। Manuscript শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। একটি Manu, যার অর্থ ‘হাত’ এবং অন্যটি Scriptum, যার অর্থ ‘লেখা’ বা ‘আঁচড় কাটা’। অর্থাৎ লেখার যোগ্য কোনও দ্রব্যের উপর হাতে লেখাকেই Manuscript বলা হয়। আবার এরকমও বলা হয়- যে সমস্ত উপাদানের উপর পুঁথি লেখা হত তা ছিল ধূসর বা পাণ্ডু বর্ণের, তাই এর নাম পাণ্ডুলিপি। তবে নামকরণের কারণ যাই হোক না কেন, মুদ্রণের আগে যে কোনও খসড়াকেই পাণ্ডুলিপি বলা হয়।

বর্তমানে পুঁথির প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রায় রসাতলে। অথচ ভারতীয় অনেক পণ্ডিতদেরই অসাধারণ কৃতিত্বগুলি এখনও পুঁথিবদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের বর্তমানকে জানতে হলে ইতিহাসকে জানতে হবে, যেহেতু ভবিষ্যৎ অতীতের রূপান্তর। আর ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের নতুন নতুন প্রকরণ গ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের আরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে। যেমন- ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দুরূহ বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত সহজভাবে আমাদের কাছে উন্মোচিত হতে পারে বা মূল সূত্রগুলির অর্থ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্ফুট হতে পারে বা নতুনভাবে বিচারের পথ প্রশস্ত হতে পারে, যা ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে প্রভূত সমৃদ্ধ করবে। এছাড়াও বর্তমান সমাজের কাছে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেও সহায়ক হবে। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের অবদানস্বরূপ অসামান্য সমস্ত গ্রন্থগুলিকে পাঠোদ্ধারপূর্বক

সম্পাদনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আর সেই কারণেই মাতৃকাকারে সংরক্ষিতমাত্র ও অপ্রকাশিত জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* নামক প্রকরণগ্রন্থটির পুঁথিপাঠোদ্ধারপূর্বক বিশ্লেষণ ও তুলনার মাধ্যমে একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন করেছি।

সংকেতসূচি
(Abbreviation)

সংকেতসূচি
(Abbreviation)

অনু. - অনুবাদক
অ. কো. – অমরকোষ
ঋ. - ঋগ্বেদ
ছ. ম. – ছন্দোমঞ্জরী
জ. বি. টী. – জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত বিবৃতি টীকা
টী. - টীকা
তর্কা. – তর্কামৃত
ত. আ. সি. – তত্ত্বচিন্তামণি আলোক সিদ্ধাঞ্জন
ত. ভা. - তর্কভাষা
ত. সং. – তর্কসংগ্রহ
পদ. – পদকৃত্য
ত. সং. দী. – তর্কসংগ্রহদীপিকা
ত. সি. সং - তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ
তৈ. উ. – তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
তৈ. উ. ভা. – তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য
দিন. – দিনকরী
দেবী. ভা. - দেবীভাগবত
নৃ. প্র. – নৃসিংহপ্রকাশিকা
ন্যা. দ. – ন্যায়দর্শন
ন্যা. সূ. - ন্যায়সূত্র
ন্যা. কু – ন্যায়কুসুমাঞ্জলি
ন্যা. কো. – ন্যায়কোশ
ন্যা. লীলা. – ন্যায়লীলাবতী
ন্যা. সি. ম. - ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
ন্যা. সি. মু. – ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী
প. উ. – পরাশর উপপুরাণ
পদার্থ. – পদার্থতত্ত্বনিরূপণ
প. ল. ম. – পরমলঘুমঞ্জুষা
প. মা. - পদার্থমালা
পা. ধা. – পাণিনীয় ধাতুপাঠ
পা. সূ. – পাণিনীয় সূত্র
পুঁ. সম. স. – পুঁথিপাঠ : সমস্যা ও সমাধান
পৃ. – পৃষ্ঠাঙ্ক
প্র. খ. – প্রথম খণ্ড
প্র. ভা. – প্রশস্তপাদভাষ্য
ভা. চি. - ভাট্টচিন্তামণি
ভা. দা. কো. – ভারতীয় দর্শন কোষ
ভা. প. – ভাষাপরিচ্ছেদ
ভা. র. - ভাষারত্ন
মনু. – মনুসংহিতা
মু. উ. - মুণ্ডকোপনিষদ্
যজু. - যজুর্বেদ
বা. - বার্ত্তিক
বাৎ. ভা. – বাৎস্যায়নভাষ্য
বৃ. মু. - বৃত্তমুক্তাবলী
বৈ. সূ. - বৈশেষিকসূত্
বা. ব্যুৎ. – বালব্যুৎপত্তি
বৈ. সূ. উ. – বৈশেষিকসূত্র উপস্কার
শ্রী. ভ. গী. - শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
স. প. - সপ্তপদার্থী
সম্পা. – সম্পাদক
সূ. – সূত্র

সং. পুঁ. - সংস্কৃত পুঁথিবিদ্যা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

BNV – Bibliography of Nyāya Vaiśeṣika

ABRI – Annals of Bhandarkar Research Institute

DCSM – Descriptve Catalogue of Sanskrit Manuscript

HIL – A History of Indian Logic

HNNM – History of Navya Nyāya Nyaya in Mithila

JOAS – Journal of the American Oriental Society

NCC – New Catalogus Catalogroum

VML – Vande Matram Library

প্রথম অধ্যায় :

পুরোবাক্

১.০ প্রথম অধ্যায় :

পুরোবাক্

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম এযাবৎ মাতৃকাকারে সংরক্ষিত ও অপ্রকাশিত প্রকরণগ্রন্থ হল জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* নামক গ্রন্থ। ১৭৪০ সম্বতে বর্তমান এই নৈয়ায়িক তাঁর *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিতে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনসম্মতঃ পদার্থতত্ত্ব সহজ ও সুললিতভাবে সংস্কৃতভাষায় ও দেবনাগরীলিপিতে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটি অপ্রকাশিত পুঁথি আকারে প্রাপ্ত হয়েছে, তাই 'পুরোবাক্' নামক এই প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই পুঁথির সামান্য পরিচয় ও পুঁথির গুরুত্ব জানা আবশ্যক। পুঁথি আকারে প্রাপ্ত এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ গ্রন্থ। তাই পুঁথির সামান্য পরিচয় ও গুরুত্ব আলোচনার পর ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয় জেনে নিয়ে পূর্বে সম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর গবেষণা পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষে গবেষণার প্রয়োজন, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন প্রদানপূর্বক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করা হয়েছে।

১.১. পুঁথির সামান্য পরিচয় ও তার গুরুত্ব:

প্রাচীনকালের হস্তলিখিত গ্রন্থকেই পুঁথি বলা হয়। পুঁথির অপর নাম হল পাণ্ডুলিপি, পুস্তক, পুস্তিকা বা মাতৃকা। ইংরেজিতে একে Manuscript বলা হয়। Manuscript শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। একটি Manu, যার অর্থ 'হাত' এবং অন্যটি Scriptum, যার অর্থ 'লেখা' বা 'আঁচড় কাটা'। অর্থাৎ লেখার যোগ্য কোনও দ্রব্যের উপর হাতে লেখাকেই Manuscript বলা হয়। আবার এরকমও বলা হয়- যে সমস্ত উপাদানের উপর পুঁথি লেখা হত তা ছিল ধূসর বা পাণ্ডু বর্ণের, তাই এর নাম পাণ্ডুলিপি। তবে নামকরণের কারণ যাই হোক না কেন, মুদ্রণের আগে যে কোনও খসড়াকেই পাণ্ডুলিপি বলা হয়। কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার

পূর্বে ভুর্জপত্র, তালপাতা, চামড়া, গাছের বাকল প্রভৃতির উপর পুঁথি লেখা হত। পরবর্তীতে অবশ্য তুলট কাগজ তৈরি হয়। মূল পুঁথি নকল করার জন্য লিপিকর নিয়োগ করা হত। যদিও এদের কাজ ছিল মূল পুঁথির অবিকল নকল করা, তবে এরা কখনো কখনো গ্রন্থে নতুন কিছু সংযোজনও করতেন। যে কারণে একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর দেখা যায়। কেউ যাতে পুঁথি চুরি না করে তার জন্য অনেকসময় লিপিকরেরা শেষপত্রে এরকম লিখতেন – *যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ শূকরী তস্য পিতা গর্দভঃ।।* অর্থাৎ বহুযত্নে এই গ্রন্থ লিখিত হল, যদি কেউ এই গ্রন্থ চুরি করেন তবে তার মা শূকরী এবং পিতা গর্দভ। পুঁথি কীভাবে রক্ষা করতে হবে সেই বিষয়েও কোনও কোনও লিপিকর শেষপত্রে লিখতেন– *যস্য হস্তগতং ভুয়াদেতত্তস্মৈ নিবেদয়ে। প্রাণতুল্যমিদং বক্ষ্যং পণ্ডিতস্যৈব পুস্তকম্।* অর্থাৎ এটি যার হস্তগত হবে, তাকে নিবেদন করি যে পণ্ডিতের এই পুস্তক হৃদয়স্থ প্রাণতুল্য। আবার এও বলা হয় – *পাণ্ডুলিপিকে পুত্রের মত পালবে, শত্রুর মত বাঁধবে*।

আমরা পুঁথি প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে পুঁথিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটি হল- কবি বা গ্রন্থকারের নিজের হাতের লেখা পুঁথি (Autographic text) এবং অন্যটি হল অনুলিখিত পুঁথি (Transmitted text)। গ্রন্থকারের নিজের হাতের লেখা পুঁথিকে আদর্শ পুঁথি বলা হয়। তাই আদর্শ পুঁথিতে প্রাপ্ত লেখাগুলিতে গ্রন্থকারের চিন্তাভাবনা অক্ষতই থাকে। অন্যদিকে অনুলিখিত লিপি লিপিকরেরা লিখতেন। অর্থাৎ স্বয়ং গ্রন্থকারের লেখাটির অনুলিপি প্রস্তুত করা হত। ফলে অনুলিখিত লিপিতে গ্রন্থকারের মূল লেখাটি বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই অনুলিখিত লিপির সংখ্যাই বেশি। কারণ তৎকালীন সমাজে লিপিকরদের বেশ কদর ছিল। বিভিন্ন রাজসভাতে হস্তলিপিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিরা সহজেই লিপিকরের চাকরি পেয়ে যেতেন। তবে অনুলিখিত লিপি আবার তিন রকমের হয়-

১) সংরক্ষিত প্রতিলিপি (Protected transmission) - মূল গ্রন্থের অনুলিপি লেখার সময় লিপিকর যখন মূল লেখাটিকে অক্ষত রেখে দেন, তাই হল সংরক্ষিত প্রতিলিপি।

২) অরক্ষিত প্রতিলিপি (Haphazard or unprotected transmission) - যেখানে পুঁথি লেখার সময় লিপির মূল গ্রন্থটিকে পরিবর্তন করে লিপিকর স্বাধীনভাবে অনুলিখন করেন, তাই হল অরক্ষিত প্রতিলিপি।

৩) সংশোধিত প্রতিলিপি (Revised transmission) - মূল গ্রন্থে কোনও ভুল থাকলে যখন লিপিকর সেটা সংশোধন চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধপাঠ লেখেন, তখন তাকে সংশোধিত প্রতিলিপি বলে।

পুঁথি হল জ্ঞানের আকরস্বরূপ। অপ্রকাশিত পুঁথি উদ্ধারের ফলে কত অজানা তথ্য জানা যায়, জ্ঞানের কত নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যায় তা এককথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই অজানাকে জানার জন্য, ইতিহাস জানার জন্য বা পূর্বের জ্ঞাত বিষয়কেই নতুন আঙ্গিকে জানার জন্য পুঁথির ভূমিকা অপরিসীম।

১.২. ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়:

আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে ভারতীয় দর্শন দ্বিবিধ। আস্তিক দর্শন পুনরায় ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ভেদে ষড়্বিধ। নাস্তিক দর্শন ত্রিবিধ, যথা- চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। ষড়্বিধ আস্তিকদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়। ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক হলেন মহর্ষি গৌতম। তিনি অক্ষপাদ, গোতম এবং মেধাতিথি[৩] নামেও পরিচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থটি হল *ন্যায়সূত্র*। এটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ। *ন্যায়সূত্রে* পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়ে দুটি করে আহ্নিক আছে। প্রতিটি আহ্নিকে কতকগুলি প্রকরণ আছে, প্রকরণগুলি আবার কতকগুলি সূত্র নিয়ে গঠিত। এভাবে সর্বমোট ১০টি আহ্নিক, ৮৪টি প্রকরণ এবং ৫২৮টি সূত্রসংখ্যা নিয়ে *ন্যায়সূত্র* গঠিত। এই ন্যায়সূত্রের উপর মহর্ষি বাৎস্যায়ন *ন্যায়ভাষ্য,*

উদ্যোতকর *ন্যায়বার্ত্তিক*, বাচস্পতিমিশ্র *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা* এবং উদয়নাচার্য *তাৎপর্যপরিশুদ্ধি* লেখেন। ন্যায়শাস্ত্রের দুটি ভেদ বর্তমান। এই ভেদ মূলতঃ ভাষা ও রচনাশৈলীর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। যাদের রচনায় প্রমেয়পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, তারা হলেন প্রাচীন নৈয়ায়িক। আর যাদের রচনায় প্রমাণপদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, তারা হলেন নব্য নৈয়ায়িক। মহর্ষি গঙ্গেশ উপাধ্যায় হলেন নব্যন্যায়ের প্রবর্তক। তাঁর সময়কাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে, তবে আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পরবর্তীকালেই গঙ্গেশ বর্তমান ছিলেন।[4] তিনি নব্যন্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থটি লিখেছিলেন। নব্যন্যায়ের চর্চাকে যারা ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ন্যায়শাস্ত্রের সমানতন্ত্র দর্শন হল বৈশেষিকদর্শন, যার দ্রষ্টা হলেন মহর্ষি কণাদ। তিনি *বৈশেষিকসূত্র* লেখেন। এই সূত্রগুলি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় আবার দুটি করে আহ্নিকে বিভক্ত। এভাবে *বৈশেষিকসূত্রে* সর্বমোট ২০টি আহ্নিক এবং ৩৭০ টি সূত্র আছে। বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রশস্তপাদবিরচিত *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থটি অন্যতম। এছাড়াও চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত ব্যোমশিবের *ব্যোমবতী*, এটি *প্রশস্তপাদ*-গ্রন্থের উপর রচিত প্রাচীনতম ভাষ্য। এছাড়া শ্রীধরাচার্যেরর *ন্যায়কন্দলী* (৯৯১ শতক), উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী* (১০ম শতাব্দী) এবং শ্রীবৎসাচার্যের *লীলাবতী (১১শ শতাব্দী)* প্রভৃতি প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাও পাওয়া যায়। শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী* ও বৈশেষিকসূত্রের উপর শঙ্কর মিশ্রের *উপস্কার* টীকাও বৈশেষিকদর্শনের অন্যতম গ্রন্থ।

১.৩. পূর্বে সম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থসমূহের বিবরণ:

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের যে সমস্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলির সম্পাদনা হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থসমূহ হল - *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা, ভাষাপরিচ্ছেদ, সপ্তপদার্থী, ভাষারত্ন, পদার্থমালা, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী, তর্কামৃত, পদার্থীয়াদিব্যচক্ষু, ন্যায়সার,*

ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ, তার্কিকরক্ষা, তর্ককৌমুদী, ন্যায়লীলাবতী, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি। নিম্নে উপর্যুক্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদত্ত হল-

তর্কসংগ্রহ - ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থটি হল বহু প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ তৎকালীন সমাজে অধিকমাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, যা বর্তমানেও সমানভাবে জনপ্রিয়। গ্রন্থকার অন্নংভট্ট ছিলেন আন্ধ্রপ্রদেশীয় কৌশিকগোত্রীয় তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলেই পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতামহ মল্লভট্ট স্বীয় পাণ্ডিত্যের কারণে 'অগ্নিহোত্রভট্ট' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ন্যায়ের ওপর *আলোকস্ফূর্তি,* বেদান্তের ওপর *তত্ত্ববিবেচন* এবং ব্যাকরণের ওপর *মহাভাষ্যটীকা* লেখেন। মহামতি অন্নংভট্টের পিতার নাম হল তিম্ময়ার্য বা তিরুমলার্য। তিনিও স্বীয় পাণ্ডিত্যের কারণে 'সর্বতোমুখযাজী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম হল *সন্ধ্যাবন্দনভাষ্য*। এছাড়াও অন্নংভট্টের ভ্রাতা হলেন সর্বদেব ভট্ট, তিনি *শশধরভাবদীপিকা* রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রপিতামহের নাম হল লোকনাথ ভট্ট, তিনি দ্বাদশাহযজ্বা নামে পরিচিত ছিলেন।[৬] অন্নংভট্ট *তর্কসংগ্রহ* ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলি হল – *তর্কসংগ্রহদীপিকা* (*তর্কসংগ্রহের* ব্যাখ্যা), *তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকসিদ্ধাঞ্জন* (জয়দেব মিশ্র বা পক্ষধর মিশ্র বিরচিত *তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের* ব্যাখ্যা), *সুবুদ্ধিমনোহরা* (রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির* ব্যাখ্যা), *তত্ত্বপ্রবোধিনী* (*তর্কভাষার* টীকা)[৭], *ন্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশ*[৮], *ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতন* (কৈয়ট বিরচিত *প্রদীপ* টীকার ব্যাখ্যা), *মিতাক্ষরী বা মিতাক্ষরা* (পাণিনীয় সূত্রের বৃত্তি), *রাণকোজ্জীবনী* (ভট্টসোমনাথ বিরচিত *ন্যায়সুধার* ব্যাখ্যা), *সুবোধিনী* (*তন্ত্রবার্তিকের* টীকা) , *স্বরবিবেক* (পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের উপর রচিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ), *মিতাক্ষরা* (*ব্রহ্মসূত্রের* বৃত্তি), *তত্ত্ববিবেকদীপন* (উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রের উপর রচিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ)।[৯] অন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থটির যশবন্ত বাসুদেব অথল্যেকৃত একটি প্রাচীন সম্পাদনা পাওয়া যায়। তিনি সমীক্ষা এবং ব্যাখ্যামূলক টিপ্পনী সহ গ্রন্থটির সম্পাদনা

করেছিলেন। যদিও জীবদ্দশায় বিভিন্ন কারণবশতঃ তিনি গ্রন্থটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে পারেননি।[১০] ওনার মৃত্যুত্তরকালীন সময়ে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহাদেব রাজারাম বোদাস নামে বোম্বে হাইকোর্টের এক আইনজীবী 'যশবন্ত বাসুদেব অথল্যে'র সম্পাদনা কার্যটিকে ভূমিকা ও ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন।[১১] বাংলা ভাষায় *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদকগণ হলেন নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পঞ্চানন শাস্ত্রী ও নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যাত *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদনাগুলির মধ্যে কেদারনাথ ত্রিপাঠী, দয়ানন্দ ভার্গব, আনন্দ ঝা, শিবনারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের সম্পাদনাগুলি অন্যতম। এবং ইংরেজি ভাষায় *তর্কসংগ্রহে*র সম্পাদনাগুলির মধ্যে গোপিকামোহন ভট্টাচার্য, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রমুখের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

তর্কভাষা - কেশবমিশ্র বিরচিত *তর্কভাষা* গ্রন্থটি হল ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের অপর একটি প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির প্রাচীন সম্পাদনাটি সম্ভবত শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে করেছিলেন। তিনি গোবর্ধন মিশ্রের টীকা ও সমীক্ষাপূর্বক ব্যাখ্যামূলক টীকা সহ ১৮৯৪ সালে *তর্কভাষা* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন।[১২] এছাড়াও ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউটের এম্.এস্.এস্. বিভাগের নারায়ণ নাথজি কুলকার্নি ১৯২৪ সালে তর্কভাষার সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা করেছিলেন।

ভাষাপরিচ্ছেদ - ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের অপর একটি প্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থ হল বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থটি। এটি কারিকা আকারে রচিত, তাই এই গ্রন্থের আরেক নাম *কারিকাবলী*। *কারিকাবলী*র উপর গ্রন্থকার স্বয়ং একটি ব্যাখ্যা লেখেন, যা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* নামে পরিচিত। বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য নামে বিখ্যাত কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের পুত্র কাশীবাসী বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন তাঁর শিষ্য বা মতান্তরে পুত্র রাজীবের সুগমবোধের জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে কৃষ্ণদাস সার্বভৌমকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু তৎপ্রতিপাদিত যুক্তিসমূহকে পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী অকাট্য বলে গ্রহণ করেননি। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননবিরচিত অন্যান্য

গ্রন্থগুলি হল – *গৌতমসূত্রবৃত্তি, ন্যায়ালোক, আখ্যাতবাদ টীকা, নঞ্‌-বাদ টীকা, পদার্থতত্ত্বাবলোক, সুবর্থতত্ত্বালোক, ন্যায়তন্ত্রবোধিনী, অলঙ্কারপরিষ্কার, ভেদসিদ্ধি, মাংসতত্ত্ববিবেক, প্রাকৃতপিঙ্গল টীকা, সূক্তিমুক্তাবলী।*

ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে প্রবেশের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থটি যেমন অত্যন্ত উপযোগী, তেমনি ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে প্রবেশের পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থটি সমানভাবে উপযোগী। এই গ্রন্থটিও *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের মতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, যা বর্তমানেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই গ্রন্থটিতে মূলতঃ ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রায় সমগ্র বিষয় অতি নৈপুণ্যের সহিত যথাযথভাবে নিরূপিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থটির প্রথম ব্যাখ্যাকারের নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও সময়কালটা আমরা কেবলমাত্র জানতে পেরেছি। ১১৮১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু তা কেবলমাত্র পুঁথি আকারেই পাওয়া যায়। পরবর্তীতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে *ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটি* বাংলা গদ্যে বিশদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেন। সম্ভবত এটিই প্রথম বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত ও মুদ্রিত ভাষাপরিচ্ছেদের গ্রন্থ। বর্তমানে প্রাপ্ত *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদনাগুলির মধ্যে পঞ্চানন শাস্ত্রী মহাশয়, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, আত্মারাম শর্মা জেরে, রাজারাম শুক্ল, হরিরাম শুক্ল, সি.শঙ্কররাম শাস্ত্রী , এন্. ভিজহিনাথন্ প্রভৃতির গ্রন্থগুলি অন্যতম।

সপ্তপদার্থী - বৈশেষিক দর্শনের একটি অন্যতম প্রকরণগ্রন্থ হল *সপ্তপদার্থী* । এই গ্রন্থটি মহামতি শিবাদিত্য মিশ্র রচনা করেছিলেন। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৩] *সপ্তপদার্থী* ব্যতীত আর যে সমস্ত গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল – *লক্ষণমালা, হেতুখণ্ডন, উপাধিবার্ত্তিক* এবং *অর্থাপত্তিবার্ত্তিক*। *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের প্রাচীন যে সম্পাদনাটি পাওয়া যায়, তা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ কাশী থেকে প্রকাশ করেছিলেন।[১৪] এরপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে

অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ এবং নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ তিনটি টীকা সহ *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থটির একটি সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা করেন।

ভাষারত্ন – ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল কণাদ তর্কবাগীশের *ভাষারত্ন* গ্রন্থটি। এঁনার সময়কাল আনুমানিক ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৫] যদিও রঘুনাথ শিরোমণির পূর্বেই কণাদ তর্কবাগীশের উপস্থিতি ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ কণাদ তর্কবাগীশকৃত *চিন্তামণি* গ্রন্থের টীকা পাওয়া যায়, যা রঘুনাথ শিরোমণির আগের থেকেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল।[১৬] তিনি নবদ্বীপ নিবাসী একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। *ভাষারত্ন* গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি *তর্কবাদার্থমঞ্জরী* ও *তত্ত্বচিন্তামণি*র ওপর *অনুমানমণিব্যাখ্যা* টীকা লিখেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে *ভাষারত্ন* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন, যা কলিকাতাস্থ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পদার্থমালা - জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত *পদার্থমালা* গ্রন্থটিও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির অন্যতম। রামভদ্রাচার্যের যে চারজন ছাত্র ন্যায়শাস্ত্রের চার স্তম্ভরূপ ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন। অপর তিনজন ছিলেন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত সার্বভৌম। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। *পদার্থমালা* গ্রন্থটির *পদার্থমালাপ্রকাশ* ও *গূঢ়ার্থদীপিকা* নামে দুটো টীকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে *পদার্থমালাপ্রকাশ* টীকাটির রচয়িতা লৌগাক্ষিভাস্কর হলেন জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের শিষ্য। ১৯৮৫ সালে এন্. শ্রীনিবাসন্ *পদার্থমালাপ্রকাশ* টীকা সহ *পদার্থমালা* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। সম্ভবত *পদার্থমালা* গ্রন্থটির এটিই প্রথম ও শেষ সম্পাদনা ছিল, কারণ এখনও পর্যন্ত এই গ্রন্থটির অন্য কোনও সম্পাদনা পাওয়া যায়নি।

ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী – এই গ্রন্থটিও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম একটি প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা হলেন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি ওরফে জানকীনাথ ভট্টাচার্যচূড়ামণি। ইনিও বঙ্গদেশস্থিত নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত ছিলেন।

এঁনার সময়কাল হল আনুমানিক ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ[১৭], অর্থাৎ ইনি রঘুনাথ শিরোমণির (১৪৫৫খ্রী.) সমসাময়িক একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। জানকীনাথ তর্কচূড়ামণির *ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী* গ্রন্থটি তৎকালীন ভারতবর্ষে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। তিনি এই গ্রন্থেই ওনার রচিত আরো দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, যথা - রঘুনাথের *তত্ত্বচিন্তামণির মণিমরীচি* টীকা ও *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধির তাৎপর্যদীপিকা* টীকা। এছাড়াও তিনি *আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ(ন্যায়সূত্রের* টীকা) ও *আত্মতত্ত্বদীপিকা* নামে অপর দুটি গ্রন্থও লিখেছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে *আত্মতত্ত্বদীপিকা* গ্রন্থের কোনও পুঁথি পাওয়া যায়নি, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব পঞ্চাননের *আত্মতত্ত্বপ্রবোধ* গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

পণ্ডিত জীবনাথ মিশ্র মহাশয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস থেকে যাদবাচার্যের *ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার* টীকা সহ এই গ্রন্থটি প্রথম সম্পাদনা করেন। এছাড়াও *ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী গ্রন্থটি* ১৯৪১ সম্বৎসরে শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠদীক্ষিতপ্রণীত *বৃহত্তর্কপ্রকাশ* ব্যাখ্যা সহ সম্পাদনা করেন। আবার *দীপিকাতর্কপ্রকাশ* সহ এই গ্রন্থের অন্য একটি সম্পাদনা ১৯৯০ সালে শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কর্তৃক সদ্গুরু প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লি থেকে এই গ্রন্থের বলিরাম শুক্ল মহাশয়কৃত আরো একটি সম্পাদনা পাওয়া যায়। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক সম্পাদনার সহিত একটি পিএইচ্.ডি কার্যও সম্পন্ন হয়েছে।

তর্কামৃত **-** জগদীশ তর্কলঙ্কার বিরচিত এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থের প্রণেতা জগদীশ তর্কলঙ্কার একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ নিবাসী, কাশ্যপগোত্রীয়, যজুর্বেদীয় ও পাশ্চাত্যবৈদিক ছিলেন। তবে নবদ্বীপ নিবাসী হলেও তিনি ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।[১৮] তাঁর রচিত অপরাপর গ্রন্থগুলি হল – *তত্ত্বচিন্তামণির ময়ূখ* টীকা, *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি*র টীকা, *ন্যায়লীলাবতীদীধিতি*র টীকা, *প্রশস্তপাদভাষ্যের সূক্তি*

টীকা, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ন্যায়াদর্শ*। তাঁর রচিত *তর্কামৃত* গ্রন্থটি সুনিপুণভাবে নিবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র প্রকরণ গ্রন্থ। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন।[১৯] এছাড়া শ্রীআঞ্জনেয় শাস্ত্রীর *মাণিক্যপ্রভা* সংস্কৃতব্যাখ্যা সহ সম্পাদিত *তর্কামৃত* গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী থেকে তরঙ্গিণী, চষক ও চষকতাৎপর্য – এই তিনটি টীকা সহিত ড. পীযূষকান্ত দীক্ষিত মহাশয়কৃত এই গ্রন্থটির অপর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা প্রকাশিত হয়।

পদার্থীয়দিব্যচক্ষু – ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপর একটি প্রকরণ গ্রন্থ হল *পদার্থীয়দিব্যচক্ষু*। এই গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক উমাপতি উপাধ্যায়। তিনি মিথিলানিবাসী রত্নপতি ও রত্নাবতীর পুত্র ছিলেন। দ্বারভাঙার মিথিলা ইন্সটিটিউটের পাণ্ডুলিপি বিভাগের দায়িত্বে কর্মরত শ্রীধীরানন্দ মিশ্র ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন।[২০]

ন্যায়সার - ন্যায়বৈশেষিকদর্শনের প্রকরণ গ্রন্থের সারিতে ভাসর্বজ্ঞ বিরচিত *ন্যায়সার* গ্রন্থটি অন্যতম। তিনি এই গ্রন্থের উপর *ন্যায়ভূষণ* নামে একটি টীকাও লেখেন। এই গ্রন্থটির প্রথম সম্পাদনাটি সম্ভবত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শাকে ১৮৪৩ দুমতিনামক সম্বতে শ্রীপ্রভুরাম বৈদ্যের পুত্র বিশ্বনাথ পি. বৈদ্য সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় করেছিলেন। কে. সাম্বশিবশাস্ত্রি মহাশয় বাসুদেব সূরির *পদপঞ্জিকার* ব্যাখ্যা সহ *ন্যায়সার* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন, যেটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতরাজ বি. সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী ও পণ্ডিতরাজ ভি. সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী *ন্যায়মুক্তাবলী* ও *ন্যায়কলানিধি* টীকা সহ এই গ্রন্থটির সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা করেন। এই সম্পাদনাটি মাদ্রাজের গভর্নমেন্ট ওরিয়েন্টাল্ ম্যানস্ক্রিপ্টস্ লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের টি. কে. নারায়ণ মহাশয় কর্তৃক অপর আরও একটি সম্পাদনা পাওয়া যায়।

ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ – এই গ্রন্থটিও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা হলেন শশধর ভট্টাচার্য। তিনি সম্ভবত ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নৈয়ায়িক

ছিলেন।[২১] *ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ* গ্রন্থটি ২৬ প্রকরণে বিভক্ত। এই গ্রন্থটির কিছু নির্বাচিত অংশ *The Pandit, of Benares* (vols; XXV- XLII, 1876-1920) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পণ্ডিত ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী মহাশয় মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে *শেষনান্ত* টীকা সহ এই গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন।[২২] এছাড়াও অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল মহাশয় ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে L.D. INSTITUTE OF INDOLOGY AHMEDABAD থেকে গুণরত্নসূরি কৃত টিপ্পনী সহ এই গ্রন্থটি সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন।

তার্কিকরক্ষা - ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্য আরেকটি প্রকরণ গ্রন্থ্ হল বরদরাজ বিরচিত এই *তার্কিকরক্ষা* গ্রন্থটি। বরদরাজের সময়কাল আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ।[২৩] প্রাচীনন্যায়ের প্রসিদ্ধ এই *তার্কিকরক্ষা*-গ্রন্থের কোলাচলমল্লিনাথ *নিষ্কণ্টকা এবং* জ্ঞানপূর্ণ *লঘুদীপিকা* নামে টীকা লেখেন। এই দুটি টীকা সহ গ্রন্থটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী থেকে পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদীর সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হয়।[২৪] এটি *The Pandit* পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল। *এছাড়াও* এই গ্রন্থের টি. সম্পৎকুমারাচার্যালুকৃত একটি সম্পাদনা তিরুপতি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তর্ককৌমুদী – এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্রের অন্যতম একটি প্রকরণ গ্রন্থ্। এর রচয়িতা হলেন পণ্ডিত লৌগাক্ষি ভাস্কর। ১৭৯৮ শকাব্দের(১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের) অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতার পুরাণপ্রকাশ যন্ত্র থেকে শ্রী জগমোহন তর্কালঙ্কারকৃত এই গ্রন্থটির একটি সম্পাদনা প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিলাল নাবুভাই দ্বিবেদী এই গ্রন্থটির সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা করেন।[২৫] এছাড়াও এই গ্রন্থের ড. কে. এন্. চ্যাটার্জীকৃত ইংরেজী অনুবাদ সহ একটি সম্পাদনা বারাণসী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে পণ্ডিত বাসুদেব শর্মা এই গ্রন্থের একটি সম্পাদনা প্রকাশ করেন।

ন্যায়লীলাবতী – বল্লভাচার্যকৃত এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিকের একটি প্রকরণ গ্রন্থ্। বল্লভাচার্য ছিলেন ১১০০ খ্রীষ্টীব্দের[২৬] বৈশেষিকাচার্য অর্থাৎ তিনি নব্যনৈয়ায়িক

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী ছিলেন। এই গ্রন্থটির পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদীকৃত একটি সম্পাদনা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৭] এছাড়াও পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী থেকে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। আবার পণ্ডিত ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির আরেকটি সম্পাদনা করেছিলেন। দুর্গাধর ঝা কৃত *শাম্ভবী* হিন্দীব্যাখ্যা সহ তিন খণ্ডের একটি বৃহৎ সম্পাদনা রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পদার্থতত্ত্বনিরূপণ - ন্যায়বৈশেষিকের অপর একটি প্রকরণ গ্রন্থ হল রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থটি। গ্রন্থকার রঘুনাথ শিরোমণি ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের[২৮] একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর রচিত অপরাপর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি হল- তত্ত্বচিন্তামণির *দীধিতি* টীকা, *আখ্যাতবাদ, নঞ্বাদ, দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি, গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি, আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি, মলিম্লুচবিবেক, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের দীধিতি* টীকা, *অদ্বৈতেশ্বরবাদ*। পদার্থতত্ত্বনিরূপণ গ্রন্থটির যে সমস্ত প্রসিদ্ধ সম্পাদনাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল – ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদীকৃত সম্পাদনা এবং কার্ল এচ. পোট্টরের ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ সম্পাদনা।[২৯] এছাড়া বিশ্বম্ভর পাহি এবং কুসুম জৈন যৌথভাবে এই গ্রন্থটির হিন্দি ভাবানুবাদ সহ সম্পাদনা করেন, যেটি ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যলয়ের দর্শন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি :

গবেষণাকর্মের সমীক্ষাটি মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছি। সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ করেছি। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করেছি। গবেষণাপত্রটির মূলভাগে ইউনিকোড বাংলা লিপির জন্য কালপুরুষ ফন্টে ১৪ সাইজ, উদ্ধৃতিগুলিতে ১২ সাইজ, গবেষণার শিরোনামে ১৬ সাইজ এবং অন্ত্যটীকায় ১২ সাইজ ব্যবহার করেছি। মূলভাগের দেবনাগরী লিপির জন্য Vesper Libre ফন্টে ১৪ সাইজ ও

ইংরেজি লিপির জন্য Times New Roman এ ১৪ সাইজ ব্যবহার করেছি। পাদটীকায় ইংরেজি লিপির ও বাংলা লিপির জন্য কালপুরুষ ফন্টে ১২ সাইজ এবং দেবনাগরী লিপির জন্য Vesper Libre ফন্টে ১২ সাইজ ব্যবহার করেছি। যে সমস্ত স্থলে সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলি বাংলা লিপিতে দিয়েছি, সেই সব স্থলগুলিতে 'ৎ' এর স্থানে 'ত্' করেছি। বাংলা লিপিতে বর্গীয় ব(ৰ) ও অন্তঃস্থ ব(ৱ) এর লেখনে ভেদ না থাকায়, সেই ভেদ বাংলা হরফে দেখানো যায়নি। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের শেষে গ্রন্থপঞ্জি গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী MLA Eighth Edition ফরম্যাট-এ সংযোজিত করা হয়েছে। তবে বোঝার সুবিধার জন্য গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজীতে তৈরি করেছি।

১.৪.১ প্রস্তুত মাতৃকাসম্পাদনে ব্যবহৃত পদ্ধতি :

একটিমাত্র পুঁথি হওয়ায় *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রাপ্ত পুঁথিটিকে অপরাপর পুঁথির সঙ্গে তুলনা করার জন্য সন্তুলন পদ্ধতির প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়নি। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের মাতৃকাটির বেশীরভাগ সন্ধিযোগ্যস্থলে পঞ্চম বর্ণের স্থানে অনুস্বার(ং) এর ব্যবহার দেখা যায়। আমি পাঠের সুবিধার্থে সন্ধিযোগ্যস্থলগুলিতে 'অনুস্বার' ও 'পঞ্চমবর্ণে'র মধ্যে পঞ্চমবর্ণকে সর্বত্র গ্রহণ করেছি। যেমন- 'সিদ্ধাংত'-এর স্থলে 'সিদ্ধান্ত', 'পংচ'-এর স্থলে 'পঞ্চ', 'দংড'-এর স্থলে 'দণ্ড' প্রভৃতি। তবে 'সংখ্যা' শব্দটিকে 'সঙ্খ্যা' না করে 'সংখ্যা' রূপটিই রেখেছি।

মাতৃকাটিতে অবগ্রহ(ঽ) এর প্রয়োগ কিছু স্থলে করা হয়েছে, কিছু স্থলে করা হয়নি। সমতা বজায় রাখার জন্য অবগ্রহ(ঽ) এর প্রাপ্তির স্থলগুলিতে সর্বত্রই অবগ্রহ(ঽ) এর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- 'স্মর্যতেপি' এর স্থানে 'স্মর্যতেঽপি' (Folio- 20a)।

পুঁথিটির প্রায় সর্বত্রই 'ত্ত্ব'-এর স্থলে যেখানে দৃষ্ট 'ত্ব' হয়েছে, সেখানে শুদ্ধ বানানের কথা বিচার করে 'ত্ত্ব'-এই রূপটির প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন- 'হেতুমত্বস্য' এর স্থানে 'হেতুমত্ত্বস্য' করা হয়েছে।

মাতৃকাটির বিভিন্ন স্থলে 'বর্গীয় ব(ব)'- এর স্থানে 'অন্তঃস্থ ব(ব)' প্রয়োগ দেখা গেছে। বানান বিধি অনুসারে 'বর্গীয় ব(ব)' হওয়ার যোগ্য স্থলগুলিতে 'অন্তঃস্থ ব(ব)' এর পরিবর্তন করে 'বর্গীয় ব(ব)' - এর প্রয়োগ করা হয়েছে।

মূল পুঁথিতে গ্রন্থকার যে সমস্ত গ্রন্থান্তরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেগুলিকে *" "* - এই চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির সম্ভাব্য শুদ্ধ পুঁথিপাঠ নির্ধারণে প্রযুক্ত নিয়মসমূহ -

১) বানান সংশোধন – পুঁথির যে সমস্ত স্থানে বানান ভুল হয়েছে বলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেই সমস্ত স্থানে সংশোধিত শুদ্ধ বানানটিকে (কোথাও শুধু অক্ষরটিকে) মূলে **স্থূল** (Bold) করেছি এবং পুঁথিতে প্রাপ্ত যে সমস্ত বানান ভুল বলে মনে হয়েছে পাদটীকায় তা উল্লেখ করেছি।

২) অতিরিক্ত অক্ষর, শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ – পুঁথির যে সব স্থানে অতিরিক্ত বাক্যের প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে সেই অতিরিক্ত অক্ষর, শব্দ বা বাক্যটিকে মূলেই **< >** এই চিহ্নের মধ্যে রেখে সেই অংশটিকে **স্থূল (Bold)** করেছি।

৩) পাঠ সংশোধন – পুঁথিতে বর্ণলোপ, শব্দলোপ বা বাক্যলোপের জন্য বিষয়গত ভ্রান্তি সৃষ্টি হলে যুক্তিপূর্বক পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মূলে সংশোধিত ও সংযোজিত অংশটি **{ }** – এই বন্ধনীর মধ্যে রেখে সেই অংশটিকে **স্থূল** (Bold) করেছি। এবং সেই পাঠগ্রহণের কারণ পাদটীকায় দিয়েছি।

৪) যতি চিহ্ন – পূর্ণচ্ছেদ(।) বর্জন করা হলে বা সেই স্থানে অন্য যতি চিহ্নের প্রয়োগ করা হলে, তা মূলে স্থূল (Bold) করে পাদটীকায় মাতৃকালব্ধ রূপটি উল্লেখ করেছি। অন্যান্য যতিচিহ্নের সংযোজন বা পরিবর্তন করা হলে মূলেই সেই সমস্ত স্থল শুধুমাত্র স্থূল (Bold) করেছি।

৫) সংশয়যুক্ত স্থল – মাতৃকায় যে সমস্ত স্থলে এখনো সংশয়ের অবকাশ রয়ে গেছে, মূলেই সেই সমস্ত সংশয়যুক্ত স্থলে জিজ্ঞাসাচিহ্নের **(?)** প্রয়োগ করেছি।

এভাবে যথাসম্ভব শুদ্ধপাঠ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। পাঠানুসারে বঙ্গানুবাদ করেছি। যে সমস্ত স্থলে অনুবাদের দ্বারা অর্থ পরিষ্কৃত হয়নি, সেইসব স্থানে বিবৃতি দিয়েছি। পুঁথিপাঠের জন্য পাদটীকার ব্যবহার করেছি। অন্য সর্বত্রই অন্ত্যটীকার ব্যবহার করেছি।

১.৪.২ : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের লব্ধ মাতৃকাটির বৈশিষ্ট্য :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থের মাতৃকাটির পাঠোদ্ধারে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ-

ক) এই মাতৃকাতে প্রাপ্ত বেশিরভাগ ‘ন’-কার এবং ‘ত’-কার প্রায় একইরকম দেখতে।

খ) মাতৃকার প্রায় বেশিরভাগ অংশজুড়েই ‘চ্ছ’ কে ‘ছ’ -এর মতো, ‘স্থ’ কে ‘চ্ছ’, ‘ষ্ণ’ কে ‘ক্ষ’ এর মতো, ‘শ্চ’ কে ‘শ্ব’ এর মতো লেখা হয়েছে।

গ) কোনও কোনও স্থানে ‘প’ কে ‘প’- এর মতো লেখা হলেও কোনও কোনও স্থানে আবার ‘প’ কে ‘য়’ এর মতো লেখা হয়েছে।

ঘ) বাক্যের মাঝে যতি চিহ্নের প্রয়োগ, আবার কখনো বাক্যের শেষেও যতি চিহ্নের অপ্রয়োগ বাক্যার্থ নির্ণয়ে অসুবিধের সৃষ্টি করেছে।

ঙ) ট এবং ঠ – এই অক্ষরদুটি প্রায় একইভাবে লেখা, ফলে বানান ভুল হয়েছে বলে বহুবার মনে হলেও পরবর্তীতে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করার পর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

১.৫. গবেষণার প্রয়োজন, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন :

১.৫.১ গবেষণার প্রয়োজন :

ন্যায় ও বৈশেষিক সূত্রের উপর ভাষ্য, তার উপর বার্ত্তিক, বার্ত্তিকের টীকা, তস্য টীকা প্রভৃতি ক্রমে অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতেরা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর আরোপিত পূর্বপক্ষীদের দ্বারা আনীত অভিযোগগুলিকে খণ্ডনের মাধ্যমে সেই দর্শনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এছাড়াও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্রগুলিকে পরিস্ফুট করা, যাতে সকল জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তা বোধগম্য হতে পারে। তাই সেই সমস্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থে পণ্ডিতদের নতুন চিন্তাভাবনাগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বোপরি মূল সূত্রকে বিরোধীরা যেন কখনোই খণ্ডন না করতে পারে, পণ্ডিতেরা সেই চেষ্টাই করে গিয়েছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অনেক মিল থাকায় পরবর্তীতে অনেক পণ্ডিতই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বিশেষকে একত্রিত করে ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এঁনাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন অন্নংভট্ট, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কেশব মিশ্র প্রমুখ। এঁনাদের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের এমন আরও অনেক পণ্ডিত আছেন, যারা তেমনভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। এদের মধ্যে অনেক পণ্ডিতদের কৃতিত্ব এখনও হয়তো অজানা, আবার অনেক পণ্ডিতদের কৃতিত্ব পুঁথি আকারে পুঁথি গ্রন্থালয়ে পড়ে আছে, আবার অনেক পণ্ডিতের কৃতিত্ব উদ্ধারই করা যায়নি। একটা সময় ছিল যখন প্রায় শিক্ষিত লোকেরাই গৃহে পুঁথি সংগ্রহ করে রাখতেন। কিন্তু বর্তমানে পুঁথির প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রায় রসাতলে। অথচ ভারতীয় অনেক পণ্ডিতদেরই অসাধারণ কৃতিত্বগুলি এখনও পুঁথিবদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের

বর্তমানকে জানতে হলে ইতিহাস জানতে হবে, যেহেতু ভবিষ্যৎ অতীতের রূপান্তর। আর ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের নতুন নতুন প্রকরণ গ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের আরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে। যেমন- ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দুরূহ বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত সহজভাবে আমাদের কাছে উন্মোচিত হতে পারে বা মূল সূত্রগুলির অর্থ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্ফুট হতে পারে বা নতুনভাবে বিচারের পথ প্রশস্ত হতে পারে, যা ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে প্রভূত সমৃদ্ধ করবে। এছাড়াও বর্তমান সমাজের কাছে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেও সহায়ক হবে। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের অবদানস্বরূপ অসামান্য সমস্ত গ্রন্থগুলিকে পাঠোদ্ধারপূর্বক সম্পাদনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১.৫.২ বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য :

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের জন্য প্রথমে দি এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে এবং ইন্টারনেটে উপলব্ধ NMM, ‘বন্দে মাতরম্ লাইব্রেরী’তে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপ্রকাশিত পুঁথির সন্ধান করেছি। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর ও অপ্রকাশিত পুঁথি দেখার পর আমার তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় গবেষণার যোগ্য ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপ্রকাশিত প্রকরণগ্রন্থ জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি। গ্রন্থটি অপ্রকাশিত, স্পষ্ট দেবনাগরী লিপিতে লেখা, অক্ষত ও সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। তবে এর কেবলমাত্র একটি পুঁথি উপলব্ধ হয়। যদিও সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি পুঁথির প্রয়োজন ছিল, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এই গ্রন্থটির অন্য কোনও মাতৃকা পাওয়া যায়নি।[৩০] অগত্যা একটি পুঁথি অবলম্বন করেই যথাসম্ভব শুদ্ধ পুঁথিপাঠ পূর্বক অনুবাদ ও বিবৃতি সহ এই গ্রন্থটির সাধারণ সম্পাদনা করে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক সমীক্ষা করার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে *ন্যায়সূত্র, বৈশেষিকসূত্র, তর্কসংগ্রহ, ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রশস্তপাদভাষ্য, পদার্থমালা, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী, উপস্কারটীকা, তর্কভাষা* প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থগুলি পুঁথিপাঠে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে। মাতৃকায় উপলব্ধ অসঙ্গত স্থানগুলিতে উপরোক্ত গ্রন্থগুলির আনুকূল্যে ও যুক্তিসহায়তায় সম্ভাব্য পাঠ নির্ণয় করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বলবো যে, অসঙ্গতস্থলে মৎপূরিত পুঁথিপাঠকেই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ না করে জিজ্ঞাসু সুধী সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবেচনাপূর্বক পাঠ নির্ধারণ ও তার অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের ওপর বহু আচার্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, একই বিষয়ের ওপর পণ্ডিতেরা কেন আলাদা আলাদা গ্রন্থ লিখেছেন? এর উত্তরে বলতে হবে যে, পূর্বাচার্যদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থের কোনও অর্থ পরিস্ফুট না হওয়া, অথবা পূর্বে উক্ত আচার্যদের মতকে পরবর্তীকালের আচার্যের দুর্বল মনে হওয়া, অথবা পূর্বাচার্যদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য না মনে হওয়া, বা নিজস্ব কোনও চিন্তার দ্বারা সেই দর্শনকে সময়োপযোগী করার জন্য পরিবর্ধন করার ইচ্ছা হওয়া – প্রভৃতি নানা কারণে যুগে যুগে এই ভারতের বুকেই বহু দার্শনিক ন্যায়বৈশেষিকের অনেক নতুন নতুন গ্রন্থ দান করে নিজেদের জন্মভূমিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এবং এরা প্রত্যেকেই তাঁদের গ্রন্থে নতুন কিছু না কিছু বলে গিয়েছেন। তাই প্রত্যেক গ্রন্থের থেকে প্রত্যেক গ্রন্থ আলাদা। মূল সূত্রগুলোকে এক রেখে নতুন কোনও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সকল গ্রন্থকারই নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর এই নতুন নতুন তথ্যগুলো ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে ক্রমশ উন্নত করেছে। সেরকমই জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাঁর এই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিতে নতুন আঙ্গিকে নানা তথ্য প্রদান করেছেন, যা প্রকাশিত হলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের নব দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন- সংশয়ের লক্ষণে তিনি ভিন্নতা দেখিয়েছেন, সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণে ভিন্নতা দেখিয়েছেন, তেজের বিভাগের মধ্যে ঔদর্য তেজের ইন্ধন কী? তা উল্লেখ করেছেন, জাতির সিদ্ধিতে নিজস্বতা দেখিয়েছেন প্রভৃতি। এছাড়াও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বহু গ্রন্থের সম্পাদনা পূর্বে হলেও এই গ্রন্থটি এখনও পর্যন্ত

কেউ সম্পাদনা করেননি বলেই জ্ঞাত হয়েছি, আর সেই কারণেই এই গ্রন্থটিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি।

১.৫.৩ অধ্যায় বিভাজন :

আমার গবেষণা নিবন্ধের শিরোনামটি হল - **জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন।**

গবেষণানিবন্ধটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল –

প্রথম অধ্যায় : **পুরোবাক্।**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি।**

তৃতীয় অধ্যায় : **পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি।**

চতুর্থ অধ্যায় : ***তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা।**

উপসংহার

১.৫.৪ প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

উপস্থাপিত গবেষণাটির **প্রথম অধ্যায় : পুরোবাক্** - এই অংশে পুঁথির সামান্য পরিচয়; পুঁথির গুরুত্ব; ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়; পূর্বসম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; গবেষণা পদ্ধতি; গবেষণার বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন, তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

পুঁথির সামান্য পরিচয়ঃ প্রাচীনকালের হস্তলিখিত গ্রন্থকেই পুঁথি বলা হয়। পুঁথির অপর নাম হল পাণ্ডুলিপি, পুস্তক, পুস্তিকা বা মাতৃকা। ইংরেজিতে একে Manuscript বলা হয়। Manuscript শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। একটি Manu, যার অর্থ 'হাত' এবং অন্যটি Scriptum, যার অর্থ 'লেখা' বা

'আঁচড় কাটা'। অর্থাৎ লেখার যোগ্য কোনও দ্রব্যের উপর হাতে লেখাকেই Manuscript বলা হয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়ঃ আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে ভারতীয় দর্শন দ্বিবিধ। আস্তিক দর্শন পুনরায় ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ভেদে ষড়্বিধ। নাস্তিক দর্শন ত্রিবিধ, যথা- চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। ষড়্বিধ আস্তিকদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়। ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক হলেন মহর্ষি গৌতম।

পূর্বসম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের যে সমস্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলির সম্পাদনা হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থসমূহ হল - *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা, ভাষাপরিচ্ছেদ, সপ্তপদার্থী, ভাষারত্ন, পদার্থমালা, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী, তর্কামৃত, পদার্থীয়দিব্যচক্ষু, ন্যায়সার, ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ, তার্কিকরক্ষা, তর্ককৌমুদী, ন্যায়লীলাবতী, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* প্রভৃতি।

গবেষণা পদ্ধতিঃ গবেষণাকর্মের সমীক্ষাটি মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছি। সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ করেছি।

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন, তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজনঃ প্রত্যেক গ্রন্থের থেকে প্রত্যেক গ্রন্থ আলাদা। মূল সূত্রগুলোকে এক রেখে নতুন কোনও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সকল গ্রন্থকারই নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর এই নতুন নতুন তথ্যগুলো ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে ক্রমশ উন্নত করেছে। সেরকমই জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাঁর এই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিতে নতুন আঙ্গিকে নানা তথ্য প্রদান করেছেন, যা প্রকাশিত হলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের নব দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন- সংশয়ের লক্ষণে তিনি ভিন্নতা দেখিয়েছেন, সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণে ভিন্নতা দেখিয়েছেন, তেজের বিভাগের মধ্যে ঔদর্য তেজের ইন্ধন কী তা উল্লেখ করেছেন, জাতির সিদ্ধিতে নিজস্বতা দেখিয়েছেন প্রভৃতি। এছাড়াও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বহু গ্রন্থের সম্পাদনা পূর্বে

হলেও এই গ্রন্থটি এখনও পর্যন্ত কেউ সম্পাদনা করেননি বলেই জ্ঞাত হয়েছি, আর সেই কারণেই এই গ্রন্থটিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি।

আমার গবেষণা নিবন্ধের শিরোনামটি হল - জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন।

গবেষণানিবন্ধটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল –

প্রথম অধ্যায় : পুরোবাক্।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি।

তৃতীয় অধ্যায় : পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি।

চতুর্থ অধ্যায় : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা।

উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি – এই অংশে গ্রন্থ পরিচিতি ও গ্রন্থকার পরিচিতি আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রকরণ গ্রন্থ কাকে বলে, *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের মাতৃকাকারে লব্ধ পুঁথিটির সম্পূর্ণ বিবরণ, পুঁথিতে লব্ধ গ্রন্থকারের বিস্তৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থ পরিচিতি: *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ গ্রন্থ। ভারতীয় গবেষণার ভাষায় এই গ্রন্থটির গ্রন্থ পরিমাণ ছয়শত শ্লোক। অর্থাৎ ৩২ × ৬০০ অক্ষর। এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। এর একটিমাত্র পুঁথি কলিকাতার দি এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে; পুঁথি সংখ্যা IM 3604।

গ্রন্থকার পরিচিতি: *New Catalogus Catalogorum* (*NCC*) Vol. 8(৮) এ প্রাপ্ত বিবরণে (পৃ. ১৩২) *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে একজন জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর নামই নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়া *NCC* Vol. 7 এ প্রাপ্ত বিবরণে (পৃ. ১৭০-১৭১) জয়গোবিন্দ নামের দুজন ও *NCC* Vol. 31 (পৃ. 8) এ প্রাপ্ত বিবরণে জয়গোবিন্দ নামের একজন শাস্ত্রকার নথিভুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে জয়গোবিন্দ নামের দুজন শাস্ত্রকারকে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলে অনুমান করা যেতে পারে। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপের* রচয়িতা

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর সময়কাল হল ১৭৪০ সংবত্। এখানে সংবত্ বলতে বিক্রমসংবত্, অর্থাৎ ১৭৪০-৫৭ = ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এর কারণ হিসেবে *NCC*-তে প্রাপ্ত *insc. Poet. son of Maṇḍana Kavi (teacher of mīmāṃsā and vyākaraṇa) and protege of the Goṇḍ(gaḍḥā) King Hṛidayasāhi; a. of the Rāmanagarapraśasti(1667 A.D.)* – এই তথ্যটি সহায়ক। এখানে জয়গোবিন্দ নামক কবির যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এবং জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক প্রদত্ত যে তথ্য *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা প্রায় এক। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী নিজের জন্মের দ্বারা কোন ভূখণ্ডকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, তা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে উল্লেখ না করলেও গ্রন্থের পুষ্পিকাভাগে তাঁর পিতার নাম 'মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন ব্যাকরণ, ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনের অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তা গ্রন্থে উল্লিখিত *পদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণ* – এই বিশেষণ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অতএব *NCC* তে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যটি এবং গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থকারের প্রদত্ত তথ্যটির সাদৃশ্যবশতঃ অনুমান করা যায় যে, *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এবং *রামনগরপ্রশস্তি*র প্রণেতা জয়গোবিন্দ একই ব্যক্তি।

তৃতীয় অধ্যায় : পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি – এই অংশে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ ও তদনুসারে বাংলা ভাষায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও যেসব স্থানে ভাবানুবাদের অর্থ পরিস্ফুট নয়, সেইসব স্থানে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

মূল পুঁথির প্রথমেই শ্রীগণেশকে প্রণাম জানিয়ে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে, তার পরেই পদার্থ প্রকরণ শুরু হয়েছে। সেখানে সাত প্রকার পদার্থের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যথা- দ্রব্যত্ববদ্ দ্রব্যম্, গুণত্বজাতিমান্ দ্রব্যকর্মান্যত্বে সতি সমবায়ানুযোগী বা গুণঃ, কর্মত্ববত্ কর্ম, নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতং সামান্যম্, একমাত্রসমবেতাঃ সমবেতশূন্যা বিশেষাঃ, নিত্যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ, অভাবত্বোপাধিমান্ অভাবঃ। এরপরেই পদার্থ সাধর্ম্য প্রকরণের আলোচনা দৃষ্ট

হয়। গ্রন্থকার সাধর্ম্য প্রকরণের পর কারণ প্রকরণ আলোচনা করেছেন। এরপর ক্রমানুসারে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকরণ, গুণসাধর্ম্য প্রকরণ, দ্রব্য প্রকরণ, গুণপ্রকরণ ও বুদ্ধিপ্রকরণ পাওয়া যায়। তারপর প্রামাণ্যবাদের আলোচনা দৃষ্ট হয়। সর্বশেষে প্রমাণ প্রকরণের বিস্তৃত আলোচনা পূর্বক এই গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা – এই অংশে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিকে *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা ও ভাষাপরিচ্ছেদ* – মূলতঃ এই তিনটি ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থের সঙ্গে তুলনাপূর্বক সমীক্ষা করা হয়েছে। তবে কিছু স্থানে কেবলমাত্র বিশ্লেষণাত্মকদৃষ্টিতেই সমীক্ষা করা হয়েছে। যেমন- মঙ্গলাচরণবিষয়ে ও সপ্তপদার্থ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা হয়েছে। বাকি স্থানে তুলনাত্মকদৃষ্টিতেই সমীক্ষা করেছি, যেমন- পদার্থের সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যের সমীক্ষাত্মক আলোচনা, পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যের সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, গুণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, গুণ সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, অযথার্থ জ্ঞান বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, কারণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, প্রমাণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা, প্রামাণ্যবাদবিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা প্রভৃতি।

উপসংহার : এই অংশে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের সঙ্গে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থের পার্থক্য, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থের উৎকর্ষতা, ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অবদান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- *১.তর্কভাষায়* কেবলমাত্র ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত ষোড়শ পদার্থের প্রতিজ্ঞা করেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়সম্মত পদার্থই আলোচিত হয়েছে।

২. অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহে* সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণ অনুপস্থিত। কিন্তু এই গ্রন্থে সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও *তর্কসংগ্রহে* বিধিবাদ, প্রামাণ্যবাদ, এব-কারবাদ, আখ্যাতবাদ, জাতিবিশিষ্টব্যক্তিশক্তিবাদ আলোচিত হয়নি। কিন্তু এখানে এগুলির আলোচনা দেখা যায়। এছাড়াও

তর্কসংগ্রহের মূলে অনেক কিছু পরিস্ফুট করা হয়নি। পরবর্তীতে *তর্কসংগ্রহের* *তর্কসংগ্রহদীপিকা*টীকাতে সেগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

৩. *ভাষাপরিচ্ছেদের* ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বস্তু সুষ্ঠু নিরূপতির হলেও বিষয় প্রতিপাদনে বিছিন্নভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন– দ্রব্যের সাধর্ম্য বলার পর গুণের আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু গুণের সাধর্ম্যপ্রকরণ শব্দপ্রমাণ আলোচনার পর শুরু হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে পদার্থের লক্ষণ, পদার্থের সাধর্ম্য, দ্রব্যের সাধর্ম্য, গুণের সাধর্ম্য, কর্মের সাধর্ম্য, সামান্যের সাধর্ম্য, বিশেষের সাধর্ম্য, অভাবের সাধর্ম্য, পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের লক্ষণ-বিভাগ, গুণের লক্ষণ-বিভাগ ক্রমশ বর্ণিত হয়েছে।

এই সমস্ত কারণে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটি বিষয়ের আলোচনা ও প্রতিপাদন শৈলীতে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

উল্লেখপঞ্জি :

---

[১] পুঁ. সম. স. , সম্পা. রীতা ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৮

[২] সং. পুঁ. , পৃ. - ২৭

[৩] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ৬৪

[৪] HNNM, সম্পা. দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১০৪

[৫] ভা. দ. , দ্বিতীয় খণ্ড , রাধাকৃষ্ণণ, এস. (২০০৬), পৃ. - ১৮১

[৬] ত. আ. সি. (মঙ্গলবাদ), সম্পা. ড. ইরগণ্টি উমারামারাবু , পৃ. -xxii

[৭] VNM (VOL.1.) NCC, column - a, Page - 234

[৮] *তদেব*

[৯] ত. আ. সি. (প্রামাণ্যবাদে জ্ঞপ্তিবাদপর্যন্ত) , সম্পা. মুল্লপুড়ি বিশ্বনাথশাস্ত্রী , পৃ. - xv

[১০] ত. সং. , সম্পা. যশবন্ত বাসুদেব অথল্যে ও মহাদেব রাজারাম বোদাস, পৃ. - viii

[১১] BNV (CASS Bibliography Series, No.1)- ৫১, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ২

[১২] *তদেব* - ১৩৬১, পৃ. - ৪০

[১৩] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯১

[১৪] BNV (CASS Bibliography Series, No.1)- ২০২১, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ৬০

[১৫] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯২

[১৬] ভা. র. , সম্পা. কালীপদতর্কাচার্য, পৃ. - গ

[১৭] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯৪

[১৮] *তদেব,* পৃ. - ১৯৩

[১৯] BNV (CASS Bibliography Series, No.1)- ১৩১০, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ৩৯

[২০] *তদেব* - ১১৩৫, পৃ. - ৩৪

[২১] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯৯

[২২] BNV (CASS Bibliography Series, No.1) - ৫৬০, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. -১৭

[২৩] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯৯

[২৪] BNV (CASS Bibliography Series, No.1)- ৫৫৯, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ১৭

[২৫] *তদেব* – ৫৫৪, পৃ. - ১৭

[২৬] ভা. দ. কো (প্র. খ.), সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯৮

[২৭] BNV (CASS Bibliography Series, No.1) - ৫৬৩, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ১৭

[২৮] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯৬

[২৯] BNV (CASS Bibliography Series, No.1)- ৫৭৩, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ১৭

[৩০] NCC, VOL. viii, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. - ১৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়:

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি

২.০ দ্বিতীয় অধ্যায়:

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি

২.১ গ্রন্থ পরিচিতি :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থটি হল ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রকরণ গ্রন্থ। প্রকরণগ্রন্থের লক্ষণে বলা হয়েছে -

> শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্ ।। ২৭।।
>
> আহুঃ প্রকরণং নাম শাস্ত্রভেদবিচক্ষণাঃ।[১]

অর্থাৎ শাস্ত্রভেদ সম্বন্ধে বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা কোনও শাস্ত্রের একদেশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং অন্য শাস্ত্রের উপযোগী বিষয়ের সঙ্গেও সম্বদ্ধযুক্ত গ্রন্থকে প্রকরণগ্রন্থ বলেন। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর *A History of Indian Logic* গ্রন্থে প্রকরণ গ্রন্থের চার প্রকার ভেদের উল্লেখ করেছেন।[২] যথা-

প্রথম প্রকারটি হল - যে সমস্ত প্রকরণগ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ পদার্থকে মুখ্যভাবে এবং অবশিষ্ট পনেরোটি পদার্থকে প্রমাণপদার্থের অন্তর্গত করে গৌণভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে, তাকে প্রথম প্রকার প্রকরণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা- ভাসর্বজ্ঞের *ন্যায়সার*।

দ্বিতীয় প্রকারটি হল - ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ হলেও যে সমস্ত প্রকরণগ্রন্থে ষোড়শ পদার্থের বর্ণনাকালে কোনও এক পদার্থের (প্রমেয় পদার্থের অর্থ নামক বিভাগের মধ্যে) অন্তর্গত করে বৈশেষিক শাস্ত্রের দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থেরও বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি দ্বিতীয় প্রকার প্রকরণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যথা- বরদরাজের *তার্কিকরক্ষা*, কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা*।

তৃতীয় প্রকারটি হল – যে সমস্ত গ্রন্থ মুখ্যতঃ বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ, কিন্তু সেই গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের প্রমাণ পদার্থের সম্পূর্ণভাবে সমাবেশ হয়েছে, তাকে তৃতীয় প্রকার প্রকরণগ্রন্থ বলা হয়। কোনও কোনও গ্রন্থে গুণ প্রকরণের বুদ্ধি নামক বিভাগের মধ্যে প্রমাণ পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আবার কোনও কোনও গ্রন্থে দ্রব্য নামক পদার্থের আত্মা নামক বিভাগের মধ্যে প্রমাণ পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা- অন্নম্ভট্টের *তর্কসংগ্রহ,* বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী,* বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের *ভাষাপরিচ্ছেদ,* লৌগাক্ষিভাস্করের *তর্ককৌমুদী* প্রভৃতি।

চতুর্থ প্রকারটি হল– যে সমস্ত গ্রন্থে কিছু ন্যায় এবং কিছু বৈশেষিক পদার্থের নিরূপণ করা হয়েছে, সেই গ্রন্থকে চতুর্থ প্রকার প্রকরণ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা– শশধরের (১১২৫খ্রিঃ) *ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ*।

উপরোক্ত চার প্রকার প্রকরণগ্রন্থের মধ্যে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটি হল তৃতীয় প্রকার প্রকরণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই গ্রন্থটিতেও মূলতঃ বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলোর আলোচনা করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় পদার্থ গুণের বুদ্ধি নামক বিভাগের মধ্যে ন্যায়দর্শনের প্রমাণ পদার্থের অন্তর্ভাব করা হয়েছে।

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ গ্রন্থ। ভারতীয় গবেষণার ভাষায় এই গ্রন্থটির গ্রন্থ পরিমাণ ছয়শত শ্লোক। অর্থাৎ ৩২ × ৬০০ অক্ষর। এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। এর একটিমাত্র পুঁথি কলিকাতার দি এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে; পুঁথি সংখ্যা IM 3604।

২.২ গ্রন্থকার পরিচিতি:

New Catalogus Catalogorum (*NCC*) Vol. 8(৮) এ প্রাপ্ত বিবরণে (পৃ. ১৩২) *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে একজন জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর নামই নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়া *NCC* Vol. 7 এ প্রাপ্ত বিবরণে (পৃ. ১৭০-১৭১) জয়গোবিন্দ

নামের দুজন ও *NCC* Vol. 31 (পৃ. 8) এ প্রাপ্ত বিবরণে জয়গোবিন্দ নামের একজন শাস্ত্রকার নথিভুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে জয়গোবিন্দ নামের দুজন শাস্ত্রকারকে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলে অনুমান করা যেতে পারে। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপের* রচয়িতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর সময়কাল হল ১৭৪০ সংবত্। এখানে সংবত্ বলতে বিক্রমসংবত্, অর্থাৎ ১৭৪০-৫৭ = ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এর কারণ হিসেবে *NCC*-তে প্রাপ্ত *insc. Poet. son of Maṇḍana Kavi (teacher of mīmāṃsā and vyākaraṇa) and protege of the Goṇḍ(gaḍhā) King Hṛidayasāhi; a. of the Rāmanagarapraśasti(1667 A.D.)*[৩] – এই তথ্যটি সহায়ক। এখানে জয়গোবিন্দ নামক কবির যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এবং জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক প্রদত্ত যে তথ্য *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা প্রায় এক। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী নিজের জন্মের দ্বারা কোন ভূখণ্ডকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, তা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে উল্লেখ না করলেও গ্রন্থের পুষ্পিকাভাগে তাঁর পিতার নাম 'মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন ব্যাকরণ, ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনের অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তা গ্রন্থে উল্লিখিত *পদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণ* – এই বিশেষণ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অতএব *NCC* তে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যটি এবং গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থকারের প্রদত্ত তথ্যটির সাদৃশ্যবশতঃ অনুমান করা যায় যে, *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এবং *রামনগরপ্রশস্তি*র প্রণেতা জয়গোবিন্দ একই ব্যক্তি। এর প্রমাণস্বরূপ *রামনগরপ্রশস্তি*র একটি শ্লোকও পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ –

> सुकीर्तेर्मीमांसाविवरणगुरोस्तर्कजयिनः सुतेनच्छन्दोङ्गप्रवचनपटोर्मण्डनकवेः॥
>
> तदीयादेशेन व्यरचि जयगोविन्दविदुषा समासात्तद्वंशक्षितिपविषये वर्णनमिदम्॥ ५० ॥[৪]

এই শ্লোকটির অর্থ হল– কীর্তিমান্‌, মীমাংসাশাস্ত্রে পটু, তর্কজয়ী, ছন্দপ্রবচনে পটু মণ্ডনকবির পুত্র বিদ্বান্‌ জয়গোবিন্দের দ্বারা তাঁর আদেশে (অর্থাৎ রাজা হৃদয়শাহের আদেশে) তদ্বংশীয় রাজাদের বিষয়ে এই বর্ণনা রচিত হয়েছে।

প্রাচ্য অধ্যাপক জি. ভি. ভাবের মতে এই *রামনগরপ্রশস্তি*কার জয়গোবিন্দ জুঝোটিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন[৫]। তাই গ্রন্থকারের সমকালীন *রামনগরপ্রশস্তি*টির সময়কালকে (১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) সামনে রেখে অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থে উল্লিখিত সংবত্‌ হল বিক্রমসংবত্‌। এই হিসেবে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান গোণ্ডরাজা হৃদয়শাহের সমকালীন গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর লেখা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হওয়া যুক্তিযুক্ত। *NCC*-র এই সূত্র ধরেই গ্রন্থকারের জন্মস্থলেরও অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডরাজা হৃদয়শাহের সমকালীন মধ্যপ্রদেশনিবাসী এক পণ্ডিত ছিলেন।

উপরোক্ত শ্লোক এবং *NCC* তে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, জয়গোবিন্দের পিতার নাম হল মণ্ডনকবি। আবার পূর্বে দেখেছি জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পুষ্পিকাভাগে পিতার নাম বলতে গিয়ে 'মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন' বলেছেন। এখানেও পূর্বোক্ত *রামনগরপ্রশস্তি*টির প্রণেতা জয়গোবিন্দ এবং *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রণেতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীকে একই ব্যক্তি মেনে নিয়ে অনুমান করা যেতে পারে যে, *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রাপ্ত পুঁথিটিতে লিপিকরের প্রমাদবশতঃ হয়তো 'শ্রীকবিমণ্ডনে'র স্থলে 'শ্রীববিমণ্ডন' লিখিত হয়েছে। তবে সমস্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কোনও সমস্যা নেই যে, মণ্ডনকবি বা শ্রীকবিমণ্ডন বা শ্রীববিমণ্ডন একজন সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থটি ব্যতীত জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী *তর্করহস্য* নামেও ন্যায়দর্শনবিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা এই গ্রন্থে উল্লিখিত *মৎকৃততর্করহস্যাদবসেয়ঃ* (Folio, 36b) – এইরকম পঙ্ক্তি থেকে সহজেই অনুমেয়।

এছাড়াও *NCC*-তে উল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি গোবিন্দ বাজপেয়ী নামক একজন কবি *বৃত্তকল্পদ্রুমঃ* নামে একটি ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন[৬]। এই গোবিন্দ বাজপেয়ীর উপনাম জয়গোবিন্দ হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছে।[৭] সেই কারণে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রণেতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এবং বৃ*ত্তকল্পদ্রুমঃ* নামক ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী – একই ব্যক্তি বলে অনুমান করা যায়। এই অনুমানটিকে আরও দৃঢ় করে পূর্বোক্ত *রামনগরপ্রশস্তি*র শ্লোকটি। কারণ *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীই যদি *রামনগরপ্রশস্তি*টি লিখে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ছন্দশাস্ত্রেও সমান পারদর্শী ছিলেন। যেহেতু *রামনগরপ্রশস্তি*টি ছন্দোবদ্ধপদ্যে লেখা। তাই তাঁর পক্ষে ছন্দশাস্ত্রবিষয়ক *বৃত্তকল্পদ্রুমঃ* গ্রন্থটি রচনা করা অসম্ভব নয়। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণভট্ট তাঁর *বৃত্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে *বৃত্তকল্পদ্রুমের রচয়িতারূপে* 'জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী'- এই নামের উল্লেখ করেছেন। তাই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রণেতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এবং বৃ*ত্তকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার* জয়গোবিন্দ যে একই ব্যাক্তি *সে* বিষয়ে আরও নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি হয়। *বৃত্তমুক্তাবলী*তে উদ্ধৃত জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীকৃত লক্ষণটি সম্ভবতঃ *বৃত্তকল্পদ্রুমঃ* থেকে নেওয়া হয়েছে[৮]। এই সমস্ত তথ্যকে অবলম্বন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পণ্ডিত জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী শুধু নৈয়ায়িক ছিলেন না, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিও ছিলেন।

২.৩ ***তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*** **নামাঙ্কিত পুঁথির বিবরণ :**

এই প্রকরণগ্রন্থটির একটিমাত্র পুঁথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহালয় থেকে সংগ্রহ করেছি। *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts – Indian Philosophy*[৯] তে প্রাপ্ত আলোচ্য পুঁথির বিবরণ নিম্নরূপ।

163

I.M. NO. 3604

Title	: तर्कसिद्धांतसंक्षेपः
	(Tarkasiddhāṃtasaṃkṣepaḥ)
By	: Jaya Govinda Vājapayi
Substance	: C.M.P
Size	: 25 c.m × 8.5 c.m
Character	: Nāgarī
Folia	: 1-37
Lines in a page	: 6, 7
Letters in a line	: 42
Condition	: Old, torn, pasted, complete
Date	: Saṁvat 1740
Text begins	: श्रीगणेशाय नमः।

आरभ्य द्वण्युकमनादिर..... सैवब्रह्माण्डं रचयति

..........................तावदक्ष यो यः।

तं मुक्तामदमितजन्म संचितात्व व्याघात स्त्रि जगति

..........................वित्तकस्य सा...।१।

आत्मतत्वज्ञानमपर्गहेतुस्तच्चपदार्थ विवेकाधीनमिति पदार्थतत्वमत्र विरच्यते।

It ends : शंखः पाण्डुर एवेत्यादौ विशेषण संगत्याऽयोगव्यवच्छेदः पार्थ एव धनुर्द्धर इत्यादौ विशेष व्यसंगतस्याऽन्य योग

व्यवच्छेदमित्याद्यनुरोधेनाऽन्य योग व्यवच्छेदस्याऽवश्यकत्वात्ते नैव सर्वत्रोपपत्तै रा(वा?) योग व्यवच्छेदादि बोध

एवकारादिति न तत्रशक्तिरित्याहुः। निरूपिता गुणाः। कर्मादयस्तु पदार्थाः प्रसंगत उक्ताः परीक्षा प्रपंचस्तु पदार्थानां तर्करहस्ये कृतस्तत हि एवते(ज्ञे?)य इति।

Colophon : इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणमहामहिमश्रीव(र)विमण्डनतनयेन श्रीजयगोविंद वाजपेइविरचिते तर्कसिद्धांतसंक्षेप समाप्तः।

Post colophon : शुभ। संवत् ....भवति।

{*Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts – Indian Philosophy* তে প্রাপ্ত আলোচ্য পুঁথির সংস্কৃত পাঠের বিবরণে বানানের কিছু ভুল ছিল, তাই বোধসৌকর্যের জন্য সংস্কৃত পাঠের শুদ্ধরূপটি এখানে দেওয়া হল-

Text begins : श्रीगणेशाय नमः।

आरभ्य द्वण्युकमनादिर..... सैव ब्रह्माण्डं रचयति

……..…………………..तावदक्षयो यः।

तं मुक्तामदमितजन्मसञ्चिताघव्याघातस्त्रिजगति

………………………..वित्तकस्य सा...।१।

आत्मतत्त्वज्ञानमपर्गहेतुस्तच्च पदार्थविवेकाधीनमिति पदार्थतत्त्वमत्र विरच्यते।

It ends : शङ्खः पाण्डुर एवेत्यादौ विशेषणसङ्गत्याऽयोगव्यवच्छेदः पार्थ एव धनुर्द्धर इत्यादौ विशेषव्यसङ्गतस्याऽन्ययोगव्यवच्छेदमित्याद्यनुरोधेनाऽन्ययोगव्यवच्छेदस्याऽवश्यकत्वात्तेनैव सर्वत्रोपपत्तौ रा(वा?)योगव्यवच्छेदादिबोध एवकारादिति न तत्र शक्तिरित्याहुः। निरूपिता गुणाः। कर्मादयस्तु पदार्थाः प्रसङ्गत उक्ताः परीक्षाप्रपञ्चस्तु पदार्थानां तर्करहस्ये कृतस्ततो हि एव ते(ज्ञे?)य इति।

Colophon : इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणमहामहिमश्रीव(र)विमण्डनतनयेन श्रीजयगोविन्दवाजपेइविरचिते तर्कसिद्धान्तसंक्षेपः समाप्तः।

Post colophon : शुभ। संवत् ....भवति।}

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ নামাঙ্কিত পুঁথটির পত্র সংখ্যা হল সাঁইত্রিশটি। প্রকৃতপক্ষে, সাঁইত্রিশতম পত্রের সম্মুখ ভাগে (37a) ছয়টি পঙ্ক্তি লিখিত আছে। যথানিয়মে তুলটকাগজে লেখা পুঁথির প্রথম পত্রের সম্মুখ ভাগে (1a) কিছুই লেখা নেই। *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts – Indian Philosophy* তে বিবৃত, পুঁথিটির প্রতিটি পত্রে ছয়টি করে বা সাতটি করে পঙ্ক্তি লিখিত। এর মধ্যে 15a, 31a, 31b, 37a – এই পত্রগুলিতে ছয়টি করে পঙ্ক্তি, অবশিষ্ট সমস্ত পত্রে সাতটি করে পঙ্ক্তি লিখিত। এই গ্রন্থের পরিমাণ DCSM(IP) এ উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু প্রতিটি পঙ্ক্তিতে অক্ষরসংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব গ্রন্থের পরিমাণ হল ছয়শত শ্লোক, অর্থাৎ মোট অক্ষরসংখ্যা ৬০০ × ৩২ = ১৯,২০০।

পুঁথিটি সংস্কৃতভাষায় দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। DCSM(IP) এ উল্লিখিত পত্রসমূহের পরিমাপ (size) 25 × 8 c.m.। পুঁথির পুষ্পিকাতে প্রাপ্ত লিপিকাল হল ১৭৪০ সম্বৎ, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথি। বার হিসেবে ভৃগু বাসরের অর্থাৎ শুক্রবারের উল্লেখ রয়েছে। পুঁথির অনুকরণমাত্র করলে পুষ্পিকা অংশে লিপিকর 'লিখিতম্' লিখে থাকেন। কিন্তু এই পুঁথিতে তাদৃশ কোনও পদ এবং লিপিকরের নামের উল্লেখ নেই। পুষ্পিকাতে সম্বৎ *১৭৪০ কার্তিকে শুক্লদশম্যাং ভৃগুবাসরে সমাপ্তোঽয়ং ভবতি।* এই বাক্য লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পুঁথিটি গ্রন্থকার স্বয়ং লিখেছেন।

কিন্তু পুঁথির বিভিন্ন স্থলে বানানের অশুদ্ধতা, অসম্পূর্ণ বাক্য গঠন প্রভৃতি দোষ পূর্বোক্ত অনুমানটিকে দুর্বল করে তোলে। তবে যার দ্বারা এই পুঁথিটি লিখিত হয়েছিল তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কারণ পুঁথির পত্রের সংখ্যানির্দেশের পূর্বে রাম শব্দের উল্লেখ করেছেন। পুঁথিটির সামনের দিকের (Recto) পৃষ্ঠাকে 'a' এবং পিছনের দিকের (Verso) পৃষ্ঠাকে 'b' বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য পুঁথির মত এই পুঁথিও গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এছাড়া সমাপ্তিপত্রের উপরি অংশে গণেশ, রাম ও কৃষ্ণকে নমস্কার করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

---

[১] প. উ. , অষ্টাদশ অধ্যায়, সম্পা. কপিলদেব ত্রিপাঠী, পৃ. - ১৭

[২] HIL, Page. 355-396

[৩] VML, NCC. Vol. 7, Page. 170, Column. b

[৪] *On the kings of Mandala, As Commemorated in A Sanskrit Inscription* (Vol. VII). JAOS, Page. 12

[৫] *Gaḍheśa-Nṛpa-varṇana-saṁgraha-ślokāḥ* : *A Newly Discovered Sanskrit Manuscript* In BORIA, G.V. Bhave. Vol. 28 (3-4). Page. 251.

[৬] VML, NCC. Vol. 31, Page. 4, Column. b

[৭] *তত্রৈব*

[৮] अथ कुण्डलिका-

द्विपथावृत्तं काव्यवृत्तं चेति वृत्तद्वयात्मकं कुण्डलिकाच्छन्दः। द्विपथान्ते काव्यादौ, काव्यान्ते द्विपथादौ च लाटानुप्रासो नियमेन कार्यं इति सम्प्रदायः। उक्तञ्च जयगोविन्दवाजपेयेभिः।

'यमकादिरलंकारो न वृत्ताङ्गं तथापि तत्।

विशेषणीकृतं लक्ष्यप्रयोगनियमात्तथा'।।

यथा- वृन्दाविपिने वन्दिता वृन्दारकनिकरेण।

राजति कापि कलिन्दजा तरलतरङ्गभरेण।

तरलतरङ्गभरेण भरितभूमीतलशोभा

निरवधिनिजलावण्यकलितलोचनयुगलोभा।।

उन्मीलितकमलौघमिलितमदलुलितमिलिन्दा

मञ्जुलतरजलकेलिवशितगोपीजनवृन्दा।।२৫।। - বৃ. মু. সম্পা. ভট্ট শ্রীমথুরানাথ শাস্ত্রী, পৃ. - ২৮

[৯] DCSM (Indian Philosophy), সম্পা. দেবব্রত সেনশর্মা, পৃ. – **১৩১-১৩২**

তৃতীয় অধ্যায় :

পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি

৩.০ তৃতীয় অধ্যায়:

পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি

এই অধ্যায়ে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ ও ভাবানুবাদ করা হয়েছে। যে সমস্ত স্থলে কোনও বাক্য বা কোনও শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করার প্রয়োজন বলে বোধ হয়েছে, সেই সমস্ত স্থলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। দেবনাগরী হরফে লিখিত মূল পাঠের শুরুতে ইংরেজি অক্ষরে যে সংখ্যানির্দেশ (যেমন- 1b, 2a প্রভৃতি) করা হয়েছে, সেটি মূল পুঁথির পত্রসংখ্যা (Folio No.)। এই অধ্যায়ের মূলে সম্ভাব্য সংশোধিত রূপটি রাখা হয়েছে ও পুঁথিতে প্রাপ্ত যে রূপটিকে আমার অশুদ্ধ বলে মনে হয়েছে, তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। সেই ক্ষেত্রে পাদটীকায় সংখ্যানির্দেশ দেবনাগরী হরফে করা হয়েছে। অনুবাদ ও বিবৃতিতে ব্যবহৃত উল্লেখপঞ্জির জন্য অন্ত্যটীকার ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেইক্ষেত্রে বাংলা হরফে সংখ্যানির্দেশ করা হয়েছে। ব্যাকরণগত শুদ্ধতার কথা মাথায় রেখে 'বিবৃতি' অংশে বাংলা লিপিকে আশ্রয় করে সংস্কৃত ভাষাতে সমাস নির্ণয় করেছি।

(1 b)।। শ্রীগণেশায় নমঃ।।

आरभ्य द्व्यणुकमनादिरञ्जसैव **ब्र**[१]ह्माण्डं रचयति तावदक्षयो यः।

तन्मु[२]क्तामदमितजन्मसञ्चिताघव्याघातस्त्रिजगति वित्तकस्य साध्यः ॥१।

[**अन्वयः** – अक्षयः अनादिः यः तावद् द्व्यणुकम् आरभ्य अञ्जसा एव ब्रह्माण्डं रचयति (सः यस्मात्) मुक्तामदमितजन्मसञ्चिताघव्याघातः तत् त्रिजगति वित्तकस्य साध्यः]

[१] व्र

[२] तं मु

(1 b) শ্রীগণেশকে নমস্কার।

অনুবাদ – যে অক্ষয় অনাদি (পুরুষ) দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত (সমস্ত পদার্থ) শীঘ্রই (অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রই) সৃষ্টি করতে পারেন; তিনি যেহেতু মুক্ত, মদরহিত অর্থাৎ অহঙ্কারাদিশূন্য এবং নির্দিষ্ট জন্মে সঞ্চিত পাপের বিনাশক বা (বহু) জন্ম সঞ্চিত পাপের বিনাশবিষয়ে জ্ঞানবান্ (অর্থাৎ কীভাবে পাপের নাশ হবে তা জানেন) সেই হেতু ত্রিভুবনে বিত্তকের (অর্থাৎ জ্ঞানীদের বা সাধকদের) (তিনি) সাধ্য (অর্থাৎ প্রাপ্য বা উপাস্য)।

বিবৃতি - ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে জগতের কারণরূপে পরমাণু স্বীকৃত হয়েছে। এই পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক থেকে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু, ত্রসরেণু থেকে চতুরণুক ইত্যাদি ক্রমে মহৎ পৃথিবী, মহৎ জল, মহৎ বায়ু, মহৎ তেজ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি সর্বদা স্রষ্টাকে অপেক্ষা করে। মহৎ পৃথিবী, মহৎ জল প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশাল জগৎ নির্মাণ পরিমিত বুদ্ধি, পরিমিত প্রযত্নবিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব হয়। তাই সমস্ত পদার্থবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট এবং সর্বশক্তিমান্ কোনো ব্যক্তির পক্ষেই জগৎ নির্মাণ সম্ভব, তা স্বীকার করতে হবে। তাকেই ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণ ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন। মঙ্গলপদ্যে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাদৃশ ঈশ্বরের প্রতি নমস্কার ব্যক্ত করেছেন।

ঈশ্বরের অন্ত বা ক্ষয় নেই, তাই ঈশ্বরকে অক্ষয় বলা হয়েছে। ঈশ্বরের আদিও নেই, তাই তিনি অনাদিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক থেকে ক্রমে সম্পদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ করা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ও কঠিন মনে হলেও ঈশ্বরের কাছে তা অনায়াসসাধ্য। তাই 'অঞ্জসা' এই অব্যয়টির ব্যবহারের দ্বারা এখানে ঈশ্বরের জগৎ নির্মাণে অনায়াসসাধ্যত্ব দ্যোতিত হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কেন 'পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' না বলে 'দ্ব্যণুক

থেকে আরম্ভ করে' – এরকম কেন বলা হল? এর উত্তরে বলতে হবে যে, পরমাণু কার্যদ্রব্য নয়। তাই পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না। অনেকেই আবার পরমাণুকে ঈশ্বরের শরীররূপে উল্লেখ করেছেন।[১] তাই 'পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' - এরকম বললে অসঙ্গতি দেখা দেবে। অতএব এখানে গ্রন্থকার কেন 'দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে' বলেছেন তা বোঝা গেল।

মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ - এটি অক্ষয় অনাদি ঈশ্বরের বিশেষণ। এই পদটিকে দুইভাবে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। তা নিম্নরূপ -

(১) মুক্তশ্চাসৌ অমদশ্চেতি মুক্তামদঃ (কর্মধারয় সমাস)। মিতং (= নির্দিষ্টং পরিচ্ছিন্নং বা) জন্ম মিতজন্ম (কর্মধারয় সমাস), মিতজন্মসু সঞ্চিতঃ মিতজন্মসঞ্চিতঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), মিতজন্মসঞ্চিতাঃ অঘাঃ মিতজন্মসঞ্চিতাঘাঃ (কর্মধারয় সমাস), মিতজন্মসঞ্চিতাঘানাং ব্যাঘাতঃ (= ব্যাঘাতকঃ, আয়ুর্বৈ ঘৃতমিতি প্রযোগবৎ ব্যাঘাতকে ব্যাঘাতারোপঃ)। মুক্তামদশ্চাসৌ মিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (কর্মধারয় সমাস)।

(২) মুক্তশ্চাসৌ অমদশ্চেতি মুক্তামদঃ (কর্মধারয় সমাস)। জন্মসু সঞ্চিতাঃ জন্মসঞ্চিতাঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), জন্মসঞ্চিতাঃ অঘাঃ জন্মসঞ্চিতাঘাঃ (কর্মধারয় সমাস), জন্মসঞ্চিতাঘানাং ব্যাঘাতঃ জন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), মিতং (= জ্ঞাতং) জন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ যেন সঃ মিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (বহুব্রীহি সমাস)। মুক্তামদশ্চাসৌ মিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতশ্চেতি মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ।

এই দুই প্রকার ব্যাকরণগত ব্যাখানের দ্বারা পদটির দ্বিবিধ অর্থ পরিস্ফুট হয়। 'মিত' শব্দটির এখানে দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি হল 'পরিমিত বা নির্দিষ্ট', অপরটি হল 'জ্ঞাত'। 'পরিমিত'রূপ অর্থে আবার 'মিত' শব্দটিকে একবার 'জন্মে'র বিশেষণরূপে, আরেকবার 'অঘে'র বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন

হয়, যদি নির্দিষ্ট জন্মেরই বা নির্দিষ্ট পাপেরই বিনাশক হন, তাহলে সর্বকালের বা সর্ববিধ পাপের বিনাশক না হওয়ায় ঈশ্বরের সর্বশক্তিময়তা ব্যাহত হবে। এখানে বলতে হবে, ঈশ্বর সর্বকালের সর্ববিধ পাপ বিনাশে সক্ষম। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে কতবার জন্মগ্রহণ করেছেন বা কত পাপ করেছেন তা জানেন না, তাই নিজের জন্মের অনেকত্ব নিবারণ ও স্বকৃতপাপের ন্যূনতাকে নির্দেশ করেই এই মতের উল্লেখ করেছেন। এখানে 'মিত'পদের 'জ্ঞাত' অর্থও হয়। সেইরূপ অর্থগ্রহণে ঈশ্বর বহু জন্মের পাপের বিনাশে সক্ষমরূপেই প্রতিপাদিত হয়েছেন এবং সেই কারণে জ্ঞানীদের তিনি 'প্রাপ্য' বা 'উপাস্য'রূপে বিবেচিত করেছেন। এরদ্বারা মাদৃশ অধমেরও তিনি উপাস্য বা নমস্য – এইভাব ব্যক্ত করেছেন বিনয়াবনত গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী।

মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি প্রহর্ষিণী ছন্দে রচিত। এই ছন্দের লক্ষণে বলা হয়েছে – *ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্*।[২] অর্থাৎ পদ্যের প্রতিটি পাদ **ম, ন, জ, র, গ** – এই ক্রমে গণবিন্যাস থাকলে প্রহর্ষিণী ছন্দ হয়। **ম**গণের তিনটি বর্ণ গুরু, **ন**গণের তিনটি বর্ণ লঘু, **জ**গণের মধ্যবর্ণটি গুরু, **র**গণের মধ্যবর্ণটি লঘু হয় এবং একাক্ষরবিশিষ্ট **গ**গণটি গুরু হয়।

আরভ্য দ্ব্যণুকমনাদিরঞ্জসৈব
ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি তাবদক্ষয়ো যঃ।
তন্মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘ-
ব্যাঘাতস্ত্রিজগতি বিত্তকস্য সাধ্যঃ ।।

মঙ্গলাচরণশ্লোকের আরও একপ্রকার অন্বয় ও তদনুসারী অনুবাদ করা যেতে পারে এবং তদনুরূপ ব্যাখ্যার কেবলমাত্র বিশেষ স্থলটি এখানে প্রদত্ত হল। তা নিম্নরূপ। তবে কোন অন্বয়টি গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়টি সুধীগণই বিচার করবেন।

[**অন্বয়ঃ** - অক্ষয়ঃ অনাদিঃ যঃ তাবদ্ দ্ব্যণুকম্ আরভ্য অঞ্জসা এব তত্ মুক্তামত্ ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি, ত্রিজগতি বিত্তকস্য (তস্য) সাধ্যঃ অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ]

অনুবাদ - যে অক্ষয় অনাদি (ঈশ্বর) শীঘ্রই দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে সম্পদ্বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেন, ত্রিভুবনে খ্যাত (তাঁর দ্বারাই) অনন্তজন্ম সঞ্চিত পাপের বিনাশ সম্ভব হয়। [অনন্তজন্ম সঞ্চিত পাপের বিনাশ ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ সেই ঈশ্বরের সাধ্য।]

বিবৃতি – ঈশ্বর হলেন জগৎকর্তা। তিনি সম্পদ্বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন। শ্লোকে 'মুক্তামত্' – শব্দটি লাক্ষণিক। 'মুক্তা' শব্দটি অজহৎস্বার্থ লক্ষণার দ্বারা মুক্তাকে যেমন বোঝাবে, তেমনই অন্যান্য ঐশ্বর্য বা সম্পদেরও বোধক হবে। এখানে *তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্*[৩] - এই সূত্রের দ্বারা মুক্তা শব্দটির সঙ্গে 'মতুপ্'-প্রত্যয় যোগ করে 'মুক্তামত্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে বিগ্রহবাক্যটি হল– 'মুক্তাঃ অস্মিন্ সন্তি ইতি মুক্তামত্'। এখানে প্রশ্ন হবে, পূর্বোক্ত বিগ্রহবাক্যে মুক্তাশব্দের সঙ্গে 'মতুপ্'-প্রত্যয় যোগে 'মুক্তাবত্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তবে কীভাবে 'মুক্তামত্' রূপটি পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, যবাদিগণ আকৃতিগণ হওয়ায় যবাদিগণে মুক্তাশব্দটিকে পাঠ করে *মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ*[৪] সূত্রানুসারে মুক্তাবত্ এর পরিবর্তে মুক্তামত্ রূপটি নিষ্পন্ন হবে। অন্বয় করার সময় ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষণ হিসেবে দ্বিতীয়ার একবচনে 'মুক্তামত্' শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। এখানে সংশয় হতে পারে যে, 'মুক্তামত্' রূপটি গ্রহণ করা হলে শ্লোকে কেন 'মুক্তামদ্' বলা হল? এই সংশয়ের নিরসনে বলতে হবে যে, *ঝলাং জশোঽন্তে*[৫] সূত্রের দ্বারা 'মুক্তামত্' এর সঙ্গে

'অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ' পদটির সন্ধি হয়ে 'মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ' রূপটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে ঈশ্বরকে ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ বলা হয়েছে, কারণ ঈশ্বর হল বিভু। তিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। 'বিত্ত' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'কন্'-প্রত্যয়[৬] যোগে 'বিত্তক' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। বিত্ত শব্দটির অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে- *তৎপরে প্রসিতাসক্তাবিষ্টার্থোদ্যুক্ত উৎসুকঃ। প্রতীতে প্রথিতখ্যাতবিত্তবিজ্ঞাতবিশ্রুতাঃ* [৭] অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থে প্রতীত, প্রথিত, খ্যাত, বিত্ত, বিজ্ঞাত, বিশ্রুত শব্দ প্রযুক্ত হয়। অতএব এখানে গ্রন্থকার 'বিত্তক' শব্দটিকে 'প্রসিদ্ধ' অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'সাধ্য' শব্দটির অর্থ হল সাধনের যোগ্য। 'সাধ্' ধাতুর উত্তর 'ণ্যত্'-প্রত্যয়যোগে 'সাধ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ঈশ্বর ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তিনি অদৃষ্ট অনুসারে জীবের সুখ-দুঃখাদি বিধান করেন এবং শরণাগতের প্রতি সদৈব দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে শরণাগত জীবের বহুজন্মার্জিত পাপসমূহও বিনাশ করেন। তাই তিনি নমস্কার্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন। 'অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ' – এই পদ প্রয়োগের দ্বারা গ্রন্থকার গ্রন্থের সর্ববিধ বিঘ্ন ধ্বংস হোক, তা প্রার্থনা করেছেন। এখানে 'জন্ম' ও 'ব্যাঘাত' শব্দের দ্বারা ঈশ্বরই যে সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা তা স্পষ্ট হয়। অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ – অমিতং জন্ম অমিতজন্ম (সুপ্সুপাসমাস) / (কর্মধারয়সমাস), অমিতজন্মনা সঞ্চিতঃ অমিতজন্মসঞ্চিতঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস), অমিতজন্মসঞ্চিতাঃ অঘাঃ অমিতজন্মসঞ্চিতাঘাঃ (কর্মধারয় সমাস), অমিতজন্মসঞ্চিতাঘানাং ব্যাঘাতঃ অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)।

आत्मत**त्त्व**[३]ज्ञानमपवर्गहेतुस्तच्च पदार्थविवेकाधीनमिति पदार्थत**त्त्व**[४]मत्र विविच्यते। तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः। तत्र द्रव्यत्ववद् द्रव्यम्। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नव द्रव्याणि। गुणत्वजाति**मा**[५]न् द्रव्यकर्मान्यत्वे सति समवायानुयोगी वा गुणः। रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त-संयोगविभागपरत्वापरत्व**{गुरुत्व}**[६]द्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्द**बु**[৭]द्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्न भे-दाच्चतुर्विंशतिर्गुणाः। कर्मत्ववत्कर्म। उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि। नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यम्। तत्रिधा परमपरं **परापरं**[৮] चेति।

অনুবাদ – আত্মতত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের হেতু এবং তা (অর্থাৎ অপবর্গ) পদার্থজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। তাই এখানে পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব - এই সাত প্রকার পদার্থ। সেখানে যেটি দ্রব্যত্ববিশিষ্ট, তাই হল দ্রব্য। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন – এই নয় প্রকার দ্রব্য। গুণত্বজাতিবিশিষ্ট অথবা দ্রব্য, কর্ম থেকে ভিন্ন হয়ে যা

---

[৩] त्व

[৪] त्व

[৫] गुणत्वजातिसान्

[৬] এখানে ২৪ প্রকার গুণের কথা বলা হলেও ২৪ প্রকার গুণের উল্লেখ নেই, ২৩ প্রকার গুণের উল্লেখ আছে। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে গুরুত্ব অন্যতম। আর এখানে গুরুত্বের উল্লেখ করা হয়নি। তাই বোঝা যাচ্ছে ভুলবশত গুরুত্ব নামক গুণটি এখানে অনুল্লিখিত হয়েছে।

[৭] वु

[৮] परमपरांपरं – এই বানানটিকে শুদ্ধ ধরা যাবে না। কারণ গ্রন্থকার এখানে সামান্যের ত্রিবিধ ভেদের কথা বলার পরেই সেই ত্রিবিধ ভেদের লক্ষণ উল্লেখপূর্বক উদাহরণও দিয়েছেন। আর সেখানে স্পষ্টতই - পরসামান্য, অপর সামান্য ও পরাপরসামান্যের উল্লেখ করেছেন। তাই এখানে যে বানান ভুল হয়েছে এবং শুদ্ধ বানানটি হবে ‘পরাপরং’ এ বিষয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সমবায়সম্বন্ধে অনুযোগী (অর্থাৎ আশ্রয়) হয়, তা হল গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন ভেদে গুণ চব্বিশ প্রকার। কর্মত্ববিশিষ্ট কর্ম। উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন – এই পাঁচপ্রকার কর্ম। নিত্য এবং যা অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাই হল সামান্য। তা (অর্থাৎ সামান্য) তিন প্রকার- পর, অপর এবং পরাপর।

বিবৃতি - দর্শন দুঃখ থেকে মুক্তির কথা বলে। এখন এই দুঃখ কি? তা জানা প্রয়োজন। ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে একাদশতম প্রমেয় হল দুঃখ। দুঃখ হল অধর্মহেতু আত্মাতে উৎপন্ন এক প্রকার বিশেষগুণ।[৮] মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্রে* দুঃখের লক্ষণ দিয়েছেন- *বাধনালক্ষণং দুঃখম্*।[৯] বাধনা বলতে এখানে পীড়া ও তাপের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল বাধনা যার লক্ষণ তাই হল দুঃখ। এখানে ভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে ‘শরীর’ থেকে ‘ফল’ পর্যন্ত সমস্ত প্রমেয়ই দুঃখ। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে একুশ প্রকার দুঃখের কথা বলা হয়েছে, যথা- শরীর, ষড়িন্দ্রিয়, ষড্বিষয়, ষড্বিধ প্রত্যক্ষ, সুখ ও দুঃখ। অন্যদিকে সাংখ্যদর্শনে ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলা হয়েছে- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক।

দর্শনমাত্রেরই মুখ্য বিবেচ্য হল মুক্তি। যদিও বিভিন্ন দর্শনে মুক্তির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। এই মুক্তির পর্যায়বাচী শব্দরূপে - অপবর্গ, মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স, নির্বাণ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অপবর্গের লক্ষণ প্রসঙ্গে *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে- *তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ*।[১০] কেউ কেউ বলেন মুক্তি হল আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় আনন্দের অনুভূতি সদা বর্তমান থাকে। আবার কেউ বলেন মুক্তিতে সুখের অনুভূতি হয় কি না তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক নিবৃত্তি প্রয়োজন। ভাসর্বজ্ঞ ব্যতীত নৈয়ায়িকগণ মুক্তিতে আনন্দের অনুভূতির কথা বলেন না। নৈয়ায়িকগণ দুঃখাভাবকেই পরম প্রার্থনীয় মোক্ষরূপে বর্ণনা করেছেন। এখন এই

মুক্তি বা মোক্ষ কীভাবে হয়? ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বলেছেন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি হয়। বৈশেষিকগণ বলেছেন সপ্তপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি হয়। নৈয়ায়িকগণ ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি স্বীকার করেছেন। (যদিও নব্য নৈয়ায়িকগণ সপ্তপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকেই মুক্তি স্বীকার করেছেন।)

এখন প্রশ্ন হল তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি কীভাবে হয়? মুক্তি দু'রকমভাবে হয় - একটি হল সাক্ষাৎ মুক্তি এবং অপরটি হল পরম্পরা মুক্তি। পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি হলেও সাক্ষাৎভাবে মুক্তির জনকতা নেই, পরম্পরায় মুক্তির জনকতা আছে। তাহলে কার সাক্ষাৎভাবে মুক্তির জনকতা আছে? কেবলমাত্র প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানেরই সাক্ষাৎভাবে মুক্তিজনকতা আছে। মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্রের* প্রথম সূত্রে বলেছেন– *প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজা-তিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।*[১১] গৌতমোক্ত এই ষোড়শ প্রকার পদার্থের অন্তর্গত হল প্রমেয়। প্রমেয়নামক পদার্থ আবার দ্বাদশ প্রকার, যথা– *আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।*[১২] এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা নামক প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানেরই সাক্ষাৎভাবে মুক্তিজনকতা আছে। তাই গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাঁর *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রথমেই বলেছেন- 'আত্মতত্ত্বজ্ঞানমপবর্গহেতুঃ'। তবে সাক্ষাৎভাবে তত্ত্বজ্ঞান হলেই যে মুক্তি হয় তা নয়, পরম্পরাক্রমেও মুক্তি হয়। এ প্রসঙ্গে আচার্য গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে বলেছেন- *দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।*[১৩] অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ, মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষের নাশ, দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ, প্রবৃত্তির নাশে জন্মের নাশ, জন্মের নাশে দুঃখের নাশ হয়। আর দুঃখের অভাবই হল মুক্তি বা মোক্ষ।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হল মুক্তি। সেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কীভাবে হয় সেই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণ মুক্তিকে দুঃখের অভাবস্বরূপ বলেছেন। কিন্তু এই অভাব কীরকম? কারণ

অভাব চার প্রকার- প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। এপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনাপূর্বক আচার্য শঙ্করমিশ্র *উপস্কারে* অপবর্গকে দুঃখের প্রাগভাবরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- *অশেষবিশেষগুণধ্বংসাবধিকদুঃখপ্রাগভাবো বা মুক্তিঃ।*[১৪] অর্থাৎ সমস্ত আত্মবিশেষগুণের ধ্বংস হল অবধিস্বরূপ - এমন যে দুঃখপ্রাগভাব তাকে মুক্তি বলে।

শাস্ত্রকারগণ বলেন – 'নাসঙ্গতং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত' অর্থাৎ অসঙ্গতবাক্য শাস্ত্রে প্রয়োগ করবে না। তাই সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। সঙ্গতির লক্ষণ হল- *একবাক্যতাপন্নত্বে সতি অনন্তরাভিধানপ্রয়োজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়ত্বম্।*[১৫] অর্থাৎ পূর্বের আলোচনা ও পরবর্তী আলোচনার মধ্যে যে সম্পর্ক, তাকেই শাস্ত্রে সঙ্গতি নামে অভিহিত করা হয়। তাই প্রশ্ন জাগে, 'তত্র দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ' এই বাক্যের সঙ্গে পূর্ব বাক্যের কী সঙ্গতি রয়েছে? বলা হচ্ছে, এখানে উপোদ্ঘাত সঙ্গতি রয়েছে। উপোদ্ঘাত সঙ্গতির লক্ষণ বলা হয়েছে– *প্রকৃতোপপাদকত্বং উপোদ্ঘাতঃ।*[১৬] অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদকত্বই উপোদ্ঘাত সঙ্গতি। এখানে পূর্বে বলা হয়েছে 'পদার্থবিবেকাধীনম্'। এই পদার্থবিবেকের উপপাদক বা ঘটক হল পদার্থ, কারণ পদার্থসমূহের পরস্পর পার্থক্যজ্ঞান পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

এখানে 'সপ্ত' পদটি দেওয়া হয়েছে ব্যাপ্তিলাভের জন্য। ব্যাপ্তির আকার হল– 'পদার্থত্বং দ্রব্যাদিভেদসপ্তকাভাববত্ত্বব্যাপ্যম্'। 'দ্রব্যাদিভেদ' বলতে দ্রব্যং ন, গুণো ন, কর্ম ন, সামান্যং ন, বিশেষো ন, সমবায়ো ন ও অভাবো ন – এই ছয়টি ভেদকে বোঝায়। এই ছয়টি ভেদকে বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ভেদ অর্থাৎ সপ্তম ভেদ আর কিছু নেই। তাই ভেদষট্ক অর্থাৎ ছয়টি ভেদ পাওয়া গেলেও ভেদসপ্তক পাওয়া যাবে না। তাই দ্রব্যাদি ভেদসপ্তকের অভাবের দ্বারা ব্যাপ্য হল পদার্থত্ব এই রকম বলা হয়েছে।

অন্নংভট্ট *তর্কসংগ্রহের দীপিকা*-টীকায় 'সপ্ত'পদটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন- *পদার্থত্বং দ্রব্যাদিসপ্তান্যতমত্বব্যাপ্যমিতি ব্যবচ্ছেদার্থত্বাত্।*[১৭] এখানে 'সপ্ত'পদের

বিবক্ষিতার্থ হল- পদার্থত্ব দ্রব্যাদিসপ্তান্যতমত্বের ব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানে যেখানে পদার্থত্ব আছে, সেখানে সেখানেই দ্রব্যাদিসপ্তান্যতমত্ব আছে।

"পৃথিবী চ আপশ্চ তেজশ্চ বায়ুঃ চ আকাশশ্চ (বা আকাশং চ) কালশ্চ দিক্ চ আত্মা চ মনশ্চ"- পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশকালদিগাত্মমনাংসি। এখানে ইতরেতরদ্বন্দ্ব সমাস হয়েছে।

'তত্র' বলতে এখানে 'পদার্থগুলির মধ্যে' বোঝানো হয়েছে। 'তত্র' পদটিকে 'চতুর্বিংশতিঃ গুণাঃ'- এই বাক্যের সঙ্গেও অন্বয় করতে হবে।

শাস্ত্রের প্রবৃত্তি ত্রিবিধ - ১) উদ্দেশ ২) লক্ষণ এবং ৩) পরীক্ষা। এই উদ্দেশের অন্তর্গত হয় বিভাগ। কোনো কিছু প্রতিপাদন করার পূর্বে তার লক্ষণ বা সংজ্ঞা দিতে হয়, তার পরে বিভাগ প্রভৃতির উল্লেখ করতে হয়। এখানেও তাই গ্রন্থকার দ্রব্যের লক্ষণ উল্লেখ করে দ্রব্যের বিভাগগুলির প্রদর্শন করেছেন।

গ্রন্থকার দ্রব্যের লক্ষণে বলেছেন– যা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট তাই হল দ্রব্য। আচ্ছা, লক্ষণ কাকে বলে? *তর্কসংগ্রহদীপিকায়* লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- *অসাধারণধর্মো লক্ষণম্*।[১৮] অসাধারণ ধর্ম কি? -*লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়তত্বমসাধারণত্বম্*।[১৯] অবচ্ছেদক কি? - *অন্যূনানতিপ্রসক্তো ধর্মঃ অবচ্ছেদকো ভবতি*। লক্ষণ তিনপ্রকার দোষমুক্ত হবে, যথা- ১) অব্যাপ্তি ২)অতিব্যাপ্তি এবং ৩)অসম্ভব দোষ। অব্যাপ্তি হল- *লক্ষ্যৈকদেশাবৃত্তিত্বমব্যাপ্তিঃ*।[২০] অর্থাৎ লক্ষ্যপদার্থের একদেশে যদি লক্ষণটি না যায়, তবে সেই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। যেমন- গরুর লক্ষণে 'গোঃ কপিলত্বম্' - বললে সকল গরুতে এই কপিলত্ব ধর্মটি দেখা না যাওয়ায় এই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। অতিব্যাপ্তি হল- *অলক্ষ্যবৃত্তিত্বমতিব্যাপ্তিঃ*।[২১] অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যখন অলক্ষ্যবস্তুতেও লক্ষণের প্রসক্তি হয়, তখন সেই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়। যেমন- 'গোঃ শৃঙ্গিত্বম্' - এরূপ গরুর লক্ষণ করলে লক্ষণটি গরুভিন্ন অন্য পশু

যেমন মহিষ, ছাগল ইত্যাদি অন্যান্য শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীতেও চলে যাওয়ায়, তা অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়ে যাবে। তৃতীয় অসম্ভবদোষটি হল- *লক্ষ্যমাত্রাবর্তনমসম্ভবঃ*।[২২] অর্থাৎ যখন লক্ষ্যবস্তুতেই লক্ষণটির অভাব দেখা যায়, যেমন- 'গোরেকশফত্বম্' গোরুর লক্ষণ করলে লক্ষণটি কোনো গোরুতেই থাকে না। এর ফলে সেই গোরুর লক্ষণটি অসম্ভবদোষে দুষ্ট হয়ে যায়।

এখন পুনরায় দ্রব্যের লক্ষণে আসা যাক- যা দ্রব্যত্ববৎ বা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট তাই দ্রব্য অর্থাৎ যাতে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তাই দ্রব্য। এই লক্ষণটি হল জাতিঘটিত লক্ষণ, কারণ এই লক্ষণটি দ্রব্যত্বজাতিকে অবলম্বন করে করা হয়েছে। বিভিন্ন দ্রব্যে সমবেত যে নিত্য অনুগত দ্রব্যত্ব ধর্ম, সেটি হলো জাতি। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ করা যায় না। এ কারণে অনুমান প্রমাণের দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ করা হয়েছে। দ্রব্যত্ববত্ত্বকে দ্রব্যের নির্দোষ লক্ষণ বলা হয়। *তর্কসংগ্রহদীপিকায়* অন্নংভট্টও দ্রব্যের লক্ষণে বলেন- *দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্বং গুণবত্ত্বং বা দ্রব্যসামান্যলক্ষণম্*।[২৩] অর্থাৎ দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্ব অথবা গুণবত্ত্ব দ্রব্যের সামান্যলক্ষণ।

এখানে 'নব' শব্দটি দেওয়া হয়েছে ব্যাপ্তিলাভের জন্য। ব্যাপ্তির আকারটি হল এই - *দ্রব্যত্বং পৃথিব্যাদিভেদনবকাভাববত্ত্বব্যাপ্যম্* অর্থাৎ যেখানে যেখানে দ্রব্যত্ব সেখানে সেখানে পৃথিবী প্রভৃতির নয়টি ভেদের অভাব থাকবে। আবার এটাও বলা যায় যে, 'নব' সংখ্যাটির দ্বারা নয়ের অধিক এবং ন্যূন সংখ্যা বারিত হয়েছে।

সমবায়ানুযোগী অর্থাৎ সমবায়স্য অনুযোগী (অর্থাৎ সমবায়ের আশ্রয়)। এই পাঁচটি স্থল হল- অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য। এগুলির মধ্যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, বিশেষ ও সামান্য – এই পাঁচটি হল প্রতিযোগী। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগীও হয় এবং প্রতিযোগীও হয়। কিন্তু বিশেষ ও সামান্য

সবসময় প্রতিযোগীই হয়। তাই গুণের লক্ষণে দ্রব্য ও কর্মকে বাদ দিয়ে যা সমবায়ের আশ্রয় তাই গুণ - এরকম বলা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন আসবে, গুণ কীভাবে সমবায়ের অনুযোগী হয়? যদি বলা হয় 'সংযোগেন ভূতলে ঘটঃ' অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে ঘট আছে, তাহলে সংযোগ সম্বন্ধের প্রতিযোগী হল ঘট এবং অনুযোগী হল ভূতল। কারণ সম্বন্ধের একটি প্রতিযোগী হয় এবং একটি অনুযোগী হয়। আবার অভাবকে অপেক্ষা করেও একটি প্রতিযোগী হয় এবং একটি অনুযোগী হয়। অভাবের প্রতিযোগী-অনুযোগী কীরকম? 'ভূতলে ঘটাভাবঃ' অর্থাৎ 'ভূতলে ঘট নেই' – এই স্থলে অভাবের প্রতিযোগী হবে ঘট, *যস্যাভাবঃ স প্রতিযোগী*[২৪] এবং অভাবের অনুযোগী হবে ভূতল অর্থাৎ যার অভাব বলা হয়, তা হল প্রতিযোগী এবং যেখানে অভাব বলা হচ্ছে, তা হল অনুযোগী।

আমরা জানি দ্রব্যের মধ্যে গুণ থাকে, তাহলে - "সমবায়েন দ্রব্যে গুণঃ" অর্থাৎ "দ্রব্যে গুণ আছে" - এই স্থলটিতে বলা যায় সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে গুণ আছে। এটা বললে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এখানে প্রতিযোগী কে আর অনুযোগী কে? সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী হবে গুণ এবং অনুযোগী হবে দ্রব্য। কারণ, সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে গুণ আছে অর্থাৎ যে আছে সে প্রতিযোগী এবং যেখানে আছে তা অনুযোগীই হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দ্রব্য অনুযোগী এবং গুণ প্রতিযোগী হচ্ছে। তখন প্রশ্ন আসে, লক্ষণে কেন সমবায়ের প্রতিযোগী না বলে সমবায়ের অনুযোগী বলা হল? তার কারণ হল, এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত উদাহরণটিকে একপাক্ষিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি উদাহরণটিকে এভাবে নিই- "সমবায়েন গুণে গুণত্বম্" অর্থাৎ "সমবায় সম্বন্ধে গুণে গুণত্ব আছে"। কারণ আমরা জানি অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য – এই পাঁচটি স্থলে সমবায় সম্বন্ধ থাকে। জাতি-ব্যক্তি - এই স্থলে জাতি কথার অর্থ হল সামান্য। তাহলে গুণত্ব, কর্মত্ব – এগুলি সামান্য এবং ব্যক্তি কথার অর্থ হল দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম। গুণে গুণত্ব, কর্মে কর্মত্ব সমবায় সম্বন্ধে

থাকে। এই সম্বন্ধেই যদি আমরা নিই- "সমবায়েন গুণে গুণত্বম্"। যেমন পূর্বে নেওয়া হয়েছিল "সমবায়েন দ্রব্যে গুণত্বম্"। সেক্ষেত্রে দ্রব্য অনুযোগী এবং গুণ প্রতিযোগী। সেইরকম "সমবায়েন গুণে গুণত্বম্"- এই স্থলে সমবায় সম্বন্ধে গুণে গুণত্ব আছে, তাই যেটি আছে অর্থাৎ 'গুণত্ব' হবে প্রতিযোগী এবং যেখানে আছে অর্থাৎ 'গুণ' হবে অনুযোগী। সেক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী হিসেবে আমরা গুণকে পেয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী হিসেবে দ্রব্য ও কর্মকে পাচ্ছি। কিন্তু বিশেষ ও সামান্যকে কখনোই অনুযোগী হিসেবে পাওয়া যায় না, কারণ বিশেষে কেউ থাকে না। বিশেষ হল নিত্যদ্রব্যবৃত্তি। আর সামান্যে সামান্যত্ব প্রভৃতি জাতি থাকে না। তাই সামান্য ও বিশেষ অনুযোগী হয় না। তারা সবসময়ই প্রতিযোগী। এখন লক্ষণে যদি কেবলমাত্র 'সমবাযানুযোগী' বলা হত, সেক্ষেত্রে দ্রব্য ও কর্মে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হয়ে যেত। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বলা হয়েছে- "দ্রব্যকর্মান্যত্বে সতি" অর্থাৎ দ্রব্য ও কর্ম থেকে ভিন্ন হয়ে যেটি সমবায়ের অনুযোগী হয়, তাই হল গুণ। অতএব গুণের লক্ষণটি সঙ্গত হল। এখানে আর কোনো দোষ রইল না।

কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* বলা হয়েছে- *সংযোগভিন্নত্বে সতি সংযোগাসমবায়িকারণত্বম্*।[২৫] অর্থাৎ যা সংযোগভিন্ন হয়ে সংযোগের অসমবায়িকারণ হয়, তাই হল কর্ম। সংযোগে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'সংযোগভিন্নত্বে' কথাটি বলা হয়েছে। কারণ সংযোগ সংযোগজসংযোগের প্রতি কারণ হয়। তাই সংযোগজসংযোগ ভিন্ন অন্য সমস্ত সংযোগের প্রতি অসমবায়িকারণ হওয়ার দরুণ কর্মের লক্ষণটিতে কোনো দোষ হল না, ফলে লক্ষণটি সঙ্গত হল। আর এই লক্ষণ অপেক্ষা লঘু লক্ষণরূপে বলা হয়েছে- "কর্মত্ববত্ত্বম্"[২৬]।

উৎক্ষেপণ হল কোনো দ্রব্যের উর্দ্ধদেশসংযোগজনক ক্রিয়া। যেমন- আকাশের দিকে লক্ষ্য করে কোনো কিছু নিক্ষেপ করা। অপক্ষেপণ হল- কোনো দ্রব্যের অধোদেশসংযোগজনক ক্রিয়া। আকুঞ্চন হল- শরীরের সন্নিকৃষ্ট দেশের সঙ্গে শরীরের

অবয়বের সংযোগজনক ক্রিয়া। প্রসারণ হল- শরীরের দূরবর্তী দেশের সঙ্গে সংযোগজনক ক্রিয়া।

ন একঃ অনেকঃ, অনেকে সমবেতম্ অনেকসমবেতম্ ইতি সপ্তমী তৎপুরুষসমাসঃ। সমবেত অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে যা বর্তমান থাকে।

গ্রন্থকার এখানে ত্রিবিধ সামান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কারও তাঁর *তর্কামৃত* গ্রন্থে সামান্যের তিনপ্রকার ভেদের কথা বলেছেন- *সামান্যং ত্রিবিধং ব্যাপকং, ব্যাপ্যং, ব্যাপ্যব্যাপ্যকঞ্চ। ব্যাপকং সত্তা, ব্যাপ্যং ঘটত্বাদি, দ্রব্যত্বাদি ব্যাপ্যব্যাপকম্।*[২৭]

(2 a) सामान्यान्तराव्याप्यं परं सत्ता। स्वेतरजात्यव्यापकमपरं चैत्रत्वादि। स्वेतरजातेर्व्याप्यं व्यापकं च परापरं द्रव्यत्वादि। एकमात्रसमवेताः समवेतशून्या विशेषाः। ते च नित्यद्रव्यवृत्तयोऽनन्ताः। नित्यः **सम्बन्धः**[९] समवायः। समयादेः **सम्बन्ध**[१०]त्वे तु संयोगानाश्रयत्वं देयम्। स चावयवावयविनोर्गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतो-र्जातिव्यक्त्योर्नित्यद्रव्यविशेषयोश्च विशिष्टबुद्धेः संसर्गतया विषयः। स चैको नानेत्यन्ये। अभावत्वोपाधिमानभावः। स द्विधा संसर्गाभावोऽन्योन्याभावश्च। भेदभिन्नोऽभावः संसर्गाभावः। स त्रिधा प्रागभावप्र**ध्वं**[११]साभावात्यन्ताभावभेदात्। प्रागभा**व**[१२]त्वादिक-मखण्डोपाधिः। तथाऽन्योन्याभावत्वमपि। सप्तानामपि पदार्थानां साधर्म्यमस्तित्वाभिधेय-

---

[९] सवन्धः

[१०] सवन्धः

[११] ध्व

[१२] व

त्वज्ञेयत्वादि। द्रव्यादीनां षण्णां भावत्वम्। समवायभिन्नानामनेकत्वम्। पञ्चानां समवायप्रतियोगित्वानुयोगित्वान्यतरव**त्त्व**[१३]म्।

অনুবাদ - অন্য কোনো সামান্যের দ্বারা যা ব্যাপ্য নয় তা পরসামান্য, যেমন– সত্তা। নিজের (অর্থাৎ চৈত্রত্ব প্রভৃতি জাতি) থেকে ভিন্ন জাতির অব্যাপক জাতিই হল অপরজাতি। যেমন- চৈত্রত্ব প্রভৃতি। নিজের (অর্থাৎ দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি) থেকে ভিন্ন জাতির ব্যাপ্য ও ব্যাপক জাতি হল পরাপর জাতি। যেমন- দ্রব্যত্ব প্রভৃতি। একটিমাত্র পদার্থে সমবেত এবং যেখানে অন্য পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাই হল বিশেষ। সেগুলি (অর্থাৎ বিশেষ) নিত্যদ্রব্যবৃত্তি এবং অনন্ত।

নিত্য সম্বন্ধ হল সমবায়। সময় প্রভৃতিকে (নিত্য) সম্বন্ধরূপে স্বীকার করলে সংযোগের অনাশ্রয়ত্ব (বিশেষণটি) দিতে হবে। সেই সমবায় অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্যের বিশিষ্টবুদ্ধির সংসর্গতারূপ বিষয় হয়। সেই সমবায় এক, অনেকে (অর্থাৎ মীমাংসক) তাকে বহু বলেছেন। অভাবত্ব উপাধিবিশিষ্ট হল অভাব। তা দুই প্রকার, যথা- সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। ভেদভিন্ন (অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব থেকে ভিন্ন) অভাব হল সংসর্গাভাব। তা তিন প্রকার, যথা- প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। প্রাগভাবত্ব প্রভৃতি হল অখণ্ড উপাধি। তেমন অন্যোন্যাভাবত্বও অখণ্ড উপাধি। সাতটি পদার্থেরই সাধর্ম্য হল- অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি। দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য হল ভাবত্ব। সমবায়ভিন্ন পদার্থগুলির সাধর্ম্য হল– অনেকত্ব। প্রথম পাঁচটির (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ) সাধর্ম্য হল সমবায় সম্বন্ধে প্রতিযোগিত্ব (ও) অনুযোগিত্বের মধ্যে যে কোনো একটির আশ্রয় হওয়া।

---

[১৩] त्व

বিবৃতি – 'সামান্যন্তরাব্যাপ্যং পরং সত্তা' – সামান্যান্তরা অর্থাৎ অন্যত্ সামান্যং সামান্যান্তরম্, সামান্যান্তরেণ অব্যাপ্যং সামান্যান্তরাব্যাপ্যম্। ব্যাপ্য অর্থাৎ অল্পদেশবৃত্তিত্বম্।[২৮] সামান্য অর্থাৎ যে কোনো জাতি। সামান্যান্তরাব্যাপ্যম্ অর্থাৎ যে সামান্য অন্য কোনো সামান্যের দ্বারা ব্যাপ্য হয় না। পর সামান্য হল সেটি, যা অন্য কোনো সামান্যের দ্বারা ব্যাপ্য হয় না। অন্য সামান্য বলতে এখানে সত্তা ভিন্ন যে কোনো সামান্যের কথা বলা হয়েছে। অন্য সামান্যের যেটি ব্যাপ্য হয় না তাই হল সত্তা জাতি এবং তা পরা জাতি নামে কথিত হয়। ব্যাপ্য কথার অর্থ হল 'অল্পদেশবৃত্তিত্বম্' অর্থাৎ যেটি অল্প স্থলে থাকে। অব্যাপ্য কথার অর্থ হল যেটি অধিক দেশে বর্তমান। সত্তা জাতি দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই তিনটি পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এবং এই তিনটিই সামান্যের আশ্রয় হয়। সত্তাভিন্ন অন্য কোন জাতি এই তিনটি পদার্থে থাকে না, তাই সত্তা জাতিকে অন্য যেকোনো জাতির অপেক্ষায় অধিক দেশবৃত্তি বলা হয়।

'স্বেতরজাত্যব্যাপকমপরং চৈত্রত্বাদি' - অব্যাপ্য (ব্যাপক) অর্থাৎ অধিকদেশবৃত্তিত্বম্।[২৯] অব্যাপক ও ব্যাপ্য একই কথা। এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা চৈত্রত্ব প্রভৃতি জাতি বুঝতে হবে। স্বেতর জাতি হল চৈত্রত্বভিন্ন জাতি সত্তা প্রভৃতি। সত্তা প্রভৃতির অব্যাপক অর্থাৎ ব্যাপ্য জাতি হল অপরা জাতি। চৈত্রত্ব যেহেতু সত্তা, দ্রব্যত্ব প্রভৃতির থেকে ন্যূনদেশবৃত্তি, তাই চৈত্রত্ব হল অব্যাপক জাতি অর্থাৎ অপরা জাতি।

'স্বেতরজাতের্ব্যাপ্যং ব্যাপকং চ পরাপরং দ্রব্যত্বাদি' - স্বস্মাদ্ ইতরঃ স্বেতরঃ, স্বেতরা জাতিঃ স্বেতরজাতিঃ, স্বেতরজাতেঃ অব্যাপকং স্বেতরজাত্যব্যাপকম্ ইতি ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসঃ। স্বেতর অর্থাৎ দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব, সত্তা প্রভৃতি। এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতি বুঝতে হবে। তাই স্বেতর জাতি হল – সত্তা, চৈত্রত্ব প্রভৃতি। চৈত্রত্ব প্রভৃতির ব্যাপক অর্থাৎ অধিকস্থলে বৃত্তি এবং সত্তা প্রভৃতির যেটি ব্যাপ্য অর্থাৎ সত্তা জাতির থেকে অল্পস্থলে থাকে তা হল পরাপর জাতি। যেমন-

দ্রব্যত্ব প্রভৃতি। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি কখনো ব্যাপ্য কখনো আবার ব্যাপকও হয়। তাই এর মধ্যে ব্যাপ্যত্ব ও ব্যাপকত্ব উভয়ধর্মই থাকায় দ্রব্যত্ব প্রভৃতি পরাপর জাতি।

'একমাত্রসমবেতাঃ' - একস্মিন্ এব একমাত্রম্। একমাত্রে সমবেতাঃ একমাত্রসমবেতাঃ। 'একমাত্রসমবেত' অর্থাৎ একটি জায়গাতেই সমবেত। এই 'এক' শব্দের দ্বারা নিত্যদ্রব্যকে বোঝানো হয়েছে। 'সমবেত' অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান।

'সমবেতশূন্যাঃ' - সমবেতেন শূন্যাঃ সমবেতশূন্যাঃ অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যেগুলি থাকে সেগুলির অভাব যেখানে বর্তমান। তাই বিশেষে কোনো কিছুই সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

সমবায়ের লক্ষণে 'নিত্য'পদটি দেওয়ার কারণ হল শুধুমাত্র 'সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ' বলা হলে লক্ষণটি সংযোগে চলে যায়, যেহেতু সংযোগও একটি সম্বন্ধ। তাই 'নিত্য'পদটি সংযোজিত হয়েছে। কেউ কেউ যদিও কাল ও দিককে নিত্য সম্বন্ধরূপে কল্পনা করেন। সেক্ষেত্রে 'নিত্যঃ সম্বন্ধঃ' সমবায়ের এই লক্ষটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাই সেখানে 'সংযোগানাশ্রয়ত্ব' পদটি দিতে হবে। তখন লক্ষণটি হবে – 'সংযোগানাশ্রয়ত্বে সতি নিত্যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ' অর্থাৎ সংযোগের অনাশ্রয় হয়ে যেটি নিত্য সম্বন্ধ, তাই হল সমবায়। সেক্ষেত্রে কাল ও দিক্ – নিত্য সম্বন্ধ হলেও সংযোগের আশ্রয় হওয়ায় লক্ষণটিতে দোষ থাকবে না। আর, মীমাংসক মতসিদ্ধ নিত্যসংযোগকে নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। তাই নিত্যসংযোগকে অবলম্বন করে পূর্বোক্ত সমবায়ের লক্ষণে আর দোষ দেখানো যাবে না।

সমবায় হল অযুতসিদ্ধপদার্থের সম্বন্ধ। সেই অযুতসিদ্ধ পদার্থ কী? এ বিষয়ে *তর্কভাষা* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে-

> তাবেবাযুতসিদ্ধৌ দ্বৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যয়োর্দ্বয়োঃ।
>
> অনশ্যদেকমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে।। [৩০]

এই সমবায়ের স্থল হল পাঁচটি। যথা- অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যাক্তি ও বিশেষ-নিত্যদ্রব্য। এখানে গুণী এবং ক্রিয়াবান্ কথার অর্থ দ্রব্য, যেহেতু দ্রব্যেই গুণ, ক্রিয়া ও জাতি বর্তমান থাকে। ব্যক্তি কথার অর্থ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, যেহেতু সামান্য বা জাতি পূর্বোক্ত তিনটি পদার্থেই সমবায়সম্বন্ধে থাকে। অবয়ব-অবয়বীর সম্বন্ধ হল সমবায়। যথা- কপালে ঘট, তন্তুতে পট। এখানে অবয়ব কপাল ও অবয়বী ঘট উভয়ই দ্রব্য পদার্থ। গুণীতে গুণ, ক্রিয়াবানে ক্রিয়া, ব্যক্তিতে জাতি এবং নিত্যদ্রব্যে বিশেষ সমবায়সম্বন্ধে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – ঘটে লাল রঙ, বায়ুতে গতি, গোরুতে গোত্ব প্রভৃতি সমবায়সম্বন্ধে থাকে।

লালঘট – এটি গুণ-গুণীভাব সমবায় সম্বন্ধের স্থল। কারণ এই লাল রঙ (গুণ) দ্রব্য ঘটে (গুণীতে) সমবায়সম্বন্ধে থাকে।

বায়ুতে গতি – এখানে গতি ক্রিয়া বায়ুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে।

ব্যক্তিতে জাতি – ব্যক্তি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মে জাতি অর্থাৎ সামান্য সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য হল সমবায় সম্বন্ধের স্থল। বিশেষ নামক পদার্থটি নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

যে কোনো বিশিষ্ট জ্ঞানে অর্থাৎ সবিকল্পকজ্ঞানে তিনটি বিষয় প্রতিভাসিত হয় - ১) বিশেষ্য ২) বিশেষণ এবং ৩) বিশেষ্যবিশেষণের সংসর্গ বা সম্বন্ধ। এই বিশেষণযুক্তরূপে যখন জ্ঞান হয় তখন তাকে বিশিষ্টবুদ্ধি বলে। যেমন- দণ্ডবান্ পুরুষঃ, এখানে দণ্ড বিশেষণ, পুরুষ বিশেষ্য এবং তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হল সংযোগ। অর্থাৎ দণ্ডনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত পুরুষনিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিত সংযোগনিষ্ঠসংসর্গতাত্মক জ্ঞান – এই বিশিষ্টজ্ঞানকে বুঝতে হবে। তেমনই রক্তঃ ঘটঃ – এই জ্ঞানে রক্ত অর্থাৎ লালরূপ হল বিশেষণ, ঘট বিশেষ্য ও সমবায় হল সংসর্গ। অর্থাৎ একটি গুণ, অন্যটি

গুণী এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক হল সমবায়। সংসর্গের লক্ষণে বলা হয়েছে– *সম্বন্ধো হি সম্বন্ধিদ্বয়ভিন্নত্বে সতি দ্বিষ্ঠত্বে চ সতি আশ্রয়তয়া বিশিষ্টবুদ্ধিনিয়ামকঃ।*[৩১] অবয়ব-অবয়বী প্রভৃতি পাঁচটি স্থলে সমবায়ই সংসর্গরূপে বিষয় হয়।

সমবায় এক না অনেক এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা দৃষ্ট হয় দার্শনিক মহলে। নৈয়ায়িকের বহুমূল্য সিদ্ধান্তসমূহের সাধক এই সমবায় গৌরবদোষ পরিহারের জন্য এক বলে স্বীকৃত হয়েছে। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি কিন্তু চিরাচরিত নৈয়ায়িক মত পরিহারপূর্বক সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে স্পর্শসমবায় ও রূপসমবায় এক হলে জল প্রভৃতি রূপশূন্য পদার্থেও রূপের সমবায় থাকায় *রূপবজ্জলম্* এইরকম বোধ উৎপন্ন হতে বাধা থাকবে না, কারণ সম্বন্ধসত্তাই সম্বন্ধিসত্তার নিয়ামক হয়। আর নানা সমবায় স্বীকৃত হলে 'তন্তুসমবেতঃ পটঃ', 'ঘটসমবেতং রূপম্', 'বায়ুসমবেতা গতিঃ'– এইরূপ অনুগত সমবেতবুদ্ধি উৎপন্ন হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে যে, তাদৃশ অনুগত বুদ্ধির অনুরোধে সকল সমবায়গত একটি অখণ্ড ধর্ম স্বীকার করতে হবে, এই হল রঘুনাথ শিরোমণির মত। তিনি *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে বলেছেন- *সমবায়োঽপি চ নৈকো জলাদের্গন্ধাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ পরন্তু নানৈব, সমবায়ত্বং তু পুনরনুগতমখণ্ডোপাধিরিতি।*[৩২] অভাবের সংজ্ঞা বহু গ্রন্থকার বহুভাবে দিয়েছেন। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন বলেছেন- *অভাবত্বং দ্রব্যাদিষট্কান্যোন্যাভাবত্বম্।*[৩৩] এখানে অভাবের লক্ষণটি অন্যোন্যাভাব পদার্থঘটিত হওয়ায় লক্ষণটি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্ট হয়। তাই গ্রন্থকার 'অভাবত্ব' একটি অখণ্ড উপাধি, তার আশ্রয়ই অভাব– এইভাবে লক্ষণ করেছেন। জাতিভিন্ন ধর্ম হল উপাধি। *সপ্তপদার্থী*তে উপাধির লক্ষণ বলা হয়েছে- *সবাধকং সামান্যমুপাধিঃ।*[৩৪] উপাধি আবার অখণ্ড ও সখণ্ড ভেদে দ্বিবিধ। যা খণ্ড করা যায় তা হল সখণ্ড উপাধি, যেমন- পশুত্ব। কারণ, পশুত্বের স্বরূপ হল লোমবল্লাঙ্গুলবত্ত্ব। তাই লোম ও লাঙ্গুলাদি অংশ বর্তমান থাকায় পশুত্বধর্ম হল সখণ্ড

উপাধি। আর যা খণ্ড করা যায় না তা হল অখণ্ড উপাধি। যেমন- ভাবত্ব। কারণ ভাবত্বরূপ ধর্মকে অংশভেদে ভাগ করা যায় না। সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে জাতি স্বীকৃত হয় না। তাই এগুলিতে বিদ্যমান ধর্ম সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব, অভাবত্ব – এগুলি হল উপাধি। এই উপাধি তার আশ্রয়ে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে।

এখানে অভাবকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে– সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

সংসর্গাভাব – এখানে সংসর্গ কথার অর্থ সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে অভাব নিজের প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয় তাকে সংসর্গাভাব বলে। এখানে বলে দেওয়া ভালো সংসর্গ কথার অর্থ সম্বন্ধ হলেও তাদাত্ম্যকে বাদ দিয়ে বুঝতে হবে। অন্যথা অন্যোন্যাভাবও সংসর্গাভাবের অন্তর্গত হয়ে যাবে।

অন্যোন্যাভাব - পরস্পরে পরস্পরের অভাবকেই অন্যেন্যাভাব বলে। যেমন– ঘটো ন পটঃ। এই উদাহরণে ঘট ও পটের পরস্পরের ভেদ অর্থাৎ অভেদের অভাব প্রতীত হয়েছে।

'সমানো ধর্মো যেষাং তে সধর্মাণস্তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যম্' । সাত প্রকার পদার্থেরই সাধর্ম্য হল অস্তিত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি। এই ধর্মগুলি হল কেবলান্বয়ী ধর্ম অর্থাৎ এই ধর্মগুলির অভাব কোন পদার্থেই পাওয়া যায় না। তাই পদার্থের লক্ষণনিরূপণকালে - জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্বের উল্লেখপূর্বক পদার্থের লক্ষণ করতে দেখা যায় – *অভিধেয়ত্বং পদার্থসামান্যলক্ষণম্*।[৩৫]

(2 b) चतुर्णां समवेतसमवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिम**त्त्व**[१४]म्। त्रयाणां सत्ताव**त्त्वं**[१५] सामान्यविशेषव**त्त्व**[१६]मदृष्टसाधनत्वं च। द्वयोः कर्मासमवेतव**त्त्व**[१७]म्। अनित्यद्रव्य-गुणकर्म**णां**[१८] समवायानुयोगित्वे सति समवेतत्वम्। कार्यत्वानित्यत्वे कारणवद्भावानामेव। कार्यत्वं च प्रागभावप्रतियोगित्वे सति भावत्वम्। अनित्यत्वं च ध्वंसप्रतियोगित्वे सति भावत्वम्। गुणकर्मणोरसमवायिकार**ण**[१९]वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिम**त्त्वं**[२०] द्रव्यासमवेत-समवेतव**त्त्वं**[२१] च। सामान्यविशेषयोः समवेतशून्यत्वे **सति**[२२] समवेतत्वम्। **सम**[२३]वायाभावयोः समवेतशून्यत्वे सत्यसमवेतत्वम्। गुणादीनां गुणवदवृत्तिधर्मव**त्त्वं**[२४] घटावृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिम**त्त्वं**[२५] कर्मवदवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिम**त्त्वं**[२६] च।

---

१४ त्व

१५ त्वं

१६ त्व

१७ त्व

१८ णा

१९ णा

२० त्वं

२१ त्वं

२२ 'সতি' পদটি না দিলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকছে।

२३ मा

२४ त्वं

२५ त्वं

२६ त्वं

सामान्यादीनां सामान्यशून्यत्वं समवेतशून्यत्वं च। विनाशित्वं जन्यभावानाम्। अणु-परिमाणातीन्द्रियसामान्यपरममहत्त्व[२७]विशेषभिन्नानां कारणत्वम्।

অনুবাদ - (দ্রব্যাদি) চারটি পদার্থ সমবেতসমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজক উপাধিবিশিষ্ট হয়। সত্তাবিশিষ্ট হওয়া, সামান্য ও বিশেষ বিশিষ্ট হওয়া এবং অদৃষ্টের সাধন হওয়া হল তিনপ্রকার পদার্থের (দ্রব্য, গুণ ও কর্ম) সাধর্ম্য। কর্মে অসমবেত (সমবায়সম্বন্ধে না) থাকা দু'প্রকার পদার্থের (অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণের) সাধর্ম্য। সমবায়সম্বন্ধের অনুযোগী ও সমবেত (অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী) হয় অনিত্য দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম। কার্যত্ব ও অনিত্যত্ব কারণবিশিষ্ট ভাবপদার্থেরই (সাধর্ম্য)। প্রাগভাবের যা প্রতিযোগী হয় ও ভাবরূপ তা হল কার্যত্ব। যা ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ও ভাবস্বরূপ তা হল অনিত্য। গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য হল অসমবায়িকারণে বর্তমান পদার্থবিভাজক উপাধিবিশিষ্টতা এবং দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব। সামান্য ও বিশেষের সাধর্ম্য হল সমবেতশূন্য হয়ে সমবেত হওয়া (অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ সমবায়ের আশ্রয় হয় না, কিন্তু সমবায়ের প্রতিযোগী হয়)। সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্য হল সমবেতশূন্য হয়ে অসমবেত হওয়া (অর্থাৎ সামবায় ও অভাব সমবায়ের আশ্রয় হয় না এবং সমবায়ের প্রতিযোগীও হয় না)। গুণপ্রভৃতির সাধর্ম্য হল গুণবিশিষ্টপদার্থে অবর্তমান ধর্মবিশিষ্টতা, ঘটে অবর্তমান পদার্থবিভাজক উপাধিবিশিষ্টতা এবং কর্মবিশিষ্টে অবর্তমান পদার্থবিভাজক উপাধিবিশিষ্টতা। সামান্য প্রভৃতির সাধর্ম্য হল সামান্যশূন্যত্ব এবং সমবেতশূন্যত্ব (অর্থাৎ সামান্যাদি পদার্থে সামান্য থাকে না এবং সেগুলিতে সমবায়সম্বন্ধেও কোনো কিছু থাকে না)। উৎপন্ন ভাবপদার্থগুলির সাধর্ম্য হল বিনাশিত্ব (অর্থাৎ উৎপন্ন ভাবপদার্থগুলি বিনাশী হয়)। অণু পরিমাণ, অতীন্দ্রিয় সামান্য, পরমমহৎ পরিমাণ এবং বিশেষ - এতদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থের সাধর্ম্য হল কারণত্ব।

---

*[২৭] त्व

বিবৃতি - দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য - এই চারটি পদার্থের সাধর্ম্য হল 'সমবেতসমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব'। সমবেত কথার অর্থ হল যেটি কোনো আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সেই সমবেতপদার্থে যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে তাকে সমবেতসমবেত বলে। যেমন তন্তুর অবয়বে তন্তু (দ্রব্য) সমবেত থাকে। সেই তন্তুতে পট (দ্রব্য), তন্তুর রূপ (গুণ), তন্তুর গমন (ক্রিয়া), তন্তুত্ব (সামান্য) সমবায়সম্বন্ধে থাকে। তাই সেক্ষেত্রে পট (দ্রব্য), তন্তুর রূপ (গুণ), তন্তুর গমন (ক্রিয়া) ও তন্তুত্ব (সামান্য)-কে সমবেতসমবেত বলা হবে। সেই সমবেতসমবেত পদার্থে বর্তমান পদার্থবিভাজক উপাধি অর্থাৎ পদার্থত্বের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্যাপ্য হল দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব ও সামান্যত্ব। এগুলি ক্রমে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্যে থাকে বলে এদের সাধর্ম্য হল 'সমবেতসমবেতপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব'। এখানে মনে রাখতে হবে বিশেষ সমবায়সম্বন্ধে নিত্যদ্রব্যে বর্তমান হলেও সেই বিশেষে সমবায় সম্বন্ধে কোনো কিছু থাকে না। তাই বিশেষ সমবেতসমবেত নয়। তাই তদ্গত বিশেষত্ব উপাধিকে গ্রহণ করে সাধর্ম্য প্রদর্শন করা গেল না।

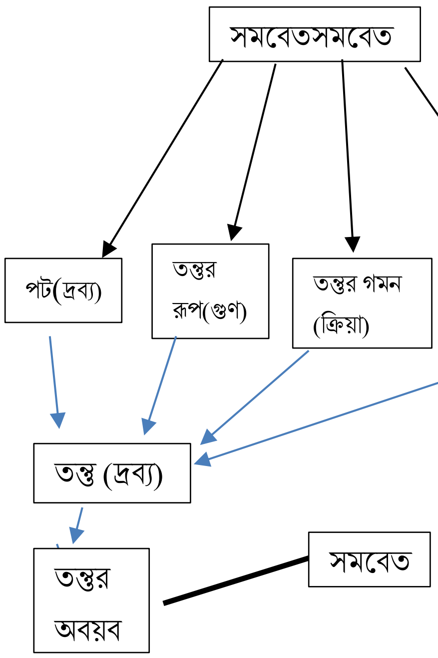

চিত্র-১

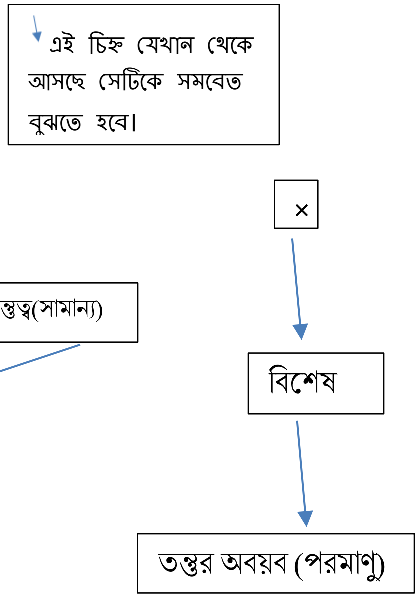

*চিত্র-২

[*চিত্র-২ - বিশেষ কেবলমাত্র নিত্য দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। কিন্তু বিশেষে কেউ সমবায়সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে না। তাই বিশেষ নিজে সমবেত হলেও, তাতে অন্য কোনো পদার্থ সমবেত থাকে না। সেই কারণে বিশেষে সমবেতসমবেত কোনো পদার্থ থাকে না।]

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম হল সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী। সম্বন্ধের আশ্রয় হল অনুযোগী। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম নিষ্ঠ জাতি দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব হল সমবেত ধর্ম।

'অসমবায়িকারণবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব'– অসমবায়িকারণে (অর্থাৎ গুণ ও কর্মে) বর্তমান যে পদার্থবিভাজকধর্ম তা হল গুণত্ব ও কর্মত্ব। এই দুটি ধর্ম গুণ ও কর্মেই থাকে বলে অসমবায়িকারণবৃত্তিবিভাজকোপাধিমত্ত্ব হল গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য।

'দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব'– দ্রব্যে অসমবেতম্ – দ্রব্যাসমবেতম্ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), দ্রব্যাসমবেতঞ্চ তৎ সমবেতম্ – দ্রব্যাসমবেতসমবেতম্ (কর্মধারয় সমাস), দ্রব্যাসমবেতসমবেতম্ অস্য অস্মিন্ বা অস্তি - দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ (মতুপ্-প্রত্যয়), তস্য ভাবঃ- দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্বম্ (ত্ব-প্রত্যয়)। গুণ ও কর্মের অন্য আরেকটি সাধর্ম্য হল 'দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব'। অর্থাৎ দ্রব্যে অসমবেত হয়ে যেগুলি (অন্যত্র) সমবেত হয়, তাকেই দ্রব্যাসমবেতসমবেত বলা হয়। সেই দ্রব্যাসমবেতসমবেতবিশিষ্টকে দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ বলা হয়, তার ভাব বা ধর্ম হল 'দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব'। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ – এগুলি দ্রব্যসমবেত হয় অর্থাৎ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, দ্রব্যত্ব সামান্যটি দ্রব্যসমবেত হলেও অন্যান্য সামান্য (যেমন- গুণত্ব ও কর্মত্ব) দ্রব্যসমবেত হয় না। তাই গুণত্ব ও কর্মত্ব - এই দুটি সামান্য যথাক্রমে দ্রব্যে অসমবেত হয়। এইভাবে দেখলে দ্রব্যে গুণত্ব, কর্মত্ব, সমবায় ও অভাব অসমবেত হয়। এই চারটির মধ্যে গুণত্ব ও কর্মত্বই কেবলমাত্র সমবেত হতে পারে, সমবায় ও অভাব

সমবেত হতে পারে না। তাই দ্রব্যে অসমবেত হয়ে অন্যত্র (অর্থাৎ গুণে ও কর্মে) সমবেত হতে পারে গুণত্ব ও কর্মত্ব। গুণত্ববিশিষ্ট ও কর্মত্ববিশিষ্ট হয় গুণ ও কর্ম। এই কারণে গুণ ও কর্মের সাধর্ম্যরূপে দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব বলা হয়েছে।

যেটি উৎপন্ন হয় তাকে কার্য বলে। কার্য হল প্রাগভাবের প্রতিযোগী। যেমন পৃথিবী প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্য, অনিত্য গুণ ও কর্মের উৎপত্তি হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কার্যমাত্রই যে বিনাশী হবে এমন কথা নেই। যেমন – ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয় প্রতিযোগী পদার্থের বিনাশে। কিন্তু সেই উৎপন্ন ধ্বংসাভাবের আর ধ্বংস হয় না, যেহেতু ধ্বংসাভাবের বিনাশের জন্য পূর্বস্থিত প্রতিযোগীকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং সেটি কখনই সম্ভব নয়। তাই ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয় ঠিকই, কিন্তু তার বিনাশ নেই। তাই কার্যমাত্রই যে অনিত্য তা বলা উচিত নয়। সে কথা মাথায় রেখেই গ্রন্থকার কার্যত্ব ও অনিত্যত্বকে কারণ থেকে উৎপন্ন ভাবপদার্থের ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী বা অনিত্য।

অভাব চার প্রকার – প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। এই প্রাগভাবের যেটি প্রতিযোগী হয় এবং ভাব বস্তু হয় তাকে কার্য বলে। প্রাগভাব কথার অর্থ কোন পদার্থের উৎপত্তির প্রাক্কালীন অভাব। প্রতিযোগী কথার অর্থ যার অভাব। যদি বলি 'ঘটো ভবিষ্যতি', তখন ঘট নেই কিন্তু ঘট উৎপন্ন হবে অর্থাৎ ঘটের অভাব আছে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অভাবের প্রতিযোগী হল ঘট। এবং পূর্বোক্ত অভাবটি হল প্রাগভাব। তাই কার্যটি হবে ঘট এবং ঘটটি ভাব বস্তু।

ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী কথার অর্থ যাহার ধ্বংস হয়। আর যার ধ্বংস হয় তাই অনিত্য।

কিছু কিছু পদার্থ আছে যা কোন কার্যের প্রতি কারণ হয় না। সেগুলি হল– পরমাণুর পরিমাণ, অতীন্দ্রিয় সামান্য বা জাতি, পরমমহৎ পরিমাণ ও বিশেষ। এখানে মূলে 'অখণ্ড পরিমাণ' বলা হয়েছে। 'অখণ্ড পরিমাণ' বলতে পরমাণু পরিমাণকে বোঝায়,

কারণ পরমাণু অবিভাজ্য। তাই তার পরিমাণও অবিভাজ্য বা অখণ্ড। এই পরমাণুপরিমাণ বা অণুপরিমাণ কোনো কিছুর প্রতি কারণ হয় না। পরিমাণ নিজের থেকে উৎকৃষ্ট সজাতীয় পরিমাণকে উৎপন্ন করে। *পরিমাণস্য স্বসমানজাতীয়োৎকৃষ্টপরিমাণজনকত্বনিয়মাত্* [৩৬] – এই হল নিয়ম। যদি আমরা অণুপরিমাণকে কারণ রূপে স্বীকার করি তবে বলতে হবে অণুপরিমাণ তার থেকে অণুতরপরিমাণ উৎপন্ন করবে। এইভাবে পরমাণু থেকে উৎপন্ন দ্ব্যণুক হবে অণুতর, দ্ব্যণুক থেকে উৎপন্ন ত্র্যণুক হবে অণুতম। এইভাবে দেখলে পদার্থ অদৃশ্য হয়ে যাবে, যা বাস্তব বিরুদ্ধ। তাই অণুপরিমাণকে তৎসজাতীয় পরিমাণের কারণরূপে স্বীকার করা হয় না। পরম মহৎ পরিমাণও কারণ হতে পারে না। কারণ, পরম মহৎ পরিমাণের আশ্রয় আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা কোনো দ্রব্যের আরম্ভক হয় না। তাই তদ্গত পরমমহৎ পরিমাণও নূতন পরিমাণের জনক হয় না। এইরকম অতীন্দ্রিয় জাতিও অকারণ হয়। জাতির আশ্রয় দ্রব্য, গুণ বা কর্ম প্রত্যক্ষ হলে জাতি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু জাতির আশ্রয় প্রত্যক্ষ না হলে তদ্গত জাতিও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। যেমন – পরমাণুত্ব। পরমাণু প্রত্যক্ষ নয় তাই তদ্গত পরমাণুত্বও অতীন্দ্রিয়। তাই তা কারণও নয়। বিশেষও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, তাই তার কারণত্ব বারিত হয়।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম হল সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী। সম্বন্ধের আশ্রয় হল অনুযোগী। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে বর্তমান জাতি দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব হল সমবেত ধর্ম।

(3 a) कारणत्वं चानन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्त्तित्वम्। अन्यथासिद्धत्वं च यस्य स्वातन्त्र्येणान्वयव्यतिरेकौ शरीरादेर्लाघवं च नास्ति तत्त्वम्। अन्यथासिद्धं च पञ्चविधम्। तत्र येनैव सह यस्य यं प्रति पूर्ववर्त्तित्वं गृह्यते तं प्रति

तदन्यथासिद्धमाद्यम्। साहित्यं च विशेष्यतावच्छेदकत्वेन, यथा दण्डादिना सहैव दण्डरूपादेर्घटादिकं प्रति पूर्ववर्त्तित्वं गृह्यत इति घटादिकं प्रति दण्डादिना दण्डरूपादिकमन्यथासिद्धम्। दण्डादिरूपं घटादिपूर्ववर्त्तित्वादिग्रहे विशेष्यता-वच्छेदकत्वेन दण्डादेर्दण्डरूपादिना साहित्यात्। यदि च भ्रम्यादिसाहित्येन दण्डादेर्घटादिपूर्ववर्त्तित्वग्रहस्तदापि न विशेष्यतावच्छेदकतयेति भ्रम्यादिना घटादौ दण्डादेर्नान्यथासिद्धिः।१। यमवच्छेदकीकृत्य यस्यान्वयव्यतिरेकौ गृह्येते तेन तदन्यथासिद्धं द्वितीयम्। यथा दण्डादिना दण्डत्वादि।२।

অনুবাদ – যেটি অনন্যথাসিদ্ধ এবং (কার্য) নিয়তপূর্ববর্তি হয় তাই হল কারণ। যার স্বতন্ত্রভাবে অন্বয়ব্যতিরেক থাকে না এবং শরীরাদিকৃত লাঘব থাকে না, তাই হল অন্যথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার। কোনো একটি বস্তুর (অর্থাৎ ঘট প্রভৃতির) প্রতি যার (অর্থাৎ দণ্ড প্রভৃতির) পূর্ববর্তিত্ব যাকে (অর্থাৎ দণ্ডরূপ প্রভৃতিকে) সঙ্গে নিয়েই জ্ঞাত হয়, সেই বস্তুর (অর্থাৎ ঘটের) প্রতি সঙ্গে থাকা পদার্থটি (অর্থাৎ দণ্ডরূপ) অন্যথাসিদ্ধ হয়। এখানে সাহিত্য বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বরূপে বুঝতে হবে, যেমন দণ্ডের সহিত বর্তমান দণ্ডরূপ প্রভৃতির ঘট প্রভৃতি (কার্যের) প্রতি পূর্ববর্ত্তিত্ব গৃহীত হয় এইহেতু ঘট প্রভৃতির প্রতি দণ্ডের (সহিত বর্তমান) দণ্ডরূপ অন্যথাসিদ্ধ হয়। ঘট প্রভৃতির পূর্ববর্ত্তিত্বজ্ঞানে দণ্ডরূপে দণ্ডের বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে দণ্ডরূপের সাহিত্য থাকে। আবার ভ্রমণক্রিয়ার সহিত দণ্ড প্রভৃতি বর্তমান থাকায় দণ্ড প্রভৃতিকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যাবে না, যেহেতু দণ্ড ভ্রমিক্রিয়ার বিশেষ্যতাবচ্ছেদক হয় না বা দণ্ডের সহিত ভ্রমিক্রিয়ার বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বরূপ সম্বন্ধ থাকে না। তাই ভ্রমিক্রিয়াকে অবলম্বন করে দণ্ড প্রভৃতি ঘটাদির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হবে না। যাকে (অর্থাৎ দণ্ডত্ব প্রভৃতিকে) অবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করে যার (অর্থাৎ দণ্ড প্রভৃতির) অন্বয়ব্যতিরেক গৃহীত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হয়, তার (অর্থাৎ দণ্ডের) দ্বারা সেটি (অর্থাৎ দণ্ডত্ব প্রভৃতি) অন্যথাসিদ্ধ।

বিবৃতি – কার্য সর্বদা কারণকে অপেক্ষা করে। বিনা কারণে কার্যোৎপত্তি অসম্ভব। তাই কারণের লক্ষণে বলা হয়েছে– ‘অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববর্তিত্বম্’। এই ‘নিয়তপূর্বর্তী’ বলতে কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী বুঝতে হবে। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তো অনেক কিছুই বর্তমান থাকে, কিন্তু সেগুলিকে কারণ বলা যাবে না। যদিও সেগুলিকে কারণের মতো দেখতে বা কারণ বলে ভ্রম হয়। এই ভ্রম নিবারণের জন্য কারণের লক্ষণে ‘অনন্যথাসিদ্ধ’ (অর্থাৎ যা অন্যথাসিদ্ধ নয়) বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে। এই অন্যথাসিদ্ধগুলি কখনো কখনো কারণের সঙ্গেই বর্তমান থাকে। অন্যথাসিদ্ধি কত প্রকার সেই সংখ্যা বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও স্বরূপগতভাবে অন্যথাসিদ্ধির বিষয়ে দার্শনিকগণ সহমত পোষণ করেন। *ভাষাপরিচ্ছেদ*-গ্রন্থে অন্যথাসিদ্ধির পাঁচ প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে।[৩৭] *তর্কসংগ্রহদীপিকায়* তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধির ভেদের মধ্যেই পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার ভেদের অন্তর্ভাব দেখানো হয়েছে।[৩৮] এই গ্রন্থে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধির উল্লেখ করেছেন।

যে কোনো কার্যের প্রতি কারণ বর্তমান থাকে। সেই কারণের সঙ্গে কিছু পদার্থও থাকে, সাধারণভাবে যেগুলিকে বাদ দিয়ে কারণটিকে চিন্তা করা যায় না। তবে সেই পদার্থগুলি কারণের সঙ্গে না থাকলেও নির্দিষ্ট কার্যটি উৎপন্ন হবে। তখন উৎপন্ন কার্যের প্রতি সেই পদার্থগুলিকে অন্যথাসিদ্ধ বলতে হবে। যেমন– ঘট উৎপন্ন হবে। সেখানে চক্রভ্রমণের জন্য দণ্ডের প্রয়োজন। সেই দণ্ড বা দণ্ডসদৃশ বস্তু ব্যতিরেকে চক্রভ্রমণ না হলে ঘটরূপ কার্যটি উৎপন্ন হবে না। তাই দণ্ডটি কারণ। সেই দণ্ডটি দ্রব্য হওয়ায় এবং দৃশ্য হওয়ায় কোনো না কোনো রূপ থাকবেই। সেই দণ্ডরূপ কিন্তু ঘটকার্যের পূর্বে থাকলেও তাকে কারণ বলা যাবে না, যেহেতু ঘটের উৎপত্তি দণ্ডরূপকে বাদ দিয়েও হতে পারে। তাই দণ্ডরূপটি অন্যথাসিদ্ধ। তেমনই দণ্ডের সহিত সদা বর্তমান দণ্ডত্বরূপ সামান্যকেও অন্যথাসিদ্ধ বলে জানতে হবে। এইদুটিকে গ্রন্থকার যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধের উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছেন।

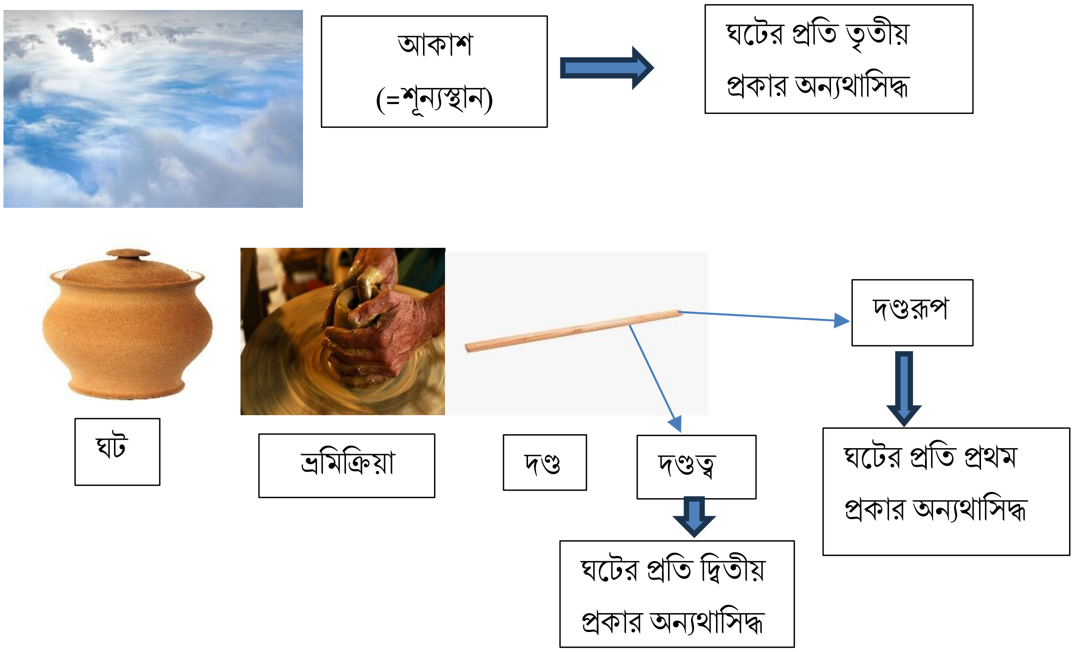

(३ b) अन्यं प्रति पूर्ववर्त्तित्वे ज्ञात एव यस्य यं प्रति पूर्ववर्त्तित्वं गृह्यते तं प्रति तदन्यथासिद्धं तृतीयम्। यथाऽऽकाशस्य **शब्दं**[২৮] प्रति पूर्ववर्त्तित्वे ज्ञात एव घटादिकं प्रति तद्-ग्रहादाकाशोऽन्यथासिद्धो घटादौ। ननु समयान्तरभाविस्वर्गसमाप्त्यादिकं प्रति पूर्ववर्त्तित्वेन गृहीत एव याग मङ्गलादावपूर्वविघ्नध्वंसादिपूर्ववर्त्तित्व-ग्रहाद्यागमङ्गलादिकम् अपूर्वविघ्नध्वंसादावन्यथासिद्धं स्यात्। न स्यात्, अन्यं प्रति पूर्ववर्त्तित्वानुपपादकं यस्य पूर्ववर्त्तित्वं गृह्यत इत्येवं विवक्षितत्वात्। वस्तुतस्तु अन्यं प्रति पूर्ववर्त्तित्व घटितं यद्रूपं **< तेन रूपेण पूर्ववर्त्तित्वघटितं यद्रूपं >** तेन रूपेण

[২৮] व्दं

पूर्ववर्त्ति**त्वम्**[२९] इत्यर्थः। अतएव **शब्द**[३०]समवायिकारणत्वात्मकेनाकाशत्वेन रूपेण घटादिकं प्रत्याकाशस्येदमन्यथासिद्ध**त्वम्**[३१]। शब्दाश्रयत्वादिना त्वन्यदिति।३।

অনুবাদ – অন্যের (অর্থাৎ শব্দের) প্রতি পূর্ববর্তিত্ব জ্ঞাত হলে যার (অর্থাৎ ঘটাদির) প্রতি যার (আকাশের) পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হয় তার (অর্থাৎ সেই ঘটাদির) প্রতি সেটি (অর্থাৎ আকাশ) তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। যেমন– শব্দের প্রতি আকাশের পূর্ববর্ত্তিত্ব জ্ঞাত হলেই ঘটাদির প্রতি আকাশের পূর্ববৃত্তিত্ব গৃহীত হওয়ায় ঘটাদির প্রতি আকাশ অন্যথাসিদ্ধ। এখানে প্রশ্ন হয়, (যজ্ঞ বা মঙ্গলাচরণ প্রভৃতির) পরবর্তী সময়ে যে স্বর্গ, সমাপ্তি প্রভৃতি লাভ হবে, তাদের (অর্থাৎ স্বর্গ, সমাপ্তি প্রভৃতির) প্রতি পূর্ববর্তীরূপে গৃহীত হলেই যাগ, মঙ্গল প্রভৃতিতে অপূর্ব, বিঘ্নধ্বংস প্রভৃতির পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হওয়ায় যাগ, মঙ্গল প্রভৃতিও যথাক্রমে অপূর্ব, বিঘ্নধ্বংস প্রভৃতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়ে যাবে। (সিদ্ধান্তী বলেন) না, এটা হবে না (অর্থাৎ অপূর্ব এবং বিঘ্নধ্বংসের প্রতি যথাক্রমে যাগ ও মঙ্গলকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যাবে না)। অন্যের প্রতি (অর্থাৎ পূর্ববর্তিত্বের অনুপপাদকের প্রতি) (পূর্ববৃত্তিত্ব গৃহীত হয়েই) যার পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হয় (তার প্রতি সেটি অন্যথাসিদ্ধ) – এইকরম বিবক্ষিত হওয়ায় (পূর্বপক্ষীর আক্ষেপ গ্রাহ্য হবে না)। বস্তুতপক্ষে অন্যের প্রতি (অর্থাৎ শব্দের প্রতি) পূর্ববর্তী হয় যেরূপে (অর্থাৎ আকাশত্বরূপে), সেই রূপেই (অর্থাৎ আকাশত্বরূপেই) পূর্ববর্তী হলে অন্যথাসিদ্ধ হয় – এইরকম অর্থ বুঝতে হবে। অতএব শব্দসমবায়িকারণত্বরূপ আকাশত্বরূপে ঘটাদির প্রতি আকাশের (পূর্ববৃত্তিতা থাকায়) আকাশ অন্যথাসিদ্ধ হয়। শব্দাশ্রয়ত্বরূপে সেটি (অর্থাৎ আকাশের অন্যথাসিদ্ধত্ব) ভিন্ন (অর্থাৎ পঞ্চম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ)।

---

[२९] त्व

[३०] व्द

[३१] त्वं

বিবৃতি - নৈয়ায়িক শব্দকে গুণ বলে স্বীকার করেন। গুণ সর্বদা দ্রব্যাশ্রিতই থাকে। শব্দ গুণ হওয়ায় শব্দ কোনো স্থানে আশ্রিত - এটি বলতে হবে। সেই আশ্রয় হল আকাশ। এইভাবে শব্দের সমবায়িকারণরূপে আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অন্যথা আকাশনামক পদার্থস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এই আকাশ নিত্য বিভু দ্রব্য হওয়ায় সমস্ত কার্যের উৎপত্তির পূর্বে বর্তমান থাকে। এমতাবস্থায় আকাশকে সাধারণ নিমিত্তকারণ বলার আপত্তি ওঠে। যেহেতু আকাশ কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে নিয়মিতভাবে বর্তমান থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধির লক্ষণের অবতারণা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে পদার্থটির কোনো বিশেষ কার্যের পূর্ববর্তীরূপে জ্ঞান হওয়ার পর সেই পদার্থটি অন্যান্য কার্যের প্রতিও পূর্ববর্তীরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন তা অন্যান্য কার্যের প্রতি কারণ না হয়ে অন্যথাসিদ্ধ হয়। তাই আকাশও ঘট প্রভৃতি কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়, যেহেতু শব্দের সমবায়িকারণরূপে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ার পরই ঘট প্রভৃতি কার্যের পূর্ববর্তীরূপে আকাশকে জানতে পারি। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এরকম অন্যথাসিদ্ধ স্বীকার করলে যজ্ঞ, মঙ্গলাচরণ প্রভৃতিও যথাক্রমে অপূর্ব, বিঘ্নধ্বংস প্রভৃতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়। মীমাংসাদর্শনে অপূর্বনামক একটি পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে। কারণ, 'স্বর্গকাম যজেত' – এই বিধিবাক্য থেকে আমরা জানতে পারি যাগ স্বর্গের প্রতি কারণ হওয়ায় যাগ এবং স্বর্গের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকতে হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধকরহিত যজ্ঞ সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই স্বর্গলাভ হয় না। তাই মীমাংসকগণ স্বর্গের প্রতি যাগের কারণত্বসিদ্ধির জন্য অপূর্বনামক একটি পদার্থ স্বীকার করেন। এই অপূর্ব যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হয় এবং যজ্ঞক্রিয়া বিনষ্ট হলেও বর্তমান থেকে স্বর্গরূপ ফল উৎপাদন করে। তাই স্বর্গের প্রতি যজ্ঞ পূর্ববৃত্তিরূপে স্বীকৃত হওয়ার দরুণই অপূর্বের প্রতিও তা (অর্থাৎ যজ্ঞ) পূর্ববর্তীরূপে গৃহীত হয়। এই কারণে যজ্ঞ অন্যথাসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এইপ্রকার আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলতে হবে যে অপূর্বকে ব্যাপাররূপে গ্রহণ করে যজ্ঞের পূর্ববর্তিত্বই স্বর্গের উপপাদক হয়। তাই যাগত্বরূপে

যাগ অন্যথাসিদ্ধ হয় না। *দিনকরী*-টীকায় বলা হয়েছে – *যাগস্য স্বর্গপূর্ববৃত্তিত্বঘটিতস্বর্গজনকত্বেন অপূর্বং প্রতি অন্যথাসিদ্ধত্বে অপি যাগত্বেন হেতুত্বে অন্যথাসিদ্ধ্যভাবাত্*।[৩৯] এখানে আকাশ হল শব্দব্যতিরিক্ত অন্যান্য কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। এই আকাশত্ব হল শব্দসমবায়িকারণত্ব অর্থাৎ শব্দের সমবায়িকারণ। আকাশত্বকে শব্দাশ্রয়ত্বরূপে স্বীকার করলে আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধরূপে গৃহীত হয় না। সেটিকে (আকাশকে) তখন চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত বুঝতে হবে। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তেও বলা হয়েছে– *ননু শব্দাশ্রয়ত্বেন তস্য কারণত্বে কান্যথাসিদ্ধিরিতি চেৎ? পঞ্চমীতি গৃহাণ*।[৪০] এখানে মনে রাখা দরকার *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে যেটি পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধরূপে উল্লিখিত হয়েছে, সেটি এই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধরূপে নিরূপিত হয়েছে।

(4 a) अवश्यक्लृप्तनियतपूर्ववर्त्तिताकसहभूतं पृथगन्वयव्यतिरेकरहितं चतुर्थम्। यथा गन्धं प्रत्यवश्यक्लृप्तनियतपूर्ववर्त्तिता, तेन गन्धप्रागभावेन सहभूतं रूपप्रागभावादिकं पाकजगन्धं प्रत्यन्यथासि**द्ध**[३२]म्। अवश्यक्लृप्तत्वं च शीघ्रोपस्थितिकत्वेन शरीरादिलाघवेन च द्रष्टव्यम्।४। स्वजन्यस्य यं प्रति पूर्ववर्त्तित्वे ज्ञाते स्वस्य पूर्ववर्त्तित्वं गृह्यते तं प्रति स्वमन्यथासिद्धं पञ्चमम्। यथा घटं प्रति कुलालेन तत्पिता। घटं प्र**ती**[३३]त्यस्य साक्षादपूर्ववर्त्तित्वेन कुलाले घटपूर्ववर्त्तित्वं ज्ञात्वैव तद्द्वारा तस्य पूर्वभा**व**[३४]ग्रहात्। यत्र तु जनकस्य पूर्वभावं ज्ञात्वा जन्यस्य तद्-

---

३२ द्धं

३३ त्य

३४ द

ग्रहस्तत्र तद्द्वारा जनकत्व[३५]मस्त्येव। यथा यागस्यापूर्वद्वारेति। न चायं तृतीयेन गतार्थः। तत्र फलाननुगुणमन्यं प्रतीत्यस्य विवक्षितत्वात्। अन्यथा भ्रम्यादिपूर्ववर्त्तित्वे ज्ञात एव दण्डादौ घटादिपूर्वभावग्रहाद्दण्डादिरन्यथासिद्धः स्यात्।

অনুবাদ – চতুর্থ (অন্যথাসিদ্ধ হল যা) লঘুনিয়তপূর্ববৃত্তি পদার্থের সহিত বর্তমান এবং পৃথগন্বয়ব্যতিরেকরহিত। যেমন গন্ধের প্রতি লঘু ও নিয়ত পূর্ববৃত্তি (হয় গন্ধপ্রাগভাব), সেই গন্ধপ্রাগভাবের সহিত বর্তমান রূপপ্রাগভাব প্রভৃতি পাকজ গন্ধের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। অবশ্যক্লৃপ্তত্ব অর্থাৎ লঘুত্ব শীঘ্র উপস্থিতিকৃত, শরীরকৃত প্রভৃতিরূপে বুঝতে হবে। স্বজন্যের (অর্থাৎ কুম্ভকারের পিতার থেকে উৎপন্ন) যার (অর্থাৎ কুম্ভকারের) প্রতি পূর্ববৃত্তিত্ব গৃহীত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হলে (পর) নিজের (কুলালের পিতার) পূর্ববর্ত্তিত্ব গৃহীত হয় (ঘটের প্রতি), (তাই) তার (অর্থাৎ ঘটের) প্রতি স্বপদবাচ্য (অর্থাৎ কুলালপিতা) অন্যথাসিদ্ধ হয় (এবং সেটি) পঞ্চম (অন্যথাসিদ্ধ)। যেমন, ঘটের প্রতি কুলালের সহিত তার (অর্থাৎ কুলালের) পিতা (অন্যথাসিদ্ধ), যেহেতু ঘটের প্রতি (কুম্ভকারের পিতার) সাক্ষাৎভাবে পূর্ববর্তিত্ব না থাকলেও কুলালে (অর্থাৎ কুম্ভকারে) ঘটপূর্ববৃত্তিতা জ্ঞাত হলে (পর) তার দ্বারা (অর্থাৎ কুম্ভকারকে মাধ্যম করে) তার (অর্থাৎ কুলালের পিতার) পূর্ববৃত্তিতা জ্ঞাত হয়। যেখানে জনকের পূর্বভাবের জ্ঞান হওয়ার পর জন্যের (পূর্বভাবের) জ্ঞান হয় সেইস্থলে তার (অর্থাৎ জন্যের) মাধ্যমে জনকত্ব বর্তমান থাকে। যেমন– যজ্ঞের অপূর্বকে ব্যাপার করে (স্বর্গের প্রতি জনকত্ব থাকে)। এটি (অর্থাৎ পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধটি) তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে অন্তর্গত হয় না। (যেহেতু) সেখানে ‘ফলের অননুগুণ (অর্থাৎ প্রকৃত কার্যের অজনক বা অনুপযোগী) অন্যের প্রতি’ – এইকরম অর্থ বিবক্ষিত হয়। অন্যথা ভ্রমি (অর্থাৎ ঘট নির্মাণে ব্যবহৃত

---

[३५] म।

চক্রের ভ্রমণ) প্রভৃতির পূর্ববৃত্তিত্ব জ্ঞাত হলেই দণ্ড প্রভৃতিতে ঘট প্রভৃতির পূর্ববৃত্তিত্ব জ্ঞান হওয়ায় দণ্ড প্রভৃতি অন্যথাসিদ্ধ হয়ে যাবে।

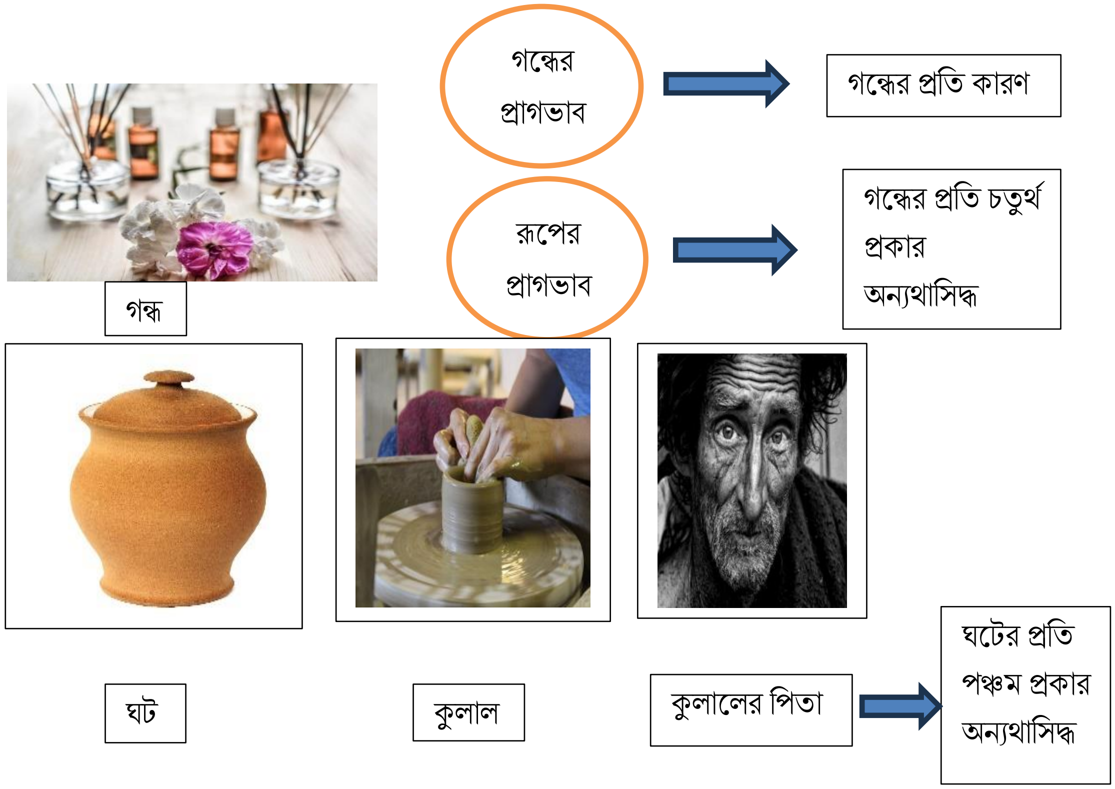

বিবৃতি - লঘুনিয়তপূর্ববৃত্তি পদার্থই কারণ হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, কোনটি লঘু বা লঘুত্বের মাপকাঠি কোনটি? এই লাঘব তিনভাবে নির্ণীত হয়। সেগুলি হল– শরীরকৃত লাঘব, উপস্থিতিকৃত লাঘব এবং সম্বন্ধকৃত লাঘব। যেমন– দ্রব্যের প্রত্যক্ষে মহত্ত্ব কারণ হয়, আর অনেকদ্রব্যসমবেতত্ব হল অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু অনেকদ্রব্যসমবেতত্ব অপেক্ষা মহত্ত্ব শরীরকৃত লঘু হয়। উপস্থিতিকৃত লঘু কথার অর্থ হল কোনো কার্যের উৎপত্তিতে যে কারণটি বুদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে এসে পড়ে। যেমন– ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটপ্রাগভাব এবং ঘটরূপের প্রাগভাব উভয়ই উপস্থিত থাকলেও ঘটপ্রাগভাবই প্রাথমিকভাবে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। তাই ঘটের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ঘটপ্রাগভাবে উপস্থিতিকৃত লাঘব থাকে। যে কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত

লঘু হয়, সেই কারণটিতে সম্বন্ধকৃত লঘুত্ব থাকে। যেমন– দণ্ড স্বজন্যভ্রমিবত্ত্বসম্বন্ধে কার্য ঘটকে উৎপন্ন করে এবং দণ্ডত্ব স্বাশ্রয়জন্যচক্রভ্রমণবত্ত্বসম্বন্ধে ঘটে বর্তমান থাকে। তাই প্রথম প্রকার সম্বন্ধটি অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়ায়, সেই সম্বন্ধে ঘটের প্রতি দণ্ডই কারণ হয় এবং দণ্ডত্ব অন্যথাসিদ্ধ হয়। চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধির লক্ষণে গ্রন্থকার বলেছেন– চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধি হল, যা লঘুনিয়তপূর্ববৃত্তি পদার্থের সঙ্গে বর্তমান এবং পৃথগন্বয়ব্যতিরেকরহিত। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন– পাকজ গন্ধের প্রতি রূপের প্রাগভাব। এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল– লক্ষণে শুধুমাত্র 'অবশ্যক্৯প্তনিয়তপূর্ববর্ত্তিভিন্ন যা, তাই অন্যথাসিদ্ধ' – এরকম না বলে গ্রন্থকার বলেছেন 'অবশ্যক্৯প্তনিয়তপূর্ববর্ত্তিতাকসহভূতং পৃথগন্বয়ব্যতিরেকরহিতম্'। এখানে অন্বয় কথার অর্থ - তৎসত্ত্বে তদতিরিক্তাখিলকারণসত্ত্বে কার্যসত্ত্বম্। আর ব্যতিরেক হল– তদভাবে তদতিরিক্তাখিলকারণসত্ত্বে তদভাবঃ। যেটি চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ হয়, সেটির সঙ্গে কার্যের অন্বয় সহচার এবং ব্যতিরেক সহচার থাকে না। যেমন– রূপপ্রাগভাব না থাকলেও পাকজ গন্ধ উৎপন্ন হয়। গন্ধের প্রাগভাব থাকলেও রূপ উৎপন্ন হয়। যেহেতু গন্ধের প্রতি গন্ধের প্রাগভাব কারণ হয় এবং রূপের প্রতি রূপের প্রাগভাব কারণ হয়।

যখন কোনো পদার্থ থেকে উৎপন্ন বস্তু অন্য কোনো একটি কার্যের জনক হয় এবং সেই উৎপন্ন বস্তুটির জনকের জনক পূর্ববর্তীরূপে গৃহীত হয়, তখন সেটি (জনকের জনক) পঞ্চমপ্রকার অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন– কুলালপিতা থেকে কুলাল জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলাল যখন ঘট নির্মাণ করে, তখন ঘটের পূর্ববর্তীরূপে কুলাল যেমন গৃহীত হয়, তেমন কুলালপিতাও গৃহীত হয়। তাই এখানে কুলালপিতা ঘটের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়। কিন্তু কুলালপিতা যদি সেই ঘটকেই উৎপাদন করে, সেক্ষেত্রে কুলালপিতা অন্যথাসিদ্ধ না হয়ে ঘটকার্যের প্রতি কারণ হবে। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*গ্রন্থে বলা হয়েছে– *যথা কুলালপিতুর্ঘটং প্রতি, তস্য হি কুলালপিতৃত্বেন ঘটং প্রতি জনকত্বে অন্যথাসিদ্ধিঃ, কুলালত্বেন রূপেণ জনকত্বে তু ইষ্টাপত্তিঃ, কুলালমাত্রস্য ঘটং প্রতি*

জনকত্বাত্।[৪১] যাগ থেকে অপূর্বের উৎপত্তি হয়, অপূর্ব থেকে স্বর্গের উৎপত্তি হয়। এক্ষেত্রে কুলালপিতার মত যজ্ঞকে স্বর্গের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলা যাবে না। কারণ স্বর্গের প্রতি যজ্ঞের পূর্বভাব গৃহীত হয়েই যাগ থেকে উৎপন্ন অপূর্বের পূর্ববর্তীরূপে যাগের পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হয়। তাই অপূর্বকে মাধ্যম করে স্বর্গের প্রতি যজ্ঞের কারণতা বাধিত হয় না। এই পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধটি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সমান মনে হলেও তাদের মধ্যে ভেদ বর্তমান। তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধটি কার্যোৎপাদনে অনুপযোগী হয়, কিন্তু পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধটি কার্যের সাক্ষাৎভাবে জনক না হলেও কার্যের জনকের জনক হয়।

(4 b) घटं प्रति भ्रमिदण्डयोस्तु युगपदेव तद्-ग्रह इत्यप्याहुः। मिश्रास्तु तत्र द्वयोरपि समवधानसम्भवेन स्वातन्त्र्येणापि नियतपूर्ववर्त्तिताग्रहसम्भवाद् अन्यं प्रति पूर्ववर्त्तिताग्रह एवेत्यवधारणाभावाद्दण्डादेर्नान्यथासिद्धत्वमित्याहुः।५। नियतपूर्ववर्त्तित्वं च नियमतोऽव्यवहितपूर्ववर्त्तित्वम्। तेन तद्रासभत्वादिना रासभादेर्घटादिकं प्रति न हेतुत्वमित्याहुः। वस्तुतस्तु कारणत्वस्य कार्यताकारणतावच्छेदकधर्मभेदेन भिन्नत्वाद्घटत्वावच्छिन्नाव्यवहितप्राक्कालावच्छेदेन घटत्वावच्छिन्नाधिकरणे वर्तमानो योऽभावस्तत्प्रतियोगितानवच्छेदकेषु येन येन रूपेण न कारणत्वव्यवहारस्तत्तद्रूप-भिन्नतद्रूपव**त्त्वं**[३६] घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारण**त्व**[३७]म्। **भिन्नत्वेन**[३८] दण्डरूपत्वादीनां

---

[३६] त्वं

[३७] त्वं

[३८] भिन्नात्तेन

विशेष्यभागेन रासभादीनां व्युदासः। एतेन अनन्यथासिद्धत्वदलेनैव रासभादिवारणे नियतपूर्ववर्त्तित्वांशो विफल इति परास्तम्।

অনুবাদ - 'ঘটের উৎপত্তির প্রতি ভ্রমি (অর্থাৎ চক্রভ্রমণ) এবং দণ্ড – এই উভয়ই একসঙ্গে পূর্ববৃত্তি হয়'– এটি কেউ কেউ বলে থাকেন। পক্ষধর মিশ্রের মতে, সেই ক্ষেত্রে দুটোরই সমবধান (একসঙ্গে উপস্থিতি) সম্ভব থাকায় স্বতন্ত্ররূপে নিয়তপূর্ববৃত্তিতার জ্ঞান সম্ভব হওয়ার দরুণ এবং অন্যের প্রতি পূর্ববর্ত্তিতার জ্ঞান - এই অবধারণার অভাব থাকার দরুণ দণ্ড প্রভৃতি অন্যথাসিদ্ধ হয় না। নিয়তপূর্ববৃত্তি হল নিয়ম করে (কার্যের) অব্যবহিতপূর্বে থাকা। তাই ঘটাদির প্রতি তদ্রাসভত্বরূপে রাসভাদি (অর্থাৎ গর্দভ প্রভৃতি) কারণ হয় না। বস্তুতপক্ষে কারণত্ব কার্যতাবচ্ছেদকধর্ম ও কারণতাবচ্ছেদকধর্মভেদে ভিন্ন হওয়ায় ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ যাবৎ ঘটের) অব্যবহিত প্রাক্কালে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ যে কোনও ঘটের) অধিকরণে (অর্থাৎ কপালে) বর্তমান যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগীর ধর্ম যে প্রতিযোগিতা, তার অনবচ্ছেদকগুলির মধ্যে যেই যেই রূপে কারণত্ব ব্যবহার হয় না সেই সেই রূপভিন্ন অথচ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকরূপবিশিষ্ট ঘটত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি কারণ হয়। তার থেকে ভিন্ন হওয়ায় দণ্ডরূপত্ব প্রভৃতির এবং বিশেষ্য অংশের দ্বারা রাসভ প্রভৃতির নিরাকরণ হয়। এর দ্বারা 'অনন্যথাসিদ্ধত্ব' অংশের দ্বারাই রাসভ প্রভৃতিতে অব্যাপ্তিদোষ বারিত হওয়ায় (লক্ষণে) 'নিয়তপূর্ববর্ত্তিত্ব' অংশটি নিষ্প্রয়োজন - এই মতটি নিরস্ত হয়।

বিবৃতি - কারণের লক্ষণে নিয়তপূর্ববৃত্তি এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। নিয়তপূর্ববৃত্তি এই কথার অর্থ হল যেটি নিয়ম করে কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকে। তাই ঘটের উৎপত্তিতে কপাল নিয়ম করে অব্যবহিত পূর্বে থাকার দরুণ কারণরূপে বিবেচিত হয়। আর রাসভ প্রভৃতি নিয়ম করে পূর্বে না থাকায় অন্যথাসিদ্ধ হয়ে যায়। এখানে একটি প্রশ্ন হবে, আচ্ছা কোনো একটি ঘটের উৎপত্তিতে যদি কোনো একটি রাসভ

মৃত্তিকাদি বহনে সহায়ক হয়, তাকে কারণ বলব কী বলব না? উত্তরে বলা হচ্ছে– না, বলা যাবে না। কারণ এইরকম প্রতিটা কার্যের প্রতি যদি তদ্রাসভত্ব তদ্রাসভত্বরূপে কারণতা স্বীকার করা হয়, তাহলে অনন্ত রাসভ স্বীকারের মাধ্যমে গৌরব দোষ দেখা দেবে। তাই তার (অর্থাৎ রাসভ প্রভৃতির) কারণত্ব কারণ লক্ষণের দ্বারা বাধিত হয়।

(5 a) **अ**[३९]नन्तरासभत्वादीनां प्रातिस्विकरूपेण भेदकूटप्रवेशेऽतिगौरवात्। अनन्यथासिद्धत्वशरीरे नियतपूर्ववर्त्तितावच्छेदकत्वनिवेशेनैव रासभादिव्युदासे तत्भेदस्यानन्यथासिद्धत्वशरीरेऽनिवेशात्। त**द्वा**[४०]रणाय नियतपूर्ववर्त्तित्वदलं देयमिति। नियतपूर्ववर्त्तित्वनिवेश एव लाघवम्। नियतपूर्ववर्त्तितावच्छेदकत्वस्यानन्यथा-सिद्ध**त्वां**[४१]शे निवेशश्च भेदप्रतियोगिधर्मविशेषपरिचयार्थमिति न तत्प्रवेशप्रयुक्तं गौरवमपीति त**त्त्व**[४२]म्। क्वचित्तु कार्यसहभावेन हेतुत्वार्थं कार्यकालतदव्यवहित-पूर्वकालान्यतरावच्छेदेनेत्यादिकं वाच्यम्। तेनोत्तरदेशसंयोगानन्तरं विनश्यदवस्थेन कर्मणा विभागो न जन्यते, तत्र कार्यसहभावेन क**र्म**[४३]णो हेतुत्वाभ्युपगमादिति।

---

[३९] अअ

[४०] द्व

[४१] त्वं

[४२] त्व

[४३] म

योगक्षेमसाधारणं तु यादृशसमूहस**त्त्वे**[४४] सव्यापारयत्स**त्त्वे**[४৫]ऽग्रिमक्षणेऽवश्यं कार्यस**त्त्वं**[४६] तादृशसमूहस**त्त्वे**[४৭] सव्यापारयद्व्यतिरेके चावश्यं कार्यव्यतिरेकस्तस्य तत्साधनत्वम्।

অনুবাদ - রাসভত্ব প্রভৃতি অনন্ত (পদার্থের) একটি একটি করে ভেদ গ্রহণ করলে অতি গৌরব হয়ে যাবে। অনন্যথাসিদ্ধত্ব ইত্যাদি লক্ষণশরীরে ‘নিয়তপূর্ববর্ত্তিতাবচ্ছেদকত্ব’ – এই অংশের নিবেশের দ্বারাই রাসভ প্রভৃতির নিরাকরণ হওয়ার দরুণ ‘রাসভাদির ভেদ’ এই অংশের অনন্যথাসিদ্ধত্ব এই লক্ষণশরীরে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। সেটি বারণের জন্য ‘নিয়তপূর্ববর্ত্তিত্ব’- এই অংশটি দিতে হবে। ‘নিয়তপূর্ববর্ত্তিত্ব’ (এই অংশের) নিবেশেই (প্রকৃতপক্ষে) লাঘব হয়। ‘অনন্যথাসিদ্ধত্ব’ এই লক্ষণশরীরে নিয়তপূর্ববর্ত্তিতাবচ্ছেদকত্ব (এই অংশটি) প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হল, অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী ধর্মবিশেষের পরিচয় করানো এবং তার (অর্থাৎ নিয়তপূর্ববর্ত্তিতাবচ্ছেদকত্বাংশের) নিবেশে (লক্ষণটি) গৌরব দোষদুষ্ট হয় না - এটি সারকথা। কোথাও কোথাও ‘কার্যের সঙ্গেই হেতু অবস্থান করছে’ - ইত্যাদি স্থলে ‘কার্যকাল ও কার্যকালের অব্যবহিত পূর্বকাল - এই দুটির যে কোনো একটির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে’- ইত্যাদি বলতে হবে। এর ফলে উত্তরদেশসংযোগের অনন্তর বিনাশী কর্মের দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু সেক্ষেত্রে কার্যের সহিত বর্তমান কর্মের হেতুত্ব স্বীকৃত হয়। ব্যাপারবিশিষ্ট যে কারণসমূহ থাকলে অগ্রিমক্ষণে অবশ্যই কার্যের উৎপত্তি হয় এবং তাদৃশ কারণসমূহ থাকলেও ব্যাপারবিশিষ্টরূপে যার অভাব থাকায় কার্যের অভাব দেখা দেয় সেইটি তার কারণ – এইপ্রকার সাধারণ কার্যকারণভাব বুঝতে হবে।

---

[৪৪] त्वे

[৪৫] त्वे

[৪৬] त्वं

[৪৭] त्वे

(5 b) भवतो हि **क**[४८]पालादिसमूहस**त्त्वे**[४९] सव्यापारदण्डस**त्त्वा**[५०]ऽस**त्त्वा**[५१]भ्यामग्रिम-क्षणेऽवश्यं घट**सत्त्वासत्त्वे**[५२] तथा तत्पापवृत्तिलाभयोग्यसमयादिसमूहस**त्त्वे**[५३] सव्यापारप्रायश्चित्त**सत्त्वासत्त्वा**[५४]भ्यां दुःखप्रागभावतद्व्यतिरेकावित्याहुः। तच्च कारणं त्रिविधम्। समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्। तत्र कार्यं यत्समवेतं **तत्स**[५५]मवायिकारणम्। यथा पटस्य तन्तवः। तत्समवायिसमवेतं **यत्कारणं**[५६] तदसमवायिकारणम्। यथा पटस्य तन्तुसंयोगः। ननु तुरीतन्तुसंयोगादेः पटाद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्। तन्मात्रसमवेतत्वं वा**च्यम्**[५७]। एवमप्यात्ममनःसंयोगादेरि**च्छा**[५८]दौ **तत्त्वं**[५९] न स्यात्। स्याच्च **ज्ञा**[६०]नादेः। रूपादेश्च रूपादौ न स्यात्। मैवम्। पटादिसमवायिमात्रसमवेतत्वेन

---

[४८] के

[४९] त्वे

[५०] त्व

[५१] त्वा

[५२] सत्वासत्वे

[५३] त्वे

[५४] सत्वासत्वा

[५५] तत्तत्

[५६] तत्कारणं

[५७] च्यं

[५८] छ

[५९] त्वं

[६०] ज्ञ

पटादेरात्ममनःसंयोगत्वेन ज्ञाना**दे**:[६१] रूपाद्यग्निसंयोगसाधारणेन च रूपादिसमवायि-तत्समवाय्यन्यतरसमवेतरूपादिकारणत्वेन रूपादेर्विशिष्यैवासमवायिकारणत्वस्य विव-क्षितत्वादिति।

অনুবাদ – কপাল প্রভৃতি (কারণ-) সমূহ উপস্থিত থাকলে ব্যাপারবিশিষ্ট দণ্ডের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির দ্বারা অগ্রিমক্ষণে অবশ্যই ঘটের উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি হয়। সেইরকমই পাপবৃত্তিলাভযোগ্যসময় (অর্থাৎ পাপের ফলপ্রাপ্তির যথাযথ সময়) প্রভৃতি (কারণ) সমূহ থাকলে ব্যাপারবিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে যথাক্রমে দুঃখের প্রাগভাব ও দুঃখ প্রাগভাবের অভাব হয়। সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্তভেদে কারণ তিন প্রকার। কারণগুলির মধ্যে যেখানে কার্যটি সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় সেটি সমবায়িকারণ। যেমন- পটের প্রতি তন্তুসমূহ। কার্যের সমবায়িকারণে সমবেত হয়ে যেটি কারণ হয় তা অসমবায়িকারণ। যেমন- পটের (উৎপত্তিতে) তন্তুসংযোগ। আচ্ছা (এইরকম স্বীকার করলে তো) তুরীতন্তুসংযোগ প্রভৃতিকে পট প্রভৃতি কার্যের প্রতি অসমবায়িকারণ মানতে হবে। এইস্থলে শুধুমাত্র 'সমবায়িকারণেই যেটি সমবেত' - এইরকম বলতে হবে। এইকরম (হলে) 'ইচ্ছাদির প্রতি আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতি অসমবায়িকারণ হবে না, অসমবায়িকারণ হবে জ্ঞান। রূপাদির প্রতি রূপ অসমবায়িকারণ হবে না' – এইপ্রকার বলা যাবে না। পটাদিকার্যের সমবায়িকারণেই সমবেতরূপে পট প্রভৃতির (অসমবায়িকারণতাকে বুঝতে হবে), আত্মমনঃসংযোগরূপে (ইচ্ছাদির প্রতি) জ্ঞান প্রভৃতির (অসমবায়িকারণতাকে বুঝতে হবে), রূপ প্রভৃতির সহিত অগ্নিসংযোগরূপে এবং রূপাদির সমবায়িকারণে অথবা রূপাদি সমবায়ি সমবায়িতে সমবেত রূপাদির কারণরূপে রূপ প্রভৃতির বিশেষরূপে অসমবায়িকারণতা স্বীকার করতে হবে।

[६१] दे

(6 a) समवाय्यसमवायिकारणतान्यकारणतावन्निमित्तम्। यथा पटं प्रति तुरीतन्तुवायादिः। पृथिव्यादीनां नवानां द्रव्यत्वं गुणव**त्त्वं**[६२] स्वसमवेतकार्यजनकत्वादिकं च। पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां परत्वापरत्वव**त्त्वं**[६३] वेगव**त्त्वं**[६४] कर्मव**त्त्वं**[६५] मूर्तत्वं च। मूर्तत्वं च परिच्छिन्नपरिमाणव**त्त्वं**[६६], जातिविशेष इति नवीनाः। आकाशकालदिगात्मनां परममह**त्त्वं**[६७] सर्वमूर्तसंयोगित्वम्। पृथिव्यप्तेजोवा**य्वा**[६८]त्ममनसामनेकद्रव्यत्वद्रव्यत्वव्याप्यजाति-म**त्त्वे**[६९]। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूत**त्वम्**[७०]। तच्चात्मावृत्तिविशेषगुणव**त्त्वं**[७१] स्पर्श-श**ब्दा**[७२]न्यतरव**त्त्वं**[७३]वा। पृथिव्यादीनां चतु**र्णां**[७४] शरीरारम्भकत्वद्रव्यारम्भकत्व-

[६२] त्वं

[६३] त्वं

[६४] त्वं

[६५] त्वं

[६६] त्वं

[६७] त्वं

[६८] ह्या

[६९] त्वे

[७०] त्वं

[७१] त्वं

[७२] व्दा

[७३] त्वं

[७४] र्णाम्

स्पर्शव**त्त्वा**[৭৫]नि। पृथिव्यादीनां त्रयाणां बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वरूपव**त्त्व**[৭৬]द्रवत्वव**त्त्वा**[৭৭]नि। द्रवत्वव**त्त्वा**[৭৮]दिकं च द्रवत्ववद्वृत्तिपवनावृत्तिजातिम**त्त्वा**[৭৯]दिकम्।

অনুবাদ - সমবায়িকারণতা ও অসমবায়িকারণতা থেকে ভিন্ন যে কারণতা, তদ্বিশিষ্টই নিমিত্তকারণ। যেমন– ঘটের প্রতি তুরী, তন্তুবায় (অর্থাৎ তাঁতি) প্রভৃতি। পৃথিবী প্রভৃতি নয় প্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য হল দ্রব্যত্ব, গুণবত্ত্ব ও স্বসমবেতকার্যজনকত্ব। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনের সাধর্ম্য হল পরত্ব ও অপরত্ব বিশিষ্টতা, বেগবিশিষ্টতা, কর্মযুক্ত হওয়া ও মূর্তত্ব। মূর্তত্ব হল পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবিশিষ্টতা। নবীনদের মতে এটি একটি জাতি বিশেষ। আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা - এদের সাধর্ম্য পরমমহত্ত্ব এবং সর্বমূর্তসংযোগিত্ব (অর্থাৎ সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা)। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের সাধর্ম্য হল অনেকদ্রব্যত্ব ও দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট (হওয়া)। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ ও মন - এদের সাধর্ম্য হল ভূতত্ব। ভূতত্ব হল আত্মাতে অবর্তমান যে বিশেষগুণ, তদ্বিশিষ্ট (হওয়া) বা স্পর্শ ও শব্দ - এই দুটির যে কোনো একটি গুণযুক্ত (হওয়া)। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু– এই চারটির সাধর্ম্য হল শরীরাম্ভকত্ব, দ্রব্যারম্ভকত্ব ও স্পর্শবত্ত্ব। পৃথিব্যাদি (পৃথিবী, জল, তেজ) তিনটি দ্রব্যের সাধর্ম্য হল বহিরিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্ব, রূপবত্ত্ব ও দ্রবত্ববত্ত্ব। দ্রবত্ববত্ত্ব প্রভৃতি হল দ্রবত্ববিশিষ্ট পদার্থে বর্তমান এবং বায়ুতে অবর্তমান জাতিবিশেষ।

বিবৃতি – 'অনেকদ্রব্যত্ব' অর্থাৎ যে দ্রব্য অনেক। যেমন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু – এই ভূতদ্রব্যগুলি নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। অনিত্য ভূতদ্রব্যগুলি আবার শরীর,

---

[৭৫] त्वा

[৭৬] त्व

[৭৭] त्वा

[৭৮] त्वा

[৭৯] त्वा

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিনপ্রকার। তাই এই চারটি ভূতদ্রব্যগুলি অনেক প্রকার হয়। আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। পুনরায় জীবাত্মা অনেক। মনও শরীরভেদে অসংখ্য। কিন্তু আকাশ, কাল ও দিক্ – একটিই হয়। তাই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনকে এখানে অনেকদ্রব্যত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট বলা হয়েছে।

দ্রবত্ত্ববত্ত্ব বলতে দ্রবত্ববদ্বৃত্তিপবনাবৃত্তিজাতিমত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয়, পবনাবৃত্তি না বললে কী অসুবিধা? বলা হচ্ছে, দ্রবত্ববদ্বৃত্তি জাতি যেমন পৃথিবীত্ব, জলত্ব ও তেজস্ত্ব হয় তেমনই দ্রব্যত্বও হয়। সেই দ্রব্যত্বজাতি বায়ু প্রভৃতিতেও থাকে। তাই দ্রবত্ববত্ত্বকে শুধুমাত্র দ্রবত্ববদ্বৃত্তিজাতিমত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করলে তা বায়ুপ্রভৃতিরও সাধর্ম্য হয়ে পড়ত। কিন্তু পবনাবৃত্তি বলায় দ্রব্যত্বকে দ্রবত্ববদ্বৃত্তিজাতিরূপে গ্রহণ করা যাবে না। এখানে পবনাবৃত্তি উল্লেখের দ্বারা পৃথিবী, জল ও তেজকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দ্রব্যকে বোঝানো হয়েছে।

(6 b) एवमन्यत्राप्यव्याप्तिवारणं जातिघटितलक्षणादनुसन्धेयम्। पृथिवीजल**योः**[৮০] रसपतनगुरुत्ववत्त्वम्। उल्का पततीति तु भाक्तम्**।** भूतात्मनां विशेषगुणव**त्त्व**[৮১]म्। आकाशात्मनामसमवेतेन्द्रियग्राह्यरूपावर्त्तिजातिमद्विशेषगुणव**त्त्व**[৮২]म्। आकाशजीवात्मनां त्वसमवेतेन्द्रियग्राह्यगुणव**त्त्व**[৮৩]म्। पृथिवीतेजसोर्नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्तिजलाऽवृत्तिजाति-म**त्त्व**[৮৪]म्। क्षितिजलजीवात्मनां प्रत्येकं चतुर्द्दशगुणव**त्त्व**[৮৫]म्। तेजस एका-

---

[৮০] यो

[৮১] त्व

[৮২] त्व

[৮৩] त्वं

[৮৪] त्व

[৮৫] गुणत्व

दशगुण**वत्त्व**[८६]म्। **वा**[८७]योर्नवगुण**वत्त्व**[८८]म्। आकाशस्य षड्गु**णवत्त्व**[८९]म्। कालदिशोः **पञ्चगुणवत्त्व**[९०]म्। ईश्वरमनसोरष्ट**गुणवत्त्व**[९१]मित्यादि स्वयमूह्यम्। रूपादीनां सर्वेषां गुणत्वम्। रूपरसगन्धस्पर्शपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहभावनाभिन्नसंस्काराणां मूर्त्त-**गुणत्व**[९२]म्। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनाशब्दानाममूर्त्तगुणत्वम्। संख्या-परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागानामुभयगुणत्वम्।

অনুবাদ – এইভাবে ও অন্যান্য জায়গায় জাতিঘটিতলক্ষণ দ্বারা অব্যাপ্তিদোষ বারণ করে নিতে হবে। পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য হল রস, পতন ও গুরুত্ববিশিষ্টতা। উল্কা পড়ছে – এইরকম প্রয়োগ গৌণ। পঞ্চ ভূতপদার্থ ও আত্মার সাধর্ম্য হল বিশেষগুণযুক্ততা। আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য হল, অসমবেত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং রূপে অবর্তমান জাতিবিশিষ্ট বিশেষগুণের আশ্রয় হওয়া। আকাশ ও জীবাত্মার (সাধর্ম্য হল এরা) অসমবেত ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও মনের) দ্বারা গ্রহণযোগ্য গুণবিশিষ্ট হয়। পৃথিবী ও তেজের সাধর্ম্য হল, জলবৃত্তি দ্রবত্বের আশ্রয় না হয়ে যেটি নৈমিত্তিক দ্রবত্বের আশ্রয়। ক্ষিতি, জল ও জীবাত্মা প্রত্যেকটিতে চতুর্দশ প্রকার গুণ আছে। তেজে একাদশ প্রকার গুণ আছে। বায়ুতে নয় ধরণের গুণ, আকাশের ছয় প্রকার গুণ, কাল ও দিক্ এদের ছয় প্রকার গুণ (আছে)। ঈশ্বর ও মনের আট প্রকার গুণ - এইভাবে নিজেকে বুঝে নিতে হবে। রূপ প্রভৃতির সাধর্ম্য হল গুণত্ব। রূপ,

---

[৮৬] गुणत्व

[৮৭] श्वा

[৮৮] त्व

[৮৯] णत्व

[৯০] पंञ्चगुणत्व

[৯১] गुणत्व

[৯২] गुण

রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, ভাবনাভিন্ন সংস্কার (অর্থাৎ বেগ ও স্থিতিস্থাপক) – এগুলি মূর্তগুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা, শব্দ – এইগুলি অমূর্তগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ – এই গুণগুলি মূর্ত ও অমূর্ত উভয়প্রকারই হয়।

বিবৃতি – বিশেষ গুণগুলি হল– রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দশ প্রকার গুণ হল– রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ । জলে সমবেত চতুর্দশ প্রকার গুণ হল- রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ । জীবাত্মাতে বর্তমান চতুর্দশ প্রকার গুণ হল– সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা। তৈজস দ্রব্যে স্থিত একাদশ প্রকার গুণ হল– রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ। বায়ুর নয় প্রকার গুণ হল- স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ। আকাশে সমবেত ছয়প্রকার গুণ হল- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ। কাল ও দিকের পাঁচ প্রকার গুণ হল- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ। ঈশ্বরে বর্তমান আট প্রকার গুণ হল- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন। মনে বর্তমান আট প্রকার গুণ হল- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, ও বেগ। তাই বলা হয় –

> বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণা
> জলক্ষিতিপ্রাণভৃতাং চতুর্দশ ।
> দিক্কালয়োঃ পঞ্চ ষড়েব চাম্বরে
> মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ ।।[৪২]

মূর্ত কথার অর্থ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট। মূর্তগুণগুলির আশ্রয় পরিচ্ছিন্নপরিমাণবিশিষ্ট হয় বলে সেখানে সমবেত রূপ, রস প্রভৃতি দশ প্রকার গুণও পরিচ্ছিন্ন পরিমাণযুক্ত হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি দশ প্রকার গুণকে অমূর্তগুণ বলা হয়েছে, কারণ এই গুণগুলির আশ্রয় বিভু দ্রব্য। তাই আশ্রয়ের পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন না হওয়ায় সেখানে আশ্রিত গুণগুলিও পরিমাণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। উভয়গুণত্ব কথার অর্থ মূর্ত ও অমূর্ত – এই উভয় বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বর্তমান।

(7 a) संयोगविभागद्वित्वादिद्विपृथक्त्वादीनामनेकाश्रितत्वम्। रूपरस**गन्धस्पर्शै**[৯৩]कत्वैकपृथक्त्वपरिमाण**परत्वापरत्व**[৯৪]द्रवत्वगुरुत्वस्नेहसंस्कार**बु**[৯৫]द्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मश**ब्दा**[৯৬]नामेकैकाश्रितत**त्व**[৯৭]म्। रूपरसगन्धस्पर्शस्नेहसांसिद्धिकद्रवत्व**बु**[৯৮]द्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभा**व**[৯৯]नाशब्दानां विशेषगुणत्वम्। तच्च स्पर्शावृत्ति**वायु**[১০০]समवेतसमवेतरहितत्वे सति गुरुत्वाजलद्रवत्वान्यगुणत्वम्। संस्कारत्वजात्यङ्गीकारे तु भावनाऽवृत्तित्वमपि समवेतविशेषणं देयम्। अन्येषां सामान्यगुणत्वम्। रूपरस-

---

[৯৩] गंधै

[৯৪] परत्व, অপরত্ব গুণটি এখানে সংযোজিত করা হয়েছে কারণ অপরত্বও একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করে বর্তমান থাকে।

[৯৫] वु

[৯৬] व्दा

[৯৭] त्वं

[৯৮] वु

[৯৯] वा

[১০০] वायु।

गन्धस्पर्शश**ब्दा**[१०१]नां **ब**[१०२]हिरिन्द्रियग्राह्यबहिरिन्द्रियद्वयाग्राह्यगुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति-**मत्त्व**[१०३]म्। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानां मनोग्राह्यत्वम्। तच्च प्रत्यक्षात्म-विशेषगुणवृत्तिरूपावृत्तिजातिम**त्त्व**[१०४]म्। संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व-स्नेहद्रवत्ववेगानामिन्द्रियद्वयग्राह्यगुणत्वम्। गुरुत्वधर्माधर्मवेगान्यसंस्काराणामतीन्द्रिय-गुणत्वम्।

অনুবাদ - সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, দ্বিপৃথক্ত্ব প্রভৃতি গুণের সাধর্ম্য হল অনেকাশ্রিতত্ব। রূপ, রস, স্পর্শ, অপরত্ব, গন্ধ, একত্ব, একপৃথক্ত্ব, পরিমাণ, পরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ, সংস্কার, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ এগুলির সাধর্ম্য হল একৈকাশ্রিতত্ব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা সংস্কার ও শব্দ- এগুলি হল বিশেষগুণ। সেই (বিশেষগুণ বলতে বোঝায়) স্পর্শে অবর্তমান হয়ে বায়ুতে সমবেত (গুণে) সমবেত (জাতি)রহিত এবং গুরুত্ব ও নৈমিত্তিক দ্রবত্ব ভিন্ন গুণ। সংস্কারত্ব জাতি স্বীকার করিলে ‘সমবেত’- বিশেষ্যটির ‘ভাবনারূপ সংস্কারে অবৃত্তিত্ব’ এই বিশেষণটি দিতে হবে। অন্যান্যগুলির সামান্যগুণই হল সাধর্ম্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ – এইগুলির সাধর্ম্য হল বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, দুটি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অগ্রাহ্য গুণত্বের সাক্ষাৎ ব্যাপ্যজাতিবিশিষ্টতা। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন – এগুলির সাধর্ম্য হল মনোগ্রাহ্যত্ব। মনোগ্রাহ্যত্ব হল প্রত্যক্ষযোগ্য আত্মবিশেষগুণে বর্তমান এবং রূপে অবর্তমান জাতিবিশিষ্টতা। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব,

---

[१०१] व्दा

[१०२] व

[१०३] त्व

[१०४] त्व

স্নেহ, দ্রবত্ব ও বেগ - এদের সাধর্ম্য হল ইন্দ্রিয়দ্বয়গ্রাহ্য গুণত্ব। গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম, বেগভিন্ন সংস্কার অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা – এদের সাধর্ম্য হল অতীন্দ্রিয় গুণত্ব।

বিবৃতি – বিশেষগুণত্বের লক্ষণে বলা হয়েছে– 'স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতরহিতত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্'। এখানে স্পর্শে অবৃত্তিঃ স্পর্শাবৃত্তিঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), বায়ৌ সমবেতঃ বায়ুসমবেতঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), বায়ুসমবেতে সমবেতঃ বায়ুসমবেতসমবেতঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), স্পর্শাবৃত্তিশ্চাসৌ বায়ুসমবেতসমবেতশ্চ স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতঃ (কর্মধারয় সমাস)। স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতেন রহিতঃ স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতরহিতঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস), তস্য ভাবঃ স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতরহিতত্বম্। জলসমবেতং দ্রবত্বম্ জলদ্রবত্বম্ (মধ্যপদলোপসমাস বা কর্মধারয়সমাস), ন জলদ্রবত্বম্ অজলদ্রবত্বম্ (নঞ্-তৎপুরুষ সমাস), গুরুত্বঞ্চ অজলদ্রবত্বঞ্চ গুরুত্বাজলদ্রবত্বে (দ্বন্দ্ব সমাস), গুরুত্বাজলদ্রবত্বাভ্যাম্ অন্যঃ গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যঃ (পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস), গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যশ্চাসৌ গুণশ্চেতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণঃ (কর্মধারয় সমাস), তস্য ভাবঃ গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্। 'স্পর্শে অবৃত্তিঃ' অর্থাৎ স্পর্শে অবর্তমান, তা হল স্পর্শত্বভিন্ন সমস্ত কিছু; যেহেতু স্পর্শে শুধুমাত্র (সমবায়সম্বন্ধে) স্পর্শত্বজাতি থাকে। বায়ুসমবেত অর্থাৎ বায়ুতে সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান, যেমন– স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব ও অপরত্ব। এগুলিতে আবার সমবেত অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান স্পর্শত্ব, সংখ্যাত্ব, পরিমাণত্ব, পৃথক্ত্বত্ব, সংযোগত্ব, বিভাগত্ব, পরত্বত্ব ও অপরত্বত্ব। বায়ুসমবেতসমবেত এবং স্পর্শে অবর্তমান জাতি হল সংখ্যাত্ব, পরিমাণত্ব, পৃথক্ত্বত্ব, সংযোগত্ব, বিভাগত্ব, পরত্বত্ব ও অপরত্বত্ব - এইসমস্ত জাতিরহিত হয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার। এইগুণগুলির মধ্যে গুরুত্ব, অজলদ্রবত্ব অর্থাৎ নৈমিত্তিকদ্রবত্বকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ষোড়শ প্রকার গুণ। সেইগুলিই ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে বিশেষগুণ বলে পরিচিত।

(7 b) **अपाकज**[१०५]रूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणैकत्वैकपृथ**क्त्व**[१०६]गुरुत्वद्रवत्वस्नेहभावनान्य-संस्काराणां कारणगुणपूर्वकत्वम्। **वेगोऽत्र**[१०७] कर्माजन्यो ग्राह्यः। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेष**प्रयत्न**[१०८]धर्माधर्मभावनाश**ब्दा**[१०९]नामकारणगुणपूर्वकत्वम्। बुद्धि-सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनाश**ब्द**[११०]तूलादिपरिमाणोत्तरसंयोगनैमित्तिकद्रवत्व**परत्वापरत्व**[१११]पाकजानां संयोगाऽसमवायिकारणकत्वम्। परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथ-**क्त्वा**[११२]दीनां **बुद्ध्य**[११३]पेक्षगुणत्वम्। अन्यत्राप्यगु**णेऽ**[११४]तिप्रसङ्गभङ्गाय गुणत्वं **बो**[११५]ध्यम्। रूपरसगन्धस्पर्शश**ब्दै**[११६]कत्वैकपृथक्त्वस्नेहानां सजातीयारम्भकगुणत्वम्। सुखदुःखे-च्छाद्वेषप्रयत्नानामसमानजात्यारम्भकगुणत्वम्। संख्यासंयोगविभागगुरुत्वद्रवत्वोष्णस्पर्श-

---

१०५ अपाक

१०६ कत्व

१०७ वेगोत्र

१०८ प्रयत्नप्रयत्न

१०९ व्दा

११० व्द

१११ परत्वापरपरत्व

११२ कत्वा

११३ वुद्ध

११४ णे

११५ वो

११६ व्दै

ज्ञानधर्माधर्मसंस्काराणां समानासमानजातीयजनकगुणत्वम्। **बु**[११७]द्धिसुखदुःखेच्छाद्वेष-भावनाश**ब्दा**[११८]नां स्वाश्रयसमवेतविशेषगुणारम्भकगुणत्वम्।

অনুবাদ - অপাকজ রূপ, অপাকজ রস, অপাকজ গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, একপৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, (অপাকজ) দ্রবত্ব, স্নেহ, ভাবনাভিন্ন সংস্কার অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক ও বেগ – এগুলি কারণগুণপূর্বক হয় অর্থাৎ কারণের মধ্যে বর্তমান গুণ থেকে উৎপন্ন হয়। এখানে বেগকে কর্ম (অর্থাৎ ক্রিয়া) থেকে অনুৎপন্ন বুঝতে হবে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা ও শব্দ – এগুলির সাধর্ম্য হল অকারণগুণপূর্বকত্ব (অর্থাৎ এইগুণগুলি কারণ থেকে উৎপন্ন হয় না)। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা, শব্দ, তুলার পরিমাণ, উত্তরদেশের সহিত সংযোগ, নৈমিত্তিকদ্রবত্ব, পরত্ব, অপরত্ব ও পাকজ – এগুলির সাধর্ম্য হল সংযোগাসমবায়িকারণকত্ব (অর্থাৎ যাদের অসমবায়িকারণ হয় সংযোগ)। পরত্ব, অপরত্ব, দ্বিত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব প্রভৃতির সাধর্ম্য হল বুদ্ধ্যপেক্ষগুণত্ব (অর্থাৎ এগুলির নিমিত্তকারণ হয় অপেক্ষাবুদ্ধি বা এগুলি বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে জানা যায়)। অন্যান্য গুণভিন্ন স্থলে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য গুণত্ব বলতে হবে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, একত্ব, একপৃথক্ত্ব ও স্নেহ – এইগুলির সাধর্ম্য হল সজাতীয়ারম্ভকগুণত্ব (অর্থাৎ নিজের সমানজাতীয় গুণের উৎপাদক হয় এই গুণগুলি)। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন – এগুলির সাধর্ম্য হল অসমানজাতীয়ারম্ভকগুণত্ব (অর্থাৎ এইগুলি নিজের তুল্যগুণের উৎপাদক হয় না)। সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, উষ্ণ স্পর্শ, জ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার – এইগুলির সাধর্ম্য হল সমান-অসমানজাতীয়জনকগুণত্ব

---

[১১৭] বু

[১১৮] ব্দা

(অর্থাৎ এইগুলি কখনও নিজের সদৃশ আবার কখনও নিজের বিসদৃশ গুণের জনক হয়)।

বিবৃতি – 'কারণগুণপূর্বকত্বম্' – কারণগতাঃ গুণাঃ কারণগুণাঃ ইতি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ, কারণগুণাঃ (উৎপত্তেঃ) পূর্বং যেষাং তে কারণগুণপূর্বকাঃ ইতি বহুব্রীহিঃ, তেষাং ভাবঃ কারণগুণপূর্বকত্বম্। অপাকজ রূপ, অপাকজ রস প্রভৃতি গুণগুলি কার্যের মধ্যে উপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে সেই গুণগুলি কারণের মধ্যেও বর্তমান ছিল। তাই বলা হয়– কারণগুণা হি কার্যগুণান্ আরভন্তে। বৈশেষিকসূত্রে মহর্ষি কণাদ বলেছেন– *কারণগুণপূর্বকঃ কার্যগুণো দৃষ্টঃ*।[৪৩] এখানে মনে রাখতে হবে যে, কারণগুণপূর্বকত্বরূপ সাধর্ম্য দ্রবত্বের মধ্যে থাকলেও সেই দ্রবত্ব বলতে শুধুমাত্র সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বকে বুঝতে হবে। বেগ দুই প্রকার – কর্মজ ও বেগজ। এখানে কর্মাজন্য অর্থাৎ বেগজবেগকে কারণগুণপূর্বকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(8 a) रूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणानां परत्रारम्भकगुणत्वम्। संख्यासंयोगविभागैक-पृथक्त्वगुरुत्वद्रवत्ववेगस्नेहप्रयत्नधर्माधर्मा[११९]णामुभयत्र जनकगुणत्वम्। गुरुत्वद्रवत्व-वेगस्थितिस्थापकप्रयत्नधर्माधर्मसंयोगविशेषाणां क्रियाजनकगुणत्वम्। रूपरस**गन्धा**[१२०]नु-ष्णस्पर्शसंख्यापरिमाणैकपृथक्त्वस्नेहश**ब्दा**[१२१]नामसमवायिकारणत्वमेवेत्याहुः। बुद्धि-सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनानां निमित्तत्वम्। संयोगविभागोष्णस्पर्शगुरुत्व-द्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्। परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादीनामकारणत्वम्।

---

[११९] मा

[१२०] गन्ध

[१२१] व्दा

संयोगविभागश**ब्दा**[१२२]त्मविशेषगुणानां प्रादेशिकत्वम्। रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाण-पृथक्त्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगस्थितिस्थापक**परत्वा**[१२३]परत्वानामाश्रयव्यापित्वम्।

অনুবাদ - বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভাবনা, শব্দ– এগুলির সাধর্ম্য হল স্বাশ্রয়সমবেত বিশেষগুণের আরম্ভকত্ব অর্থাৎ এইগুলি নিজের আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান বিশেষ গুণের জনক হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ – এগুলির সাধর্ম্য হল পরত্রারম্ভকগুণত্ব অর্থাৎ (এইগুলি নিজের আশ্রয় ভিন্ন অন্য আশ্রয়ে কার্যের জনক হয়। যেমন কপালে সমবেত রূপ কপাল থেকে ভিন্ন ঘটরূপ অবয়বীতে রূপের উৎপাদন করে। তেমনি রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ নিজের আশ্রয়ভিন্ন অন্য আশ্রয়ে কার্যের উৎপাদক হয়। সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, একপৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ, স্নেহ, প্রযত্ন, ধর্ম ও অধর্ম – এগুলির সাধর্ম্য হল উভয়ত্রজনকগুণত্ব অর্থাৎ (এগুলি নিজের আশ্রয়ে যেমন কার্যের উৎপাদক হয়, তেমনি নিজের আশ্রয়ভিন্ন অন্য আশ্রয়েও কার্যের উৎপাদক হয়)। গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ, স্থিতিস্থাপক, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংযোগবিশেষ – এইগুলির সাধর্ম্য হল ক্রিয়াজনকগুণত্ব অর্থাৎ এইগুলি ক্রিয়ার জনক বা উৎপাদক হয়। রূপ, রস, গন্ধ, অনুষ্ণস্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব, স্নেহ ও শব্দ – এইগুলির সাধর্ম্য হল অসমবায়িকারণত্ব অর্থাৎ এইগুলি অসমবায়িকারণই হয় এইরকম বলে থাকেন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা – এইগুলির সাধর্ম্য হল নিমিত্তগুণত্ব অর্থাৎ এইগুলি নিমিত্তগুণ হয়। সংযোগ, বিভাগ, উষ্ণ স্পর্শ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ – এইগুলির সাধর্ম্য হল উভয়থাকারণত্ব (অর্থাৎ এইগুলি অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ উভয়ই হতে পারে)। পরত্ব, অপরত্ব ও দ্বিপৃথক্ত্ব – এইগুলির সাধর্ম্য হল অকারণত্ব অর্থাৎ এইগুলি কারণ হয় না। সংযোগ, বিভাগ ও শব্দাত্মক বিশেষগুণের সাধর্ম্য হল প্রাদেশিকত্ব অর্থাৎ এইগুলি অব্যাপ্যবৃত্তি (অর্থাৎ আশ্রয়ের

---

[১২২] ব্দা

[১২৩] परत्वा।

সমগ্র অংশ জুড়ে থাকে না)। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, স্থিতিস্থাপক, পরত্ব ও অপরত্ব – এইগুলির সাধর্ম্য হল আশ্রয়ব্যাপিত্ব অর্থাৎ এই গুণগুলি নিজের আশ্রয়ের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করে থাকে।

বিবৃতি – 'স্বাশ্রয়সমবেতবিশেষগুণারম্ভকগুণত্ব' – স্বস্য আশ্রয়ঃ স্বাশ্রয়ঃ, বিশেষঃ গুণঃ বিশেষগুণঃ, স্বাশ্রয়ে সমবেতঃ স্বাশ্রয়সমবেতঃ, স্বাশ্রয়সমবেতশ্চাসৌ বিশেষগুণশ্চেতি স্বাশ্রয়সমবেতবিশেষগুণঃ, স্বাশ্রয়সমবেতবিশেষগুণানাম্ আরম্ভকঃ স্বাশ্রয়সমবেতবিশেষগুণারম্ভকঃ, তস্য ভাবঃ স্বাশ্রয়সমবেতবিশেষগুণারম্ভকত্ব।

গুণ ও কর্ম কার্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। এই গুণগুলির মধ্যে কিছু গুণ আছে যেগুলি সেই গুণোৎপন্ন কার্যের প্রতি সমবায়িকারণও হয়।

(৪ b) अपाकजरूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणैकत्वैकपृथक्त्वसांसिद्धिकद्रवत्वस्नेहानां यावद्द्रव्यभावित्वम्। शेषाणामयावद्द्रव्यभावित्वम्। नैसर्गिकद्रवत्वरूपरस-गन्धस्पर्शस्नेहानां मूर्त्तविशेषगुणत्वम्। रूपरसगन्धस्नेहगुरुत्वद्रवत्वस्थितिस्थापकानां स्पर्शव्याप्यत्वम्। गन्धमधुरान्यरसाशुक्लरूपाणां पृथिवीमात्रगुणत्वम्। स्नेहशैत्यसांसिद्धिकद्रवत्वानां जलमात्रगुणत्वम्। उष्णत्वभास्वरत्वयोस्तेजोमात्रगुणत्वम्। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनानामात्मविशेष**गुणत्व**[১২৪]म्। बुद्धीच्छाद्वेषप्रयत्न-भावनानामेव सविषयत्वम्। रूपद्रवत्वयोः पृथिव्यप्तेजोमात्रवृत्तित्वम्।

---

[১২৪] गुण

संख्याप्रचय**{परिमाणानां}**[125] परिमाणानामेवासमवायिकारणत्वम्। संयोगविभाग-शब्दा[126]नामेव शब्दा[127]समवायिकारणत्वम्। शब्दगुरुत्वप्रयत्नानामेवाभिघातहेतुत्वम्। एकत्वैकपृथक्त्वसंयोगविभागशब्दा[128]नामनेकाश्रितगुणारम्भकत्वम्। परत्वापरत्वयोरेव दिक्कालपिण्डसंयोगजत्वम्।

অনুবাদ – অপাকজ রূপ, অপাকজ রস, অপাকজ গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, একপৃথক্ত্ব, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব ও স্নেহ – এই গুণগুলির সাধর্ম্য হল যাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব অর্থাৎ এই গুণগুলি (যে দ্রব্যে থাকে সেই) দ্রব্যের সমগ্র অংশ ব্যাপ্ত করে থাকে। অবশিষ্ট গুণগুলি (যে যে দ্রব্যে থাকে সেই সেই) দ্রব্যের সমগ্র অংশ ব্যাপ্ত করে থাকে না। নৈসর্গিক দ্রবত্ব, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও স্নেহ – এদের সাধর্ম্য হল মূর্ত্তবিশেষগুণত্ব অর্থাৎ এই গুণগুলি মূর্ত্তদ্রব্যে বর্তমান বিশেষগুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও স্থিতিস্থাপকত্ব – এইগুলির সাধর্ম্য হল স্পর্শব্যাপ্যত্ব অর্থাৎ রূপ, রসাদি সাতটি গুণ যেখানে থাকে, সেখানে অবশ্যই স্পর্শগুণ থাকে। গন্ধ, মধুরভিন্ন রস ও অশুক্লরূপ – এইগুলির সাধর্ম্য হল পৃথিবীমাত্রগুণত্ব। স্নেহ, শীতস্পর্শ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব – এইগুলির সাধর্ম্য হল জলমাত্রগুণত্ব। উষ্ণত্ব ও ভাস্বরত্ব (শুক্ল) হল তেজমাত্রের গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা – এইগুলি হল আত্মার বিশেষ গুণ। বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ভাবনা – এইগুলি হল সবিষয়ক। রূপ ও দ্রবত্ব – এই দুইটি পৃথিবী, জল ও তেজ – এই তিনটি দ্রব্যেই

---

১২৫ সংখ্যা, পরিমাণ ও শিথিলসংযোগ কার্যপরিমাণের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। কিন্তু মূলে পরিমাণ শব্দটি ভুলবশতঃ বাদ পড়ে যায়। যদি শুধুমাত্র সংখ্যা ও শিথিল সংযোগকেই পরিমাণের অসমবায়িকারণ বলা হত, তাহলে পরিমাণে পূর্বোক্ত সাধর্ম্যটি অব্যাপ্ত থেকে যেত।

১২৬ ব্দা

১২৭ ব্দা

১২৮ ব্দা

বর্তমান থাকে। সংখ্যা, প্রচয় ও পরিমাণ – এইগুলির (সাধর্ম্য হল) পরমাণের প্রতি অসমবায়িকারণত্ব। সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ – এইগুলির সাধর্ম্য হল শব্দের অসমবায়িকারণত্ব। শব্দ, গুরুত্ব ও প্রযত্ন – এইগুলির সাধর্ম্য হল অভিঘাতহেতুত্ব অর্থাৎ এইসব গুণগুলি অভিঘাতের হেতু হয়। একত্ব, একপৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ – এইগুলির সাধর্ম্য হল অনেকাশ্রিত গুণারম্ভকত্ব। দিক্ ও কালে বর্তমান পদার্থের সঙ্গে সংযোগ থেকে উৎপন্ন হওয়াই হল পরত্ব ও অপরত্বের সাধর্ম্য ।

বিবৃতি – অপাকজশ্চাসৌ রূপঞ্চেতি অপাকজরূপম্ (কর্মধারয় সমাস), অপাকজরূপঞ্চ রসশ্চ গন্ধশ্চ স্পর্শশ্চ পরিমাণঞ্চ একত্বঞ্চ একপৃথক্ত্বঞ্চ সাংসিদ্ধিকদ্রবত্বঞ্চ স্নেহশ্চ অপাকজরূপরসগন্ধ-স্পর্শপরিমাণৈকত্বৈকপৃথক্ত্বসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বস্নেহাঃ (দ্বন্দ্ব সমাস), তেষাম্ অপাকজরূপরসগন্ধ-স্পর্শপরিমাণৈকত্বৈকপৃথক্ত্বসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বস্নেহানাম্। ব্যাপ্য কথার অর্থ হল 'তদভাববদবৃত্তি' অর্থাৎ তার (অর্থাৎ ব্যাপকের) অভাবের আশ্রয়ে না থাকা। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ ও ভাবনা – এইগুলি সবিষয়ক হয়। এদের মধ্যে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সবিষয়ক হয়, অন্যান্যগুলি যাচিতমণ্ডনন্যায়ে বিষয়তাবিশিষ্ট হয়।

(9 a) परत्वापरत्वचरमज्ञानद्वित्वद्विपृथक्त्वादीनामेव निमित्तनाशनाश्यत्वम्। अन्येषामेव गुणान्तरविनाश्यत्वम्**।** कार्यगुणानामेवाश्रयनाशनाश्यत्वम्। अपार्थिव**परमाणु**[१२९]रूपरस-स्पर्शनैसर्गिकद्रवत्वगुरुत्वस्नेहस्थितिस्थापकनित्यद्रव्यैकत्वैकपृथ**क्त्व**[१३०]परिमाणेश्वर**बु**[१३१]द्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वा**कार्य**[१३२]त्वे। इतरेषां गुणानामनित्यत्वकार्यत्वे। उत्क्षेपणादीनां सर्वेषां कर्मत्वमेकद्रव्यवृत्तित्वं सजातीयविरोधित्वं व्याप्यवृत्तित्वमणुत्वगुरुत्व-

---

[१२९] पमाणु

[१३०] कत्व

[१३१] वु

[१३२] कायं

द्रवत्वसंस्कारप्रयत्नादृष्टसंयोगजत्वं स्वजन्यसंयोगनाश्य**त्वं**[१३३] वेगारम्भनोदनादि-सापेक्षत्वमसमवायिकारणत्वं द्वि**ष्ठ**[१३४]कार्यजनकत्वं सजातीयानारम्भकत्वमाशुविनाशित्वं नित्यावृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिम**त्त्वं**[१३५] च। सामान्यानां[१३६] द्रव्यगुणकर्ममात्रवृत्तित्वम्। विशेषाणां नित्यद्रव्यमात्रसमवेतत्वम्।

অনুবাদ - পরত্ব, অপরত্ব, চরম জ্ঞান, দ্বিত্ব ও দ্বিপৃথক্ত্ব – এগুলির সাধর্ম্য হল নিমিত্তনাশনাশ্যত্ব অর্থাৎ নিমিত্তকারণের নাশের ফলে এগুলির নাশ হয়। অন্যান্য গুণগুলি অন্যগুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। কার্যদ্রব্যের গুণগুলির সাধর্ম্য হল আশ্রয়নাশনাশ্যত্ব অর্থাৎ গুণাশ্রয় দ্রব্যের নাশের ফলে কার্যদ্রব্যের গুণগুলি বিনষ্ট হয়। অপার্থিব পরমাণুর রূপ, অপার্থিব পরমাণুর রস, অপার্থিব পরমাণুর স্পর্শ, নৈসর্গিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ, স্থিতিস্থাপক, নিত্যদ্রব্য, একত্ব, একপৃথক্ত্ব, পরিমাণ, ঈশ্বরের বুদ্ধি, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের প্রযত্ন - এগুলির সাধর্ম্য হল নিত্যত্ব ও অকার্যত্ব। অন্যান্য গুণগুলির সাধর্ম্য হল অনিত্যত্ব ও কার্যত্ব। উৎক্ষেপণ প্রভৃতির সাধর্ম্য হল কর্মত্ব; একদ্রব্যবৃত্তিত্ব; সজাতীয়বিরোধিত্ব; ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব; অণুত্বজন্যত্ব; গুরুত্বজন্যত্ব; দ্রবত্বজন্যত্ব; সংস্কারজন্যত্ব; প্রযত্নজন্যত্ব; অদৃষ্টজন্যত্ব; সংযোগজন্যত্ব; স্বজন্যসংযোগনাশ্যত্ব; বেগের আরম্ভ, নোদন প্রভৃতির প্রতি সাপেক্ষত্ব; অসমবায়িকারণত্ব; দ্বিষ্ঠকার্যজনকত্ব; সজাতীয়পদার্থের অনারম্ভকত্ব; শীঘ্র বিনাশিত্ব ও নিত্যপদার্থে অবর্তমান পদার্থবিভাজক উপাধিমত্ত্ব। সামান্যের সাধর্ম্য হল দ্রব্য, গুণ ও কর্মেতেই বর্তমানতা। বিশেষের সাধর্ম্য হল শুধুমাত্র নিত্যদ্রব্যেই সমবেতত্ব (অর্থাৎ নিত্যদ্রব্যমাত্রে অবস্থান করে।)

---

[১৩৩] त्वं।

[১৩৪] ष्ट

[১৩৫] त्वं

[১৩৬] सामानांन्या

বিবৃতি – দ্বিত্ব শুধুমাত্র নিমিত্তকারণের নাশে বিনষ্ট হয় না, দ্বিত্ব তার আশ্রয়ভূত দ্রব্যের নাশেও বিনষ্ট হয়।

(9 b) समवायस्य द्रव्यगुणकर्ममात्रानुयोगिकत्वम्। अभावानां प्रतियोगिनिरूपणाधीन-निरूपणत्वमित्यादि स्वयमूह्यम्। यस्य यत्साधर्म्यमुक्तं तदन्यस्य तद्वैधर्म्यम्। गन्धवती पृथिवीत्वजातिमती वा पृथिवी। पृथिवीत्वजातिस्तु गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया, इयं न पृथिवीत्येतादृशबाध**बु**[१३७]द्धिप्रतिबन्ध**क**[१३८]ज्ञानविषयतावच्छेदकतया वा सिद्ध्यति। पृथिवी द्विधा नित्याऽनित्या च । परमाणुरूपा नित्या। यदि**दं**[१३९] सर्वतः सूक्ष्ममीक्ष्यते त्र्यणुकं, तस्य ष**ष्ठो**[१४०]ऽशः परमाणुः। तत्र प्रमाणं **तु**[१४१] अवयवावयविभावः क्वचिद्विश्रान्तोऽन्यथाऽवयवानन्तत्वाविशेषाद्व्यणुकस्थूलयोरपि साम्यापत्तिः। प्रलये **त्व**[१४२]खिलाऽनित्यद्रव्यनाशे पुनः **समा**[१४३]रम्भेऽसमवेतकार्योत्प**त्त्या**[१४४]पत्तिश्च। न च त्रुटावेव विश्रान्तिरस्त्विति वाच्यम्।

অনুবাদ - সমবায়ের সাধর্ম্য হল দ্রব্যগুণকর্মানুযোগিকত্ব অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থই সমবায়সম্বন্ধের অনুযোগী হয়। অভাবের সাধর্ম্য হল প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্ব অর্থাৎ অভাবের নিরূপণ (বা জ্ঞান) প্রতিযোগীর

---

१३७ वु

१३८ न्धा

१३९ द

१४० ष्टों

१४१ तु।

१४२ ति

१४३ गा

१४४ त्या

নিরূপণের অধীন – এইভাবে বুঝতে হবে। যেটি যার সাধর্ম্য বলা হয়েছে, সেটি অন্যের বৈধর্ম্য (বলে জানবে)। গন্ধবতী বা পৃথিবীত্বজাতিবিশিষ্টা হল পৃথিবী। এই পৃথিবীত্বজাতি গন্ধসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অথবা 'ইয়ং ন পৃথিবী' – এইপ্রকার বাধবুদ্ধির প্রতিবন্ধকজ্ঞানের বিষয়তার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ হয়। পৃথিবী দুই প্রকার – নিত্য ও অনিত্য। নিত্য হল পরমাণুরূপ। সবথেকে সূক্ষ্ম যে ত্র্যণুক পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায়, তার ষষ্ঠভাগের এক ভাগ হল পরমাণু। সেখানে প্রমাণ হল – অবয়ব-অবয়বিভাব কোথাও বিশ্রান্ত হয়, অন্যথা অবয়বের অনন্ততাবশতঃ দ্ব্যণুক ও স্থূল পদার্থের মধ্যে একতার (অর্থাৎ সমপরিমাণত্বের) আপত্তি (অর্থাৎ প্রাপ্তি) হবে। এবং প্রলয়কালে (অর্থাৎ অবান্তরপ্রলয়ে বা খণ্ডপ্রলয়ে) সমস্ত অনিত্য দ্রব্যের নাশ হওয়ায় পুনরায় কার্যদ্রব্যের উৎপত্তিতে অসমবেতকার্যোৎপত্তির আপত্তি হবে। ত্রুটি অর্থাৎ ত্রসরেণুতেই (দ্রব্যের) বিভাগ শেষ হোক এটাও বলা যায় না।

বিবৃতি – দ্রব্যং চ গুণশ্চ কর্ম চ দ্রব্যগুণকর্মাণি (দ্বন্দ্ব সমাস), দ্রব্যগুণকর্মাণি এব দ্রব্যগুণকর্মমাত্রম্ (ময়ূরব্যংসকাদির মতো কর্মধারয় সমাস), দ্রব্যগুণকর্মমাত্রম্ অনুযোগি যস্য তৎ দ্রব্যগুণকর্মমাত্রানুযোগিকঃ (বহুব্রীহি সমাস), তস্য ভাবঃ দ্রব্যগুণকর্মমাত্রানুযোগিকত্বম্। পরমাণুর অস্তিত্বে একটি প্রাচীন শ্লোক পাওয়া যায় –

> জালসূর্যমরীচিস্থং যৎসূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
> তস্য ষষ্ঠতমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে।।[৪৪]

(10 a) **त्र**[१४५]सरेणुः सावयवश्चाक्षुषद्रव्यत्वाद्घटवदित्यनुमानेन तदवयवस्य **द्व्य**[१४६]णुकस्य सिद्धौ त्रुटेरवयवाः सावयवा महदवयवत्वादिति तदवयवत्वेन परमाणोः सिद्धिः। न चैवं

---

१४५ त्रि

१४६ द्वि

महदवयवावयवत्वादिनाऽवयवधारा स्यादिति वाच्यम्। अनवस्थालक्षणप्रतिकूल-तर्कपराहतत्वेनाप्रयोजकत्वात्। अनवीनास्तु त्रुटावेव विश्रान्तिरित्याहुः। कार्यरूपाऽनित्या **त्रिधा**[১৪৭] शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। भोगायतनत्वं शरीरत्वम्। जातिरित्यन्ये। शरीरं द्विधा। योनिजमयोनिजं च। शुक्रशोणितसन्निपातजन्यमा**द्य**[১৪৮]म्। तदपि द्विविधं जरायुज-**म**[১৪৯]ण्डजञ्च। आद्यं मानुषादेः। अण्डजं पक्ष्यादेः। अयोनिजं त्रिधा। अदृष्टविशेषो-पगृहीतभूभागादिभवं स्वेदजमुद्भिज्जञ्च। अदृष्टं धर्माधर्मौ। तत्र धर्मेण मन्वादेः अधर्मेण नारकिणाम्। स्वेदजं लिक्षादेराहुः। भुवं भित्त्वा जायमानमुद्भिज्जं तरुगुल्मादि। तेषां च शरीरत्वे प्रमाणमागमः।

অনুবাদ - 'ত্রসরেণু হল সাবয়ব, যেহেতু তা চাক্ষুষদ্রব্য। যেমন ঘট' – এই অনুমানের দ্বারা (ত্রসরেণুর) অবয়ব দ্ব্যণুকের সিদ্ধি হলে 'ত্রুটি বা ত্রসরেণুর অবয়বও সাবয়ব, যেহেতু তা মহদবয়ববিশিষ্ট' – এই অনুমানের দ্বারা তার অবয়বরূপে (অর্থাৎ দ্ব্যণুকের অবয়বরূপে) পরমাণুর সিদ্ধি হয়। এর দ্বারা মহদবয়বের অবয়ব, তার অবয়ব এই অবয়বধারা চলতে থাকবে – একথা বলা উচিত নয়, অনবস্থারূপ প্রতিকূল তর্ক সেখানে পরাহত হওয়ায় তা (বাধকরূপে) প্রয়োজক হয় না। প্রাচীনগণ ত্রুটি অর্থাৎ ত্রসরেণুতে (অবয়ব পরম্পরার) বিশ্রাম স্বীকার করেন। কার্যরূপ (পৃথিবী) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। ভোগায়তনত্ব হল শরীরত্ব। (শরীরত্বকে) কেউ জাতি বলেন। শরীর দুই প্রকার – যোনিজ এবং অযোনিজ। শুক্র-শোণিতের মিলন জন্য হল আদ্য (অর্থাৎ যোনিজ শরীর)। সেই শরীরও পুনরায় দুই প্রকার – জরায়ুজ ও অণ্ডজ। প্রথমটি (অর্থাৎ জরায়ুজ শরীর) হল মানুষ প্রভৃতির। অণ্ডজ শরীর হল

---

[১৪৭] त्रिधाय

[১৪৮] द्यं

[১৪৯] मं

পক্ষীপ্রভৃতির। অযোনিজ শরীর তিনপ্রকার। অদৃষ্টবিশেষের দ্বারা উপগৃহীত ভূভাগে উৎপন্ন হয় স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ (শরীর)। অদৃষ্ট হল ধর্ম ও অধর্ম। সেখানে ধর্মের দ্বারা মনু প্রভৃতির (শরীর)। অধর্মের দ্বারা নরকবাসীদের (শরীর নির্মিত হয়)। স্বেদজ শরীর হল উকুন প্রভৃতির (শরীর)। মাটি ভেদ করে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জ শরীর হল গুল্ম প্রভৃতি। এগুলির শরীরত্বে প্রমাণ হল শাস্ত্র।

বিবৃতি – বৈশেষিকদর্শনে স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পরমাণুবাদ অন্যতম। পরমাণু হল জগতের সমবায়িকারণ। এই পরমাণু নিরবয়ব অর্থাৎ এটিকে আর ভাঙ্গা যায় না। দ্রব্যের সবথেকে ক্ষুদ্রতম অংশ হল এই পরমাণু। পরমাণু অতিসূক্ষ্ম হওয়ায় তা সাধারণ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। অনুমান প্রমাণের দ্বারাও এর সিদ্ধি হয়। অনুমানের আকার হল– "জালসূর্যমরীচিস্থং সূক্ষ্মং রজঃ সাবয়বং চাক্ষুষদ্রব্যত্বাত্"। এই অনুমানের দ্বারা জানালার মধ্য দিয়ে আগত সূর্যরশ্মিতে দৃশ্যমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা সাবয়বরূপে সিদ্ধ হয়। এই ধূলিকণাগুলি দৃশ্য হওয়ায় এগুলিকে মহৎপরিমাণবিশিষ্টরূপে স্বীকার করা যায়। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য মহৎপরিমাণবিশিষ্ট অন্তিম পদার্থ হল ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু বা ত্রুটি। জালসূর্যমরীচিস্থ ধূলিকণা দৃশ্য হওয়ায় তাকে মহৎপরিমাণবিশিষ্ট বলতে পারি। এই মহৎপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থটি হল ত্রসরেণু। এই ত্রসরেণুও অবয়বের দ্বারা নির্মিত। সেই অবয়বকে বলা হয় দ্ব্যণুক। এই দ্ব্যণুকও সাবয়ব, যেহেতু তা মহৎপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছে– "ত্র্যণুকাবয়বোঽপি সাবয়বঃ মহদারম্ভকত্বাত্, তন্তুবত্"। কিন্তু এই দ্ব্যণুককে অবয়বনির্মিত বলা যাবে না। তা না হলে অনন্ত অবয়ববিভাগ স্বীকার করতে হবে। এর ফলে দৃশ্যমান পাহাড় ও সর্ষে দানার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই অবয়ববিভাগের কোনো স্থানে বিশ্রাম প্রয়োজন। এই যে অবয়ববিভাগের বিশ্রামস্থল তা হল পরমাণু অর্থাৎ পরমাণুকে আর বিভক্ত করা যাবে না। সেক্ষেত্রে অনুমানের আকার হবে- "অবয়বাবয়ববিভাবঃ ক্বচিদ্বিশ্রান্তঃ অবয়বানন্তত্বাত্ দ্ব্যণুকস্থূলয়োঃ

সাম্যাপত্তেঃ"। রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়বৈশেষিকের এই সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন। তিনি ত্র্যণুককে অবয়ববিভাগের অন্তিম আশ্রয় বলেছেন।[৪৫]

(10 b) यदाह तान्प्रकृत्य मनुः –

"तमसा **ब**[१५०]हुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना।

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः॥"[१५१] इति।

साङ्ख्यास्तु प्रधानेनादिसर्गे प्रतिजीवमेकैकं लिङ्गशरीरमुत्पाद्यते, तच्चाप्रलयं तिष्ठति। तच्च बुद्धि**म**[१५२]नोदशेन्द्रियपञ्चप्राणसमुदायात्मकं धर्माधर्मादिभा**वैः**[१५३] सौरभादिभिर्वसनमिव वासितं शिलाद्यनुप्रवेशाव्याहतं किन्तु षाट्कौशिकस्थूलशरीरमन्तरेणाऽनुपपन्नभोगमिति तद्योगतः संसरति। तेनैव योगिनः परकायप्रवेशादिसिद्धिरित्याहुः। इन्द्रियत्व**म**[१५४]प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानजनकमनःसंयोगाश्रयत्वम्। आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम्। तत्र "घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः"[१५५] इति सूत्रे यद्यपि मनो न **पठितं**[१५६]

---

[১৫০] व

[১৫১] এখানে শ্লোকটিকে পাণ্ডুলিপির গদ্যের মতো না রেখে চরণভেদে পৃথকভাবে উল্লিখিত করা হয়েছে। এবং শেষ চরণে **সুখদুঃখসমন্বিতাঃ** পদে বিসর্গ যোগ করা হয়েছে, যা পাণ্ডুলিপিতে সন্ধির কারণে ছিল না।

[১৫২] मा

[১৫৩] वै

[১৫৪] त्वं

[১৫৫] এখানে মূলে সন্ধির কারণে **ভূতেভ্যঃ** পদে বিসর্গ ছিল না। কিন্তু *ন্যায়সূত্র*টিকে আলাদাভাবে বিশেষচিহ্নের মধ্যে রাখায় বিসর্গ দেওয়া হয়েছে।

[১৫৬] पपठितं

तथापि वैशेषिकपरिगृहीतमित्यभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वा“दिन्द्रियाणां मनश्चास्मी”त्यादि-स्मृतेश्चेन्द्रियत्वं तस्यापीति षडिन्द्रियाणि।

অনুবাদ - মনুও তাদেরকে (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শরীরগুলিকে) উদ্দেশ্য করে বলেছেন - (এই বৃক্ষাদি) পাপকর্মবশতঃ বহুরূপে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু এদেরও অন্তরে চেতনা বা অনুভবশক্তি আছে, তাই এদেরও জীবন সুখ-দুঃখে বিজড়িত। সাংখ্যগণ বলেন যে, প্রধানের (অর্থাৎ প্রকৃতি) থেকে প্রথম সৃষ্টিতে প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে একটি করে লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয় এবং তা প্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থাকে। সেই লিঙ্গশরীর বুদ্ধি, মন, দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণাদি বায়ুর সমুদায়স্বরূপ, সুগন্ধির দ্বারা সুরভিত বস্ত্রের মতো ধর্ম-অধর্মবিশিষ্ট ও শিলা প্রভৃতিতে প্রবেশে অব্যাহত (অর্থাৎ সক্ষম) হয়। কিন্তু ষাট্‌কৌশিক শরীর ছাড়া (সেই লিঙ্গশরীরের দ্বারা) ভোগ হয় না - এই হেতু ষাট্‌কৌশিকশরীরের সংযোগবশতঃ তা (অর্থাৎ লিঙ্গশরীর) সংসার প্রাপ্ত হয়। এই লিঙ্গশরীরকে অবলম্বন করেই যোগিগণের অন্য শরীরে প্রবেশ প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। অপ্রত্যক্ষত্ববিশিষ্ট হয়ে জ্ঞানের জনক মনঃসংযোগের আশ্রয় হল ইন্দ্রিয়। আত্মার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘সত্যন্ত’ পদটি দেওয়া হয়েছে। সেখানে ‘ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ’ এই (ন্যায়সূত্রে) যদিও মন উল্লিখিত হয়নি, তবুও অভ্যুপগমসিদ্ধান্তবশতঃ বৈশেষিকদর্শনে এই মন স্বীকৃত (হয়েছে), ‘ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি’[৪৬] এই স্মৃতিশাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারা মনেরও ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়। তাই ইন্দ্রিয় ছয় প্রকার।

বিবৃতি – ‘অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্’ অর্থাৎ কৃত কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, তা শুভ হোক বা অশুভ। এখানে ভোগ কথার অর্থ সুখ-দুঃখের অনুভূতি। শরীরকে অবলম্বন করে এই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। তাই ভারতীয় দর্শনে শরীর অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বৃক্ষ প্রভৃতির শরীর আছে কি না তা নিয়েও আলোচনা বিস্তর। এবং এই আলোচনার

মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, শুধুমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের কালেই নয় প্রাচীন ভারতেও শাস্ত্রকারগণ বৃক্ষের প্রাণ আছে তা প্রমাণ করেছিলেন। *মনুসংহিতা*তে বলা হয়েছে– *তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।*।[৪৭]

মূলে ষাট্কৌশিক শরীর ও লিঙ্গশরীরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে ষাট্কৌশিক শরীর হল লোম, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা – এগুলি নিয়ে গঠিত শরীর[৪৮], অর্থাৎ স্থূলশরীর। লিঙ্গশরীর হল সূক্ষ্মশরীর। এই শরীরের **১৭**টি অবয়ব – পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ প্রকার বায়ু, বুদ্ধি ও মন।

জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ বাহ্যেন্দ্রিয়। মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। তাই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে 'অপ্রত্যক্ষত্বে সতি' এই বিশেষণটি যুক্ত করা হয়েছে। বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ – এগুলিও ইন্দ্রিয়রূপে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনকেই ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করা হয়েছে।[৪৯]

এখানে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে 'জ্ঞানকারণমনঃসংযোগ' বলতে বাহ্যেন্দ্রিয়-অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং আত্মমনঃসংযোগ – এই উভয়বিধ সংযোগকেই বোঝানো হয়েছে, যেহেতু মানসপ্রত্যক্ষ স্থলে আত্মমনঃসংযোগ থাকে।

(11 a) तत्र घ्राणेन्द्रियं नासावयवविशेषवृत्ति। तच्च पार्थिवं रूपरसगन्धस्पर्शश**ब्दे**[১৫৭]षु गन्धमात्रव्यञ्जकद्रव्यत्वात्, वायूपनीतसुरभिभागवत्। एवं रसनेन्द्रियं जलीयं रूपादिषु

[১৫৭] व्दे

रसमात्रव्यञ्जकद्रव्यत्वाद्धरीत**की**[१५८]रसाभिव्यञ्जकोदकवत्। चक्षुस्तैजसं रूपादिषु परकीयरूपमात्रव्यञ्जकद्रव्यत्वात्, प्रभावत्। त्वगिन्द्रियं वायवीयं परकीयरूपादिषु स्पर्शमात्रव्यञ्जकद्रव्यत्वादङ्गसङ्गिसलिलशैत्यव्यञ्जकवातवदित्यनुमानैर्घ्राणादीनां पार्थिवत्वादिकं साधयन्ति। विषयत्वं तूपभोगसाधनत्वमित्याहुः। विषयरूपा च पृथिवी द्व्यणुकत्र्यणुकादिः सर्वापि सावयवा। सा च पृथिवी रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वनैमित्तिकद्रवत्वगुरुत्वभावनान्यसंस्कारव**त्त्वा**[१५९]-च्चतु**र्दश**[१६०]गुणा। तत्र पृथिव्या रूपरसगन्धस्पर्शाः पाकजा अपि तु वैशेषिकाणां मते पीलुपाको नैयायिकानां पिठरपाक इति भेदः।

অনুবাদ – সেগুলির মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার অবয়ববিশেষে থাকে। সেটি (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়) পার্থিব, যেহেতু রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে শুধুমাত্র গন্ধের ব্যঞ্জক দ্রব্যত্ব (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে) থাকে। যেমন- (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে) বায়ুর দ্বারা নীয়মান (পুষ্পাদির কণার মধ্যে বর্তমান রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধের মধ্যে) সুগন্ধ অংশের গ্রহণ হয়। এইরূপ জিহ্বা জলীয় (পরমাণু নির্মিত) রূপ প্রভৃতির মধ্যে রসমাত্রের ব্যঞ্জক দ্রব্যত্ব (রসনেন্দ্রিয়ে) থাকে। যেমন, হরিতকীর রসের অভিব্যঞ্জক হল জল। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস (অর্থাৎ তৈজস পরমাণু নির্মিত), যেহেতু রূপ প্রভৃতির মধ্যে শুধুমাত্র অন্য রূপের ব্যঞ্জক দ্রব্যত্ব (চক্ষু ইন্দ্রিয়ে) থাকে। যেমন- প্রভা। ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয়, যেহেতু অন্য দ্রব্যগত রূপ প্রভৃতির মধ্যে স্পর্শমাত্রের ব্যঞ্জক দ্রব্যত্ব (ত্বগিন্দ্রিয়ে) থাকে। যেমন- শরীরে সঙ্গে সংস্পৃষ্ট জলের শীতলতার ব্যঞ্জক বাতাস ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব প্রভৃতি সাধিত হয়। বিষয়ত্ব হল উপভোগের সাধনত্ব। বিষয়রূপ

---

[१५८] द्री

[१५९] त्वा

[१६०] र्दश

পৃথিবী দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতি সমস্ত কিছুই সাবয়ব। এই পৃথিবী রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব ও ভাবনাভিন্ন সংস্কার (অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক ও বেগ) – এই চতুর্দশ প্রকার গুণবিশিষ্ট। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ হল পাকজ। বৈশেষিকদের মতে পীলুপাক ও নৈয়ায়িকদের মতে পিঠরপাক এইমাত্র ভেদ।

বিবৃতি - অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। অনুমানটির আকার হল- "ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পার্থিবং রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দেষু গন্ধমাত্রব্যঞ্জকদ্রব্যত্বাত্, বায়ূপনীতসুরভিভাগবত্"। এইপ্রকার অন্যান্য অনুমানের দ্বারা রসনেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের যথাক্রমে জলীয়ত্ব, তৈজসত্ব ও বায়বীয়ত্ব সিদ্ধ হয়।

যা আমাদের ভোগ্য হয় তাই বিষয় অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়, তাকে বিষয় বলে। সহজকথায় যা আমাদের উপভোগের সাধন তা বিষয়। কিন্তু পরমাণুকে পার্থিব বিষয় বলা যাবে না, যেহেতু বিষয় প্রভৃতি বিভাগ অনিত্য পৃথিবীর হয়। নিত্য অর্থাৎ পরমাণুরূপ পৃথিবীর তাদৃশ বিভাগ হয় না।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে পাক একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। পাক কথার অর্থ বিজাতীয় তেজের সংযোগ। তেজঃসংযোগের ফলে দ্রব্যের রূপরসাদির পরিবর্তন হয়। কিন্তু কীভাবে এই রূপরসাদির পরিবর্তন হয় সেই বিষয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। একটি হল পীলুপাক, অন্যটি পিঠরপাক। পীলু অর্থাৎ অবয়ব বা পরমাণু। বৈশেষিক মতে অবয়বে তেজসংযোগের ফলে নতুন রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ন্যায়দর্শনে অবয়বীতে পাক স্বীকার করা হয়।

(11 b) तच्च पृथिवीरूपं शुक्लनीलहरितपीतचित्रादिभेदान्नानाऽनित्यं च। तद्व**त्त्वं**[१६१] च लक्षणम्। यत्र पृथिव्यां नानारूपं नोत्पन्नं तत्रापि रूपद्वयवद्वृत्तिजलावृत्तिजातिम**त्त्व**[१६२]स्य रूपनाशवद्वृत्तिजलावृत्तिजाति-म**त्त्व**[१६३]स्य वा विवक्षया लक्षणं नेयम्। एवं नानारसादिम**त्त्वा**[१६४]द्यपि **बो**[१६५]ध्यम्। मधुरकटुकषायाम्ल-लवणतिक्तभेदात्तत्र रसः षड्विधः। गन्धस्तु द्विधा सुरभिरसुरभिश्च। स्पर्शस्तु पाकजोऽनुष्णाशीतः। स्नेह-वज्जलत्वजातिमद्वा जलम्। जलत्वादिजातिस्तु जन्यस्नेहादिसमवायिकारणतावच्छेदकतासिद्धजन्यजल-त्वादिजात्यवच्छिन्नसमवायिकारणतावच्छेदकतयोक्तरीत्यन्तरेण वा सिद्ध्यति। तद्द्विविधं नित्यमनित्यं च। परमाणुरूपं नि**त्यम्**[१६६]**। कार्यरूपमनित्यं त्रिविधं च**[१६७] शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरमयोनिजं वरुणलोके। इन्द्रियं रसनं जिह्वावयवविशेषवृत्ति।

অনুবাদ - পৃথিবীর রূপ শুক্ল, নীল, হরিত, পীত ও চিত্র প্রভৃতি ভেদে অনেক এবং অনিত্য। তদ্বিশিষ্টতাই লক্ষণ। যেখানে পৃথিবীতে নানারূপ উৎপন্ন হয়নি সেখানে রূপদ্বয়বিশিষ্টে বর্তমান জলে অবর্তমান জাতিমত্ত্ব বা রূপনাশবিশিষ্টে বর্তমান জলে অবর্তমান জাতিমত্ত্বের বিবক্ষার দ্বারা লক্ষণ সঙ্গতি করতে হবে। এইভাবে নানা রস প্রভৃতি বিশিষ্টরূপেও বুঝতে হবে। মধুর, কটু, কষায়, অম্ল, লবণ ও তিক্ত ভেদে রস

---

[१६१] त्वं

[१६२] त्व

[१६३] त्व

[१६४] त्वा

[१६५] वो

[१६६] त्य

[१६७] कार्यरूपमनित्यं कार्यरूपमनित्यं त्रिविधं च।

ছয় প্রকার। গন্ধ কিন্তু দুই প্রকার – সুরভি এবং অসুরভি। স্পর্শ কিন্তু পাকজ ও অনুষ্ণাশীত। স্নেহবিশিষ্ট বা জলত্বজাতিবিশিষ্ট হল জল। কার্যভূত স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ জন্যজলত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন কারণতার অবচ্ছেদকরূপে বা উক্ত অন্য কোনো রীতিতে জলত্ব সামান্য প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। সেটি দ্বিবিধ – নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ (জল) হল নিত্য। কার্যরূপ হল অনিত্য। কার্যরূপ অনিত্য (জল) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। (জলীয়) শরীর বরুণলোকে (বর্তমান)। (জলীয়) রসনেন্দ্রিয় জিহ্বার অবয়ববিশেষে বর্তমান।

বিবৃতি – জলত্বজাতিবিশিষ্ট হল জল। কিন্তু এই জলত্বজাতি অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। জলে স্নেহ সমবায়সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। তাই স্নেহের প্রতি কারণ হয় জল। কারণে বর্তমান কারণতা কোনো ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। সেই ধর্মকে বলা হয় কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম। এক্ষেত্রেও জলনিষ্ঠ কারণতা কোনো ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবে। অনুমানটি হবে – "জলনিষ্ঠা স্নেহত্বাবচ্ছিন্নস্নেহসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাত্, দণ্ডনিষ্ঠঘটকারণতাবত্"। এখানে সেই অবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতিকে স্বীকার করতে পারি। কিন্তু স্নেহরূপ কার্যের কার্যতাবচ্ছেদক স্নেহত্ব সামান্য নিত্য ও অনিত্য এই উভয়বিধ স্নেহেই বর্তমান থাকে। তাই স্নেহকার্যের কার্যতাবচ্ছেদকরূপে স্নেহত্বকে গ্রহণ করে জলত্বজাতির সিদ্ধি হয় না। সেক্ষেত্রে উপায়রূপে জন্যস্নেহকে কার্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করে জলত্বজাতির সিদ্ধি করতে হবে। কিন্তু তখনও সমস্যা থেকেই যায়, যেহেতু জলীয় পরমাণুতে বর্তমান স্নেহ নিত্য। তাই অনিত্য স্নেহকে আশ্রয় করে তন্নিষ্ঠকার্যতানিরূপিতকারণতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ জলত্বজাতি জলীয় পরমাণুতে থাকবে না। এর সমাধানে বলা হয়েছে, জন্যস্নেহ জন্যজলে বর্তমান থাকে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই জন্যজল জন্যস্নেহের সমবায়িকারণ হয়। সেই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হয় জন্যত্ব ও জলত্ব। তাদৃশ জলত্ব নিত্যজলেও থাকে। এখানে অনুমানটি হবে– "শুদ্ধজলনিষ্ঠা জন্যজলত্বাবচ্ছিন্নজন্যতানিরূপিতসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাত্"।

তাই গ্রন্থকার জলত্বজাতির সিদ্ধিতে বলেছেন- 'জলত্বজাতিস্তু জন্যস্নেহাদিসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতাসিদ্ধজন্যজলত্বাদিজাত্যবচ্ছিন্নসমবায়িকারণতাব-চ্ছেদকতয়া সিদ্ধ্যতি'।

(12 a) विषयः करकासरित्समुद्रादिः। तच्च शुक्लरूपमधुररसशीतस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्ववेगस्नेह-सांसिद्धिकद्रवत्ववत्। उष्णस्पर्शवत्तेजस्त्वजातिमद्वा तेजः। तद्द्विविधम्। नित्यमनित्यं च। परमाणुरूपं नित्यं कार्यरूपमनित्यं त्रिविधं च शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरमयोनिजमादित्यलोके। इन्द्रियं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्त्ति। विषय**श्चतुर्धा**[१६८] भौमदिव्यौदर्याकरजभेदात्। पार्थिवमात्रेन्धनं तेजो भौमं वह्न्यादि। अ**बिन्ध**[१६९]नं दिव्यं विद्युदादि। उभयेन्धनमौदर्यम्। **आकरजं**[१७०] खनिजं सुवर्णादि। तेजः शुक्लभास्वररूपोष्णस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वनैमि**त्ति**[१७१]कद्रवत्ववेगवत्। विजातीयस्पर्शवान् वायुत्वजातिमान् वा वायुः। स चातीन्द्रियो **विलक्षण**[१७२]स्पर्शधृतिकम्पादिनानुमेयः। तथाहि अयमनुभूयमानः स्पर्शो द्रव्याश्रितः स्पर्शत्वात्पृथिवीस्पर्शवदित्याद्यनुमानेन स्पर्शाश्रयद्रव्यसिद्धौ तत्र नीरूपत्वादिना पृथिव्यादित्रिकभेदसिद्ध्या विलक्षणवायुसिद्धिः। स द्विधा नित्योऽनित्यश्च।

---

[१६८] श्चतुर्धा।

[१६९] विंध

[१७०] आकारजं

[१७१] त्त

[१७२] विलंक्षण

অনুবাদ - (জলীয়) বিষয় হল শিলা, সরিৎ, সমুদ্র প্রভৃতি। জল শুক্ল রূপ, মধুর রস, শীত স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, বেগ, স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব – এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট হয়। উষ্ণ স্পর্শবিশিষ্ট বা তেজস্ত্ব জাতিবিশিষ্ট হল তেজ। তা দুই প্রকার – নিত্য ও অনিত্য। নিত্য (তেজ) হল পরমাণুরূপ, কার্যরূপ (তেজ) হল অনিত্য। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে অনিত্য (তেজ) হল ত্রিবিধ। (তৈজস) শরীর হল অযোনিজ ও আদিত্যলোকে বর্তমান। (তৈজস) ইন্দ্রিয় চোখের কৃষ্ণতারার অগ্রবর্তী অংশে বর্তমান থাকে। ভৌম, দিব্য, ঔদর্য ও আকরজ ভেদে (তৈজস) বিষয় চার প্রকার। যে তেজের ইন্ধন শুধুমাত্র পার্থিব দ্রব্য, সেটি হল ভৌম তেজ। যেমন- বহ্নি প্রভৃতি। অপ অর্থাৎ জল ইন্ধন হয় যে তেজের তা হল দিব্য তেজ, যেমন- বিদ্যুৎ প্রভৃতি। (পার্থিব দ্রব্য ও জল – এই) উভয়ই যেখানে ইন্ধন, তা হল ঔদর্য তেজ। খনি থেকে প্রাপ্ত তেজ হল আকরজ, যেমন সুবর্ণ প্রভৃতি। তেজ শুক্ল ভাস্বররূপ, উষ্ণ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব ও বেগ – এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট হয়। বিজাতীয় স্পর্শবিশিষ্ট বা বায়ুত্ব জাতিবিশিষ্ট হয় বায়ু। সেই বায়ু অতীন্দ্রিয় বিলক্ষণস্পর্শ, ধৈর্য ও কম্পনাদির দ্বারা অনুমেয়। এই অনুভূয়মান স্পর্শ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, যেহেতু এতে স্পর্শ থাকে। যেমন পৃথিবীর স্পর্শ – এই অনুমানের দ্বারা স্পর্শগুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য সিদ্ধ হলে সেখানে নীরূপত্ব (অর্থাৎ রূপহীনত্ব) হেতুর দ্বারা পৃথবী, জল ও তেজ থেকে ভিন্নতা সিদ্ধ হয় এবং তা বায়ু বলে প্রমাণিত হয়। বায়ু দুই প্রকার – নিত্য ও অনিত্য।

বিবৃতি – এখানে বায়ুর লক্ষণে বলা হয়েছ– 'বায়ুত্বজাতিমান্ বায়ুঃ'। কিন্তু বায়ুত্বজাতির সিদ্ধি দেখাননি। এই বায়ুত্বজাতির সিদ্ধি হয় বিজাতীয়স্পর্শজনকতা[৫০] প্রভৃতির অবচ্ছেদকরূপে। সেক্ষেত্রে অনুমানের আকার হবে– "বিজাতীয়ানুষ্ণাশীতস্পর্শনিষ্ঠজন্যতানিরূপিতজনকতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাত্"।

পঞ্চ ভূতপদার্থের মধ্যে বায়ুর প্রত্যক্ষ নিয়ে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে বৈমত্য বিদ্যমান। বায়ুকে কেউ কেউ বলেন প্রত্যক্ষ, কেউ বা বলেন অনুমেয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ও বৈশেষিকগণ বায়ুকে অনুমেয় বলেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ বায়ুর ত্বাচপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। যারা বায়ুকে অনুমেয় বলেন, তাদের যুক্তি হল বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে রূপ কারণ হয় এবং সেই রূপ বায়ুতে থাকে না। তাদের অনুমানের আকারটি হল – 'অয়মনুভূয়মানঃ স্পর্শঃ দ্রব্যাশ্রিতঃ স্পর্শত্বাত্, পৃথিবীস্পর্শবত্'। এইপ্রকার অন্যান্য হেতু দ্বারা বায়ুকে অনুমান করেন। যেমন– "রূপবদ্দ্রব্যাভিঘাতাজন্যপর্ণাদিসম্বন্ধিশব্দসন্তানঃ স্পর্শবদ্বেগবদ্দ্রব্যসংযোগজন্যঃ অবিভজ্যমানাবয়বদ্রব্যসম্বন্ধিশব্দসন্তানত্বাত্ দণ্ডাভি-হতভেরিশব্দসন্তানবত্, নভসি তূলধৃতিঃ স্পর্শবদ্বেগবদ্দ্রব্যসংযোগহেতুকা অস্মদাদ্যনধিষ্ঠিতদ্রব্যধৃতিত্বাত্ জলস্থদ্রব্যধৃতিবত্, রূপবদ্দ্রব্যাভিঘাতাজন্যতৃণকর্মস্পর্শবদ্বেগবদ্দ্রব্যাভিঘাতজন্যং বিজাতীয়কর্মত্বাত্ নদীপূরাহতকাশাদিকর্মবত্"। নবীনগণ তা স্বীকার করেন না। তাদের মতে, দ্রব্য প্রত্যক্ষের ও রূপের মধ্যে অন্বয়ব্যতিরেক নেই অর্থাৎ রূপ থাকলে দ্রব্য প্রত্যক্ষ হবে, না থাকলে হবে না – এমন নিয়ম নেই। কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা স্পর্শের সহিত ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের কার্যকারণভাব নির্ণীত হয়। এমনকি, বায়ুকে স্পর্শ করছি এইপ্রকার আমাদের প্রত্যক্ষের অনুভব হয়। এছাড়া নব্যনৈয়ায়িকগণ বায়ুর প্রত্যক্ষত্ব অনুমানের দ্বারাও সিদ্ধ করেন– "বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাত্, ঘটবত্"। যদিও এই অনুমানে প্রাচীনগণ উদ্ভূতরূপবত্ত্বরূপ উপাধি দেখিয়ে হেতুটিকে দুষ্ট প্রতিপাদন করেছেন।

(12 b) नित्यः परमाणुरूपस्तद**न्योऽनित्य**[१७३]स्त्रिधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरमयोनिजं वायुलोके। इन्द्रियं त्वक् सकलशरीरवृत्ति। विषयो व्यजनवातवात्याप्राणापानव्यानोदानसमानादिः। स च विजातीय-स्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा**परत्व**[१७४]वेगवान्। आकाशत्वं श**ब्द**[१७५]**वत्त्व**[१७६]म्। आकाशे प्रमाणं तु श**ब्दो**[१७७] गुणश्चक्षुर्ग्रहणायोग्य**ब**[१७८]हिरिन्द्रियग्राह्यजातिम**त्त्वा**[१७९]त् स्पर्शवत्। श**ब्दो**[१८०] द्रव्यसमवेतो गुणत्वादिति। **गुणत्वेन**[१८१] च द्रव्याश्रितत्वे सिद्धे श**ब्दो**[१८२] **निस्पर्शवद्विशेष-गुणः**[१८३]अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सत्यकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्वात् सुखवत्। पाकजरूपादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्। पटरूपादौ व्यभिचारवारणायाकारणगुणपूर्वकेति।

---

[१७३] न्योनित्य

[१७४] णत्व

[१७५] व्द

[१७६] त्व

[१७७] व्दो

[१७८] द्व

[१७९] त्वा

[१८०] व्दो

[१८१] गुणत्वेतेन

[१८२] व्दो

[१८३] निस्पर्शवद्विशेषगुणाः।

অনুবাদ - নিত্য (বায়ু) পরমাণুরূপ, তার থেকে ভিন্ন অনিত্য (বায়ু) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে ত্রিবিধ। (বায়বীয়) শরীর হল অযোনিজ এবং বায়ুলোকে বর্তমান। (বায়বীয়) ইন্দ্রিয় ত্বক্ সমস্ত শরীর জুড়ে বর্তমান। বাতাস, বাত, ঝঞ্ঝা, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান প্রভৃতি হল বায়বীয় বিষয়। বায়ু বিজাতীয় স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ – এইসমস্ত গুণ বিশিষ্ট হয়। শব্দবিশিষ্টতা হল আকাশত্ব। আকাশে প্রমাণ হল – 'শব্দ হল গুণ, যেহেতু তা চক্ষুর দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য এবং বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জাতিবিশিষ্ট হয়'। যেমন- স্পর্শ। শব্দ কোনো দ্রব্যে বর্তমান থাকে, যেহেতু তা গুণ। গুণত্বহেতুর দ্বারা গুণের দ্রব্যাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হলে পর অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্ব (অর্থাৎ অগ্নিসংযোগরূপ অসমবায়িকারণ যার - এমন না হয়ে অকারণ গুণপূর্বক প্রত্যক্ষত্ব থাকে) – এই হেতুর দ্বারা শব্দ সুখ (নামক গুণের) মতো স্পর্শহীন বিশিষ্টগুণ (বলে বিবেচিত হয়)। পাকজরূপে ব্যভিচারবারণের জন্য 'সত্যন্ত' অংশটি দেওয়া হয়েছে। পটরূপ প্রভৃতিতে ব্যভিচারবারণের জন্য 'অকারণগুণপূর্বক' এই অংশটি দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতি – ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। সেখানে প্রথমে শব্দ নামক পদার্থের গুণত্ব প্রতিপাদন করা হয়। গুণ বলে বিবেচিত হওয়ার পর তার আশ্রয়রূপে কোনো দ্রব্যকে স্বীকার করতে হয়। এখানে শব্দকে বিশেষগুণরূপে উপস্থাপনের জন্য যে হেতুকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল – 'অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্ব'। যেখানে যেখানে 'অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্ব' সেখানে সেখানে 'বিশেষগুণত্ব' – এই হল ব্যাপ্তির আকার। এই হেতুটিতে 'সত্যন্ত' অংশটি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্বের বিশেষণ। এই বিশেষণটি না দিলে অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্বরূপ হেতুটি পাকজরূপ প্রভৃতিতে থাকায় পাকজরূপকে বিশেষগুণ বলতে হয়। কিন্তু পাকজরূপ প্রভৃতি বিশেষগুণ নয়। বিশেষগুণগুলি হল –

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং শব্দ। এখানে রূপকে বিশেষগুণের মধ্যে অন্তর্গত দেখানো হলেও তা অপাকজরূপ বুঝতে হবে। তাই পাকজরূপকে বিশেষগুণ না বলা হলেও দোষ হয় না।

(13 a) जल**परमाणु**[१८४]रूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति। न च कारणगुण**पूर्वकोऽसौ**[१८५] वायुगुणः **अयावद्द्रव्य**[१८६]भावित्वात्। न दिक्कालमनोगुणः विशेषगुणत्वात् संयोगवत्। नात्मविशेषगुणः **ब**[१८७]हिरि-न्द्रिययोग्यत्वात् रूपवदित्यनुमानम्। तच्च लाघवादेकं **नित्यं**[१८८] विभु च। तत्कार्यस्य **शब्द**[१८९]स्य सर्वत्रोपलम्भात्। अदृष्टविशेषोपगृहीतकर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रं तूपाधिभेदान्नाना। **स चाकाशः**[१९०] **शब्द**[१९१]संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवान्। **विलक्षणपरत्वाद्यसमवायिकारण-संयोगा**[१९२]श्रयविभुत्वं कालत्वम्। भवति हि रामादौ लक्ष्मणाद्यपेक्षया

---

१८४ प्रमाणु

१८५ पूर्वकोसौ

१८६ अयाद्द्रव्य

१८७ व

१८८ निद्यं

१८९ व्द

१९० चाकाश

१९१ व्द

१९२ विलक्षणपरत्वाद्यसमवायिकारणं संयोग

ज्ये**ष्ठ**[१९३]त्व**बु**[१९४]द्धिर्लक्ष्मणादौ च रामाद्यपेक्षया कनि**ष्ठ**[१९५]त्व**बुद्धिः**[१९६]। तस्याश्च रामादौ लक्ष्मणाद्यवधिकं परत्वं लक्ष्मणादौ च रामाद्यवधिकमपरत्वं विषयस्तज्जनक-संयोगाश्रयविभुत्वाच्च कालः सिद्ध्यति। तथाहि परत्वापरत्वयोः पिण्डौ समवायिकारणे।

অনুবাদ – জলীয় পরমাণুর রূপ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রত্যক্ষ (এই পদটি দেওয়া হয়েছে)। এটি কারণগুণপূর্বক বায়ুর গুণ নয়, যেহেতু যাবদ্দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করে থাকে না। সংযোগের মতো (সেটি) দিক্, কাল ও মনেরও গুণ নয়, যেহেতু তা বিশেষ গুণ। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় সেটি আত্মার বিশেষগুণও নয়, যেমন রূপ – এইপ্রকার অনুমান (প্রবৃত্ত হবে)। অদৃষ্ট বিশেষসহায়ে উৎপন্ন কর্ণশষ্কুলীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমিত আকাশ হল শ্রোত্র, তা উপাধিভেদে ভেদে অনেক। সেই আকাশ শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট হয়। বিলক্ষণ পরত্বাদির অসমবায়িকারণ সংযোগের আশ্রয় বিভুত্ব হল কালত্ব। লক্ষ্মণাদি অপেক্ষায় রাম প্রভৃতিতে জ্যেষ্ঠত্ব জ্ঞান, আবার রাম প্রভৃতির অপেক্ষায় লক্ষ্মণ প্রভৃতিতে কনিষ্ঠত্ব জ্ঞান হয়। সেই বুদ্ধির (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বুদ্ধির) বিষয় হয় রামাদিতে (বর্তমান) লক্ষণ প্রভৃতির অপেক্ষায় পরত্ব, লক্ষণ প্রভৃতিতে (বর্তমান) রাম প্রভৃতির অপেক্ষায় অপরত্ব এবং সেই পরত্ব ও অপরত্বের উৎপাদক সংযোগের বিভু আশ্রয়রূপে কাল সিদ্ধ হয়। (সেক্ষেত্রে) পরত্ব ও অপরত্বের প্রতি সমবায়িকারণ হল দুটি পিণ্ড।

বিবৃতি – দৈনন্দিন জীবনে আমরা জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ প্রভৃতি সহায়ে ব্যবহার সম্পাদন করে থাকি। এই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিষয়টি অপেক্ষাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই অপেক্ষাবুদ্ধির প্রতি কারণ হয় কাল বা সময়। সময় আছে বলেই তাদৃশ বুদ্ধি উৎপন্ন

---

[१९३] ष्ट

[१९४] वु

[१९५] ष्ट

[१९६] वुद्धि

হয়। যেমন- রাম লক্ষণের থেকে জ্যেষ্ঠ, লক্ষণ রামের থেকে কনিষ্ঠ অর্থাৎ রামে পরত্বের ও লক্ষণে অপরত্বের জ্ঞান হয়েছে। এই পরত্ব-অপরত্ব ভাবরূপ কার্য পদার্থ হওয়ায় তার সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ থাকে। পরত্ব-অপরত্ব রামাদিতে সমবায়সম্বন্ধে উৎপন্ন হওয়ায় তা সমবায়িকারণ। নিমিত্তকারণ হয় অপেক্ষাবুদ্ধি।

(13 b) तदधिकरणकालपूर्वकालोत्पन्नत्व**बु**[१९७]द्धिस्तदवधिकपरत्वे तदुत्प**त्त्य**[१९८]धिकरण-कालोत्तरकालोत्पन्नत्व**बु**[१९९]द्धिस्तदवधिकापरत्वे निमित्तम्। पिण्डसंयोगोऽसमवायि-कारणम्। असमवायिकारणपिण्डानुयोगिकसंयोगाश्रयतया विभुद्रव्यं सिद्ध्यति। जन्यद्रव्यमात्रे प्रायः परत्वाद्युत्पत्तिसम्भवेन तत्संयोगस्याऽव्यापकेष्व**सम्भवात्,**[२००] ईश्वरस्य प्रत्येकं जीवैः सह विनिगमना**विरहात्,**[२०१] आकाशस्य श**ब्द**[२०२]जनकत्वेन सिद्धत्वाद्दिशश्च तद्विलक्षणपरत्वाद्यसमवायिकारणसंयोगाश्रयत्वेन सिद्धत्वाद्धर्मिग्राहकमानेनातिरिक्त-समयसिद्धिः। स चैको **वि**[२०३]भुर्नित्यश्च। वर्त्तमानादिः क्षणघटिकामुहूर्त्तयामदिनपक्ष-

---

[१९७] वु

[१९८] त्य

[१९९] वु

[२००] सम्भवात्।

[२०१] विरहात्।

[२०२] व्द

[२०३] बि

মাসত্ব[২০৪]যনবর্ষাদির্ব্যবহার**শ্চোপাধি**[২০৫]ভেদাৎ। ক্ষণশ্চ স্বজন্যবিভাগপ্রাগভাবা-বচ্ছিন্নকর্মাদিঃ। এবং তাবদ্ভিঃ **ক্ষণাদিভিঃ**[২০৬] ঘটিকাদেঃ পুরাণোক্তরীত্যা ব্যবহারো বোধ্যঃ।

অনুবাদ - তদধিকরণকালের পূর্বকালে উৎপন্ন বুদ্ধি তদবধিকপরত্বের প্রতি এবং তদুৎপত্ত্যধিকরণ কালের পরবর্তী কালে উৎপন্ন বুদ্ধি তদবধিক অপরত্বের প্রতি নিমিত্ত (কারণ হয়)। পিণ্ডসংযোগ হল অসমবায়িকারণ। অসমবায়িকারণ যে সংযোগ, যে সংযোগের অনুযোগী হয় পিণ্ড, সেই সংযোগের আশ্রয়রূপে বিভুদ্রব্য সিদ্ধ হয়। প্রায় প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যেই পরত্বাদির উৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় সেই সংযোগের (অর্থাৎ অসমবায়িকারণস্বরূপ পিণ্ডানুযোগিক সংযোগের) অব্যাপকপদার্থ (অর্থাৎ কার্য পৃথিবী, কার্য জল, কার্য তেজ, কার্য বায়ু) আশ্রয় না হওয়ায়, সেই সংযোগের আশ্রয় ঈশ্বর বা কোনও জীবই হতে পারে না - বিনিগমনার (অর্থাৎ একটি পক্ষ সমর্থনকারী যুক্তির) অভাব হেতু, শব্দজনকত্বরূপে আকাশের সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্(অর্থাৎ কালকৃতপরত্বাদির থেকে) বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দৈশিকপরত্বাদির (জনক) অসমবায়িকারণরূপ সংযোগের আশ্রয় রূপে দিকের সিদ্ধ হওয়ায় (পরত্বাদির উৎপাদক অসমবায়িকারণস্বরূপ পিণ্ডানুযোগিক সংযোগের আশ্রয়রূপে) ধর্মির গ্রাহক প্রমাণের দ্বারা অতিরিক্ত সময় (অর্থাৎ কাল নামক দ্রব্য) -এর সিদ্ধি হয়। তা এক, বিভু ও নিত্য। বর্তমান প্রভৃতি ক্ষণ, ঘটিকা, মুহূর্ত্ত, যাম, দিন, পক্ষ, মাসত্ব, অয়ন ও বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহার উপাধিভেদে হয়ে থাকে। ক্ষণ হল স্বজন্যবিভাগের যে প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন কর্ম প্রভৃতি। এইভাবে সেই সমস্ত ক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা ঘটিকা প্রভৃতির ব্যবহার পুরাণে কথিত রীতি অনুসারে বুঝতে হবে।

---

[২০৪] মাসত্বা

[২০৫] শ্চোপা

[২০৬] ক্ষণাদিভি

বিবৃতি – কাল অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে। 'এখন', 'তখন' প্রভৃতি প্রয়োগের দ্বারা আমাদের কালের জ্ঞান হয়ে থাকে। গ্রন্থকার কালিক পরত্ব-অপরত্বের উৎপাদক সংযোগের আশ্রয়রূপে কালের সিদ্ধি দেখিয়েছেন। এখানে গ্রন্থকার পরিশেষ অনুমানের দ্বারা পূর্বোক্ত সংযোগের আশ্রয়রূপে কালকে স্বীকার করেছেন। পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু সেই সংযোগের আশ্রয় হতে পারে না।

এখানে ধর্মিগ্রাহকমানের কথা বলা হয়েছে। 'ধর্মিগ্রাহকমান' কথার অর্থ ধর্মিজ্ঞানের জনক প্রমাণ। ধর্ম তার আশ্রয় ধর্মীকে ছেড়ে থাকে না। এখানেও পরত্বাদির জনক অসমবায়িকারণ সংযোগ হল ধর্ম। তা তার আশ্রয় ধর্মীকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই এখানে সেই সংযোগের আশ্রয়রূপে কালকে স্বীকার করা হয়েছে।

(14 a) खण्डप्रलयत्वं तु जन्यद्रव्यानधिकरणत्वे सति गन्धाधारसमयत्वम्। महाप्रलयत्वं तु गन्धाऽनाधार**स**[२०७]मयत्वम्। स च **कालः**[२०८]संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवान्। परत्वादिविशेषासमवायिकारणसंयोगाश्रयविभुत्वं **दिक्त्वम्**[२०९]। स्वदूरदेशे **कनिष्ठेऽपि**[२१०] स्वविप्रकृष्टत्व**बु**[२११]द्धिर्जायते स्वसमीपदेशे **स्थविरेऽपि**[२१२] सन्निहितत्व**बु**[२१३]द्धिर्जायते। न च

---

[२०७] सु

[२०८] काल

[२०९] दिक्त्वंम्

[२१०] कनिष्ठेपि

[२११] वु

[२१२] स्थविरेपि

[२१३] वु

सा कालिकविपरत्वाभ्यां सम्भवतीति विलक्षणपरत्वापरत्वे तद्-**बु**[२१४]द्धिविषयौ। अत्र च तादृशपरत्वादौतद्विप्रकृष्टत्वादि**बु**[२१५]**द्धिर्निमित्तं**[२१६] पिण्डः समवायि, **पिण्ड**[२१७]**दिक्संयो-गोऽसमवायि। तदाश्रयत्वं**[२१८] चोक्तरीत्या विभोर्द्दिश एवेति। सा च लाघवादेका विभुर्नित्या च। उपाधिभेदान्नाना। तथा **हि**[२१९] तदपेक्षयोदयाचलसन्निहितादिक् प्राची, अस्ताचल-**सन्निहिता**[२२०] प्रतीची, मेरुसन्निहितोदीची, **तद्व्यवहिता**[२२१]ऽवाचीत्यादिस्वयमूह्यम्।

অনুবাদ - খণ্ডপ্রলয়ত্ব হল উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকরণ না হয়ে গন্ধের আশ্রয়রূপ সময়। মহাপ্রলয়ত্ব হল গন্ধের অনাশ্রয়রূপ সময়। সেই কাল সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ – এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট হয়। পরত্বাদি বিশেষের অসমবায়িকারণ যে সংযোগ, তার আশ্রয় যে বিভুত্ব তাই হল দিক্ত্ব। নিজের থেকে দূরদেশে বর্তমান কনিষ্ঠে বিপ্রকৃষ্টত্ব বুদ্ধি (অর্থাৎ দূরে আছে এমন জ্ঞান) হয়, আবার নিজের সমীপ স্থানে বর্তমান স্থবিরে (অর্থাৎ বৃদ্ধে) সন্নিহিতত্ববুদ্ধি (অর্থাৎ কাছে আছে এমন জ্ঞান) হয়। সেটি কালিক পরত্ব ও অপরত্বের দ্বারা হয় না, তাই বিলক্ষণ পরত্ব ও অপরত্ব সেই বুদ্ধির বিষয় হয়। এখানে সেইরকম পরত্ব প্রভৃতির প্রতি তদ্বিপ্রকৃষ্টত্ব জ্ঞান নিমিত্ত (কারণ হয়), পিণ্ড হল সমবায়ি (কারণ) এবং পিণ্ডের সহিত দিকের সংযোগ হল

---

[२१४] वु

[२१५] वु

[२१६] द्धिनिमित्तं

[२१७] पिड

[२१८] दिक्संयोगोश्रयत्वं

[२१९] हि।

[२२०] संन्निहिता

[२२१] तद्व्यहिता

অসমবায়িকারণ – এইভাবে বিলক্ষণ পরত্ব-অপরত্ব বিভু দিকের থেকেই (অর্থাৎ দিক্ আছে বলেই) হয়। সেটি লাঘব বশত এক, বিভু ও নিত্য। উপাধিভেদে অনেক। তার অপেক্ষায় উদয়াচলের সন্নিহিত দিক্ প্রাচী, অস্তাচলের সন্নিহিত দিক্ প্রতীচী, মেরুপ্রদেশের সন্নিহিত দিক উদীচী এবং মেরুপ্রদেশের থেকে ব্যবহিত দিক অবাচী এইরকম নিজেকে বুঝে নিতে হবে।

বিবৃতি – ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহার প্রক্রিয়া সর্বদা বর্তমান এবং সে বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ – *ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ত্*[৫১] অর্থাৎ বিধাতা পূর্বকল্পের সৃষ্টি অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করেন। অথবা *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*[৫২] অর্থাৎ যেখান থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়। এই সংহার বা প্রলয়কে শাস্ত্রে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে– খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়। যখন সমস্ত কার্য দ্রব্যের নাশ হয়, তাকে খণ্ডপ্রলয় এবং যখন সমস্ত ভাব কার্যের নাশ হয়, তাকে মহাপ্রলয় বলা হয়।[৫৩] যদিও মহাপ্রলয়কে অনেক ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণ স্বীকার করেননি।[৫৪] *মীমাংসাদর্শনে*ও সংসারের প্রবাহনিত্যতা স্বীকৃত হওয়ায় খণ্ডপ্রলয় স্বীকৃত হলেও মহাপ্রলয় স্বীকৃত হয়নি।[৫৫]

(14 b) सा च संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवती। ज्ञानवानात्मत्वजातिमान् वा आत्मा। स **द्विधा**[२२२] जीव ईश्वरश्च। जीवश्चाहमिति प्रत्ययवेद्यो नाना विभुर्नित्यश्च। एकत्वे सुखित्वदुःखित्वमुक्तत्व-बद्धत्वादिवैचित्र्यानुपपत्तेः। अणुत्वे सर्वशरीराधिष्ठानानुपपत्तेः। मध्यमपरिमाण**वत्त्वे**[२२३] सावयवत्वाऽनित्यत्वापत्तेः। अनित्यत्वे कृतहानाऽकृताभ्याग-मप्रसङ्गात्। तथा **प्राग्जन्म**[२२४]देहादिनाशे तज्जन्मकृतादृष्टादेः नाशः, **पर**[२२५]जन्मनि

---

[२२२] द्विधा।

[२२३] त्वे

[२२४] प्राग्जजन्म

[२२५] प्र

भोगस्याऽकस्मिकत्वं चाभ्युपगन्तव्यं स्यात्। किं च **बा**[२२६]लस्य स्तनपानादौ प्रवृत्तिरिष्टसाधनताधीसाध्या। सा च धीस्तस्याः स्मृतिरूपैव वाच्या। स्मृतिश्च समानाधिकरणानुभवसाध्येति **पूर्वजन्माऽनुभव- < आश्रय > -स्यैव** परजन्मनि स्मरणम्। एवं तत्तत्पूर्वजन्मन्यपीत्यनादित्व**म**[२२७]नादेर्भावस्य च न नाश इत्यनादिनिधनत्वमात्मन इति। तत्र च संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्म-भावनाश्चतुर्दशगुणाः।

অনুবাদ – সেটি (অর্থাৎ দিক্) সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ – এইসমস্ত গুণ বিশিষ্ট(হয়)। জ্ঞানবিশিষ্ট বা আত্মত্বজাতিবিশিষ্ট হল আত্মা। সেই (আত্মা) দুইপ্রকার – জীব ও ঈশ্বর। 'অহম্' - এই আকারের জ্ঞানের দ্বারা বোধ্য জীব (অর্থাৎ জীবাত্মা) হল অনেক, বিভু ও নিত্য। (জীবের) একত্ব (স্বীকৃত) হলে সুখী, দুঃখী, মুক্ত ও বদ্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয় না (তাই জীবের বহুত্ব স্বীকৃত হয়েছে)। (জীবের) অণু পরিমাণ (স্বীকৃত) হলে সমস্ত শরীর ব্যাপী (তার) আশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। মধ্যম পরিমাণ স্বীকৃত হলে (জীবাত্মা) অবয়বযুক্ত ও অনিত্য - এই আপত্তি ওঠে। (জীবাত্মার) অনিত্যত্ব স্বীকৃত হলে কৃতহান (কৃত কর্মের ফলপ্রাপ্তি না হওয়া) ও অকৃতাভ্যাগম (অকৃত কর্মের ফলপ্রাপ্তি) রূপ (দোষের) প্রসক্তি হয়। তাই পূর্বজন্মের দেহাদির নাশ হলে সেই জন্মের অদৃষ্ট প্রভৃতিরও নাশ এবং পরজন্মে ভোগে (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে) আকস্মিকত্ব স্বীকার করতে হবে। আরও কথা হল শিশুর স্তনপান প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়। সেই বুদ্ধিকে স্মৃতিরূপেই স্বীকার করতে হয়। স্মৃতি (নিজের) সমানাধিকরণ অনুভব থেকে উৎপন্ন হয় – এই হেতু পূর্ব জন্মের অনুভবেরই পরজন্মে স্মরণ হয়। এইপ্রকার পূর্ব পূর্ব জন্মেও (স্মরণ)

---

[২২৬] বা

[২২৭] ন

হয়, তাই (আত্মার) অনাদিত্ব (সিদ্ধ) সঙ্গত হয় এবং অনাদি ভাব বস্তুর নাশ না হওয়ায় আত্মার অনাদিনিধনত্ব সিদ্ধ (হয়)। সেখানে (অর্থাৎ আত্মায়) সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ ,ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা – এই চতুর্দশ প্রকার গুণ থাকে।

বিবৃতি – ভারতীয় দর্শনে প্রতিপাদিত বস্তুগুলির মধ্যে আত্মা অন্যতম। কিন্তু সেই আত্মার স্বরূপ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বেদান্ত দর্শনে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মা উল্লিখিত হয়েছে। জ্ঞান আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। এই আত্মার পরিমাণ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। জৈন দার্শনিকগণ আত্মার মধ্যম পরিমাণ, বিশিষ্টাদ্বৈতীগণ অণু পরিমাণ এবং নৈয়ায়িকগণ বিভু পরিমাণ স্বীকার করেন। আত্মা অণু পরিমাণবিশিষ্ট হলে সমস্ত শরীরে তার অবস্থান স্বীকার করা যায় না। এর ফলে শরীরের সমস্ত অংশে অনুভূত সুখ-দুঃখাদির অনুভূতির কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মাকে মধ্যম পরিমাণ বললে আত্মা অবয়বযুক্ত ও অনিত্য হয়ে পড়ে। কারণ, জৈনদর্শন মতে আত্মার দ্রব্য ও পর্যায় – এই দুটি ভাগ আছে। দ্রব্যভাগটি অপরিবর্তিত থাকে। অন্যটি পরিবর্তিত হয়। এই পর্যায় অংশটি মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট হয়। এর ফলে আত্মা পরিবর্তনশীল হওয়ায় আত্মাকে অনিত্য স্বীকার করতে হবে। অনিত্য আত্মা স্বীকার করলে কৃতহান ও অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ কর্মফল প্রাপ্তির নিয়ম বিঘ্নিত হবে। আত্মা অনিত্য হওয়ায় পরজন্মে কৃত কর্মের ফলভোগের জন্যও কেউ থাকবে না। আবার শরীর গ্রহণের পূর্বে যদি আত্মা না থাকে তাহলে কর্ম না করেই ফলভোগ করতে হবে, যেহেতু ফলভোগের জন্য শরীর ধারণ করতে হয়। এর ফলে ভালো কর্ম করেও ভালো ফল পাওয়া যাবে না। আবার কর্ম না করেও ফলভোগ হয়ে যাবে। আর পর্যায়ভাগ এবং দ্রব্যভাগকে ভিন্নরূপে স্বীকার করলে পর্যায়ভাগেই পরিবর্তন হওয়ায় আত্মাকে মধ্যম পরিমাণবিশিষ্টই বলা যাবে না। তাই মধ্যম পরিমাণের সিদ্ধান্তটিও যথাযথ নয়। এই কারণে ন্যায়দর্শনে আত্মাকে বিভুরূপে স্বীকার

করা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে আত্মাকে অনেক বলা হয়েছে। একটিমাত্র আত্মা স্বীকার করলে একই সময়ে একই স্থানে বর্তমান মানুষের সুখানুভব ও দুঃখানুভবের সঙ্গতি পাওয়া যায় না। এবং এই জগতে কেউ মুক্ত বা কেউ বদ্ধই হবে না, যেহেতু একজন মুক্ত হলে সবাই মুক্ত। একজন বদ্ধ হলে সবাই বদ্ধ। তাই আত্মাকে বিভু ও অনেক স্বীকার করতে হবে। আত্মার অনেকত্ব স্বীকার করলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়।

(15 a) **ई**[२२८]श्वरस्तु "द्यावाभूमी जनयन् देव एको" "विश्वस्य **{कर्ता भुवनस्य}**[२२९] गोप्ते"त्यादिश्रुतिसिद्धो लाघवादेको **विभुः**[२३०] नित्यः। संख्यापरिमाणपृथक्त्व-संयोगविभाग**बु**[२३१]द्धीच्छा**प्रयत्नाः अष्टगुणाः**[२३२]। **किन्तु**[२३३] तस्य **बु**[२३४]द्धीच्छाप्रयत्ना नित्याः। मनस्त्वजातिमन्निःस्पर्शाणुत्ववद्वा मनः। "युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्।" तच्च नित्यं नाना च। संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्ववेगवच्च। उक्तानि द्रव्याणि। तमस्तु प्रभाविरहो, न द्रव्यम्। रूपत्वजातिमद्रूपम्। तच्च श्वेतरक्तपीतहरितनीलकृष्णचित्रभेदात्सप्तविधम्। तदपि द्विविधम्। उद्भूतमनुद्भूतं च। पुनर्द्विविधं पाकजमपाकजं च। पृथिव्यां सर्वमनित्यं च।

---

[२२८] इ

[२२९] মূল মন্ত্রটিতে এই পাঠ রয়েছে।

[२३०] विभु

[२३१] वु

[२३२] प्रयत्नाष्टगुणः

[२३३] कितु

[२३४] वु

অনুবাদ - 'দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ', 'বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা' ইত্যদি শ্রুতিসিদ্ধ এবং লাঘববশত এক, বিভু ও নিত্য ঈশ্বর (স্বীকার করতে হয়)। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন – এই আট প্রকার (ঈশ্বরের) গুণ। কিন্তু তার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন (হল) নিত্য। মনস্ত্বজাতিবিশিষ্ট বা স্পর্শহীন ও অণুপরিমাণবিশিষ্ট হল মন। যুগপৎ (অর্থাৎ একই ক্ষণে একটি আত্মাতে অনেক) জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া হল মনের লিঙ্গ (এই হল ন্যায়সূত্র)। সেটি (অর্থাৎ মন) নিত্য ও অনেক। মন সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ – এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট হয়। উক্ত (পদার্থগুলি) দ্রব্য। অন্ধকার প্রভার (অর্থাৎ আলোর) অভাব, তা দ্রব্য নয়। রূপত্ব জাতিবিশিষ্ট হল রূপ। সেটি শ্বেত, রক্ত, পীত, হরিত, নীল, কৃষ্ণ ও চিত্র – এই সাত প্রকার। সেগুলিও আবার দুই প্রকার – উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত। পুনরায় দুই প্রকার – পাকজ ও অপাকজ। পৃথিবীতে সব রূপই থাকে ও সেগুলি অনিত্য (হয়)।

বিবৃতি – নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করেন। তারা আগম প্রমাণও ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রদর্শন করেন। তাই উল্লিখিতি হয়েছে – *দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ*[৫৬] অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য এক মহেশ্বর (ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করল)। *বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা*[৫৭] অর্থাৎ বিশ্বের কর্তা ও বিশ্বের পালয়িতা। এইপ্রকার আরও শ্রুতি রয়েছে যেগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ। যেমন – *ঈশ্বরমুপাসীত, যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিত্, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ*[৫৮], *সোঽকাময়ত*[৫৯] ইত্যাদি।

জ্ঞানের উৎপত্তিতে মন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ বর্তমান থাকলেও মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না থাকলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আবার মনের সহিত সংযোগ থাকলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই জ্ঞানের উৎপত্তির ক্রমে বলা হয়েছে– *আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মনঃ ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেন, ততঃ প্রত্যক্ষমিতি*[৬০]। অতএব মন নামক পদার্থকে স্বীকার করতেই হবে। এই মন অণু পরিমাণবিশিষ্ট। মনকে বিভুরূপে

স্বীকার করা যায় না। যদি বিভুরূপে স্বীকার করা হত তাহলে জগতে সর্ববিধ বস্তুর জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হবে, যেহেতু বিভু মনের সহিত সমস্ত পদার্থের সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই মনকে বিভু বলা যাবে না। মধ্যম পরিমাণবিশিষ্টরূপে স্বীকার করলে মন অনিত্য হয়ে যাবে। মনকে অণু পরিমাণবিশিষ্টরূপে স্বীকার করলেই ক্রমিক জ্ঞানের বিষয়টি সঙ্গত হবে।

মীমাংসাদর্শনে তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারকে নয় প্রকার দ্রব্যের অতিরিক্ত দ্রব্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬১] কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অন্ধকারকে পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকার করেন না। তাদের মতে আলোর অভাবই অন্ধকার – 'তমস্তু প্রভাবিরহঃ'। তাই অন্ধকার বা তমঃ অভাবপদার্থের অন্তর্গত হয়ে যায়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে রূপ অন্যতম। এই রূপ সাত প্রকার। কিন্তু এখানে রূপের বিভাগে অল্প বৈলক্ষণ্য দেখা যাচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কৃষ্ণ' বর্ণ বোঝাতে 'নীল' শব্দের প্রয়োগ হয়। কিন্তু গ্রন্থকার পৃথকভাবে 'নীল' ও 'কৃষ্ণ' দুটি শব্দেরই উল্লেখ করেছেন।

(15 b) जलतेजसोस्तु शुक्लं, नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यं च। रसत्वजातिमान् **रसः**[२३५]। स च मधुरतिक्तकटुकषायाम्लक्षारभेदात् षड्विधः। स द्विविध उद्भूतोऽनुद्भूतश्च। पुनर्द्विविधः **पाकजोऽपाकजश्च**[२३६]। पृथिव्यां सर्वोऽनित्यश्च। जले मधुर एव। स च नित्ये

---

२३५ सः

२३६ पाकजोपाकजश्च

< नित्ये > नित्योऽनित्येऽनित्यः। गन्धत्वजातिमान् गन्धः। स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च। पुन[237]र्द्विविधः **पाकजोऽपाकजश्च।**[238] पुनर्द्विविध उद्भूतोऽनुद्भूतश्च। **सर्वोऽपि**[239] पृथिव्यामे- **< व >** -वानित्यश्च। स्पर्शत्वजातिमान्स्पर्शः। स त्रिधा। शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्। चित्रस्पर्शमपि केचिदिछन्ति। स्पर्शो द्विधा नित्योऽनित्यश्च। पुनर्द्विधा पाकजोऽ**पा**[240]कजश्च। पुनर्द्विधोद्भूतोऽनुद्भूत**श्च**[241]। कठिनकोमल**{श्चेत्यपि}**[242] वदन्ति। शीतः पयसि नित्ये नित्योऽनित्येऽनित्यः। उष्णस्तेजसि नित्ये नित्योऽन्योऽनित्यः। अनुष्णाशीतः पृथिवीवाय्वोः।

অনুবাদ - জল ও তেজের (রূপ) শুক্ল। নিত্যগত (অর্থাৎ নিত্য জলগত ও নিত্য তেজোগত শুক্লরূপ) হল নিত্য এবং অনিত্যগত (অর্থাৎ অনিত্য জলগত ও অনিত্য তেজোগত শুক্লরূপ) হল অনিত্য। রসত্বজাতিবিশিষ্ট রস। সেই রস মধুর, তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল ও কষায় – এই ছয় প্রকার। সেটি দুই প্রকার – উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত। পুনরায় দুই প্রকার – পাকজ ও অপাকজ। পৃথিবীতে সব রসই থাকে এবং তা অনিত্য। জলে মধুর রস (থাকে)। সেটি (অর্থাৎ মধুর রস) নিত্যপদার্থে (থাকলে) নিত্য এবং অনিত্য পদার্থে অনিত্য। গন্ধত্ব জাতিবিশিষ্ট (হয়) গন্ধ। সেটি দুই প্রকার – সুরভি ও অসুরভি। পুনরায় দুই প্রকার – পাকজ ও অপাকজ। পুনরায় দ্বিবিধ – উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত। সবগুলি পৃথিবীতে থাকে ও তা হল অনিত্য। স্পর্শত্বজাতিবিশিষ্ট

---

[237] व

[238] पाकजोऽपाकजश्च

[239] सर्वोपि

[240] प

[241] श्चा

[242] পুঁথিতে श्चेत्य – ছিল, যার ফলে অর্থবোধ হচ্ছিল না।

স্পর্শ। সেটি তিন প্রকার – শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত। কেউ কেউ চিত্রস্পর্শ স্বীকার করেন। স্পর্শ দুই প্রকার – নিত্য ও অনিত্য। পুনরায় দুই প্রকার- পাকজ ও অপাকজ। কঠিন ও কোমল (এই বিভাগ) কেউ কেউ স্বীকার করেন। নিত্য জলে শীতস্পর্শ নিত্য এবং অনিত্য জলে শীতস্পর্শ অনিত্য। নিত্য তেজে নিত্য উষ্ণস্পর্শ এবং অনিত্য তেজে অনিত্য উষ্ণস্পর্শ থাকে। পৃথিবী ও বায়ুতে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ থাকে।

বিবৃতি- রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ – এই চার প্রকার গুণ উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার হয়। এই উদ্ভূত কথার অর্থ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ধর্মবিশেষবিশিষ্ট।[৬২] প্রাচীন ন্যায়ে উদ্ভূতত্ব একটি জাতি, তার অভাব অনুদ্ভূতত্ব। নব্যনৈয়ায়িকগণ অনুদ্ভূতত্বকে জাতি এবং তার অভাবকে উদ্ভূতত্ব বলেছেন।[৬৩] শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীতভেদে স্পর্শ তিন প্রকার। কিন্তু কোনো কোনো নৈয়ায়িক চিত্রস্পর্শ স্বীকার করেছেন।[৬৪] আবার কেউ কঠিনত্ব ও কোমলত্বকে স্পর্শের বিভাগ স্বীকার করেন এবং সেগুলির পৃথিবীবৃত্তিত্ব স্বীকার করেন।[৬৫] কিন্তু অনেকে সেগুলিকে অবয়বসংযোগবিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[৬৬]

(16 a) पृथिव्यामेव पाकजः सर्वश्चानित्यः। वायौ तु नित्ये **नित्योऽनित्येऽनित्यः**[२४३]। संख्यात्वजातिमती संख्या सकलद्रव्यवृत्तिः। तत्रैकत्वं नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्। द्वित्वादिस्तु परार्द्धान्ता सर्वाप्यनित्या। **तथाहि**[२४४] घटद्वयादौ चक्षुरादिसंयोगाद-**यमेकोऽयमेक**[२४५] इत्यादिरपेक्षाबुद्धिः।१। ततो द्वित्वादिकमुत्पद्यते ।२। ततो

---

[२४३] नित्योऽनित्येनित्यः

[२४४] तथाहि।

[२४५] यमेकोयमेक

द्वित्वत्वादिनिर्विकल्पकम् ।३। ततो द्वाविमावित्यादिविशिष्ट**बु**[२४६]द्धिरपेक्षा**बु**[२४७]द्धेर्नाशश्च भवति। तत्र घटद्वयादिवृ**त्त्ये**[२४८]कत्वद्वयादि**कं**[२४९]त्वसमवायिकारणम्। अपेक्षा**बु**[२५०]द्धिर्निमि**त्तम्**[२५१]। घटद्वयादिकं समवायि। अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च द्वित्वादिनाशः। अत एवापेक्षा**बु**[२५२]द्धेः क्षणत्रयावस्थायित्वमिष्यते। अन्यथा निर्विकल्पकसमयेऽपेक्षा**बु**[२५३]द्धिनाशाद्द्वित्वस्यैव नाशे तत्प्रत्यक्षं नस्यात्। केचित्तु प्रथमक्षणेऽपेक्षा**बु**[२५४]द्धिस्ततो द्वित्वादिकं ततो द्वित्वादिनिर्विकल्पकं ततो द्वित्वादिसविकल्पकं ततो द्वावित्यादि**बु**[२५५]द्धिरित्यपेक्षा**बु**[२५६]द्धेः क्षणचतुष्टयावस्थायित्वमेष्टव्यमित्याहुः।

অনুবাদ - শুধুমাত্র পৃথিবীতে সমস্ত (রূপাদিচতুষ্টয় গুণ) পাকজ এবং অনিত্য। (পরমাণুস্বরূপ) নিত্য বায়ুতে নিত্য (গুণ) থাকে এবং (কার্যভূত) অনিত্যবায়ুতে অনিত্য (গুণ) থাকে। সংখ্যাত্বজাতিবিশিষ্ট হল সংখ্যা, তা সকল দ্রব্যে অবস্থান করে। তার মধ্যে নিত্যপদার্থগত একত্ব সংখ্যা নিত্য ও অনিত্য পদার্থগত একত্ব সংখ্যা হল অনিত্য। দ্বিত্ব থেকে পরার্দ্ধ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা অনিত্য। তাই 'ঘটদ্বয়' প্রভৃতিতে চক্ষু

---

२४६ वु

२४७ वु

२४८ त्ये

२४९ क

२५० वु

२५१ तं

२५२ वु

२५३ वु

२५४ वु

२५५ वि

२५६ वु

প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ 'অয়ম্ একঃ', 'অয়ম্ একঃ' এই আকারে অপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং এই অপেক্ষাবুদ্ধি থেকেই দ্বিত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। সেখান থেকে দ্বিত্বত্ব প্রভৃতি নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়। তারপর 'এই দুটি' (দ্বাবিমৌ) এই আকারের বিশিষ্টবুদ্ধি হয় এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হয়। ঘটদ্বয়ে বর্তমান 'দুটি একত্ব' হল অসমবায়িকারণ। অপেক্ষাবুদ্ধি হল নিমিত্তকারণ। ঘটদ্বয় হল সমবায়িকারণ, অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদির নাশ হয়। তাই অপক্ষোবুদ্ধির তিন ক্ষণ স্থায়িত্ব স্বীকৃত হয়। অন্যথা নির্বিকল্পক সময়ে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বের নাশ হলে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হবে না। কারো কারো মতে প্রথমক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধি, তারপর দ্বিত্ব প্রভৃতি, তারপর দ্বিত্ব প্রভৃতির নির্বিকল্পক জ্ঞান, তারপর দ্বিত্ব প্রভৃতির সবিকল্পক জ্ঞান, তারপর 'দ্বৌ' এই আকারে অপেক্ষাবুদ্ধির চারক্ষণ পর্যন্ত স্থায়িত্ব স্বীকৃত হয়।

বিবৃতি – পাক কথার অর্থ বিজাতীয় তেজঃসংযোগ। এই তেজঃসংযোগের ফলেই রূপাদি পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ পাক থেকেই উৎপন্ন হয়, তাই সেগুলি অনিত্য। যেমন– সূর্যালোকরূপ তেজঃসংযোগের প্রভাবে কাঁচা আমে পীত রূপের উৎপত্তি হয়, অম্ল রস থেকে মধুর রস উৎপন্ন হয়।

বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত মূল সিদ্ধান্তের মধ্যে দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। দ্বিত্বসংখ্যার উৎপত্তিতে অপেক্ষাজ্ঞান আবশ্যক। 'অয়ম্ একঃ', 'অয়ম্ একঃ' – এই আকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে অপেক্ষাবুদ্ধি বলা হয়। এখন আমরা দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে কোনো দ্রব্যদ্বয় চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হলে সেই দ্রব্যের মধ্যে সমবেত একত্ব সংখ্যাদ্বয়ের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে অপেক্ষাবুদ্ধি বলে। এই অপেক্ষাবুদ্ধি হলে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়। এই দ্বিত্বের প্রতি সমবায়িকারণ হয় দ্রব্যদ্বয়, অসমবায়িকারণ হয় দ্রব্যদ্বয়ে বর্তমান দুটি একত্ব এবং নিমিত্তকারণ হয় ওই অপেক্ষাজ্ঞান। দ্বিত্ব উৎপন্ন হলে পরবর্তী ক্ষণে দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞানের পর দ্বিত্বের সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই

সবিকল্পক জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণেই অপেক্ষাবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। তাই অপেক্ষাবুদ্ধির তিন ক্ষণ স্থায়িত্ব স্বীকার করা হয়। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে উৎপন্ন জ্ঞান সাধারণত দ্বিক্ষণ স্থায়ী হয়। একমাত্র অপেক্ষাবুদ্ধি ক্ষণত্রয় বর্তমান থাকে। যদি অপেক্ষাবুদ্ধিকে তিনক্ষণ স্থায়ী স্বীকার না করা হয় অর্থাৎ দ্বিক্ষণস্থায়িত্ব স্বীকার করা হয়, তবে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষই হবে না। তাই দ্বিত্বের প্রত্যক্ষত্ব সুস্থির রাখার জন্য অপেক্ষাবুদ্ধির চতুর্থক্ষণে বিনাশ স্বীকার করা হয়।

(16 b) तन्न स्यात् **(?)** । अपेक्षणेऽपेक्षा**बु**[२५७]द्धेश्च द्वित्वत्वादिनिर्विकल्पकादेव नाशः। द्वित्वादेश्चानन्तरमनुपलम्भेनापेक्षा**बु**[२५८]द्धिनाशनाश्यत्वाभ्युपगम इति। अत्र च यद्यपि द्वित्वादेः[२५९] प्रत्येकं घटादौ समवायो गुणत्वात् तथापि प्रत्येकविशेष्यतया न द्वित्वादिविशिष्ट**बु**[२६०]द्धिरेको द्वावित्यननुभवाद्द्वयोर्द्वावित्यनुभवाच्च द्व्यादौ द्वित्वादेः पर्याप्त्याख्यः सम्बन्धोऽपरः स्वीक्रियते। अन्यथैकत्वद्व्यादिना द्वावित्यादिप्रत्ययोपपत्ते-र्द्वित्वादिसिद्धिरेव न स्यात्। ततश्च द्वित्वादिः संख्या सर्वापि व्यासज्यवृत्तिरिति। परिमाणत्वजातिमत्परिमाणम्**।** तच्च सकलद्रव्यवृत्ति**।** तच्चतुर्वि**धम्**[२६१]।

---

[२५७] वु

[२५८] वु

[२५९] द्वित्वादेः।

[२६०] वु

[२६१] धं

अणुमहद्दी[२६२]र्घह्रस्वत्वभेदात्। तच्च नित्यगतं नित्यमन्यदनित्यमाश्रयनाशनाश्यं च। पृथक्त्व[२६३]त्वजातिमत्पृथक्त्वम्।

অনুবাদ – (কিন্তু) তা হবে না। (বেশিক্ষণ) অপেক্ষা করলে দ্বিত্বত্বাদি নির্বিকল্পকজ্ঞানের নাশের পর অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হয়। পরক্ষণে দ্বিত্বাদির উপলব্ধি হয় না বলে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের দ্বারা (সবিকল্পক) দ্বিত্বের নাশ স্বীকৃত হয়। এখানে দ্বিত্বাদি গুণ হওয়ায় তা প্রত্যেকটি ঘটেই সমবায়সম্বন্ধে আছে। তবুও প্রত্যেকটিতে বিশেষ্যরূপে দ্বিত্বাদিবিশিষ্টবুদ্ধি হয় না। 'একঃ দ্বৌ'- এই অনুভব না হওয়ায় এবং 'দ্বয়ঃ দ্বৌ' – এইরকম অনুভব হওয়ায় দ্বিত্বাদি দ্বি-প্রভৃতিতে পর্যাপ্তিনামক ভিন্ন একটি সম্বন্ধ থাকে বলে স্বীকার করা হয়। অন্যথা দুটি একত্বের দ্বারা 'দ্বৌ' – এই জ্ঞান উপপন্ন হওয়ায় দ্বিত্বাদির সিদ্ধি হবে না। তাই দ্বিত্ব প্রভৃতি সমস্ত সংখ্যা সকল আশ্রয়ে ব্যাসজ্যবৃত্তিতে হয়। যা পরিমাণত্বজাতিবিশিষ্ট তাই হল পরিমাণ। তা সমস্ত দ্রব্যে থাকে। পরিমাণ চার প্রকার – অণুত্ব, মহত্ত্ব, দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব। নিত্য দ্রব্যে নিত্য পরিমাণ থাকে, তার থেকে ভিন্ন হয় অনিত্য পরিমাণ এবং তা আশ্রয়ের নাশের দ্বারা বিনষ্ট হয়। পৃথক্ত্বত্বজাতিবিশিষ্ট হল পৃথক্ত্ব।

বিবৃতি – অপেক্ষাবুদ্ধি চারক্ষণ স্থায়ী হয় এবং পঞ্চম ক্ষণে তা বিনাশ প্রাপ্ত হয় – এইরকম মত কোনো কোনো দার্শনিক স্বীকার করেন। তাদের মতে প্রথমে অপেক্ষাবুদ্ধি, তারপর দ্বিত্বের উৎপত্তি, তারপর দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান, তারপর দ্বিত্বের সবিকল্পক জ্ঞান, তারপর 'দ্বৌ ঘটৌ' এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'দ্বৌ ঘটৌ' – এইপ্রকার জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হয়।

---

[২৬২] দী

[২৬৩] কত্ব

দ্বিত্বসংখ্যা তার আশ্রয় প্রত্যেকটিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। তখন বলা হয় 'অয়ং দ্বিত্ববান্'। কিন্তু সেই দ্বিত্বসংখ্যা তার সমবায়িকারণদ্বয়ে মিলিতভাবে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে। তাই 'অয়ং দ্বৌ' প্রযুক্ত না হয়ে 'ইমৌ দ্বৌ'– এইরকম প্রয়োগ হয়, যেহেতু একটি কারণকে নিয়ে দ্বিত্বের আশ্রয় সম্পূর্ণ হয় না। তাই দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি বলা হয়। ব্যাসজ্য কথার অর্থ সমগ্র আশ্রয়কে অধিকার করে থাকা। দ্বিত্ব সংখ্যা তার সমস্ত আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে থাকে।

(17 a) सकलद्रव्यवृत्ति। **तद्द्विधा**[२६४] एकाश्रितमनेकाश्रितं च। आद्यं नित्यगतं नित्यम्। अन्यत्सर्वमनि**त्यम्**[२६५]। अवयवगतमेकपृथक्त्वमवयव्येकपृथ**क्त्वे**[२६६]समवायिकारणम्। द्वितीये तु समानाधिकरणैकपृथक्त्वद्वयादि तद्-**बु**[२६७]द्धिर्निमित्तकारणम्। तन्नाशाच्च द्विपृथक्त्वादेर्नाश इति। संयोगत्वजातिमान्संयोगः सकलद्रव्यवृत्तिः सर्वश्चानित्यः। सद्विधाकर्मजः संयोगजश्च। **आद्योऽपि**[२६८] द्विविधः। अन्यतरकर्मज उभयकर्मजश्चेति। आद्यो यथा श्येनशैलयोः संयोगः। द्वितीयो{यथा, मेषयोः कर्मणा तयोः संयोगः। संयोगजो यथा तरोः संयो}[२६९]गात्करेण भुजादिना कायादिना च तरोः संयोगः। विभागत्वजातिमान्

---

[२६४] तद्विधा।

[२६५] त्यंम्

[२६६] कत्वे

[२६७] वु

[२६८] आद्योपि

[২৬৯] গ্রন্থকার সংযোগকে দুভাগে ভাগ করেছেন, যথা – কর্মজসংযোগ এবং সংযোগজসংযোগ। কর্মজ সংযোগকে আবার দুইভাগে ভাগ করেছেন, সেগুলি হল - অন্যতরকর্মজ সংযোগ এবং উভয়কর্মজ সংযোগ। এরপর তিনি অন্যতরকর্মজ সংযোগের উদাহরণরূপে শ্যেনশৈল সংযোগকে উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ উভয়কর্মজন্য সংযোগের উদাহরণটি পুঁথিতে উল্লিখিত

विभागः। सकलद्रव्यवृत्तिः। सर्वश्चानित्यः। स द्विधा **कर्मजो**[২৭০] **विभागज**[২৭১]श्चेति। **कर्मजोऽपि**[২৭২]द्विधा अन्यतरकर्मज उभयकर्मजश्चेति। आद्यो यथा शैलादेरुड्डीनस्य श्येनादेर्विभागः। द्वितीयो यथाऽपसर्पतोर्मेषयोः। विभागजो द्विविधः। कारणमात्रविभागजन्यः कारणाकारणविभागजन्यश्चेति।

অনুবাদ – (পৃথক্ত্ব গুণ) সমস্ত দ্রব্যে (বর্তমান) থাকে। সেটি (অর্থাৎ পৃথক্ত্ব গুণ) দুই প্রকার – একটি পদার্থে আশ্রিত পৃথক্ত্ব ও অনেক পদার্থে আশ্রিত পৃথক্ত্ব। নিত্যপদার্থগত প্রথম প্রকারটি হল নিত্য। অন্যান্য সব অনিত্য। অবয়বগত একপৃথক্ত্ব অবয়বিগত একপৃথক্ত্বের অসমবায়িকারণ। দ্বিপৃথক্ত্বের প্রতি একই অধিকরণে বর্তমান দুটি একপৃথক্ত্ব হল (অসমবায়িকরণ), তার (অর্থাৎ সেই একপৃথক্ত্বদ্বয়ের) জ্ঞান হল নিমিত্তকারণ। তার (একপৃথক্ত্বদ্বয় জ্ঞানের) নাশে দ্বিপৃথক্ত্বের নাশ হয়। সংযোগত্ব জাতিবিশিষ্ট হল সংযোগ। তা সমস্ত দ্রব্যেই বর্তমান থাকে। সমস্ত সংযোগই অনিত্য। কর্মজন্য ও সংযোগজন্য ভেদে সেই সংযোগ দুইপ্রকার। প্রথম প্রকার (অর্থাৎ কর্মজন্য) সংযোগ আবার দুই প্রকার – অন্যতরকর্মজন্য ও উভয়কর্মজন্য। প্রথম প্রকার (অর্থাৎ অন্যতরকর্মজন্য সংযোগ), যেমন- বাজপাখি ও পর্বতের সংযোগ। দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ উভয়কর্মজন্য সংযোগ) হল {দুটি মেষের কর্মজন্য সংযোগ। সংযোগজ সংযোগ

হয়নি। এই উদাহরণ ব্যতিরেকে পুঁথিতে উল্লিখিত 'দ্বিতীয়ো' – এই শব্দটি যথাযথ হয় না। এবং 'দ্বিতীয়ো' বলে যে উদাহরণটি প্রদর্শিত হয়েছে, সেটি আসলে সংযোগজ সংযোগের খণ্ডিত উদাহরণ। তাই পুঁথিতে প্রাপ্ত এই অংশটিকে অক্ষুন্ন রেখে 'দ্বিতীয়ো' এবং 'গাত্' এই অংশদুটির মধ্যে *তর্কামৃত*[২৬৯] গ্রন্থানুসারে *যথা, মেষয়োঃ কর্মণা তয়োঃ সংযোগঃ । সংযোগজো যথা তরোঃ সংযো* – এই অংশটি সংযোজিত হয়েছে। এরফলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনসম্মত সিদ্ধান্তের সঙ্গে অবিরূদ্ধ একটি সংগত অর্থপূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়।

[২৭০] কর্মনো

[২৭১] বিভাগ

[২৭২] কর্মজোপি

হল বৃক্ষের সহিত হস্তের সংযোগের ফলে উৎপন্ন শরীরের সহিত বৃক্ষের সংযোগ।} বিভাগত্বজাতিবিশিষ্ট হল বিভাগ। তা সমস্ত দ্রব্যে বর্তমান। সমস্ত বিভাগই অনিত্য। সেই বিভাগ আবার দুই প্রকার – কর্মজ ও বিভাগজ। কর্মজ বিভাগও দুইপ্রকার – অন্যতর কর্মজ ও উভয় কর্মজ। প্রথম প্রকার (অর্থাৎ কর্মজবিভাগ), যেমন- পর্বত থেকে বাজ পাখি উড়ে গেলে যে বিভাগ হয়। দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ উভয়কর্মজন্য বিভাগ), যেমন- পরস্পরের থেকে সরে আসতে থাকা দুটি মেষের মধ্যে যে বিভাগ হয়। কারণমাত্র বিভাগজন্য ও কারণ-অকারণ বিভাগজন্য ভেদে বিভাগজ বিভাগ দুই প্রকার।

বিবৃতি – ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে অন্যতম হল পৃথক্ত্ব। যদিও নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি পৃথক্ত্বকে স্বীকার করেননি।[৬৭] তাঁর মতে অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই 'এটির থেকে ওটি পৃথক্' এই ব্যবহার সিদ্ধ হয়। দ্বিত্বের মতো দ্বিপৃথক্ত্ব অর্থাৎ উভয়দ্রব্যসমবেত পৃথক্ত্ব অপেক্ষাবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয়। দ্বিপৃথক্ত্বের প্রতি সমবায়িকারণ হয় একপৃথক্ত্বের দুটি আশ্রয় এবং সেখানে আশ্রিত বিভিন্ন পৃথক্ত্ব হল অসমবায়িকারণ। অপেক্ষাবুদ্ধি হয় নিমিত্তকারণ।

(17 b) आद्यो यथा यत्र घटारम्भकसंयोगनाशानुकूलकपाल**कर्मणा**[২৭৩] कपालस्य कपालान्तराद्विभागो जायते तत्र व्योमा**दिभ्योऽपि**[২৭৪] विभागो जायते**।** स च कारणकपालद्वयविभागजन्यः**,** कर्मणो **{द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागजनकत्वे द्रव्यानारम्भकसंयोगविरोधिविभागजनकत्वानुपपत्तेः। द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभाग-**

---

[২৭৩] कमणा

[২৭৪] दिभ्योपि

जनकस्य कर्मणस्तदनारम्भकसंयोगविरोधिविभागाऽजनकत्वनियमात्।}[২৭৫] अन्यथा विकसत्कमलकुड्मलभङ्ग**प्रसङ्गः**[২৭৬]। द्वितीयो यथा अङ्गुलितरुविभागात्कायतरुविभागः। परत्वत्वजातिमत्परत्वमपरत्वत्वजातिमदपरत्वम्। तत्र कालिकपरत्वापरत्वेजन्यद्रव्य-मात्रवृत्तिनी। द्विविधे अप्यनित्ये अपेक्षा**बु**[২৭৭]द्धिनाशनाश्ये सावधिके च निरूपिते प्राक्। गुरुत्वत्वजातिमद्गुरुत्वम्। तच्च नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यमा- **< मा >** -श्रयनाशनाश्यम्।

অনুবাদ - প্রথম প্রকার (অর্থাৎ কারণমাত্র বিভাগজ বিভাগ), যেমন- যেখানে ঘটের উৎপত্তির আরম্ভক যে সংযোগ, সেই সংযোগনাশের অনুকূল কপালের ক্রিয়া থেকে কপালদ্বয়ের যে বিভাগ হয়, সেখানে আকাশ প্রভৃতি থেকেও (কপালের) বিভাগ হয়। সেই বিভাগটি (ঘটের) কারণস্বরূপ কাপাল দ্বয়ের বিভাগ থেকে উৎপন্ন হয়। দ্রব্যের

---

২৭৫ মূলপুঁথিতে *स च कारणकपालद्वयविभागजन्यः, कर्मणो द्रव्यारम्भकसंयोगाविरोधिविभागजनकत्वे द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागजनकत्वानुपपत्तेः । द्रव्यारम्भकसंयोगाविरोधिविभागजनकस्य कर्मणस्तदारम्भकसंयोगविरोधिविभागाऽजनकत्वनियमात् ।* - এই পাঠ পাওয়া যায় । কিন্তু তা যথার্থ নয় । যেহেতু পুঁথিতে প্রাপ্ত অংশের অনুবাদ করলে – " সেই বিভাগটি কারণস্বরূপ কপালদ্বয়ের বিভাগ থেকে উৎপন্ন হয় । দ্রব্যের আরম্ভক যে সংযোগ, সেই সংযোগের অবিরোধী বিভাগের জনকরূপে কর্মকে স্বীকার করা হলে দ্রব্যের আরম্ভকসংযোগের বিরোধী যে বিভাগ, সেই বিভাগের জনকত্ব(কর্মে) অনুপন্ন হয় । যেহেতু নিয়ম আছে, দ্রব্যের আরম্ভকসংযোগের অবিরোধী বিভাগের জনক কর্মটি দ্রব্যের আরম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের জনক হয় না ।" – এইরকম অর্থ পাওয়া যায় । আমরা জানি, বিভাগ সর্বদা সংযোগের বিরোধী হয় । কিন্তু পূর্বোক্ত পাঠে বিভাগকে সংযোগের অবিরোধীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে । তাই আমরা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে উল্লিখিত *একস্য কর্মণঃ আরম্ভকসংযোগপ্রতিদ্বন্দ্বিবিভাগজনকত্বস্য অনারম্ভকসংযোগপ্রতিদ্বন্দ্বিবিভাগজনকত্বস্য চ বিরোধাত্* - এই নিয়মানুসারে মূলোক্ত পাঠের সামান্য সংশোধন করেছি ।

২৭৬ प्रसंग

২৭৭ वु

আরম্ভক যে সংযোগ, সেই সংযোগের বিরোধী বিভাগের জনকরূপে কর্মকে স্বীকার হলে দ্রব্যের অনারম্ভকসংযোগের বিরোধী যে বিভাগ, সেই বিভাগের জনকত্ব (কর্মে) অনুপপন্ন হয়। যেহেতু নিয়ম আছে, দ্রব্যের আরম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের জনক কর্মটি দ্রব্যের অনারম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের জনক হয় না। অন্যথা বিকশিত পদ্মের দলভঙ্গের আপত্তি হবে। দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ বিভাগজ বিভাগ), যেমন- অঙ্গুলী ও বৃক্ষের বিভাগ হলে শরীর ও বৃক্ষের মধ্যে বিভাগ উৎপন্ন হয়। পরত্বত্ব জাতিবিশিষ্ট হল পরত্ব এবং অপরত্বত্ব জাতিবিশিষ্ট হল অপরত্ব। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জন্যদ্রব্যেই বর্তমান থাকে। পরত্ব ও অপরত্ব – এই দুটিই অনিত্য, অপেক্ষাবুদ্ধিনাশের দ্বারা নষ্ট হয় এবং (এই দুটি) কোনো অবধিকে অপেক্ষা করে। গুরুত্বত্ব জাতিবিশিষ্ট হল গুরুত্ব। সেটি নিত্য (দ্রব্য)গত হলে নিত্য এবং অনিত্য (দ্রব্য)গত হলে অনিত্য। অনিত্য গুরুত্ব আশ্রয়নাশের দ্বারা নষ্ট হয়।

বিবৃতি – সংযোগের ন্যায় বিভাগও ত্রিবিধ, যথা– এককর্মজ, উভয়কর্মজ এবং বিভাগজ। এই বিভাগজ বিভাগ দুই প্রকার, একটি হল শুধুমাত্র কারণের বিভাগ থেকে উৎপন্ন বিভাগ এবং অপরটি হল কারণ ও অকারণ উভয়ের বিভাগ থেকে উৎপন্ন বিভাগ। যখন কোনো কপালে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তখন কপালদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ উৎপন্ন হয়। তারপর ঘটারম্ভক কপালদ্বয়ের সংযোগ নষ্ট হয়। কপালদ্বয়ের বিভাগের দ্বারা যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ নষ্ট হয়, তেমনি আকাশের সঙ্গেও কপালের বিভাগ হয়। কারণস্বরূপ কপালদ্বয়ের বিভাগের ফলে কপাল-আকাশের মধ্যে যে বিভাগ উৎপন্ন হয়, তাই হল কারণমাত্রজন্য বিভাগজ বিভাগ। এই বিভাগকে অনেকে বিভাগজ বিভাগরূপে অস্বীকার করেন। তাদের মতে কপালের ক্রিয়া থেকে যেমন কপালদ্বয় বিভাগ উৎপন্ন হয়, তেমনই সেই ক্রিয়া থেকেই আকাশ-কপালবিভাগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, কিছু সংযোগ দ্রব্যারম্ভক হয় আবার কিছু সংযোগ দ্রব্যের অনারম্ভক হয়। যে সংযোগের সঙ্গে কার্যের উৎপত্তির সম্বন্ধ নেই, তাকে অনারম্ভক সংযোগ বলে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের উৎপাদক, কিন্তু আকাশ-

কপালসংযোগ ঘটের কারণ নয়। একটি ক্রিয়া থেকে ঘটের উৎপাদক কপালদ্বয়সংযোগের বিরোধী বিভাগ উৎপন্ন হলেও সেই ক্রিয়া থেকেই ঘটের অনুৎপাদক বা অনারম্ভক আকাশ-কপালসংযোগের বিরোধী বিভাগ উৎপন্ন হয় না। যদি একটি ক্রিয়া থেকেই উভয় বিভাগের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তখন বিকসিত পদ্মের দলভঙ্গের আপত্তি হবে। কারণ, পদ্মের অগ্রভাগে যে পাপড়িগুলি থাকে, তা বিভক্ত বা উন্মোচিত থাকে। পদ্মফুলে মূলদেশের পাপড়িগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি একই ক্রিয়াকে আরম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের এবং অনারম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের জনক বলি, তাহলে পদ্মের অগ্রভাগে উৎপন্ন পদ্মদলসংযোগের অনারম্ভক (যেহেতু বৃন্ত থেকেই পুষ্পের উদ্গম হতে থাকে) সংযোগের বিরোধী বিভাগের উৎপাদক কর্মের দ্বারা মূলদেশে (অর্থাৎ বৃন্তদেশে) আরম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের উৎপত্তি স্বীকার করতে বাধা থাকে না। ফলে প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্মদলের অগ্রভাগে বিভাগ দেখা দিলেই অর্থাৎ ঈষৎ পদ্মদল বিকসিত হলেই সম্পূর্ণ পদ্মটি ঝরে পড়বে। বিকসিত পদ্মের প্রত্যক্ষ হবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই একটি ক্রিয়া একই সাথে আরম্ভকসংযোগের ও অনারম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগের উৎপাদক হয় না। অতএব বিভাগজবিভাগ স্বীকার্য।

(18 a) अतीन्द्रियं च। **पृथिवी**[২৭৮]जलसंयोगासमवधानकालिक**क्रिया**[২৭৯] गुणासमवायिकारणिका क्रियात्वात् संयोगजन्यक्रियावदित्यनुमानात्सिद्धमित्याहुः। अधोदेशावच्छेदेन संयुक्तसमवायाद्गुरुत्वं प्रत्यक्षमिति लीलावतीकारः। द्रवत्वत्वजातिमद्द्रवत्वम्।

---

[২৭৮] पृथि

[২৭৯] क्रिया।

तद्द्विधा[२८०] नैमित्तिकं नैसर्गिकं च। विजातीयतेजःसंयोगजन्यतावच्छेदकजातिमन्नैमित्तिकं भूतेजोवृत्ति। पाकादिनाश्यमाश्रयनाशनाश्यं च। द्रवत्वविशेषजनकतावच्छेदक-जातिमन्नैसर्गिकम्। तच्च जले। नित्यगतं नित्यमन्यदनित्यमाश्रयनाशनाश्यञ्च। स्नेहत्व**जातिमान्**[२८१] स्नेहः। स च जलमात्रवृत्तिर्नि- **< र्ग >** -त्यगतो **नित्यो**[२८२]ऽन्योऽनित्य आश्रयनाशनाश्यश्च। स च संग्राहकसंयोगहेतुरित्याहुः। संस्कारत्ववान्संस्कारः। स त्रिधा। वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च। वेगत्वजातिमान् वेगः। कर्मणो जन्यो जनकश्च। क्वचित्स्वसमवाय्यवयववेगजन्यश्चेति ।

অনুবাদ – এবং (সেই গুরুত্ব) অতীন্দ্রিয়। পৃথিবী ও জলে বর্তমান সংযোগের অসমবধানকালীন ক্রিয়া (কোনো) গুণরূপ অসমবায়ী কারণ থেকে উৎপন্ন হয়, যেহেতু তা ক্রিয়া। যেমন– ‘সংযোগ থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া’– এইপ্রকার অনুমান থেকে গুরুত্ব সিদ্ধ হয়। অধোদেশ অবচ্ছেদে সংযুক্তসমবায় (সন্নিকর্ষ) হতে গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় – এটি (*ন্যায়)লীলবতী*কার বলে থাকেন। দ্রবত্বত্বজাতিবিশিষ্ট হল দ্রবত্ব। সেটি দুই প্রকার – নৈমিত্তিক ও নৈসর্গিক (অর্থাৎ স্বাভাবিক)। বিজাতীয়তেজসংযোগজন্যে বর্তমান যে জন্যতা, তার অবচ্ছেদক জাতিবিশিষ্ট হল নৈমিত্তিক (দ্রবত্ব)। এটি পৃথিবী ও তেজে বর্তমান। এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব পাক প্রভৃতির দ্বারা এবং আশ্রয়নাশের দ্বারা নষ্ট হয়। দ্রবত্ব বিশেষের যেটি জনক, তার মধ্যে বিদ্যমান যে জনকতা, সেই জনকতার অবচ্ছেদক যে জাতি, সেই জাতিবিশিষ্ট হল নৈসর্গিক দ্রবত্ব। সেটি জলে বিদ্যমান। নিত্যদ্রব্যগত (নৈসর্গিক) দ্রবত্ব নিত্য এবং নিত্যভিন্ন অনিত্য (নৈসর্গিক)

[২৮০] तद्विधा

[২৮১] जातिमा

[২৮২] नित्य

দ্রবত্ব আশ্রয়নাশের দ্বারা বিনষ্ট হয়। স্নেহত্বজাতিবিশিষ্ট হল স্নেহ। সেটি শুধুমাত্র জলে বর্তমান থাকে। নিত্য জলে বর্তমান তাহা (অর্থাৎ স্নেহ) নিত্য, এতদ্ভিন্ন অনিত্য আশ্রয়নাশের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেটি সংগ্রাহক সংযোগের হেতু (অর্থাৎ চূর্ণীকৃত দ্রব্যের সংগ্রহে দ্রবত্ব স্নেহযুক্ত হয়)। সংস্কারত্ববিশিষ্ট হল সংস্কার। সেটি বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক ভেদে ত্রিবিধ। বেগত্ব জাতিবিশিষ্ট হল বেগ। এই বেগ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়, আবার কর্মের জনকও হয়। কোনো কোনো স্থলে এই বেগ স্বসমবায়িকারণের অবয়বের বেগ হতে উৎপন্ন হয়।

বিবৃতি – চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে অন্যতম আত্মার গুণ সংস্কার বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকভেদে তিন প্রকার। এর মধ্যে বেগ নামক সংস্কার দুইভাবে উৎপন্ন হয় – ১. কর্ম থেকে এবং ২. বেগ থেকে। প্রথম প্রকার বেগ হল - ফুটবল খেলার সময় পদসঞ্চালনরূপ ক্রিয়া থেকে কন্দুকে যে বেগ উৎপন্ন হয় তা কর্মজন্য বেগ। দ্বিতীয়প্রকার বেগ হল – বেগবিশিষ্ট কপালের দ্বারা উৎপন্ন ঘটে উৎপন্ন হয় যে বেগ, তা বেগজন্য বেগ। এই দ্বিতীয়প্রকার বেগ উৎপন্ন হয়েছে কপালের বেগ থেকে। ঘটস্থিত বেগের সমবায়িকারণ ঘট, সেই ঘটরূপ দ্রব্যের অবয়ব হল কপাল। এই কপালস্থিত বেগই ঘটস্থিত বেগের জনক। তাই মূলে বলা হয়েছে যে, বেশিরভাগ স্থলেই বেগ কর্মজন্য হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে তা স্বসমবায্যবয়ববেগজন্য হয় অর্থাৎ নিজের সমবায়ী যে অবয়ব সেই অবয়বের বেগ থেকে উৎপন্ন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে- নোদন, অভিঘাত প্রভৃতি সংযোগবিশেষের সহায়ে কর্ম বা ক্রিয়া থেকে বেগ উৎপন্ন হয়। আবার এই বেগ থেকে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ক্রিয়া থেকে পুনরায় বেগ উৎপন্ন হয়। এইভাবে উত্তরদেশ সংযোগের দ্বারা অন্তিম কর্ম বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে বেগেরও নাশ হয়। তাই মূলে বলা হয়েছে – এই বেগ কর্ম বা ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় আবার ক্রিয়ারও জনক হয়। বেগকে অনেকে গুণ বলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে বেগ শুধুমাত্র ক্রিয়াপরম্পরা। তা কিন্তু ঠিক না, যেহেতু ধীরগতির গমনে আমাদের বেগের জ্ঞান হয় না।

(18 b) स च संयोगविशेषादाश्रयनाशाच्च नश्यति। स्मृतिजनकतावच्छेदकजातिमती भावना। तस्याश्च क्वचित्समानाकारस्मृतेः क्वचिद्विरोधिज्ञानात्क्वचिदुत्क**ट**[२८३]दुःखा-त्क्वचित्कालाच्च नाशः। जातिविशेषवान् वेगभावनान्यसंस्कारो वा स्थितिस्थापकः। स चातीन्द्रिय स्पर्शवद्विशेष**वृत्तिः**[२८४] स्वजन्यक्रियानाश्यश्च। आकृष्टस्य शाखादेः स्थानस्थितिजनकश्चेत्याहुः। श**ब्द**[२८५]त्वजातिमान् श**ब्दः**[२८६]। स द्विधा वर्णरूपो ध्वनिश्च। तत्र प्रथमोत्पन्नककारादेः कण्ठादिनाऽऽकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं पवनाद्यभिघातो निमित्तम्। ततो द्वितीयककारादेः स्वपूर्वककारादिरसमवायिकारणं वायुसंयोगो निमित्तम्। एवं **ध्वने**[२८७]रप्याद्यस्य शङ्खादिनाऽकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, पवनसंयोगो निमित्तम्। द्वितीयादेस्तु स्वपूर्वो ध्वनिरसमवायिकारणम्। अनाहते तु **शब्दे**[२८८] पवनाकाशसंयोगविशेषोऽसमवायिकारणम्।

অনুবাদ – সেটি (বেগ) সংযোগবিশেষের দ্বারা এবং আশ্রয় নাশের দ্বারা নষ্ট হয়। স্মৃতির যেটি জনক, তাতে বর্তমান যে জনকতা, সেই জনকতার অবচ্ছেদক যে জাতি, সেই জাতিবিশিষ্ট হল ভাবনা। সেই ভাবনার নাশ কখনও সমানাকার স্মৃতি থেকে, কখনও বিরোধী জ্ঞান থেকে, কখনও অত্যধিক দুঃখ থেকে এবং কখনও বা কালক্রমে হয়ে থাকে। যা জাতিবিশেষবিশিষ্ট এবং যা বেগ ও ভাবনা থেকে ভিন্ন যে সংস্কার,

---

[২৮৩] য

[২৮৪] বৃত্তিঃ।

[২৮৫] व्द

[২৮৬] व्द

[২৮৭] ध्वनि

[২৮৮] शव्दे

তা হল স্থিতিস্থাপক। সেটি অতীন্দ্রিয়, স্পর্শযুক্ত বিশিষ্ট পদার্থে বর্তমান থাকে এবং এটি স্বজন্যক্রিয়ার দ্বারা বিনষ্ট হয়। '(কোন বৃক্ষের) শাখা আকর্ষণ করা হলে শাখাপ্রভৃতি তার নিজের পূর্বস্থানেই যে গুণের দ্বারা অবস্থান করে, তার জনক হল স্থিতিস্থাপক গুণ' - এটি কেউ কেউ বলে থাকেন। শব্দত্বজাতিবিশিষ্ট হল শব্দ। সেই (শব্দ) দুই প্রকার – বর্ণরূপ ও ধ্বনিরূপ। সেখানে প্রথম উৎপন্ন 'ক'কার প্রভৃতির ক্ষেত্রে কণ্ঠপ্রভৃতির দ্বারা আকাশসংযোগ হল অসমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ হল বায়ু প্রভৃতির অভিঘাত। তারপর দ্বিতীয় 'ক'কার প্রভৃতির অসমবায়িকারণ হয়, নিজের পূর্ববর্তী 'ক'কার প্রভৃতি এবং বায়ুসংযোগ হয় নিমিত্তকারণ। ধ্বনিরূপ শব্দও এইরকম হয়। প্রথম ধ্বনির শঙ্খপ্রভৃতির দ্বারা আকাশের সাথে সংযোগ হল অসমবায়িকারণ। পবনসংযোগ হল নিমিত্তকারণ। দ্বিতীয় প্রভৃতি ধ্বনির অসমবায়িকারণ হল পূর্বের ধ্বনিটি। অনাহত শব্দের ক্ষেত্রে বায়ু ও আকাশের সংযোগবিশেষ হল অসমবায়িকারণ।

বিবৃতি – আমরা জানি জ্ঞান সবিষয়ক হয় অর্থাৎ জ্ঞানের কোন না কোন বিষয় অবশ্যই থাকে। জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় যাচিতমণ্ডনন্যায়ে ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষ (যেহেতু জ্ঞান থেকেই ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়) সবিষয়ক হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই চারটি গুণ ছাড়াও ভাবনা নামক সংস্কারটিও সবিষয়ক হয়। তৃতীয় প্রকার সংস্কার হল স্থিতিস্থাপক। এই স্থিতিস্থাপক গুণের আশ্রয় নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক স্থিতিস্থাপক গুণটি শুধুমাত্র পৃথিবীবৃত্তি, আবার কেউ কেউ এই গুণটি পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু – এই চারটি পদার্থে বিদ্যমান বলেছেন। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে স্থিতিস্থাপক গুণ ঘন অবয়ববিশিষ্ট স্পর্শবদ্দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি চারটি দ্রব্যে থাকে। এই গুণ অতীন্দ্রিয় হওয়ায় এর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য যে সংযোগজনক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই ক্রিয়ার দ্বারা এটি অনুমেয়। প্রথম উৎপন্ন ককার প্রভৃতি বর্ণরূপ শব্দের নিমিত্তকারণ হল বায়ু প্রভৃতির অভিঘাত। এই অভিঘাত হল একপ্রকার সংযোগ। যে সংযোগের ফলে শব্দ

উৎপন্ন হয় তাকে অভিঘাত বলে। যে সংযোগ শব্দের হেতু হয় না, তাকে নোদন বলে।

(19 a) स च योगिनां प्रसिद्धः। पाटनजन्ये ध्वनौ तु प्रथमे दलद्वयादिविभागो निमित्तं दलाद्याकाशविभागोऽसमवायिकारणमित्यादि बोध्यम्। एवं च वीचीतरङ्गन्याया-त्कदम्वगोलकन्यायाद्वा स्वकर्णा-वच्छिन्नाकाशोत्पन्न एव **शब्दो**[२८९] गृह्यते। ढक्काश**ब्दं**[२९०] शृणोमीति तु भ्रम एवेत्याहुः। श**ब्दा**[२९१]दयश्च प्रयत्नान्ताः क्षणिकाः। चरमेतरयोग्यविभुविशेषगुणजातिमतां स्वोत्तरवर्त्तितादृशविनाश्यत्वनियमात्। **बुद्धि-रु**[२९२]परिष्टान्निरूपयिष्यते। सुखत्वजातिमत्सु**खम्**[२९३]। दुःखत्वजातिम**द्दुः**[२९४]खम्। प्रत्येकं द्विविधम्। वैषयिकं मनोरथकृतं च। वनितादिसंयोगजन्यं सुखं वैषयिकम्। वृश्चिकादिदंशजन्यं दुःखं वैषयिकम्। तत्र ज्ञान**जन्यं**[२९५] द्वितीयम्। एवमादयो**ऽन्येऽपि**[२९६] भेदा वक्तुं शक्यन्तेऽनावश्यकत्वात्तु **नोच्यन्ते**[२९७]। इच्छात्वजातिमती इच्छा। सा च सुखदुःखाभावयोः सुखत्वदुःखत्वाभावत्वप्रकारकज्ञानेन जन्यते।

---

२८९ व्दो

२९० व्दं

२९१ व्दा

२९२ वुद्धिरू

२९३ खंम्

२९४ दुः

२९५ जन्यम्

२९६ न्येपि

२९७ नोच्यंते

অনুবাদ – সেটি (অনাহত ধ্বনি) যোগিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। পাটন (অর্থাৎ বিদারণ) থেকে উৎপন্ন ধ্বনিতে প্রথমে দলদ্বয়ের বিভাগ হল নিমিত্তকারণ, দলাদি থেকে আকাশের বিভাগ হল অসমবায়িকারণ - এইরকম বুঝতে হবে। এইভাবে বীচীতরঙ্গন্যায়ে বা কদম্বগোলকন্যায়ে নিজের কর্ণাবচ্ছিন্ন আকাশে (কর্ণকুহরপরিমিত স্থলে) উৎপন্ন শব্দই জানা যায় (অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়)। 'ঢাকের শব্দ শ্রবণ করছি' এটি আসলে ভ্রমই – এরকম বলে থাকেন। শব্দ থেকে প্রযত্ন পর্যন্ত (গুণগুলি) ক্ষণস্থায়ী। অন্তিম (শব্দকে) বাদ দিয়ে যোগ্য বিভু বিশেষগুণগুলি নিজের পরবর্তী গুণের দ্বারা নাশ হয়। বুদ্ধির নিরূপণ পরে করা হবে। সুখত্বজাতিবিশিষ্ট হল সুখ। দুঃখত্বজাতিবিশিষ্ট হল দুঃখ। প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার – বৈষয়িক (অর্থাৎ বিষয় থেকে সমুৎপন্ন) এবং মনোরথকৃত (অর্থাৎ ইচ্ছা থেকে সমুদ্ভূত)। রমণী প্রভৃতি সংযোগ (অর্থাৎ স্ংস্পর্শ) থেকে উৎপন্ন সুখ হল বৈষয়িক সুখ। বৃশ্চিক প্রভৃতি দংশনজনিত দুঃখ হল বৈষয়িক দুঃখ। দ্বিতীয় প্রকার (সুখ ও দুঃখ অর্থাৎ মনোরথকৃত সুখ ও দুঃখ) জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এইরকম অন্যান্য ভেদ সমূহ বলা যেতে পারে, অনাবশ্যকতাবশতঃ উল্লেখ করা হচ্ছে না। ইচ্ছাত্বজাতিবিশিষ্ট হল ইচ্ছা। সুখত্ব, দুঃখত্ব ও অভাবত্ত্ব প্রকারক সুখাভাব ও দুঃখাভাবের জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ-দুঃখের অভাবের সুখত্ব ও দুঃখত্বের অভাবত্বপ্রকারক জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়।

বিবৃতি – শব্দের উৎপত্তি বোঝানোর জন্য দুই প্রকার লৌকিকন্যায়ের প্রয়োগ করা হয়– **১.** বীচীতরঙ্গন্যায় ২. কদম্বগোলকন্যায়। পুকুরে কোন পাথর ফেলে দিলে উত্থিত তরঙ্গ যেমন পরপর তরঙ্গ সৃষ্টি করতে থাকে এবং তীরে এসে শেষ হয়, তেমনই কোন স্থলে শব্দ উৎপন্ন হলে তা পর পর সজাতীয় শব্দ উৎপন্ন করতে থাকে এবং শেষে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে শব্দপ্রত্যক্ষ হয়। কদম্বগোলকন্যায় হল, যেমন- কদম্ব ফুলের কোরকগুলি একসাথে বের হয়, সেই কোরক থেকে আবার নতুন কোরক নির্গত হয়, তেমনই কোনো স্থলে শব্দ উৎপন্ন হলে কদম্বকোরকের মতো সেই শব্দ

দশদিকে শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে আবার সজাতীয় শব্দ সৃষ্ট হয়। এইভাবে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়।

(19 b) तत्साधने तु तत्साधनत्वज्ञानफलेच्छाभ्याम्। एतदवान्तरभेदाः स्पृहातृष्णादयस्तर्करहस्याद्बोध्याः। द्वेषत्वजातिमान् द्वेषः। स च दुःखे दुःखत्वप्रकारकज्ञानेन तत्साधने तत्साधनत्वज्ञानेन जन्यत इत्याहुः। स **चाऽ**[२९८]क्षमाऽसूयादिरूपोऽनेकधा। प्रयत्नत्वजातिमान् प्रयत्नः। स द्विधा। **जीवनयोनिरन्यश्च**[२९९]। आद्यो नित्य एवातीन्द्रियश्च जीववृत्तिः। **प्रमाणं**[३००] तु तत्र प्राणादिक्रिया प्रयत्नजन्या क्रियात्वाच्छरीरचेष्टावदित्याहुः। द्वितीयस्तु भगवतो नित्यो जीवानामनित्यो मानसइच्छाजन्यश्चेष्टाजनकश्चेति। प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया चेष्टा। विहिताचरणजन्यतावच्छेदकजातिमान्धर्मो निषिद्धाचरण-जन्यतावच्छेदक**जाति**[३०१]मानधर्म इत्यदृष्टं द्विवि**धम्**[३०२]। तच्च सञ्चितं क्रियमाणं प्रारब्धं चेति। आद्यं ज्ञाननाश्यम्। “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुने”ति स्मृतेः।

অনুবাদ – তার (অর্থাৎ সুখাভাব ও দুঃখাভাবের) সাধনে যে ইচ্ছা, তার জনক হয় দুঃখাভাবসাধনত্ব জ্ঞান বা সুখাভাবসাধনত্ব জ্ঞান এবং ফলেচ্ছা। ফলবিষয়ক ও উপায়বিষয়ক হয়ে থাকে। এর (ইচ্ছা) অবান্তরভেদগুলি স্পৃহা, তৃষ্ণা প্রভৃতি *তর্করহস্য*

---

[२९८] चा

[२९९] जीवनः योनिरन्यश्च

[३००] ण

[३०१] ति

[३०२] धंम्

গ্রন্থ থেকে বুঝে নিতে হবে। দ্বেষত্বজাতিবিশিষ্ট হল দ্বেষ। দুঃখে সেই দ্বেষ 'ইদং দুঃখম্' – এই দুঃখত্ব প্রকারক জ্ঞান থেকে এবং দুঃখসাধনে 'ইদং দুঃখসাধনম্' – এই দুঃখসাধনত্ব জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। সেটি অক্ষমা, অসূয়া প্রভৃতি অনেক প্রকার হয়। প্রযত্নত্ব জাতিবিশিষ্ট হল প্রযত্ন। সেটি দুই প্রকার - জীবনযোনি এবং তার থেকে ভিন্ন অন্যপ্রকার। প্রথম প্রকার হল নিত্য ও অতীন্দ্রিয়, যা প্রতি জীবের মধ্যে বর্তমান থাকে। প্রাণাদি ক্রিয়া প্রযত্ন থেকে উৎপন্ন হয়, যেহেতু তা ক্রিয়া। যেমন– শরীরচেষ্টা, এইরকম (অনুমান প্রমাণ পণ্ডিতগণ) প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় প্রকার (প্রযত্ন) ভগবানের ক্ষেত্রে নিত্য এবং জীবের ক্ষেত্রে অনিত্য এবং তা মানসিক ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন ও চেষ্টার জনক হয়। প্রযত্নবিশিষ্ট আত্মসংযোগের অসমবায়িকারণরূপ যে ক্রিয়া, তা হল চেষ্টা। (শাস্ত্রে) বিহিত আচরণ থেকে উৎপন্নে (অর্থাৎ জন্যে) থাকে যে জন্যতা, সেই জন্যতার অবচ্ছেদক যে জাতি, সেই জাতিবিশিষ্টই হল ধর্ম। (শাস্ত্রে) নিষিদ্ধ আচরণ থেকে উৎপন্ন (অর্থাৎ জন্যে) থাকে যে জন্যতা, সেই জন্যতার অবচ্ছেদক যে জাতি, সেই জাতিবিশিষ্টই হল অধর্ম – এইপ্রকার অদৃষ্ট হল দ্বিবিধ। সেটি (আবার) সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ ভেদে তিনপ্রকার। প্রথমটি জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, কারণ গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন- হে অর্জুন, জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে।

বিবৃতি – কোনটি সুখ এবং কোনটি দুঃখ সে বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে। তাই সুখ ও দুঃখাভাবের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই সুখ ও দুঃখাভাব হল স্বতঃপুরুষার্থ। এদের জ্ঞান হলে তা লাভে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তাকে বলে ফলেচ্ছা। শুধুমাত্র ফলেচ্ছা থাকলেই ফললাভ হয় না। ফললাভের উপায় কী সে বিষয়েও জ্ঞান থাকতে হয়ে। যখন কোনো কিছুকে সুখ বা দুঃখাভাবরূপ ফললাভের উপায়রূপে জানব, তখন সেই ইষ্টসাধনবিষয়ে প্রবৃত্তি জাগবে। তাই ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হল উপায়েচ্ছার প্রতি প্রবৃত্তির উৎপাদক। এই ফলেচ্ছা ও উপায়েচ্ছা থেকেই ফললাভের জন্য আত্মাতে প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। প্রযত্নকে গ্রন্থকার দ্বিবিধ বলেছেনে – জীবনযোনি এবং জীবনযোনিভিন্ন। জীবের যতক্ষণ প্রাণবায়ু থাকে ততক্ষণ এই

জীবনযোনি প্রযত্ন থাকে। এই প্রযত্নকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই একে অতীন্দ্রিয় বলা হয়েছে। এই প্রযত্ন অনুমানের দ্বারা বোঝা যায়। অনুমানটি হল - প্রাণাদিক্রিয়া প্রযত্নজন্যা ক্রিয়াত্বাত্। এখানে প্রাণাদিক্রিয়া হল পক্ষ, প্রযত্নজন্যত্ব হল সাধ্য এবং ক্রিয়া হল হেতু। যেখানে যেখানে ক্রিয়া থাকে সেখানে সেখানে প্রযত্ন থাকে, যেহেতু প্রযত্ন থেকেই ক্রিয়া বা বাহ্যিক চেষ্টা উৎপন্ন হয়। তাই আমাদের মধ্যে অনবরত চলমান নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও প্রযত্ন থেকে উৎপন্ন হয়। সেই প্রযত্নকেই জীবনযোনি প্রযত্ন বলে। *কারিকাবলী* গ্রন্থে প্রযত্নকে ত্রিবিধ বলা হয়েছে– প্রবৃত্তিপ্রযত্ন, নিবৃত্তিপ্রযত্ন ও জীবনযোনি প্রযত্ন। এখানে গ্রন্থকার জীবনযোনি প্রযত্নকে জীববৃত্তি বলে দিয়ে অন্যবিধ প্রযত্ন ঈশ্বরের থাকে বলে উল্লেখ করেছেন। সেই প্রযত্ন কিন্তু অনিত্যরূপে জীবেরও থাকে।

জ্ঞান থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কৃতি বা প্রযত্ন, কৃতি থেকে চেষ্টা এবং চেষ্টার পর ফললাভ – এই হল ফলনিষ্পত্তির ক্রম। জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি – এই তিনটি আত্মসমবেত বিশেষ গুণ। চেষ্টা কিন্তু ক্রিয়া। প্রযত্নবিশিষ্ট আত্মসংযোগের যেটি অসমবায়িকারণ তা হল চেষ্টা। এই চেষ্টা একমাত্র জীবিত দেহেই থাকে। তাই *চেষ্টাশ্রয়ত্বং শরীরত্বম্*[৬৮] – এইপ্রকার শরীরের লক্ষণ করা হয়।

(20 a) द्वितीयं तु ज्ञानिनां नोत्पद्यते। तेषां मिथ्याज्ञानजन्यवासनाविरहात्। **स्मर्यतेऽपि**[३०३] लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसेति। पापेनेति धर्मस्याप्युप**लक्षणं**[३०४] न्यायतौल्यात् **(?)**। एतच्छरीरारम्भ**कं**[३०५] प्रारब्धम्। तच्च भोगैकनाश्यम् जीवन्मुक्तशास्त्रानुरोधादिति।

---

[३०३] स्मर्यतेपि

[३०४] लक्षणम्।

[३०५]क

बु[३०६]द्धित्वजातिमती **बु**[३०७]द्धिः। सा द्विधा। स्मृतिरनुभवश्च। तत्र संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। यथा स देवदत्त इति। तस्यां च समान**प्रकारकोऽनु**[३०८]भवस्तादृशं वा ज्ञानं करणम्। सा च सर्वाप्यनित्या द्विधा च। यथार्था अयथार्था च। तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं यथार्थम्। अतद्वति तत्प्रकारमयथार्थम्। निर्विकल्पकं तूभय**बा**[३०९]ह्यम्। अनुभवो द्विधा। नित्योऽनित्यश्च। नित्य ईश्वरीयस्तत्तद्रूपेण सर्वविषयको यथार्थ एव। जीवानामनित्योऽप्रमारूपः प्रमारूपश्च। आद्यो दोषेण जन्यते। दोषाश्चाननुगता **एव**[३१०] नयनपीतिमसादृश्यमण्डूकवसांजनदूरत्वादयो, जनकत्वं च तेषामन्वयव्यतिरेकसिद्धमित्याहुः।

अनुবাদ - দ্বিতীয় প্রকারটি জ্ঞানীদের উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাদের মিথ্যাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বাসনা থাকে না। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*তে) স্মৃত হয়েছে– 'তিনি পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না '। নিয়মের সমানতা হেতু 'পাপেন' – এই শব্দটি ধর্মেরও উপলক্ষণ (অর্থাৎ ধর্মকে বোঝায়)। এই শরীরের উৎপত্তি প্রারব্ধ নামক অদৃষ্টবশতঃ হয়। সেই প্রারব্ধ ভোগের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়- এই সিদ্ধান্তটি শাস্ত্র সম্মত জীবন্মুক্তি স্বীকার করলে সিদ্ধ হয়। বুদ্ধিত্বজাতিবিশিষ্ট হল বুদ্ধি। সেটি দুই প্রকার – স্মৃতি ও অনুভব। সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞান হল স্মৃতি। যেমন– 'সে দেবদত্ত' - এইপ্রকার জ্ঞান। সেই স্মৃতিতে (স্মৃতির) সমান বিশেষণযুক্ত অনুভব বা তাদৃশ জ্ঞান করণ হয়। সেই স্মৃতি অনিত্য এবং যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারক জ্ঞান হল যথার্থ। তদ্বিশিষ্ট যেটি নয়, সেখানে তৎপ্রকারক জ্ঞান অযথার্থ। নির্বিকল্পক জ্ঞান উভয়প্রকার

---

[३०६] वु

[३०७] वु

[३०८] प्रकारकोनु

[३०९] वा

[३१०] एव।

থেকে আলাদা। অনুভব দুই প্রকার – নিত্য ও অনিত্য। নিত্য অনুভব ঈশ্বরের, সেই সেই রূপে সর্ববিষয়ক হয় এবং যথার্থ। জীবের অনুভব অনিত্য এবং তা অপ্রমা ও প্রমা (ভেদে দ্বিবিধ)। প্রথমটি দোষ থেকে উৎপন্ন হয়। নয়নপীতিমা, সাদৃশ্য, মণ্ডুকবসানির্মিত অঞ্জন, দূরত্ব প্রভৃতি সেই দোষ অননুগতই হয়। এবং সেগুলির কারণতা অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা জানা যায়।

বিবৃতি – উপলক্ষণের লক্ষণ হল 'স্ববোধকত্বে সতি স্বেতরবোধকত্বম্'। অর্থাৎ যেটি নিজেকে বুঝিয়ে নিজের থেকে ভিন্ন বস্তুকেও বোঝায়, তা হল উপলক্ষণ। এখানে 'লিপ্যতে ন স পাপেন... অম্ভসা'- এই শ্লোকে পাপ পদটি যেমন অধর্মের বাচক, তেমন ধর্মেরও বোধক হওয়ায় উপলক্ষণ হয়েছে। কর্ম ব্যতিরিকে কোনো প্রাণী থাকতে পারে না। কর্ম প্রতিনিয়ত হয়েই চলেছে এবং সেই কর্ম প্রতিনিয়ত ফল প্রদান করছে। এই কর্মফল তিন প্রকার – সঞ্চিত, সঞ্চীয়মান ও প্রারব্ধ। কর্মফল ত্রিবিধ হওয়ায় কর্মও তিন প্রকার বলা হয়। আমরা যে কর্মের ফল ভোগ করছি তা হল প্রারব্ধ। যে কর্মের ফল এখনো প্রাপ্ত হয়নি তা সঞ্চিত। এবং কর্ম করার ফলে যে কর্মের ফল এখন সঞ্চিত হচ্ছে তা হল সঞ্চীয়মান। এগুলির মধ্যে প্রারব্ধ কর্মফল ভোগের দ্বারা সমাপ্ত হয় এবং আমরা যে ধরণের শরীর পেয়েছি তার কারণও হল এই প্রারব্ধ। যতক্ষণ শরীর থাকে ততক্ষণ প্রারব্ধ কর্ম আছে বলে বুঝতে হবে। যোগীগণ কায়ব্যূহ নির্মাণ করে সঞ্চীয়মান ও সঞ্চিত কর্ম ভোগ করেন এবং মুক্তি লাভ করেন। তাদের তাই কর্মফল ভোগের জন্য শরীরগ্রহণ করতে হয় না।

যেমন অনুভব বা জ্ঞান হয় তেমনই সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং সেই সংস্কারানুরূপ স্মরণ বা স্মৃতি হয়।

(20 b) स त्रिविधः। संशयविपर्ययतर्कभेदात्। तत्रावच्छेदकावच्छेदेनान्यतरका[३११]द्यवगाह्येकधर्मितावच्छेदककविरोधसंसर्गकभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशयः। यथायं पुरुषो न वेति। पर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वह्नितदभावोभयप्रकारकसमुच्चयविशेषेऽतिव्याप्तिवारणाय प्रथमं विशेषणमाहुः। कुण्डं घटवत्कु[३१२]ड्यं घटाभाववदिति समूहालम्बनेऽतिव्याप्तिवारणायैकधर्मिकत्वम्। भूतल एव द्रव्यत्वेन घटपर्यन्तम्। अव्याप्यवृत्तित्वज्ञानाधीनकपिसंयोगतदभावोभयसमुच्चयेऽति[३१३]व्याप्तिवारणाय विरोधसंसर्गकेति। अतएव तादृशविषयबोधविरोधस्फोरणाय वाशब्दः[३१४] संशयोल्लेखिनि वाक्ये प्रयुज्यते। प्रकारता च विधेयताख्या विवक्षिता। तेन वह्निमान् पर्वतो वह्न्यभाववानिति ज्ञाने न दोषः। स द्विधा ज्ञातृधर्मनिमित्तको ज्ञेयधर्मनिमित्तकश्चेति।

অনুবাদ - সেটি তিন প্রকার – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। একটিমাত্র ধর্মিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট, বিরুদ্ধ সংসর্গবিশিষ্ট, ভাব ও অভাবরূপ বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান হল সংশয়। যেমন- এটি কী পুরুষ না পুরুষ নয়? পর্বতত্বের সমানাধিকরণরূপে (অর্থাৎ পর্বতে) বহ্নি ও বহ্ন্যভাব এই উভয়ধর্মবিশিষ্ট বিশেষ সমুচ্চয়জ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য প্রথম বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে। কুণ্ড ঘটবিশিষ্ট, ভিত্তি বা দেওয়াল ঘটাভাববিশিষ্ট – এই সমূহালম্বনজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য একধর্মিকত্ব বলা হয়েছে। ভূতলেই দ্রব্যত্বরূপে ঘটপর্যন্ত। অব্যাপ্যবৃত্তিত্বজ্ঞানের অধীন কপিসংযোগ

---

[৩১১] को

[৩১২] कुं

[৩১৩] च्चयेति

[৩১৪] ब्दः

ও তার অভাব – এই উভয়ের সমুচ্চয়ে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য বিরোধসংসর্গক (এই শব্দটি দিতে হবে)। তাই তাদৃশ বিষয়জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরোধ পরিস্ফুট করার জন্য 'বা'শব্দ সংশয় প্রকাশক বাক্যে প্রয়োগ করা হয়। প্রকারতাটি আবার বিধেয়তারূপে বিবক্ষিত। তাই "বহ্নিমান্ পর্বতঃ বহ্ন্যভাববান্" এই জ্ঞানে কোন দোষ নেই। সেটি দুই প্রকার – জ্ঞাত্যধর্মনিমিত্তক ও জ্ঞেয়ধর্মনিমিত্তক।

বিবৃতি – ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অযথার্থ অনুভব অপ্রমা নামে কথিত হয়। এই অপ্রমা তিন প্রকার। সেগুলি হল – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। সংশয় হয় এমন জ্ঞান যেখানে একটি ধর্মী এবং বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম থাকবে। সেই ধর্মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হবে। যেমন – অয়ং পুরুষো ন বা অর্থাৎ এটি পুরুষ না পুরুষ নয়। এখানে ইদং (অর্থাৎ অয়ম্) শব্দের দ্বারা যাকে বোঝানো হয়েছে সে হল ধর্মী। সেখানে দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হচ্ছে – ১. পুরুষত্ব ২.পুরুষত্বাভাব। এই দুটি ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। তাই এই জ্ঞানটিকে সংশয় বলা হচ্ছে। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংশয়ের লক্ষণ করেছেন- 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহ্যেকধর্মিতাবচ্ছেদককবিরোধসং-সর্গকভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ'।

সমুচ্চয়জ্ঞানে অতিব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহি' – এই বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে। বহ্নি ও বহ্নির অভাব স্বাভাবিকভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ। তাই 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ বহ্ন্যভাববাংশ্চ' - এই জ্ঞান সংশয়লক্ষণাক্রান্ত হবে, যেহেতু এই জ্ঞানটি পর্বতরূপ একটি ধর্মীবিশিষ্ট এবং সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ বহ্নি ও বহ্ন্যভাবরূপ ধর্ম বর্তমান। কিন্তু একই অধিকরণে বহ্নি ও বহ্নির অভাব থাকতে পারে বলে তাদের মধ্যে বিরোধ নেই – এই জ্ঞান হলে পর্বতঃ বহ্নিমান্ বহ্ন্যভাববাংশ্চ জ্ঞানটি হবে সমুচ্চয়। তাদৃশ সমুচ্চয়জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য পূর্বোক্ত বিশেষণটি লক্ষণে দেওয়া হয়েছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে অবস্থান কালে বহ্নি ও বহ্ন্যভাবের মধ্যে বিরোধ থাকলেও কোনো

অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অবস্থায় অধিকরণ ধরে ধর্মদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকায় সমুচ্চয়জ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করতে হবে।

যখন ধর্মী একাধিক হয় এবং বিরুদ্ধ ধর্মও অনেক হয়, তখন তাকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলে। এই সমূহালম্বন জ্ঞানে সংশয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য একধর্মিক বা একধর্মিতাবচ্ছেদকক পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। সমূহালম্বনে ধর্মিতাবচ্ছেদক ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন ঘটঃ জলবান্ পটঃ জলাভাববান্। এখানে ঘটত্ব ও পটত্ব হল ধর্মিতাবচ্ছেদেকদ্বয় বা ঘট ও পট দুটি ধর্মী এবং সেখানে যথাক্রমে বিরুদ্ধ জল ও জলাভাব বর্তমান। সংশয়ের মতো সমূহালম্বনেও বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম থাকে, কিন্তু সংশয়ে ধর্মী বা ধর্মিতাবচ্ছেদক একটিই হয়।

অব্যাপ্যবৃত্তি কথার অর্থ সমগ্র আশ্রয়ে যা ব্যাপ্ত করে থাকে না। কিছু কিছু পদার্থ আছে যা অব্যাপ্যবৃত্তি, যেমন- সংযোগ, শব্দ প্রভৃতি। গাছের একটি শাখায় যদি বানর বসে তবে সেই শাখাটিতে সংযোগ থাকে। অন্য শাখায় কিন্তু সংযোগ থাকে না। তাই সংযোগটি সমগ্র বৃক্ষে না থাকায় সংযোগ হল অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। অব্যাপ্যবৃত্তি বিষয়ে জ্ঞাত ব্যক্তির যদি 'বৃক্ষঃ কপিসংযোগবান্ কপিসংযোগাভাববাংশ্চ'- এইরূপ প্রয়োগ করেন তখন সেখানে একটি ধর্মী এবং কপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ের বোধ হবে। এই জ্ঞানের ধর্মদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধের বিরোধ স্বীকৃত নয়, যেহেতু বৃক্ষরূপ একই আশ্রয়ে সংযোগ ও সংযোগাভাব থাকতে পারে। তাই এটি সংশয় নয়। এটি হল সমুচ্চয়। এতাদৃশ সমুচ্চয়জ্ঞানে সংশয়লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে যদি সংশয়লক্ষণে বিরোধসংসর্গক পদটি না দেওয়া হয়।

(21 a) आद्यो यथाऽदृष्टविशेषादादेशकादेर्विरूपरागादिविषयकः। द्वितीयस्तु गौर्न वेत्यादिः क्वचिद्गवयादिसाधारणधर्मदर्शनात्। **शब्द**[315]त्वं नित्यानित्यव्यावृत्तं **शब्दे**[316] गृह्णानस्य **शब्दो**[317] नित्यो न वेत्यादिस्तु संशयोऽसाधारणधर्मदर्शनादाहुः। एवं व्याप्यसंशयाद्व्यापकसंशय इत्यादि बोध्यम्। प्रतियोगिव्यधिकरणतदभाववति तत्प्रकारको निर्णयो **विपर्ययः**[318]। निश्चयत्वं त्वखण्डोपाधिः, संशयभिन्नज्ञानत्वमिति कश्चित्। यथा शङ्खः पीतः, शुक्तौ रजतमिदमिति ज्ञानम्। अत्र च रजतत्वस्य तत्समवायस्य वाऽरोपादन्यथा**ख्या**[319]तिर्न त्व**सत्ख्यातिः**[320]। **व्याप्या**[321]रोपप्रयुक्तो व्यापकारोपस्तर्कः। यथा यदि निर्वह्निः स्यात्तदा निर्धूमः स्यादिति। वैशेषिकास्तु तर्कं पृथङ्न गणयन्ति तस्याऽऽहार्य**विपर्यय**[322]त्वात्। स्वप्नमदृष्टश्रुतादौ च। किमिदमित्याकारकमनध्यवसायं पृथग्गणयित्वाऽविद्यां चतुर्द्धा विभ**जन्ते**[323]। तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवः प्रमा।

অনুবাদ - প্রথম প্রকারটি যেমন অদৃষ্টবিশেষবশতঃ জ্যোতিষীর দ্বারা উক্ত বিরূদ্ধ রাগাদি বিষয়ক। দ্বিতীয় প্রকারটি যেমন– এটি গরু কিনা? এইরকম কখনও কখনও গবয় প্রভৃতির সাধারণধর্ম দর্শনবশতঃ হয়ে থাকে। এইপ্রকার ব্যাপ্যের সংশয় হলে

---

[315] व्द

[316] व्दे

[317] व्दो

[318] विपर्यः

[319] ज्ञा

[320]मत्ख्याति

[321] व्यापा

[322] विपर्य

[323] जते

ব্যাপকের সংশয় হয় এটা বুঝতে হবে। প্রতিযোগীর ব্যধিকরণে (বর্তমান) প্রতিযোগীর যে অভাব, সেই অভাববিশিষ্ট পদার্থে প্রতিযোগীপ্রকারক যে নির্ণয় (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) তা বিপর্যয়। নিশ্চয়ত্ব কিন্তু অখণ্ডোপাধি, কারও মতে সংশয়ভিন্ন জ্ঞান (নিশ্চয়)। যেমন– শঙ্খ হল হলুদ, শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজতের (অর্থাৎ রৌপ্যের) জ্ঞান (প্রভৃতি হল বিপর্যযাত্মক জ্ঞান)। এখানে রজতত্বের অথবা রজতত্বসমবায়ের আরোপবশতঃ অন্যথাজ্ঞাতি হয়, অসৎখ্যাতি নয়। ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপকে বলা হয় তর্ক। যেমন– যদি (এই স্থানটি) বহ্নিরহিত হয় তবে (এই স্থলটি) ধূমরহিতও হবে। বৈশেষিকগণ তর্ককে পৃথকভাবে স্বীকার করেন না, যেহেতু তার মধ্যে বিপর্যয়ত্ব আরোপিত হতে পারে। অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয়েই স্বপ্ন প্রবর্তিত হয়। "এটি কী" "এটি কী" - এইরকম অনধ্যবসায়কে পৃথকরূপে স্বীকার করে অবিদ্যার চার প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে (বৈশেষিক দর্শনে)। তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারক জ্ঞান হল প্রমা।

বিবৃতি – কোনো জ্যোতিষী কোনো এক সময় এক ব্যক্তির গ্রহস্থিতি প্রভৃতির নিমিত্ত দেখে তাকে বলল তোমার অতীতে এই ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটে গেছে, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জ্যোতিষীর ওইসব আদেশ সত্য হল। আবার সেই জ্যোতিষীর পূর্বোক্ত ব্যক্তির বিষয়ে বা অন্য ব্যক্তির বিষয়ে কোনো আদেশ মিথ্যা হল। এইরূপ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে বা অন্য কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে গ্রহস্থিতি দেখে যখন কোনো নির্দেশ দেয়, তখন সেই জ্যোতিষীর নিজের জ্ঞানে নিজেরই সন্দেহ হয়। এইরূপ নিজের জ্ঞানেই জ্যোতিষীর নিজের যে সংশয়, তা জ্ঞাতৃধর্মনিমিত্তক হয়।[৬৯]

দ্বিতীয় প্রকার অযথার্থ অনুভব হল বিপর্যয়। বিপর্যয় হল মিথ্যাজ্ঞান। তদভাববতি তৎপ্রকারক যে জ্ঞান তাই হল বিপর্যয়। তৎ পদের অর্থ প্রকার। যে বস্তুটি যাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট নয় সেই বস্তুতে তাদৃশ ধর্মের জ্ঞান হল বিপর্যয়। যেমন– রজতত্বের অভাব শুক্তিতে আছে। সেই শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হল বিপর্যয়। এখানে প্রশ্ন হয়, সংশয়েও তো বিপর্যয়ের মতো বিশেষণের অভাববিশিষ্ট পদার্থে বিশেষণের

আরোপ হয়। তাহলে তো সংশয় থেকে বিপর্যয়ের লক্ষণটি তো ভিন্ন হল না? এখানে বলা হচ্ছে সংশয় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নয়, বিপর্যয়ে কিন্তু নিশ্চয়তা থাকে। লক্ষণে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ'-শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সেটি বাদ দিয়ে 'তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ নির্ণয়ঃ বিপর্যয়ঃ' – এইরকম লক্ষণ করলে কী অসুবিধা হত? বলা হচ্ছে, বৃক্ষের একদেশে কপিসংযোগ এবং অন্যদেশে কপিসংযোগাভাব থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কপিসংযোগাভাবের আশ্রয়ে কপিসংযোগের জ্ঞান হয় এবং তা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। তাই এই জ্ঞানে বিপর্যয়ের লক্ষণটি সঙ্গত হয়ে যাবে। কিন্তু তা যথাযথ নয়। তাই প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দটি যুক্ত হয়েছে। কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাব একটি অধিকরণেই থাকায় তা প্রতিযোগিব্যধিকরণ হতে পারে না।

ভ্রম জ্ঞান বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে। সেগুলি সাধারণভাবে খ্যাতিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। বলা হয়েছে–

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা ।

তথানির্বচনীয়খ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্ ।।[৭০]

(21 b) प्रकार**ता**[३२४] **चायं**[३२५] घट इत्यादिज्ञाने विशेषणस्य घटत्वादेर्विशेषणतापरनामा विषयताविशेषः। अन्ये तु भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वं प्रकारत्वं भासमानवैशिष्ट्या-नुयोगित्वं **विशेष्य**[३२६]त्वमाहुः। **प्रमात्वं**[३२७] च परतो ग्रा**ह्य**[३२८]मित्यनुमानादिना गृह्यते। तद्यथा

[३२४] तां

[३२५] चांय

[३२६] विशष्य

[३२७] परमात्वं

[३२८] ह्यु

इदं पुरुषज्ञानं **प्रमा**[३२९] करादिमति पुरुषत्वप्रकारकज्ञा**नत्वात्**[३३०] प्रतिपन्नवत्। यन्नैवं तन्नैवं, यथा शुक्तौ रजतमिति ज्ञानमिति व्यतिरे**कि**[३३१]। भट्टास्तु ज्ञातो घट इति प्रतीतेर्ज्ञानजन्यो विषयनि**ष्ठो**[३३२]ऽतिरिक्तः पदार्थो ज्ञातता। तेन प्रमात्वमनु**मी**[३३३]यत इत्याहुः। तन्न, असि**द्धेः**[३३४]। गुरवस्तु स्वतःप्रकाशमेव सर्वं ज्ञानं, घटमहं जानामीत्याद्या**कारकं**[३३५] मातृमेयविषयकमिति स्वप्रकाशत्वमहिम्ना **प्रा**[३३६]माण्यमपि तेनैव गृह्यत इत्याहुः। **तन्न,**[३३७] स्वप्रकाशत्वस्यासिद्धेः। स्वतःप्रामाण्यग्रहे तत्संशयानुपपत्तेश्च। रूपाद्यभावात्प्रमा-तुश्चाक्षुषादिविषयत्वानुपपत्तेश्च।

অনুবাদ - প্রকারতাটি হল "এটি ঘট" ইত্যাদি জ্ঞানে বিশেষণ ঘটত্বাদির বিশেষণতানামক বিষয়তাবিশেষ। জ্ঞায়মান বৈশেষ্ট্যের প্রতিযোগিত্ব হল প্রকারত্ব এবং ভাসমান বৈশিষ্ট্যের অনুযোগিত্ব হল বিশেষ্যত্ব। প্রমাত্ব পরতোগ্রাহ্য এটি অনুমান প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়। (অনুমানের প্রকার) যেমন– এই পুরুষবিষয়ক জ্ঞানটি প্রমা, যেহেতু হস্তপদাদিযুক্ত (ব্যক্তিতে) পুরুষত্বপ্রকারকজ্ঞানত্ব থাকে। যেমন– প্রতিপন্ন। যেটা এমন নয়, সেটি তেমনও নয়, যেমন শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকে রজতত্বের জ্ঞান -

---

৩২৯ प्रमा।

৩৩০ नत्वात्।

৩৩১ की

৩৩২ ष्टो

৩৩৩ मि

৩৩৪ द्धैः

৩৩৫ कारकंमिति

৩৩৬ प्र

৩৩৭ तन्न।

এটি ব্যতিরেকী জ্ঞান। জ্ঞাত ঘট এইরকম জ্ঞান থেকে উৎপন্ন বিষয়নিষ্ঠ অতিরিক্ত পদার্থ হল জ্ঞাততা – এই মত কিন্তু কুমারিলভট্ট (স্বীকার করেন)। তাই প্রমাত্ব অনুমিত হয় – এটা বলে থাকেন। সেটি ঠিক নয়, যেহেতু তা অসিদ্ধ। গুরু (প্রভাকর) কিন্তু সমস্ত জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশশীল এই মত স্বীকার করেন। আমি ঘটটিকে জানি এই আকারের প্রমাতা-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞানটির মতো (সেই জ্ঞানের) প্রামাণ্য স্বপ্রকাশত্ববশতঃ গৃহীত হয়। কিন্তু তা যথার্থ নয়, যেহেতু স্বপ্রকাশত্ব অসিদ্ধ এবং স্বতঃপ্রামান্যজ্ঞানে তদ্বিষয়ক (অর্থাৎ স্বতঃপ্রামাণ্যবিষয়ক) সংশয় অনুপপন্ন হয়।

বিবৃতি – প্রমাত্বের জ্ঞান না হলে প্রমার জ্ঞান হয় না। প্রমার জ্ঞান না হলে প্রমাণের জ্ঞান হয় না। তাই প্রমাত্বের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু সেই প্রমাত্ব কীভাবে জ্ঞাত হয় তা নিয়ে বিপরীত মতবাদ রয়েছে দার্শনিক মহলে। নৈয়ায়িকগণ বলেন প্রমাত্ব বা প্রামাণ্য পরতোগ্রাহ্য, মীমাংসক বলেন স্বতোগ্রাহ্য। যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছে সে সেই সকল বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট – এইপ্রকার জ্ঞান তার হয়ে থাকে। মীমাংসকগণের মতে যে প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞান হয়, সেই প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানগতপ্রামাণ্যেরও গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞান হয়। জ্ঞানের প্রমাত্ব নিরূপণের জন্য অপর কোনো প্রমাণের অর্থাৎ প্রামাণ্যের আশ্রয়ীভূতজ্ঞাননিষ্ঠ অপ্রামাণ্যের অগ্রাহক অথচ প্রামাণ্যাশ্রয় সকল জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জ্ঞানের গ্রাহক প্রমাণ বিষয়ে *মীমাংসাদর্শনে* তিনটি মত প্রচলিত রয়েছে। *মীমাংসাদর্শন* জগতে 'গুরু' নামে প্রসিদ্ধ প্রভাকর জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলেন। জ্ঞান নিজের বিষয়কে প্রকাশ করার সাথে নিজেকে এবং নিজের আশ্রয় আত্মাককেও প্রকাশ করে। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের আলোকে যেমন বস্তু প্রকাশিত হয় তেমনি প্রদীপ নিজেকেও প্রকাশিত করে। এইভাবে স্বপ্রকাশ জ্ঞান যেমন নিজেকে প্রকাশ করে তখন তদ্গত প্রমাত্বকেও প্রশিত করে। কিন্তু এই মত যথার্থ নয়, যেহেতু জ্ঞান যে স্বপ্রকাশ এই বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব অসিদ্ধই। কুমারিলভট্ট কিন্তু জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় মনে করেন। তাঁর মতে কোনো বিষয়ে জ্ঞান হলে ঐ বিষয়টি জ্ঞাত হয়। সেই জ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাততারূপ একটি

ধর্ম উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততা দ্বারাই জ্ঞানের অনুমান হয় এবং জ্ঞানগতপ্রামাণ্যেরও গ্রহণ হয়। কিন্তু এই মতও ঠিক নয়, যেহেতু জ্ঞাততানামক পদার্থ অসিদ্ধ। মুরারি মিশ্রের মতে জ্ঞানের জ্ঞান অনুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয় এবং প্রমাত্বও এই অনুব্যবসায়ের দ্বারই গৃহীত হয়।

(22 a) उत्पद्यमानज्ञानस्य पूर्वमसिद्धेश्च। मुरारि**मिश्रास्तु**[३३८] **प्रा**[३३९]माण्यमनुव्यवसायेन गृह्यते। **तथाहि**[३४०] ज्ञानं मानसमित्युभयसम्म**तम्**[३४१]। तथा च घटज्ञानानन्तरं संयुक्तसमवायेन तज्ज्ञानाद्धटत्वविशिष्टस्य पूर्वमुपस्थितत्वेन ज्ञानं जायते। घटत्ववतो ज्ञाने घटत्ववद्विशेष्यता **सम्बन्धः।**[३४२] सा चानुपस्थिता **सम्ब**[३४३]न्धविधया भासते। सम्बन्धस्यानुपस्थितस्य भानमुभयसिद्धम्। अभावत्ववत्प्रकारत्व**स्या**[३४४]नुपस्थिस्य भानं तु नैयायिकस्येष्टमेव। **यद्वा**[३४५] घटत्वस्य **सम्ब**[३४६]न्धविधया प्रकारत्व**भानम्**[३४७]। तथा च

---

[३३८] मिश्रास्तु।

[३३९] प्र

[३४०] तथाहि।

[३४१] तंम्

[३४२] संवंधः

[३४३] वं

[३४४] स्य

[३४५] यद्वा।

[३४६] वं

[३४७] भानं

घटत्ववद्विशेष्यकत्वे सति घटत्वप्रकारकत्वरूपं ज्ञानघटितं वा **प्रा**[३४८]माण्यं मनसा प्रथमानुव्यवसायेन सुग्रहमित्याहुः। तन्न, वह्निगुञ्जापुञ्जयोर्गुञ्जापावकाविति भ्रमव्यावृत्तं तद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नं तत्प्रकारकत्वं तद्वाच्यम्। न चानुपस्थितयोरवच्छेद्यावच्छेदकभावो ग्रहीतुं शक्यः **प्रथमा**[३४९]नुव्यवसायेन।

অনুবাদ – যেহেতু পূর্বে উৎপদ্যমান জ্ঞানে অসিদ্ধ। মুরারি মিশ্র মতে কিন্তু প্রামাণ্য অনুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয়। অতএব জ্ঞান মানস হয় – এটি উভয়সম্মত। তাই ঘটজ্ঞানের পর সংযুক্তসমবায়ের দ্বারা তার জ্ঞান হলে পূর্বে ঘটত্ববিশিষ্ট পদার্থটি উপস্থিত থাকায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঘটত্ববিশিষ্টের জ্ঞানে ঘটত্ববদ্বিশেষ্যতা হল সম্বন্ধ। অনুপস্থিত সেটি (অর্থাৎ বিশেষ্যতাটিই) সম্বন্ধরূপে জ্ঞান হয়। অনুপস্থিত সম্বন্ধের জ্ঞান উভয়মতেই সিদ্ধ। অনুপস্থিত অভাবপ্রকারক জ্ঞান নৈয়ায়িকের ইষ্টই হয়। অথবা ঘটত্ব প্রকারটি সম্বন্ধরূপে ভাসিত হয়। তাই ঘটত্ববৎটি বিশেষ্য এবং ঘটত্বটি প্রকার যে জ্ঞানের তা হল (জ্ঞানগত) প্রামাণ্য এবং তা মনের দ্বারা প্রথম অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে গৃহীত হয় – এরকম বলে থাকেন। তা ঠিক নয়। বহ্নিতে গুঞ্জাফলের ও গুঞ্জাফলে পাবক – এইপ্রকার ভ্রমজ্ঞানকে বাদ দিয়ে তদ্বিশিষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন তৎপ্রকারকত্বরূপে সেটিকে বুঝতে হবে। প্রথম অনুব্যবসায়ের দ্বারা অনুপস্থিতের অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদকভাব গৃহীত হয় না।

---

[३४८] प्र

[३४९] प्रप्रथमा

(22 b) उक्तरीत्या तद्विशेष्यकतत्प्रकारकत्वयोर्ज्ञाने द्वितीयानुव्यवसायेनोपस्थितयोस्तयोः **सं**[३५०]सर्ग**वि**[३५१]धयावच्छेद्यावच्छेदकभावः सु**ग्र**[३५२]ह इति परत एव **प्रा**[३५३]माण्यग्रहो न तु स्वत इत्युक्तरीत्याऽनुमानादिना प्रामाण्यग्रह इति सिद्धम्। सा च प्रमा चतुर्विधा। प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्द**बु**[३५४]द्धिभेदात्। ततश्च तत्करणं प्रमाणमपि चतुर्विधम्। प्रत्यक्षानुमानो**प**[३५५]मानशब्दभेदात्। तत्र प्रत्यक्षप्रमितिकरणं प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षप्रमितित्वं च यत्किञ्चित्प्रत्यक्षवृत्त्यनुमित्यवृत्तिसमवायित्वम्। सा च जातिः साक्षात्करोमी-त्यनुभवसिद्धा। ज्ञानाकरणकं वा ज्ञानं प्रत्यक्षम्। तच्च प्रत्यक्षं द्विविधम्। निर्विकल्प**कं**[३५६] सविकल्पकं च। वैशिष्ट्यानवगाहि निष्प्रकारकं वा ज्ञानं निर्विकल्पकम्। जन्यतद्विशिष्टज्ञानं जन्यतद्विशेषणज्ञानजन्यं जन्यतद्विशिष्टज्ञानत्वाद्दण्डी पुरुष इति जन्यविशिष्टबुद्धिवदित्यनुमानेन च तत्सिद्धिः ।

অনুবাদ – উক্ত রীতিতে তদ্বিশেষ্যকত্ব ও তৎপ্রকারকত্বজ্ঞানে দ্বিতীয় অনুব্যবসায়ের দ্বারা উপস্থিত সেই দুটির সংসর্গরূপে অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদকভাব সহজেই গৃহীত হয়। এই হেতু প্রামাণ্যের জ্ঞান পরতোগ্রাহ্য, স্বতঃগ্রাহ্য নয়। এইভাবে অনুমানের দ্বারা প্রামাণ্যগ্রহ সিদ্ধ হয়। সেই প্রমা প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দভেদে চার প্রকার। তাই তার করণও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দভেদে চতুর্বিধ। সেখানে প্রত্যক্ষ

---

[৩৫০] स

[৩৫১] बि

[৩৫২] ग्रा

[৩৫৩] प्र

[৩৫৪] वु

[৩৫৫] पा

[৩৫৬] कंम्

প্রমার করণ হল প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষপ্রমিতি বলতে বোঝায় যে কোনো প্রত্যক্ষে বর্তমান থাকা ও অনুমিতিতে সমবায় সম্বন্ধে না থাকা। সেই জাতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্ব জাতি সাক্ষাৎ করছি - এই অনুভব থেকে সিদ্ধ হয়। অথবা যে জ্ঞানের করণ জ্ঞান হয় না, তা প্রত্যক্ষ প্রমা। সেই প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক ও সবিকল্পকভেদে দ্বিবিধ। সম্বন্ধের অপ্রকাশক বা বিশেষণরহিত জ্ঞান হল নির্বিকল্পক (জ্ঞান)। এই নির্বিকল্পক জ্ঞান অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানটি হল – উৎপন্ন তদ্বিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন তদ্বিশেষণজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়, যেহেতু তা উৎপন্ন তদ্বিশিষ্টজ্ঞান। যেমন– দণ্ডী পুরুষ।

(23 a) তথা চ सुप्तोत्थितस्य **घटोऽय**[३५७]मिति **बु**[३५८]द्धेः पूर्व**सिद्धं**[३५९] घटत्वज्ञानं निर्विकल्पकमतीन्द्रियमेव भवति। यत्र च विशेषणज्ञानमन्यन्नास्ति तत्रैवालोचन-मिदमालोचनीयम्। विशेषणं च बोध्यव्यावृत्त्यधिकरणतावच्छेदकत्वे सति व्यावर्त्तकमुच्यते। अनीदृशं व्यावर्त्तकं तूपलक्षणम्। दण्डी पुरुष इति ज्ञानानन्तरं दण्डवत्यदण्डव्यावृत्तिरवगम्यते। व्यावृ**त्त्य**[३६०]धिकरणता पुरुषस्य दण्डेनावच्छिद्यते न **पुरुषत्वेन,**[३६१] अतिप्रसङ्गात्। उपलक्षणेन तु गृहादौ **बो**[३६२]ध्यव्यावृ**त्त्य**[३६३]धिकरणता न

---

[३५७] घटोय

[३५८] वु

[३५९] द्धद्

[३६०] त्य

[३६१] पुरुषत्वेन।

[३६२] वो

[३६३] त्य

काकादिनावच्छिद्यते, तदभाववत्यपि व्यावृत्तिप्रतीतेरिति। प्रत्यभिज्ञा चापरोक्षज्ञानमेव, इन्द्रियजन्यत्वात्। तत्तांशस्योपनीतत्वात्। तत्तात्वं चानुभूयमानधर्मस्यैव स्मरणविषयत्वमत एव **सोऽयं**[364] देवदत्त इत्यभिलापः। तस्यां च **तत्ता**[365]स्मृतिः कारणं, न तु संस्कारद्वारानुभवः। तथात्वे स्मृतित्वापत्तिरित्याहुः। तच्च प्रत्यक्षं षड्विधम्[366]। घ्राणरसन-चक्षुस्त्वक्श्रोत्रमनोभेदात् ।

অনুবাদ – ঘুম থেকে উত্থিত (ব্যক্তির) 'এটি ঘট' এই বুদ্ধির পূর্বসিদ্ধঘটত্বজ্ঞান নির্বিকল্পক ও অতীন্দ্রিয়ই হয়। যেখানে অন্য বিশেষণ জ্ঞান নেই সেখানে এই আলোচনাটি করণীয়। বোধ্যবিষয়ে বর্তমান যে ব্যাবৃত্ত্যধিকরণতা, সেই অধিকরণতার অবচ্ছেদক ও ব্যাবর্তক হয় বিশেষণ। এতদ্ভিন্ন ব্যাবর্তককে উপলক্ষণ বলে। 'দণ্ডী পুরুষঃ' এই জ্ঞানের পরে দণ্ডবিশিষ্ট ব্যাক্তিতে অদণ্ডব্যাবৃত্তি আছে বোঝা যায়। সেই পুরুষে বর্তমান যে ব্যাবৃত্যধিকরণতা তা দণ্ডের দ্বার পরিচ্ছিন্ন হয়, পুরুষত্বের দ্বারা নয়। অন্যথা অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। গৃহ প্রভৃতিতে বর্তমান বোধ্যব্যাবৃত্ত্যধিকরণতা কাক প্রভৃতির উপলক্ষণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না, যেহেতু (উপলক্ষণ) তদভাববিশিষ্টেও ব্যাবৃত্তিজ্ঞান সৃষ্টি করে। প্রত্যভিজ্ঞা হল অপরোক্ষজ্ঞান, যেহেতু তা ইন্দ্রিয়জন্য এবং (সেই জ্ঞানের) তত্তাংশ জ্ঞাতই থাকে। 'তত্তাত্ব' হল অনুভূয়মান ধর্মের স্মরণবিষয়ত্ব। তাই এই সেই দেবদত্ত – এইরকম বাক্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সেখানে তত্তাস্মৃতি কারণ, সংস্কারকে মাধ্যম করে অনুভব (কারণ হয়) না। সেকরম হলে স্মৃতি বলে

---

[364] सोयं

[365] त्ता

[366] धंम्

বিবেচিত হবে। সেই প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ) ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র ও মন ভেদে ছয় প্রকার।

বিবৃতি – যে ধর্ম একটি বস্তুকে অপর বস্তু থেকে পৃথক্ করে তাকে ব্যাবর্তক বলে। এই ব্যাবর্তক কখনো বিশেষণ হয়, কখনো উপলক্ষণ হয়। যে ব্যাবর্তকটি জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থে বর্তমান ব্যাবৃত্ত্যধিকরণতার অবচ্ছেদক হয় তা বিশেষণ। যেমন– নীলঃ ঘটঃ । এখানে বোধ্য হল নীলরূপবিশিষ্টঘট। সেই ঘটে নীল রূপ আছে, যেটি লাল ঘট থেকে তাকে পৃথক করছে। তাই বোধ্য এবং বোধ্যব্যাবৃত্তির অর্থাৎ বোধ্যেতরভেদের অধিকরণ হল নীলরূপবিশিষ্ট ঘটটি। সেই ঘটে বর্তমান বোধ্যব্যাবৃত্ত্যধিকরণতার অবচ্ছেদক হয় নীল রূপ। তাই সেটি হল বিশেষণ। বিশেষণ সজাতীয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। তাই বলা হয়েছে– *সজাতীয়েভ্য এব নিবর্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্য।*[৭১] উপলক্ষণও বিশেষ্যকে পৃথক্ করে, কিন্তু তা বিশেষ্যের যাবৎকালাবস্থায়ী হয় না। যেমন– কাকবত্ গৃহম্। এখানে কাকটি গৃহকে অন্যান্য গৃহ থেকে পৃথক্ করছে, কিন্তু তা যতক্ষণ গৃহ থাকে ততক্ষণ থাকে না। তাই সেটি উপলক্ষণ।

বস্তুর প্রাথমিকজ্ঞানকে অভিজ্ঞা বলা হয়। সেই অভিজ্ঞা থেকে উৎপন্ন সংস্কার বলে অন্যসময়ে সেই বস্তুকে সোঽয়ম্ অর্থাৎ এটি সেই বস্তু – এইভাবে প্রত্যক্ষ করলে যে জ্ঞান হয় তাকে প্রত্যভিজ্ঞা। যেমন– বহুপূর্বে দেবদত্ত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় দেবদত্তের বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হয়। সেই দেবদত্তকে যখন পরবর্তী সময়ে পুনরায় প্রত্যক্ষ করি তখন পূর্বের সংস্কারও জাগ্রত হয়। সেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও সংস্কারকে অবলম্বন করে 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' এইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এর মধ্যে 'তত্তাংশ'টি অর্থাৎ 'সঃ' সংস্কারের দ্বারা এবং 'অয়ম্' অংশটি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের বিষয় হয়। বৌদ্ধগণ প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে স্বীকার করেন না।

(23 b) तत्र द्रव्य**स्य**[३६७] **तत्स**[३६८]मवेतानां तत्समवेतानां लौकिकविषयता**सम्बन्धे**[३६९]न प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति क्रमेण समवायेन स्वाश्रयसमवायेन **स्वाश्रयाश्रितसमवायेन**[३७०] मह**त्त्वं**[३७१] हेतुः। तेन **परमाणु**[३७२]द्व्यणुकयोर्न चाक्षुषं **स्पार्शनं**[३७३] वा, न वा परमाण्वादिसमवेतानां तत्समवेतानां वा घ्राणजरासनचाक्षुषस्पार्शनानि। तत्र द्रव्यग्राहकानि चक्षुस्त्वङ्गनांस्येव। तत्र लौकिकविषयतासम्बन्धेन द्रव्यवृत्तिचाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति समवायसम्ब[३७४]न्धेनोद्भूतरूपं म**ह**[३७५]द्भूतानभिभूतरूपालोकसंयोगश्च कारणम्। द्रव्यसमवेतादि लौकिकविषयतासम्ब[३७६]न्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति तु स्वाश्रयसमवायादिनेति **बो**[३७७]ध्यम्। आत्मादेस्तत्समवेतादेश्च रूपस्योष्मादेस्तत्समवेतादेश्चोद्भूतरूपस्य तमस्थघटादेश्चालोकसंयोगस्य तत्सम्बन्धेनाभावा**न्न**[३७८] चाक्षुषम्।

---

[३६७] श्य

[३६८] तःत्स

[३६९] सवन्धे

[३७०] स्वाश्रयाश्रयसमवायेन

[३७१] त्व

[३७२] प्रमाण

[३७३] स्पार्शन

[३७४] वं

[३७५] हे

[३७६] वं

[३७७] वो

[३७८] न्ना

महत्त्वे[३७९]नालोकस्य विशेषणान्न तेजःपरमाणुयोगे उद्भूतत्वेनाऽनभिभूतत्वेन च तद्रूपविशेषणान्नोष्मादियोगेन वा सुवर्णादियोगे घटादेश्चाक्षुषम्।

অনুবাদ – সেখানে দ্রব্যের, দ্রব্যে সমবেত বস্তুর, সমবেত বস্তুতে সমবেত বস্তুর লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতি) ক্রমশঃ সমবায়ের দ্বারা, স্বাশ্রয়সমবায়ের দ্বারা, স্বাশ্রয়াশ্রয়সমবায়ের দ্বারা মহত্ত্বহেতু। তাই প্রমাণ ও দ্ব্যণুকের চাক্ষুষ ও স্পার্শন (প্রত্যক্ষ) হয় না এমনকি পরমাণু প্রভৃতিতে সমবেত ও সমবেত বস্তুতে সমবেত বিষয়ের ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয় না। সেখানে দ্রব্যের গ্রাহক হল চক্ষু, ত্বক্ ও মন। লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধে দ্রব্যে বর্তমান চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি সমবায় সম্বন্ধে উদ্ভূত রূপ এবং মহৎভূত ও অনভিভূত রূপালোকসংযোগ কারণ হয়। দ্রব্যসমবেত বস্তুর লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধের দ্বারা, চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি কিন্তু স্বাশ্রয়সমবায়াদি সম্বন্ধের দ্বারা বুঝতে হবে। আত্মা প্রভৃতির ও সেই সমস্ত বিষয়ে সমবেতবস্তুসমূহের, রূপের ও উষ্ণতা প্রভৃতির এবং সেখানে সমবেত উদ্ভূতরূপের, অন্ধকারের মধ্যে স্থিত ঘটের ও আলোকসংযোগের তত্তৎসম্বন্ধে অভাববশতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। আলোকশব্দটি 'মহত্' শব্দের দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তেজঃপরমাণুসমষ্টিতে (ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হবে না), উদ্ভূতত্ব ও অনভিভূতত্ব দ্বারা আলোকের রূপ বিশেষিত হওয়ায় উষ্মাদিযোগে বা সুবর্ণাদি সংযোগেও ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হবে না।

---

[৩৭৯] त्वे

(24 a) वस्तुतस्तु प्रभासंयोगः प्रभैव वा हेतुरित्यन्यत्र विस्तरः। प्राञ्चस्तु **ब**[३८०]हिर्द्रव्यप्रत्यक्षमात्र उद्भूतरूपं कारणमतो वायुर्न प्रत्यक्षविषय इत्याहुः। न च घटादिमह**त्त्व**[३८१]मादाय पृथिवीत्वे नीलत्वे च परम्परया **महत्त्वसत्त्वा**[३८२]त्पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वं **तन्नीले**[३८३] नीलत्वं च गृह्येतेति वाच्यम्। द्रव्यसमवेतलौकिकविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति मह**त्त्वा**[३८४]वच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेतसमवेत-लौकिकविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तादृशचक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य कारणत्वात्। एवमग्रावच्छेदेन घटे चक्षुःसंयोगे पृ**ष्ठा**[३८५]वच्छेदेनालोकसंयोगे प्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्नचक्षुःसंयोगः **का**[३८६]रणमिति **बो**[३८७]ध्यम्। चक्षुर्योग्या **गुणास्तु**[३८८] योग्यद्रव्यगतरूपतन्मात्रसमवेतसंयोगः कारणमिति **बो**[३८९]ध्यम् ।

অনুবাদ – বস্তুতপক্ষে প্রভাসংযোগ বা প্রভাই হল হেতু তা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীনগণ সমস্ত বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষে উদ্ভূতরূপকে কারণরূপে বলে

---

[३८०] व

[३८१] त्व

[३८२] महत्वसत्वा

[३८३] भन्नीले

[३८४] त्वा

[३८५] ष्टा

[३८६] क

[३८७] वो

[३८८] गुणस्तु

[३८९] वो

থাকেন, তাই বায়ু প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। ঘট প্রভৃতির মহত্ত্বকে আশ্রয় করে পরম্পরাসম্বন্ধে পৃথিবীত্বে ও নীলত্বে মহত্ত্ব থাকায় পৃথিবীপরমাণুতে পৃথিবীত্ব ও তার নীলরঙে নীলত্ব গৃহীত হবে - এটা বলা যাবে না। দ্রব্যসমবেত লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি মহত্ত্ববিশিষ্ট চক্ষুসংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ এবং দ্রব্যসমবেতসমবেত লৌকিক বিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি তাদৃশ অর্থাৎ মহত্ত্ববিশিষ্ট চক্ষুসংযুক্ত সমবেত সমবায় কারণ হয়। এইভাবে ঘটের অগ্রদেশে চক্ষুসংযোগ হলে (ও ঘটের) পৃষ্ঠদেশাবচ্ছেদে আলোকসংযোগ না হওয়ায় প্রত্যক্ষের অভাববশতঃ আলোকসংযোগবিশিষ্ট চক্ষুসংযোগ (চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের) কারণ বলে বুঝতে হবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলি যোগ্যদ্রব্যগতরূপ এবং তন্মাত্র সমবেত সংযোগ হল কারণ - এটি বুঝতে হবে।

(24 b) चक्षुर्योग्या गुणास्तु योग्यद्रव्यगतरूपतन्मात्रसमवेतसंख्यापरिमाण-पृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्ववेगाः। कर्म च योग्यद्रव्यसमवेतं, जातिश्च योग्यवृत्तिर्घटत्वादी रूपत्वादौ रूपत्वादिरुत्क्षेपणत्वादिः समवायश्च। द्रव्यवृत्ति**लौ**[३१०]किकविषयतास**म्ब**[३११]न्धेन त्वाचत्वावच्छिन्नं प्रति समवायेन, तत्समवेता-दित्वाचं प्रति स्वाश्रयसमवायादिना उद्भूतस्पर्शो हेतुः। तेनात्मादेः प्रभायास्तत्समवेतादेश्च न स्पार्शनम्। गुणाश्च प्राचां मते रूपातिरिक्ताश्चक्षुर्योग्या एव त्वचो योग्या उद्भूतस्पर्शवन्मात्रवृत्तय उद्भूतस्पर्शश्च। चक्षुरयोग्यत्वाद्वायुपरिमाणादय उद्भूतस्पर्श**व**[३१२]द-

---

[३१०] लै

[३११] वं

[३१२] य

वृत्तित्वात्प्रभापरिमाणादय उद्भूतस्पर्शवन्मात्रावृत्तित्वाद्घटप्रभासंयोगादय उद्भूतत्वाऽभि-वात्प्रभास्पर्शस्त्वचा न गृह्यते। योग्यविषयगतं कर्म सामान्यं तत्समवायश्च त्वचो योग्यः।

অনুবাদ – চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য গুণগুলি হল যোগ্যদ্রব্যগতরূপ এবং সেখানে সমবেত সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ। যোগ্যদ্রব্যে সমবেত কর্ম, যোগ্যবৃত্তি ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি, রূপ প্রভৃতিতে বর্তমান রূপত্ব প্রভৃতি জাতি, উৎক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতি এবং (ব্যক্তি ও জাতির) সমবায় (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়)। দ্রব্যে বর্তমান লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধে উদ্ভূতস্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে ত্বাচত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি, স্বাশ্রয়সমবেত প্রভৃতি সম্বন্ধে সেখানে (অর্থাৎ ত্বাচত্বাবচ্ছিন্নে) সমবেত ত্বাচ (প্রত্যক্ষ) -এর প্রতি হেতু হয়। তাই আত্মা প্রভৃতির, প্রভার এবং তৎসমবেত পদার্থের স্পার্শন (প্রত্যক্ষ) হয় না। প্রাচীনদের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য রূপভিন্ন গুণগুলি, উদ্ভূতস্পর্শমাত্রবিশিষ্টে বর্তমান (গুণ) এবং উদ্ভূতস্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। বায়ুর পরিমাণ প্রভৃতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্য হওয়ায়, প্রভার পরিমাণ প্রভৃতি উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্টে না থাকায়, ঘট-প্রভাসংযোগ প্রভৃতি উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্টমাত্রে না থাকায় এবং উদ্ভূতত্বের অভিভব হওয়ায় প্রভাস্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না।

(25 a) मनसो **योग्यानि**[३९३] **आत्म**[३९४]सविकल्पकज्ञानेच्छाद्वेषजीवनयोनिभिन्नप्रयत्न-सुखदुःखानि। **तदे**[३९५]कत्वपरिमाणे अपीत्याचार्याः। नेति टीकाकृतः। तद्वृत्तिजातिस्तयोः

---

[३९३] योग्य

[३९४] आत्मा

[३९५] तदें

समवायश्च। घ्राणयोग्य उद्भूतो गन्धस्तद्गतं सामान्यं तत्समवायश्च। रसनयोग्य उद्भूतो रसस्तद्गतं सामान्यं तत्समवायश्च। श्रवणयोग्यः श**ब्द**[৩৯৬]स्तद्गतं **सामान्यं**[৩৯৭] तत्समवायश्च**।** यो यस्येन्द्रियस्य ग्राह्य उक्तस्तदभावोऽपि तस्य ग्राह्यः**।** लौकिक**स**[৩৯৮]न्निकर्षः षड्विधः। संयोगो द्रव्यस्य। संयुक्तसमवायो द्रव्यसमवेतस्य। संयुक्तसमवेतसमवायो द्रव्यसमवेतसमवेतस्य। समवायः श**ब्द**[৩৯৯]स्य। समवेतसमवायः श**ब्द**[৪০০]त्वादेः। विशेषणता **समवाया**[৪০১]भावयोः। भवति हि चक्षुषा त्वचा मनसा च **संयुक्तक्रमः**[৪০২] **(?)** । **अनुद्भूत**[৪০৩]रूपवदुद्भूतस्पर्शव**दा**[৪০৪]त्मा च प्रत्यक्षविषयश्च। संयुक्तसमवेताश्चोद्भूतरूपादय उद्भूतस्पर्शादयो **ज्ञानाद**[৪০৫]यश्च संयुक्तः समवेतसमवेताश्चोद्भूतरूपत्वादयस्तादृशस्पर्शत्वा-दयो ज्ञानत्वादयश्च प्रत्यक्षगोचराश्चेति।

অনুবাদ – মনের দ্বারা আত্মা, সবিকল্পক জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, জীবনযোনি ভিন্ন প্রযত্ন, সুখ ও দুঃখ – এগুলির প্রত্যক্ষ হয়। উদয়নাচার্যের মতে সেই পদার্থগত একত্ব ও পরিমাণও (মনের দ্বারা গ্রাহ্য)। টীকাকার তা স্বীকার করেন না। সেই সেই পদার্থগত

---

[৩৯৬] व्द

[৩৯৭] सामानां

[৩৯৮] सं

[৩৯৯] व्द

[৪০০] व्द

[৪০১] समवा

[৪০২] संयुक्तंक्रमु

[৪০৩] तद्भूत

[৪০৪] रा

[৪০৫] ज्ञानादे

জাতি এবং তাদের সমবায়ও (মনের দ্বারা গ্রাহ্য হয়)। উদ্ভূতগন্ধ, তদ্গত সামান্য এবং তাদের (অর্থাৎ গন্ধ ও গন্ধত্বের) সমবায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। উদ্ভূত রস, তদ্গত সামান্য এবং তাদের (অর্থাৎ রস ও রসত্বের) সমবায় রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ, শব্দগত সামান্য এবং তাদের (শব্দ ও শব্দত্ব) সমবায় গৃহীত হয়। যেটি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তার অভাবও গৃহীত হয়। লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। সংযোগ সন্নিকর্ষ দ্রব্যের মধ্যেই হয়। দ্রব্যসমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবায়সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়। দ্রব্যসমবেত পদার্থে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়। শব্দের প্রত্যক্ষ সমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়। সমবেতসমবায়সন্নিকর্ষের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। সমবায় ও অভাবের প্রত্যক্ষ বিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়। সংযুক্তসমবেত উদ্ভূতরূপ প্রভৃতি, উদ্ভূত স্পর্শ প্রভৃতি এবং জ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যক্ষগোচর হয়। সংযুক্তসমবেতে সমবেত হয় উদ্ভূতরূপত্ব প্রভৃতি, উদ্ভূতস্পর্শত্ব প্রভৃতি এবং জ্ঞানত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষগোচর হয়।

বিবৃতি – প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি সন্নিকর্ষ কারণ হয়। সেই সন্নিকর্ষ লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ছয় প্রকার। সেগুলি হল সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় এবং বিশেষণবিশেষ্যভাব। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ; দ্রব্যসমবেত গুণ, কর্ম ও সামান্যের প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ; গুণ ও কর্মে বর্তমান সামান্যের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ; শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ; সমবায় ও অভাবের প্রত্যক্ষে বিশেষ্যবিশেষণভাব বা বিশেষণতা বা বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ হয়।

(25 b) एवं घ्राणसंयुक्तपृथिवीसमवेतो गन्धस्तादृशगन्धसमवेतं गन्धत्वादि घ्राणजप्रत्यक्षविषयश्च। रसनसंयुक्तजलसमवेतो रसस्तादृशरससमवेतो रसत्वादी

रासनश्चेति। एवं श्रवणसमवेतः तादृशश**ब्द**[४०६]समवेतः श**ब्द**[४०७]त्वादिश्रुतिविषयश्च। एवं चक्षुरादिना संयुक्ते तत्समवेतादौ च घटत्वादिसमवाय**घ**[४०८]टत्वाद्यभावौ विशेषणे चाक्षुषादिविषयौ च। किन्तु योग्यसहकारि**सम्पन्ना**[४०९]नुपलब्धिलक्षणा योग्यानुपलब्धि-रप्यभावग्रहे हेतुः। तेन पिशाचादेस्तमसि घटादेर्वाऽभावस्य न ग्रहः। तमस्यालोकाधिकरणसन्निकर्षस्याऽस**त्त्वा**[४१०]दित्याहुः। अलौकिकः संन्निकर्षस्त्रिधा **ज्ञानलक्षणो**[४११] सामान्यलक्षणो योगजधर्मश्चेति। यत्र हि कवेः काव्यरचनामूलभूतं वि**शि**[४১২]ष्टज्ञानं मानसं ज्ञायते तत्र विशकलितपदार्थस्मरणरूपं ज्ञानं सन्निकर्षः, अन्यथा सन्निकर्षान्तराभावादतीतानागतातीन्द्रियपदार्थविशिष्टज्ञानं न स्यात् ।

অনুবাদ – এইভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত পৃথিবী পদার্থে সমবেত গন্ধ ও সেই গন্ধে সমবেত গন্ধত্ব প্রভৃতি ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত জল পদার্থে সমবেত রস ও সেই রসে সমবেত রসত্ব প্রভৃতি রাসন প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। একইভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়ে (অর্থাৎ আকাশে) সমবেত (অর্থাৎ শব্দ) এবং তাদৃশ শব্দে সমবেত শব্দত্ব প্রভৃতি শ্রাবণপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। এইভাবে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত (ঘটে) এবং সেই ঘটাদিতে সমবেত (ঘটত্ব প্রভৃতিতে) বর্তমান ঘটত্বাদির সমবায় এবং ঘটত্বাদির অভাব বিশেষণ ও চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্তু যোগ্য

---

[৪০৬] व्द

[৪০৭] व्द

[৪০৮] प

[৪০৯] सपन्ना

[৪১০] त्वा

[৪১১] ज्ञानलक्षणा

[৪১২] शिं

সহকারিসম্পন্ন অনুপলব্ধিস্বরূপ অযোগ্যের অনুপলব্ধি অভাবের জ্ঞানে হেতু। তাই পিশাচ প্রভৃতির বা অন্ধকারে ঘট প্রভৃতির অভাবের জ্ঞান হয় না, যেহেতু অন্ধকারে আলোকাধিকরণ অর্থাৎ তেজের সন্নিকর্ষ থাকে না। অলৌকিক সন্নিকর্ষ – জ্ঞানলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ ও যোগজধর্ম ভেদে ত্রিবিধ। কবির কাব্যরচনার মূলভূত যে বিশিষ্ট মানসজ্ঞান জন্মায় সেক্ষেত্র আলাদা আলাদাভাবে পদার্থের স্মরণরূপ জ্ঞানই হল সন্নিকর্ষ, অন্যথা অন্যকোনো সন্নিকর্ষের অভাব অতীন্দ্রিয় পদার্থের বিশিষ্টজ্ঞান জন্মাতে পারে না।

বিবৃতি – যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয় সমীপবর্তী বা ইন্দ্রিয়াভিমুখে থাকে না অথচ তাদের অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারাও গৃহীত হয় না সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ যে সন্নিকর্ষের মাধ্যমে হয় তাকে অলৌকিকসন্নিকর্ষ বলে। এই সন্নিকর্ষটি সাধারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের মতো না হওয়ায় লৌকিক অর্থাৎ সাধারণবুদ্ধিগম্য না হওয়ায় অলৌকিক এই নামকরণ হয়েছে। জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এই জ্ঞান স্মরণাত্মকই হয়। স্মৃতিরূপ জ্ঞান যদি পূর্বজ্ঞাত কোনো পদার্থকে বর্তমানকালিক জ্ঞানবিষয়ীভূত পদার্থের বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট বা সম্বন্ধ করে, তাহলে ঐ স্মৃতিরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে। যেমন– সুরভি চন্দনম্। এখানে কোনো ব্যক্তির চন্দনকাষ্ঠের গন্ধ পূর্বেই জ্ঞাত এবং সেই জ্ঞানজন্য সংস্কারও ছিল। সেই ব্যক্তিই যদি দূরবর্তী কোনো চন্দনের গন্ধ আঘ্রাণ না করে শুধুমাত্র চন্দনকাঠ দেখেই সুরভি চন্দনম্ – এইপ্রকার যে চক্ষুঃচন্দনকাষ্ঠসংযোগের ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে।

(26 a) एवं घटो नास्तीत्यादौ प्रतियोग्यंशे, सुरभि चन्दनं पश्यामीत्यादौ सौर**भांशे**[४१३] ज्ञानलक्षणैव प्रत्यासत्तिः। यत्रालोकसंयोगादिः सकलसामग्रीसम्पन्नाविन्द्रियसम्बन्धे पुरोवर्त्तिनि घटादौ घटत्वं ज्ञातं तत्र ज्ञायमानघटत्वसामान्यप्रत्यास**त्त्या**[४१४] घटत्वसामान्यज्ञानप्रत्यास**त्त्या**[४१५] वा सकलघटविषयकज्ञानं जायते। अन्यथाऽयं घटपदवाच्य इत्येकत्र **बो**[४१६]धिते सर्व्वत्र घटे तद्ग्रहो न स्यादिति। योगजधर्मप्रत्यासत्तिस्तु योगाभ्यासजनितधर्मविशेष**प्रत्यासत्त्या**[४१७]ऽतीतानागतादिविषयकं ज्ञानं यत्र योगिनो जायते तत्र **बो**[४१८]ध्या च। तत्र तज्जन्यमेव ज्ञानमपरोक्ष**मिथ्याज्ञानो**[४१९]न्मूलनसमर्थम्। संस्मरणमूलप्रमाणमागमः। इदं तु **बोध्यं**[४२०] त्वङ्मनोयोग आत्ममनोयोगविशेषश्चर्ममनोयोगो वा जन्यज्ञानमात्रे कारणम्। तेन सुषुप्तिकाले पुरीततिगतेन मनसा तादृशसंयोगाभावान्न किमपि ज्ञानमिति।

অনুবাদ – এইপ্রকারে 'ঘট নেই' – ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগীর অংশে (অর্থাৎ ঘটাদিতে), সুরভি চন্দন প্রত্যক্ষ করছি – এক্ষেত্রে সৌরভাংশে জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি হয়। যেখানে আলোকসংযোগ প্রভৃতি সকল সামগ্রীবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পূর্ববর্তী ঘটে ঘটত্বের জ্ঞান

[৪১৩] भांसे

[৪১৪] त्या

[৪১৫] त्या

[৪১৬] वो

[৪১৭] प्रत्याऽसत्या

[৪১৮] वो

[৪১৯] मिथ्याज्ञो

[৪২০] बोध्यम्

হয়েছে সেখানে জ্ঞায়মান ঘটত্বের সামান্যপ্রত্যাসত্তি দ্বারা অথবা ঘটত্বসামান্যজ্ঞান প্রত্যাসত্তির দ্বারা সমস্ত ঘটের জ্ঞান হয়। অন্যথা এটি ঘটপদবাচ্য – এইরকম একটি স্থলে জ্ঞান হলেও সমস্ত ঘটে এটি ঘটপদবাচ্য – এইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হবে না। যোগজ প্রত্যাসত্তি হল যোগীর যোগাভ্যাসজনিত ধর্মবিশেষরূপ প্রত্যাসত্তির দ্বারা অতীত অনাগত বিষয়ক জ্ঞান যার দ্বারা হয়। সেখানে যোগজ প্রত্যাসত্তিজনিত অপরোক্ষজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বিনাশে সমর্থ।

(26 b) व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानजन्यज्ञानत्वमनुमितित्वम्। यत्किञ्चिदनुमितिवृत्ति-प्रत्यक्षावृत्तिसमवायित्वं वा। **बा**[४२१]धप्रति**ब**[४२२]न्ध्यतावच्छेदकतया परोक्षत्वजात्यंगीकारे तु प्रत्यक्षावृत्तित्वं विहाय शा**ब्दा**[४२३]वृत्तित्वं देयम्। अनुमितौ च व्याप्तिज्ञानादिकं करणम्**,** परामर्शो व्यापारः। व्याप्तिश्च साध्यवदन्यावृत्तित्वम्**,** हेतुसमानाधिकरणप्रतियोगि-व्यधिकरणा**त्य**[४२४]न्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिक-रण्यं वा। भवति हि धूमसमानाधिकरणः प्रतियोगिव्यधिकरणो घटाद्यभावस्तत्प्रतियोगितानवच्छेदकं वह्नित्वं तदवच्छिन्नवह्निसामानाधिकरण्यं धूम इति लक्षणसमन्वयः। इदं च लक्षणं घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वादित्यादौ **केवलान्वयिनि**[४२५] प्रवर्त्तते।

---

[४२१] वा

[४२२] वं

[४२३] व्दा

[४२४] त्य

[४२५] केवलान्वयि

অনুবাদ – ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন জ্ঞান হল অনুমিতি। অথবা যে কোনো অনুমিতিতে বর্তমান (অর্থাৎ অনুমিতিত্ব জাতি) এবং প্রত্যক্ষে অবর্তমান সমবায়িত্ব হল অনুমিতিত্ব। বাধজ্ঞানের প্রতিবন্ধ্যতার অবচ্ছেদকরূপে পরোক্ষত্বজাতি স্বীকার করলে (পূর্বোক্ত লক্ষণে) 'প্রত্যক্ষাবৃত্তিত্ব'-এই অংশটি বাদ দিয়ে 'শাব্দাবৃত্তিত্ব'-এই অংশটি দিতে হবে। অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি করণ, (এবং) পরামর্শ হল ব্যাপার। সাধ্যের অধিকরণ থেকে ভিন্ন আশ্রয়ে (হেতুর) না থাকাই হল ব্যাপ্তি। অথবা হেতুর সমানাধিকরণ অথচ প্রতিযোগিভিন্ন অধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ও যে সাধ্যতা সেই সাধ্যতার অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্নের সমানাধিকরণ হওয়াই হল ব্যাপ্তি। যেমন– ধূমের সমানাধিকরণ যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগীর ব্যধিকরণ যে ঘটাদির অভাব, তার (অর্থাৎ সেই অভাবের) প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে বহ্নিত্ব, সেই বহ্নিত্বে দ্বারা অবচ্ছিন্ন বহ্নির সামানাধিকরণ্য ধূমে থাকায় লক্ষণসমন্বয় হল। ব্যাপ্তির এই লক্ষণটি (দ্বিতীয় লক্ষণটি) 'ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি কেবলান্বয়ি স্থলেও প্রবর্তিত হয়।

বিবৃতি – চতুর্বিধ যথার্থ প্রমার মধ্যে অন্যতম হল অনুমিতি। এই অনুমিতির উৎপত্তিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞান অত্যুপযোগী। পক্ষধর্মতা হল পক্ষে হেতুর অবস্থান করা। পক্ষে হেতুটি আছে – এই জ্ঞান হল পক্ষধর্মতা জ্ঞান। ব্যাপ্তি হল সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর না থাকা অর্থাৎ সাধ্যের অভাব স্থলে হেতুটি না থাকলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে বলে বুঝতে হবে। এই ব্যাপ্তিযুক্ত পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে বলা হয় পরামর্শ। পরামর্শজ্ঞানকে প্রকাশ করা হয় এইভাবে – সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ। এই পরামর্শ জ্ঞান থেকে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। অনুমিতিতে থাকে অনুমিতিত্ব, তা একটি জাতি। তাই অনুমিতিত্বজাতিবিশিষ্ট অনুমিতি – এইপ্রকারও লক্ষণ করা হয়। কার্যমাত্রেরই কারণ থাকে এবং কারণগুলির মধ্যে যেটি ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণ কারণ তাকে করণ বলা হয়। এই অনুমিতিরূপ কার্যের করণ হয় ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপার হয় পরামর্শজ্ঞান। তাই প্রথমে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তারপর পরামর্শজ্ঞান এবং পরে অনুমিতি

উৎপন্ন হয়। অনুমিতির উৎপত্তিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ হওয়ায় ব্যাপ্তি কাকে বলে তা জিজ্ঞাস্য হয়ে পড়ে। তাই গ্রন্থকার ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ দিয়েছেন। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্ – এটি হল ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষলক্ষণ অর্থাৎ এই লক্ষণটি ব্যাপ্তির সমস্ত স্থলে যায় না বা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট। দ্বিতীয় লক্ষণটি হল– হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যম্। এটি ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ। লক্ষণবাক্যটির সমাস এইপ্রকার - হেতোঃ সমানাধিকরণঃ হেতুসমানাধিকরণঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), প্রতিযোগিনঃ ব্যধিকরণম্ প্রতিযোগিব্যধিকরণম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), হেতুসমানাধিকরণঃ প্রতিযোগিব্যধিকরণশ্চ হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণৌ (দ্বন্দ্ব সমাস), হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণয়োঃ অত্যন্তাভাবঃ হেতুসমানাধিকরণ-প্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগী হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), তন্নিষ্ঠঃ ধর্মঃ হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতা, ন অবচ্ছেদকঃ অনবচ্ছেদকঃ (নঞ্ তৎপুরুষ সমাস), হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতায়াঃ অনবচ্ছেদকঃ হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), সাধ্যনিষ্ঠঃ ধর্মঃ সাধ্যতা, সাধ্যতায়াঃ অবচ্ছেদকঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণা-ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকশ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকশ্চ হেতু-সমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকৌ (দ্বন্দ্ব সমাস), হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্র-তিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাভ্যামবচ্ছিন্নম্ হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নম্ (তৃতীয়া তৎপুরুষ

সমাস), হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য সামানাধিকরণ্যম্ হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)। এই ব্যাপ্তিলক্ষণে 'হেতুসমানাধিকরণ' ও 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' – এই দু'টি অত্যন্তাভাবের বিশেষণ। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ- এই অনুমানে পর্বত পক্ষ, বহ্নি বা বহ্নিমত্ত্ব হল সাধ্য এবং ধূম হেতু। হেতু ধূমের সমানাধিকরণ হয় ঘটাদির অভাব, যেহেতু ধূমের অধিকরণ পাকশালা প্রভৃতিতে বহ্নির অভাব না থাকলেও ঘটাদির অভাব থাকে বলতে পারি এবং ঘটাদির অভাব হল অত্যন্তাভাব। এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট প্রভৃতি তার (অর্থাৎ ঘটাদির) অধিকরণে সেই অত্যন্তাভাবটি বর্তমান থাকে না, যেহেতু অত্যন্তাভাব তার প্রতিযোগীর বিরোধী হয়। তাই সেই অত্যন্তাভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয়। পূর্বোক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতে বর্তমান প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় ঘটত্ব প্রভৃতি, অনবচ্ছেদক হয় বহ্নিত্ব। সেই বহ্নিত্বটি আবার সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়। বহ্নিত্বরূপ অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় বহ্নি। সেই বহ্নির সমানাধিকরণ হয় ধূম, তাই ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য বা ঐকাধিকরণ্য থাকে। হেতুতে সাধ্যের এই সমানাধিকরণ্যই হল ব্যাপ্তি। এই লক্ষণটি অসদ্ধেতু স্থলে প্রসক্ত হয় না। যেমন– পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ। এখানে ধূম সাধ্য এবং বহ্নি হেতু। বহ্নির সমানাধিকরণ হয় ধূমাভাব, যেহেতু অয়োগোলকে ধূমাভাব থাকে কিন্তু বহ্নি থাকে। সেই ধূমাভাবরূপ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ধূমরূপ সাধ্যের সহিত সামানাধিকরণ্য না থাকায় ব্যাপ্তির লক্ষণটি গেল না। এতে ইষ্টই সাধিত হল, যেহেতু অসদ্ধেতু স্থলে এই লক্ষণটির অসঙ্গতি ঈপ্সিত। এই লক্ষণটি কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমানেও সঙ্গত হয়। কিন্তু 'সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব' – এই লক্ষণটি কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমানস্থলে ব্যাপ্ত হয় না, যেহেতু কেবলান্বয়িস্থলে সাধ্যাধিকরণের ভেদ কোথায় থাকে না। তাই গ্রন্থকার 'বা'-শব্দ গ্রহণপূর্বক 'সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব' এই লক্ষণটিতে অস্বরসতা দেখিয়েছেন।

(27 a) धूमवान्वह्नेरित्यादौ व्यभिचारिणि **तु**[४२६] अयोगोलके वह्निसमानाधिकरणो यस्तादृशो धूमाभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकमेव धूमव**त्त्व**[४२७]मिति नातिप्रसङ्गः। कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादित्यादावेतद्वृक्षत्वसमानाधिकरणो यो मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकमेव संयोगत्वमित्यव्याप्तिः स्यादतः प्रतियोगिव्यधिकरणेति। **इयं**[४२८] दैशिकी। एवं कालिकापि, यथा कालो **गोत्ववान्**[४२९] अप्रवत्वादित्यादि। व्यभिचारज्ञानविरहसहकृतसहचारदर्शनं च व्याप्तिनिश्चायकम्। ननु साध्यव्यापकसाधनाव्यापकत्वलक्षणस्योपाधेः सन्दिग्धत्वाद्व्यभिचारशङ्कायां कथं व्याप्तिनिश्चयः? **मैवम्,**[४३०] साध्यव्यापकत्वेन ज्ञातेष्वनुकूलतर्कादिना **साधना**[४३१]व्यापकत्वसाधनादिति। **व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानं**[४३२] **परामर्शः**[४३३]।

অনুবাদ – 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি অনুমানে ব্যভিচারস্থল তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নির সমানাধিকরণ যে ধূমাভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হল ধূমবত্ত্ব। তাই (ব্যাপ্তির লক্ষণে) অতিব্যাপ্তি দোষ হল না। 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' ইত্যাদি

---

[४२६] तु।

[४२७] त्व

[४२८] इय

[४२९] गोत्ववान्।

[४३०] मैवम्।

[४३१] साधन

[४३२] व्याप्तिप्रकारकधर्मताज्ञानं

[४३३] परामशः

অনুমানে এতদ্বৃক্ষত্বের সমানাধিকরণ মূলাবচ্ছেদে যে কপিসংযোগাভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সংযোগত্ব। তাই এই স্থলে (ব্যাপ্তির লক্ষণে) অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। সেই অব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য লক্ষণে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদটি দেওয়া হয়েছে। এটি দৈশিক অনুমিতি স্থল। এইকরম কালিক অনুমিতির স্থল হল কালো গোত্ববান্ অপ্রবত্বাৎ। ব্যভিচারজ্ঞানের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে সহচারদর্শন হলে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। আচ্ছা, সাধ্যের ব্যাপক হয়ে সাধনের অব্যাপক যে উপাধি, সেই উপাধির সন্দেহবশতঃ ব্যভিচার আশঙ্কায় কীভাবে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হবে? – এটি বলা যায় না, যেহেতু (উপাধি) সাধ্যব্যাপকরূপে জানা গেলে অনুকূল তর্কাদির মাধ্যমে সাধনের অব্যাপকরূপেও জানা যায়। ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান হল পরামর্শ।

বিবৃতি – পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তলক্ষণটি সদনুমান স্থলে সঙ্গত হওয়ায় এবং অসদনুমান স্থলে অসঙ্গত হওয়ায় নির্দুষ্ট বলা হয়। কিন্তু (অয়ং বৃক্ষঃ) কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্ – এই অনুমানে লক্ষণটি অব্যাপ্ত হয়। যেহেতু এই ক্ষেত্রে সাধ্যটি যেমন হেতুর অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় তেমনই এতদ্বৃক্ষের মূলদেশে কপিসংযোগাভাব থাকায় সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীও হবে। এই দোষ বারণের জন্য লক্ষণে অত্যন্তাভাবের বিশেষণরূপে প্রতিযোগীব্যধিকরণ শব্দটিও দেওয়া হয়েছে। তার ফলে হেত্বধিকরণরূপে এতদ্বৃক্ষত্বকে গ্রহণ করে সেখানে ঘট প্রভৃতির অভাব গ্রহণ করতে হবে। কপিসংযোগাভাবকে আর গ্রহণ করা যাবে না।

(27 b) इत्थं च तृतीयलिङ्गपरामर्शादनुमितिः। **तथाहि**[४३४] प्रथमं महानसादौ धूमे वह्निव्याप्तिज्ञानं यस्य जातं तस्य पर्वतादौ गतस्य धूमदर्शनेन धूमो वह्निव्याप्य इति व्याप्तिस्मरणं जायते। तदनन्तरं च वह्निव्याप्यधूमवानयमिति व्याप्तिप्रकारकपक्ष-

---

[४३४] तथाहि।

धर्मता**ज्ञानं,**[৪৩৫] तदेव लिङ्गपरामर्शस्ततो वह्निमानयमित्याकारानुमितिरिति। साध्यनिश्चयेऽनुमितेरनुत्पत्तेः पक्षताऽनुमि**ते**[৪৩৬]रङ्गम्। सा च सिषाधयिषाविरह-विशिष्टसिध्यभावः। साध्य**निश्चयेऽ**[৪৩৭]प्यनुमित्सायामनुमितेरुदयाद्विशिष्टान्तं सिद्धेर्विशेष-णम्। तच्चानुमानं द्विधा। स्वार्थं परार्थं च। स्वार्थं तु उक्तसहचारज्ञानजन्यव्याप्तिज्ञानजन्यपरामर्शरूपम्। परार्थन्तु परप्रयुक्तन्यायरूप-श**ब्दा**[৪৩৮]धीनलिङ्गपरामर्शरूपम्। न्यायश्च न पक्षधर्मत्वं, सपक्षे **सत्त्वं**[৪৩৯] विपक्षाद्व्यावृत्तिरबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति पञ्चरूपोपपन्नहेतुप्रतिपादकं वाक्यम् ।

অনুবাদ – এইভাবে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ থেকে অনুমিতি উৎপন্ন হয় । যেমন– প্রথমে রান্নাঘর প্রভৃতি স্থলে ধূমেতে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান যার হয়েছে সেই ব্যক্তির পর্বত প্রভৃতি স্থলে গিয়ে ধূম দেখলে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ' (অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে) – এইপ্রকার ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তারপর 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্' এইরকম ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞান হয়। সেটিই লিঙ্গপরামর্শ, সেই লিঙ্গপরামর্শ থেকে 'বহ্নিমান্ অয়ম্' – এই আকারে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। সাধ্যটি নিশ্চিতরূপে গৃহীত হলে অনুমিতি উৎপন্ন হয় না, তাই পক্ষতা অনুমিতির অঙ্গ। সেই (পক্ষতা হল) সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব। সাধ্যনিশ্চয় থাকলেও অনুমানের ইচ্ছা থাকলে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ায় (পক্ষতার লক্ষণে) 'বিশিষ্টান্ত' -পদটি সিদ্ধির

---

[৪৩৫] ज्ञाने

[৪৩৬] त

[৪৩৭] निश्चये

[৪৩৮] व्दा

[৪৩৯] सत्वं

বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। সেই অনুমান দ্বিবিধ– স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থানুমান হল উক্ত সহচারজ্ঞানজন্য ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য পরামর্শ। পরার্থানুমান হল অন্যের জন্য প্রযুক্ত ন্যায়রূপ শব্দজ্ঞানাধীন লিঙ্গপরামর্শ। ন্যায় কিন্তু পক্ষধর্মত্ব(পক্ষে থাকা), সপক্ষসত্ত্ব (সপক্ষে বিদ্যমান থাকা), বিপক্ষে না থাকা, অবাধিতবিষয়ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব – এই পঞ্চরূপবিশিষ্ট হেতুর প্রতিপাদক বাক্য নয়।

(28 a) रूपोपपन्नो धूम इति वाक्येऽतिव्याप्तेः। किन्तू चिन्तानुपूर्वीकप्रतिज्ञादिपञ्चकम्। आनुपूर्व्यामौचित्यं च प्रतिज्ञोत्तरत्वं हेतौ हेतूत्तरत्व**मुदाहरणम्**[४४०] इत्यादि। उचितानुपूर्वीकमात्रं प्रतिज्ञाद्युत्तर**हेतु**[४४१]रूपावयवद्वये गतमिति प्रतिज्ञादिपञ्चकमित्युक्तम्। तदर्थश्च प्रतिज्ञादिपञ्चकमात्रविशेष्यकबुद्धेर्विशेष्यतापर्याप्तिम**त्त्व**[४४२]म्। प्रतिज्ञादिकं च न्यायान्तर्गततत्वशून्यं ग्राह्यमिति नान्योन्याश्रयः। तदयं **न्यायः**[४४३] पर्वतो वह्निमान् ।१। धूमात् ।२। यो यो धूमवान् स वह्निमान्यथा महान**सम्**[४४४]।३। वह्निव्याप्यधूम**वां**[४४५]श्चायम् ।४। तस्माद्वह्निमानिति ।५। न्यायान्तर्गततत्वे सति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय-निगमनान्यतमत्वं चावयवत्वम्। तत्रैतन्न्याय**घटकं**[४४६] पर्वतो वह्निमानिति-

---

४४० मुदाहरण

४४१ हेत्वादि

४४२ त्व

४४३ न्यायः।

४४४ सम

४४५ वा

४४६ घटक

शब्दवृत्त्य[৪৪৭]वयवविभाजकोपाधिम**त्त्वं**[৪৪৮] प्रतिज्ञात्वम् ।१ एतद्धूमादिति शब्**द**[৪৪৯]वृत्तितादृशोपाधिम**त्त्वं**[৪৫০] हेतुत्वम् ।२ एतद्यो यो धूमवान्सोऽग्निमानिति शब्**द**[৪৫১]वृत्ति**ता**[৪৫২]दृशोपाधिम**त्त्व**[৪৫৩]मुदाहरणत्वम् ।३ एतद्वह्निव्याप्यधूमवांश्चायमिति शब्**द**[৪৫৪]वृत्तितादृशोपाधिम**त्त्व**[৪৫৫]मुपनयत्वम् ।४ एतत्तस्माद्वह्निमानिति शब्**द**[৪৫৬]वृत्ति-ता**दृशोपाधिमत्त्वं**[৪৫৭] निगमनत्वमिति ।५

অনুবাদ – যেহেতু ‘রূপোপপন্নো ধূমঃ’ - এই বাক্যে (ন্যায়ের লক্ষণটি) অতিব্যাপ্ত হয়ে যাবে। (তাই) উচিত আনুপূর্বীবিশিষ্ট প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি (অবয়ব)কে (ন্যায় বলতে হবে)। উচিত আনুপূর্বী বলতে প্রতিজ্ঞা বাক্যের পর হেতুবাক্য, হেতুবাক্যের পর উদাহরণ বাক্য – এইরকম ক্রমকে বুঝতে হবে। শুধুমাত্র ‘উচিতানুপূর্বীকত্ব’- (রূপ ধর্মটি) প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরবর্তী হেতুবাক্য – এই দুটি অবয়বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই (ন্যায়ের) লক্ষণে ‘প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকম্’ বলা হয়েছে। তার (অর্থাৎ উচিতানুপূর্বীকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকের) অর্থ হল শুধুমাত্র প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি

---

[৪৪৭] शव्दवृत्य

[৪৪৮] त्वं

[৪৪৯] व्द

[৪৫০] त्वं

[৪৫১] व्द

[৪৫২] तां

[৪৫৩] त्व

[৪৫৪] व्द

[৪৫৫] त्व

[৪৫৬] व्द

[৪৫৭] दृशोपधिमत्वं

অবয়ববিশেষ্যকবুদ্ধিতে বর্তমান বিশেষ্যতাতেই পর্যাপ্ত। ন্যায়ের অন্তর্গত হল প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি – এইরূপে স্বীকার না করলে আর অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হবে না। সেই ন্যায় হল – ১. পর্বতো বহ্নিমান্ (পর্বত বহ্নিবিশিষ্ট) ২. ধূমাৎ (ধূম থাকায়/দৃষ্ট হওয়ায়) ৩. যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্, যথা– মহানসম্ (যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি, যেমন – রান্নাঘর) ৪. বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্ (বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমযুক্ত এটি) ৫. তস্মাদ্বহ্নিমান্ (তাই বহ্নিযুক্ত এটি)। ন্যায়ের অন্তর্গত হয়ে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন – এগুলির যে কোন একটি হলেই তাকে অবয়ব বলা হয়। সেই অবয়বগুলির মধ্যে ১. 'পর্বতো বহ্নিমান্' – এইরকম শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে যে অবয়বের প্রকাশ করা হয় তা প্রতিজ্ঞা, ২. 'ধূমাত্' - এইরকম শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে যে অবয়বের প্রকাশ করা হয় তা হেতু, ৩. 'যো যো ধূমবান্ সোঽগ্নিমান্' – এইরকম শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে যে অবয়বকে প্রকাশ করা হয় তা উদাহরণ, ৪. 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্' – এইরকম শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে যে অবয়বের প্রকাশ করা হয় তা উপনয়, ৫. 'তস্মাদ্বহ্নিমান্' – এইরকম শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে যে অবয়বের প্রকাশ করা হয় তা নিগমন।

(28 b) एवं पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते १, गन्ध**वत्त्वात्**[४५८] २, यत्नेतरेभ्यो भिद्यते न तद् गन्धवत् **३**, न च नेयं गन्धवती ४, तस्मादितरेभ्यो भिद्यत इति ५, न्यायान्तरावय**वे**[४५९]ष्वपि लक्षणाणि नेयानि। अनुमानं त्रिवि**धम्**[४६०]। केवलान्वयिकेवलव्यतिरेक्यन्वय-

---

४५८ वत्वात्।

४५९ व

४६० धंम्

व्यतिरे**कि**[४६१]भेदात्। केवलान्वयिसाध्यकं केवलान्वयि। केवलान्वयित्वं चात्यन्ताभा**वा**[४६२]प्रतियोगित्वमन्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वं वा। यथा **घटोऽभि**[४६३]धेयः प्रमेयत्वादि**त्यादि**[४६४]**।** असत्सपक्षं केवलव्यतिरेकि। यथा पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धव**त्त्वा**[४६५]दित्यादि। अत्र च व्यतिरेकसहचारादुक्ता व्याप्तिर्गृह्यत इति प्राञ्चः।

অনুবাদ – এইভাবে ১. 'পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে' [পৃথিবী হল পৃথিবীভিন্ন যা কিছু (জল, তেজ প্রভৃতি), তা থেকে ভিন্ন] ২. 'গন্ধবত্ত্বাত্' (যেহেতু তা অর্থাৎ পৃথিবী গন্ধবিশিষ্ট) ৩. 'যৎ নেতরেভ্যো ভিদ্যতে ন তদ্ গন্ধবত্' (যা পৃথিবীভিন্ন থেকে ভিন্ন নয় তা গন্ধবিশিষ্ট হয় না) ৪. 'ন চ নেয়ং গন্ধবতী' (এটি গন্ধবিশিষ্ট নয় - এমনটাও নয় অর্থাৎ গন্ধযুক্ত) ৫. 'তস্মাদিতরেভ্যো ভিদ্যতে' (তাই এই পৃথিবী অন্যান্য পদার্থ থেকে ভিন্ন) – এইরকম ভিন্ন ভিন্ন অনুমানের অবয়বগুলির সাথেও লক্ষণগুলির সঙ্গতি দেখাতে হবে। অনুমান তিন প্রকার – কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী। কেবলান্বয়ি অনুমান হল কেবলান্বয়িসাধ্যক অর্থাৎ যে অনুমানে সাধ্যটি কেবলান্বয়ি হয়। কেবলান্বয়ি বলতে বোঝায় যা অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় অথবা যা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়। যেমন– 'ঘটোঽভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাত্' অর্থাৎ ঘট অভিধেয়, যেহেতু তা প্রমেয় ইত্যাদি।

---

[४६१] क

[४६२] व

[४६३] घटोभि

[४६४] त्वादि।त्यादि

[४६५] त्वा

কেবলব্যতিরেকী হল অসৎসপক্ষ অর্থাৎ যে অনুমানে সপক্ষ (অর্থাৎ সাধ্যের নিশ্চিত আশ্রয়) নেই। যেমন– পৃথিবী হল পৃথিবীভিন্ন যা কিছু তা থেকে ভিন্ন, যেহেতু তা গন্ধবিশিষ্ট। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন এখানে ব্যতিরেকসহচারের মাধ্যমে ব্যাপ্তি গৃহীত হয়েছে।

বিবৃতি - হেতু তিন প্রকার এবং সেই হেতুকে অবলম্বন করে গঠিত অনুমানও তিন প্রকার হয়। কেবলান্বয়ি কথার অর্থ যার কেবলমাত্র সর্বত্র অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে। ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ - এই অনুমানে অভিধেয়ত্ব হল সাধ্য এবং তার কোথাও অভাব পাওয়া যায় না। অসৎসপক্ষঃ - সন্ সপক্ষঃ যস্য সঃ সৎসপক্ষঃ, ন সৎসপক্ষঃ অসৎসপক্ষঃ অর্থাৎ যার পক্ষ ছাড়া অন্যত্র উপস্থিতি নেই। পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ - এখানে গন্ধরূপ হেতুটি শুধুমাত্র পক্ষ পৃথিবীতেই থাকে, পক্ষ ছাড়া অন্যত্র থাকে না।

(29 a) साध्याभावहेत्वभावयोर्व्याप्तिग्रहादनुमितिः। न **चा**[४६६]न्यव्याप्तिग्रहात्कथमन्यानुमितिः। साध्याभावव्यापकाभावप्रतियोगित्वेन पक्षधर्मतानिश्चयस्य साध्यानुमापकत्वादित्यन्ये। उभयभिन्नमन्वयव्यतिरेकि। यथा वह्निमान् धूमादित्यादि। व्यभिचारिविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः। अनुमितितत्करणान्यतरविरोधियथार्थज्ञानविषयत्वं यादृशविशिष्टविषयकज्ञानत्वमनुमितितत्करणज्ञानान्यतरविरोधितावच्छेदकं तादृशविशिष्टविषयत्वं वा हेत्वाभासत्वम्। यद्यपि साध्याभाववत्पक्षविषयकज्ञानत्वे**ना**[४६७]ऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्तादृशपक्षकत्वस्य च हेतौ

---

[४६६] च

[४६७] न

सत्त्वेऽ[४६८]पि साध्याभाववद्वृत्तिहेतुज्ञानत्वेनानुमितिकरणविरोधित्वात्तादृशहेतुम**त्त्व**[४६९]स्य हेतावभावात्कथं हेतुदोष**त्वम्**[४७०]? तथापि येन केनचित्सम्बन्धेन तद्बोध्यमित्याहुः। व्यभिचारस्त्रिविधः साधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात्।

অনুবাদ – সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের মধ্যে ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ায় অনুমিতি হয়। অন্যরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ হওয়ায় কেন অন্যপ্রকার অনুমিতি হয়? – তা বলা যাবে না, যেহেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগীরূপে পক্ষধর্মতাজ্ঞানটি সাধ্যের অনুমাপক হয় – এইরকম বলে থাকেন। উভয় (অর্থাৎ কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী) থেকে ভিন্ন অন্বয়ব্যতিরেকী। যেমন – 'বহ্নিমান্ ধূমাত্' ইত্যাদি। **ব্যভিচারী, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত** – এই পাঁচটি হেত্বাভাস। অনুমিতি ও তার করণ – এই উভয়ের মধ্যে যে কোনটির বিরোধী যথার্থজ্ঞানের যেটি বিষয় হয় অথবা যে বিষয়বিশিষ্টরূপে জ্ঞান বর্তমান থাকে ও জ্ঞানস্থিত জ্ঞানত্ব অনুমিতি বা তার করণের বিরোধিতার অবচ্ছেদক হয়, তাদৃশ বিশিষ্টজ্ঞানের বিষয়স্থিত বিষয়ত্বই হল হেত্বাভাস। যদিও সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষ – এই বিষয়ক জ্ঞানরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় এবং সেই প্রকার পক্ষে বর্তমান পক্ষত্ব হেতুতে থাকে। তবুও (সেই প্রকার পক্ষে বর্তমান পক্ষত্ব হেতুতে থাকলেও) সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিতারূপ জ্ঞান অনুমিতির বিরোধী হওয়ায় সেইরূপ হেতু হেতুমত্ত্ব হেতুতে না থাকায় কীভাবে হেতুর দোষ হবে? তবুও তা যে কোনো সম্বন্ধে আছে তা বুঝতে হবে। **ব্যভিচার** তিন প্রকার – সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী।

---

[४६८] त्वे

[४६९] त्व

[४७०] त्वं

(29 b) तल्लक्षणं तु साधारणाद्यन्यतमत्वम्। **साधारणत्वं**[४७१] तु साध्यवदन्यवृत्तित्वम्। यथा धूमवान्वह्नेरित्यादौ। **तज्ज्ञानं**[४७२] च साध**्य**[४७३]वदन्यावृत्तित्वम्। **< यथा धूमवान्वह्नेरित्यादौ। > तज्ज्ञानं**[४७४] च साध्यवदन्यावृत्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानस्य ग्राह्याभावावगाहितया प्रतिबन्धकम्। व्याप्त्यन्तरज्ञानस्य तु **मारण**[४७५]मन्त्रादिन्यायेन साध्यव्यापकाभावप्रतियोगित्वमसाधारणत्वम्। यथा श**ब्दो**[४७६] नित्यः शब्दत्वादित्यादि। श**ब्द**[४७७]**त्वं**[४७८] हि नित्यत्वव्यापको यः श**ब्द**[४७९]त्वाभावस्तत्प्रतियोगि। एतज्ज्ञानं चानुमितौ साक्षात् प्रति**ब**[४८०]न्धकम्**,** व्यतिरेकसत्प्रतिपक्षरूपत्वात्। न चैवम् सत्प्रति**पक्षेऽन्तर्भावः**[४८१]**,** हेतुभेद एव तत्स्वीकारात्। अनुपसंहारी अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिः। अनेन च व्यतिरेकव्याप्तिग्रहप्रतिबन्धः क्रियते। साध्याभावव्याप्यो हेतुर्विरुद्धः। तज्ज्ञानस्य तु साध्याभावव्याप्यज्ञानत्वेन साध्यग्रहविरोधित्वादनुमितिप्रति**ब**[४८२]न्धकत्वम् ।

---

[४७१] साधारणं

[४७२] तद्ज्ञानं

[४७३] व्य

[४७४] तद्ज्ञानं

[४७५] मरण

[४७६] व्दो

[४७७] व्द

[४७८] त्वे

[४७९] व्द

[४८०] वं

[४८१] पक्षेंतर्भावः

[४८२] वं

অনুবাদ – ব্যভিচারের লক্ষণ হল সাধারণ প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটি হওয়া। **সাধারণ ব্যভিচার** হল সাধ্যের আশ্রয় থেকে ভিন্ন স্থলে হেতুর থাকা। যেমন– 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি স্থলে। তার (অর্থাৎ ব্যভিচারের) জ্ঞান সাধ্যবদ্ভিন্নে অবৃত্তিত্বরূপ গ্রাহ্যাভাবরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। অন্য ব্যাপ্তির জ্ঞান মারণমন্ত্রাদি ন্যায় অনুসারে সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব হল **অসাধারণত্ব**। যেমন– 'শব্দঃ নিত্যঃ শব্দত্বাত্' প্রভৃতি। নিত্যত্বের ব্যাপক যে শব্দত্বাভাব তার প্রতিযোগী হল শব্দত্ব। এই জ্ঞান অনুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক হয়, যেহেতু তা ব্যতিরেক **সৎপ্রতিপক্ষ**স্বরূপ। তা বলে এটিকে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, যেহেতু হেতুর ভিন্নতা থাকলেই সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস স্বীকার করা হয়। **অনুপসংহারী** হল অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী সাধ্য প্রভৃতি। এর দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিগ্রহ বাধিত হয়। সাধ্যাভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত হেতু হল **বিরুদ্ধ**। তার (অর্থাৎ বিরুদ্ধের) জ্ঞান সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য জ্ঞানরূপে সাধ্যজ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়।

(30 a) यथा वह्निमान् **ह्रदत्वा**[৪৮৩]दित्यादौ। यद्यप्यत्रासाधारणत्वं सम्भवति तथापि दूषकताबीजभेदेनोपधेयसङ्करेप्युपाधेरसङ्कराददोषः। केचि**त्त्व**[৪৮৪]साधारणविरुद्धलक्षणयो-र्वैपरीत्यमिच्छन्ति। सत्प्रतिपक्षः साध्याभावव्याप्यवान्पक्षः। अत्र परस्पराभावव्याप्यवत्ताज्ञानात्परस्परानुमितिप्रतिबन्धः**।** असिद्धस्त्रिविधः। आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्च। पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव आश्रया**सिद्धः**[৪৮৫]। अत्र

---

[৪৮৩] ह्रत्वा

[৪৮৪] त्व

[৪৮৫] सिद्धिः

काञ्चनमयः पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यादौ काञ्चनमयः पर्वतः पक्षस्तत्र काञ्चनमयत्वाभाव-ज्ञानमनुमितेः परामर्शस्य च विरोधि। पर्वते काञ्चनमयत्वाभावज्ञाने काञ्चनमयः पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानस्य वह्निव्याप्यधूमवान् काञ्चनमयः पर्वत इति ज्ञानस्य चानुत्पत्तेः। पक्षे हेतुत्वाभिमताभावः स्वरूपासिद्धः। यथा ह्रदो द्रव्यं धूमादित्यादौ। अनेन **पक्षे**[৪৮৬] व्याप्यवत्ताज्ञानरूपस्य परामर्शस्य प्रतिबन्धः क्रियते।

অনুবাদ – যেমন বহ্নিমান্ হ্রদত্বাৎ ইত্যাদি স্থলে। যদিও এখানে অসাধারণ (অনৈকান্তিক হেত্বাভাস) সম্ভব হয় তবুও দূষকতার কারণভেদবশতঃ উপধেয়সঙ্কর হলেও উপাধির অসাঙ্কর্য হেতু দোষ হয়। কেউ কেউ অসাধারণ (অনৈকান্তিক) ও বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ বিপরীত হওয়া উচিত বলে থাকেন। সাধ্যাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যবিশিষ্ট পক্ষ হলে **সৎপ্রতিপক্ষ** হেত্বাভাস হয়। এক্ষেত্রে পরস্পর অভাবব্যাপ্যবিশিষ্ট জ্ঞান থাকায় পরস্পর অনুমিতির প্রতিবন্ধ হয়। **আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ**ভেদে **অসিদ্ধ** তিন প্রকার। পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকের অভাব হল **আশ্রয়াসিদ্ধ**। যেমন– 'কাঞ্চনময় পর্বত বহ্নিমান্ ধূমাত্' ইত্যাদি স্থলে কাঞ্চনময় পর্বত পক্ষ। সেই পক্ষে কাঞ্চনময়ত্বের অভাব জ্ঞান অনুমিতি ও পরামর্শের বিরোধী, যেহেতু পর্বতে কাঞ্চনময়ত্বের অভাব জ্ঞান হলে 'কাঞ্চনময়ঃ পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের এবং 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ কাঞ্চনময়ঃ পর্বতঃ' এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। হেতুরূপে স্বীকৃত পদার্থের পক্ষে অভাব হল **স্বরূপাসিদ্ধ**। যেমন– 'হ্রদো দ্রব্যং ধূমাত্' ইত্যাদি। এই হেত্বাভাসের দ্বারা পক্ষে (সাধ্য-) ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানরূপ পরামর্শের প্রতিবন্ধ হয়।

---

[৪৮৬] पपक्षे

(30 b) तदुभयभिन्नासिद्धिर्व्याप्यत्वासिद्धिः। यथा वह्निमान् काञ्चनमयधूमादित्यादौ। अत्र हेतुतावच्छेदकविशिष्टहेतुज्ञाना**भावात्तद्धेतु**[४८७]कव्याप्तिग्रहः प्रति**ब**[४८८]ध्यते। एवं साध्यतावच्छेदकविशिष्टाऽप्रसिद्धापीयमुदाहार्या। पक्षे साध्याभावो **बा**[४८९]धः। एतज्ज्ञानमनुमितिप्रति**ब**[४९०]न्धकम्। यथोत्पत्तिकालावच्छिन्नो घटो गन्धवान् पृथिवीत्वादित्यादौ। ननु साध्यवदन्यवृत्तित्वादिलक्षणसाधारणाज्ञानवत्तद्व्याप्यज्ञानस्य व्याप्तिज्ञानविरोधित्वात्तस्यापि हेत्वाभासत्वे कथं पञ्चविधत्वम्**? तत्तद्धेत्वाभासव्याप्यानां**[४९१] **तत्तद्धेत्वाभासेऽन्तर्भावे**[४९२] तु सत्प्रतिपक्षस्य **बाधेऽन्तर्भा**[४९३]वाप**त्त्या**[४९४] पञ्चविधत्वानुपपत्तिः। मैवम्**,** बाधभिन्नहेत्वाभासव्याप्यस्योक्तलक्षणक्रान्तस्य बाधभिन्नहेत्वा**भासेऽन्तर्भा**[४९५]वात्। उक्तलक्षणाक्रान्तस्येति विशेषणात्सत्प्रतिपक्ष-व्याप्यस्योक्तलक्षणानाक्रान्तस्य न हेत्वाभासत्वम्।

অনুবাদ – সেই উভয়বিধ অসিদ্ধি থেকে ভিন্ন অসিদ্ধি হল **ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি**। যেমন– ‘বহ্নিমান্ কাঞ্চনময়ধূমাত্’ ইত্যাদি স্থলে। এখানে হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞানের অভাববশতঃ সেই হেতুকে অবলম্বন করে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিহত হয়। এইপ্রকার

---

[४८७] भावातद्धे

[४८८] व

[४८९] वा

[४९०] वं

[४९१] तत्तद्धेत्वाभासव्याप्यानं।

[४९२] तत्तद्धेत्वाभासेंतर्भावे

[४९३] बाधेंतर्भा

[४९४] त्या

[४९५] भासेंतर्भा

অপ্রসিদ্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট সাধ্যস্থলেও এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি থাকে। পক্ষে সাধ্যের অভাব হল বাধ। এই বাধজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেমন উৎপত্তিকালীন ঘট গন্ধবিশিষ্ট, যেহেতু তা পৃথিবী ইত্যাদি। আচ্ছা, সাধ্যবদন্যবৃত্তিত্ব (অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণ থেকে ভিন্ন আশ্রয়ে হেতুর বৃত্তিত্বরূপ) প্রভৃতি সাধারণ অনৈকান্তিক (হেত্বাভাস) প্রভৃতির জ্ঞানের মতো অনৈকান্তিকহেত্বাভাসব্যাপ্যের জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় সেগুলিকেও হেত্বাভাসরূপে স্বীকার করলে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার একথা কীভাবে বলা যায়? (আবার) সেই সেই (অর্থাৎ অনৈকান্তিক প্রভৃতি) হেত্বাভাসের দ্বারা ব্যাপ্যকে সেই সেই হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত করলে (হেত্বাভাসে পঞ্চবিধত্ব রক্ষিত হবে - তা বলা যায় না, যেহেতু সেক্ষেত্রে) সৎপ্রতিপক্ষ (ও) বাধের অন্তর্গত হওয়ায় হেত্বাভাসের পঞ্চবিধত্ব অনুপপন্নই থেকে যায়। একথা বলা উচিৎ নয়, যেহেতু উক্তলক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ হেত্বাভাসের মতো হেত্বাভাসব্যাপ্যও হেত্বাভাস – এই লক্ষণযুক্ত) বাধভিন্ন হেত্বাভাসের বাধভিন্ন হেত্বাভাসগুলিতে (অর্থাৎ অনৈকান্তিকাদিতে) অন্তর্ভাব হয়। 'উক্তলক্ষণাক্রান্তস্য' এই বিশেষণ দেওয়ায় যা উক্তলক্ষণযুক্ত নয় সেরকম সৎপ্রতিপক্ষব্যাপ্যের (ও) হেত্বাভাসত্ব প্রাপ্তি হবে না।

বিবৃতি - এবং 'সাধ্যতা...হার্যা' অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট যে সাধ্য, সেই সাধ্যের স্থলেও এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাস থাকে।

পক্ষে সাধ্যটি না থাকলে বাধ নামক হেত্বাভাস হয়। এখানে বাধহেত্বাভাসের স্থলরূপে যে উদাহরণটি প্রদত্ত হয়েছে সেটি হল –' উৎপত্তিকালাবচ্ছিন্নঃ ঘটঃ গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাত্'। আমরা জানি যে, কার্যকারণভাবের অনুরোধে উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যে গুণ স্বীকৃত হয় না। বলা হয়, 'উৎপন্নং দ্রব্যং ক্ষণমগুণং নিষ্ক্রিয়ঞ্চ তিষ্ঠতি'। তাই প্রস্তুত উদাহরণে সাধ্য গন্ধ, উৎপত্তিকালীন ঘটরূপ পক্ষে না থাকায় বাধ নামক হেত্বাভাসের প্রসক্তি হয়।

হেত্বাভাসস্থলে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব জ্ঞাত হয়। হেত্বাভাসের জ্ঞান হয় প্রতিবন্ধক এবং অনুমিতি বা পরামর্শ হয় প্রতিবধ্য। নিয়ম আছে, 'তদ্বত্তাবুদ্ধিং প্রতি তদভাববত্তানিশ্চয়ঃ তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়শ্চ প্রতিবন্ধকং ভবতি' অর্থাৎ 'তদ্বিশিষ্ট' এই জ্ঞানের প্রতি সেটি 'তদভাববিশিষ্ট' এবং সেটি 'তদভাবের ব্যাপ্যবিশিষ্ট' – এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। এখন প্রশ্ন হয়, অনুমিতির প্রতি বা পরামর্শের প্রতি হেত্বাভাসের জ্ঞান যেমন প্রতিবন্ধক হয় তেমন সেই হেত্বাভাসব্যাপ্যের জ্ঞানও প্রতিবন্ধক হয়। তাই সেগুলিকেও হেত্বাভাসরূপে গণ্য করতে হবে। এর উত্তরে বলতে হবে, যে যে হেত্বাভাসের জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় সেই সেই হেত্বাভাসের ব্যাপ্য হেত্বাভাসও সেই সেই হেত্বাভাসের অন্তর্গত। তাই সেগুলিকে পৃথক্ হেত্বাভাসরূপে স্বীকার করা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হবে, বাধ নামক হেত্বাভাসটি হয় 'সাধ্যাভাববান্ পক্ষঃ' এবং সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসটি হয় 'সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্ পক্ষঃ'। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাধ নামক হেত্বাভাসটির ব্যাপ্যবত্তা হয় সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস। তাহলে সৎপ্রতিপক্ষকে বাধের অন্তর্ভুক্ত বলতে হবে। সেক্ষেত্রে সৎপ্রতিপক্ষ নতুন কোনো হেত্বাভাস নয়। এর উত্তরে বলতে হবে যে, হেত্বাভাসগুলির ওই অন্তর্ভাব বাধভিন্ন স্থলেই বুঝতে হবে, যেহেতু স্বতন্ত্র ইচ্ছাযুক্ত মহর্ষি গৌতম হেত্বাভাসের বিভাগে বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষকে ভিন্ন বলেই উল্লেখ করেছেন।

(31 a) बाधभिन्नत्वविशेषणाद्**द्बा**[४१६]धव्याप्यसत्प्रतिपक्षस्य **बा**[४१७]धेनान्तर्भावः। न च तथाप्युपाधेर्हेत्वाभासत्वं दुर्वारम्। उपाधिना व्यभिचाराद्यननुमाने व्याप्तिग्रहाद्य-

---

[४१६] वा

[४१७] वा

विरोधादनुमित्युत्प**त्त्या**[४९८]ऽनुमितिकरणव्याप्तिज्ञानविघटकत्वाभावेन परमुखनिरीक्षकत्वान्न हेत्वाभासत्वम्। उपमितित्वमुपमिनोमीत्यनुभवसिद्धो जातिविशेषः। उपमितिकरणमुपमानम्। उपमितिकरणं च सादृश्यादिविशिष्टे विशिष्याऽगृहीतशक्तिकपदवाच्यताज्ञानम्। तत्स्मृतिर्व्यापारः, गवयत्वादिविशिष्टे गवादिसादृश्यज्ञानं सहकारि। गवयो गवयपदवाच्य इत्युपमितिः। तथाहि सामान्यतो गवयपदवाच्यं किञ्चिदस्तीति ज्ञात्वा **गोसदृशो**[४९९] गवयपदवाच्य **इति कुतश्चित् श्रुत्वा**[५००] **पथि**[५०१]कश्चि**त्ता**[५०२]दृशं पिण्डं पश्यति। तदोक्तातिदेशवाक्यार्थं स्मृत्वा गवयो गवयपदवाच्य **इत्याकारकोपमित्या**[५०३] गवये गवयश**ब्द**[५०४]स्य शक्तिं परिच्छिनत्ति।

অনুবাদ – 'বাধভিন্নত্ব' - এইবিশেষণ দেওয়ায় বাধব্যাপ্য সৎপ্রতিপক্ষের বাধহেত্বাভাসে অন্তর্ভাব হবে না। তবুও উপাধির হেত্বাভাসত্ব বারণ করা যাবে না – একথা বলা যাবে না। উপাধির দ্বারা ব্যভিচারাদির অনুমান না হলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অবিরোধবশতঃ অনুমিতির উৎপত্তি হওয়ায় এবং অনুমিতিকরণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিঘটক না হয়ে (শুধুমাত্র) পরমুখাপেক্ষী হওয়ায় (উপাধি) হেত্বাভাস হয় না। 'উপমিনোমি' – এইরকম অনুভবসিদ্ধ জাতিবিশেষ হল উপমিতিত্ব। (উপমিতির পর অহং প্রতীতিগ্রাহ্য যে জ্ঞান বা অনুব্যবসায় হয় তা উপমিনোমি – এই আকারে প্রকাশ করা হয়)। উপমিতির

---

[৪৯৮] त्या

[৪৯৯] कीदृशो

[৫০০] इति

[৫০১] दि

[৫০২] त

[৫০৩] इत्याकरयोपमित्या

[৫০৪] व्द

করণ হল উপমান। উপমিতির করণ হল সাদৃশ্যবিশিষ্টপদার্থে বিশেষভাবে অগৃহীতশক্তিক (অর্থাৎ শক্তিজ্ঞান হয়নি যার এমন) পদের বাচ্যতাজ্ঞান (এই পদের এই অর্থ – এইপ্রকার জ্ঞান)। সেই জ্ঞানের প্রতি স্মৃতি হল ব্যাপার এবং গবয়ত্বাদিবিশিষ্টে গবয়াদির সাদৃশ্যজ্ঞান হল সহায়ক। গবয় পদের বাচ্য হল গবয় (প্রাণী)- এটি হল উপমিতি। গবয়শব্দের কিছু একটি অর্থ আছে – এইরকম সাধারণভাবে জ্ঞানলাভ করে গবয়শব্দবাচ্য অর্থাৎ গবয়প্রাণীটি গোসদৃশ – এটি শুনে কোনো ব্যক্তি পথে সেইরকম প্রাণীকে দর্শন করে। তখন সে অতিদেশবাক্যার্থটির স্মরণের (থেকে উৎপন্ন)’গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ’ এইপ্রকার উপমিতির দ্বারা গবয়রূপ প্রাণীতে গবয়পদের শক্তি গ্রহণ করে।

বিবৃতি – ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত তৃতীয় প্রমাণ হল উপমিতি। সেই উপমিতির করণকে উপমান বলে। যেমন – কোনো এক ব্যক্তি গবয় প্রাণীকে জানার ইচ্ছায় কোন আরণ্যবাসী কোনো পুরুষের থেকে গবয়নামক প্রাণী গোসদৃশ এই প্রকারে জেনে বনে গিয়ে গোসদৃশ কোনো প্রাণীকে প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ গরুর সঙ্গে সেই প্রাণীটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে। তারপর তার গবয়প্রাণী গোসদৃশ – এই আকারে গৃহীত বাক্যের অর্থ স্মরণ করে। তার পরবর্তী ক্ষণে সেই ব্যক্তির ‘গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ’ এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানই উপমিতি নামক প্রমিতি। এই উপমিতির প্রতি সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ ব্যাপার এবং উপমিতি হল কার্য বা ফল। এবং এই উপমিতির ফল হল শক্তিজ্ঞান। কিন্তু গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এখানে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি সাদৃশ্যাদিবিশিষ্ট পদার্থে বিশেষভাবে অগৃহীতশক্তিক পদের বাচ্যতাজ্ঞানকে অর্থাৎ গোসদৃশং গবয়পদবাচ্যম্ – এই জ্ঞানকে উপমিতির করণরূপ উল্লেখ করেছেন। এবং সেই জ্ঞানজন্য স্মরণকে ব্যাপাররূপে উল্লেখ করেছেন।

(31 b) न चेयमनुमितिः, गवयत्वविशिष्टे गवयपदवाच्यत्वव्याप्यवत्ताज्ञानस्य विरहेऽपि जायमानत्वात्। न शा**ब्दबु**[৫০৫]द्धिः, गवयो गवयपदवाच्य इति श**ब्द**[৫০৬]स्याभावात्। सर्वोपमितिः शक्तिग्राहिकेति प्राञ्चः। अन्ये तु मुद्गपर्णसदृशौषधी विषं हंतीत्यतिदेशवाक्यजन्याया उपमितेर्न शक्तिपरिच्छेदकत्वं तु विषनाशजनकत्व-परिच्छेदकत्वमित्याहुः। **शब्दा**[৫০৭]त्प्रत्येमीतिप्रतीतिसाक्षिको जातिविशेषः शाब्दबुद्धित्वम्। शाब्द**बु**[৫০৮]द्धिकरणं च ज्ञायमानश**ब्द**[৫০৯]स्तज्ज्ञानं वा। **वृत्त्या**[৫১০] तज्जन्य**पदार्थो**[৫১১]पस्थितिर्व्यापारः। अन्यथा घटादिपदात्समवायेनाकाशस्मरणे जाते **आकाशस्यापि**[৫১২] शाब्द**बो**[৫১৩]धापत्तिरित्याहुः। वृत्तिश्च शक्तिलक्षणान्यतरसम्ब**न्धः**[৫১৪]।

অনুবাদ – এটি অনুমিতি নয়, যেহেতু গবয়ত্ববিশিষ্ট পদার্থ গবয়পদবাচ্যত্বের বাপ্য – এই জ্ঞান না থাকলেও গবয়ত্ববিশিষ্ট পদার্থ গবয়পদবাচ্য এই জ্ঞান হয়। তা শাব্দপ্রমাও নয়, যেহেতু সেখানে 'গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ' এইপ্রকার শব্দবন্ধের উল্লেখ থাকে না। সমস্ত উপমিতিজ্ঞানই শক্তির গ্রাহক – প্রাচীন পণ্ডিতগণ এইরকম বলে থাকেন।

---

৫০৫ व्दवु

৫০৬ व्द

৫০৭ व्दा

৫০৮ वु

৫০৯ व्द

৫১০ वृत्या

৫১১ पदार्थ

৫১২ आकशस्यापि

৫১৩ वो

৫১৪ न्धः

অন্যেরা ‘মুদ্গাপর্ণসদৃশ ঔষধী বিষ নষ্ট করে’ – এই অতিদেশবাক্য থেকে উৎপন্ন উপমিতিজ্ঞান শক্তির পরিচ্ছেদক নয় অর্থাৎ শক্তি গ্রাহক হয় না, কিন্তু ‘বিষের নাশক’ এই জ্ঞানের গ্রাহক হয় – এইরকম বলে থাকেন। শব্দ থেকে জানছি এইপ্রকার প্রতীতিসাক্ষিক জাতিবিশেষ হল শব্দবুদ্ধিত্ব। শাব্দবুদ্ধির প্রতি করণ হল জ্ঞায়মান শব্দ বা শব্দের জ্ঞান। সেক্ষেত্রে ব্যাপার হল বৃত্তির মাধ্যমে পদার্থের উপস্থিতি বা জ্ঞান। অন্যথা ঘটাদিপদ থেকে সমবায়সম্বন্ধে আকাশের স্মরণ হলে আকাশও শাব্দবোধের বিষয় হয়ে যাবে। শক্তি ও লক্ষণা – এই দুই সম্বন্ধকে বৃত্তি বলা হয় ।

(32 a) अत्र च **शब्द**[৫১৫]मात्रज्ञानादर्थाप्रतीतेः शक्तिज्ञानं सहकारि। सा चास्माच्छ**ब्दा**[৫১৬]दयमर्थो **बो**[৫১৭]द्धव्य इतीश्वरेच्छा इच्छामात्रं वा पदार्थान्तरं वा। तद्ग्रहश्च व्याकरणादिभ्यः। यदाहुः

*शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवा**क्या**[৫১৮]द्व्यवहार[৫১৯]तश्च।*

*वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य **वृद्धाः॥**[৫২০]इति।*

---

৫১৫ व्द

৫১৬ व्दा

৫১৭ वो

৫১৮ क्य

৫১৯ रे

৫২০ वृद्धा

तत्रापि प्रथमव्यवहाराच्छक्तिग्रहः। यथा घटमानयेतिप्रयोजकवृद्धेनोक्तः प्रयोज्यवृद्धस्तदर्थं प्रतीत्यघटमानयति। तत्क्रियया च **तटस्थो**[५२१]बालस्तत्प्रयत्नमनुमिनोति। तेन च त**ज्ज्ञा**[५२२]नम्। स्वयत्ने तथा निश्चयात्। ततस्तद्धेत्वाकाङ्क्षायामुपस्थितं श**ब्द**[५२३]मेव कल्पयति। अनन्तरञ्च घटादिपदानां प्रत्येकमावापोद्वापाभ्यां घटपदं घटबोधजनकमिति निश्चिनुते। तस्मिंश्च**निश्चितेऽ**[५२४]तिप्रसङ्गभङ्गाय **त**[५२५]ज्जननानुरूपं सम्व**न्धम**[५२६]वधारयति। तदनन्तरं च व्याकरणादितो यथा**यथ**[५२७]मभिधाग्रह इति। सा च गवादिपदानां **गो**[५२८]त्वादौ, व्यक्तिलाभ **{स्वाक्षेपात्। आक्षेपश्चार्थापत्तिः। गोत्वं}**[५२९] हि स्वाश्रयं विनाऽनुपपन्नमिति तमाक्षिपतीति भट्टाः।

অনুবাদ – এক্ষেত্রে (শাব্দবোধে) শুধুমাত্র শব্দের জ্ঞান থেকে অর্থের জ্ঞান হয় না, তাই শক্তিজ্ঞানকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ করা হয়। শক্তি হল *এই শব্দ থেকে এই অর্থ বুঝতে হবে* – এইপ্রকার ঈশ্বরেচ্ছা বা ইচ্ছামাত্র অথবা ভিন্ন একটি পদার্থ। ব্যাকরণ প্রভৃতি থেকে শক্তিজ্ঞান হয়। তাই (শক্তিগ্রহের উপায় বিষয়ে) বলা হয়েছে – ব্যাকরণ,

---

[৫২১] तटस्था

[৫২২] ज्ञ

[৫২৩] व्द

[৫২৪] निश्चिते

[৫২৫] तद्ज्ञानं

[৫২৬] धं

[৫২৭] यथा

[৫২৮] गा

[৫২৯] মীমাংসাশাস্ত্রে আক্ষেপ কথার অর্থ অর্থাপত্তি। যদি এখানে পুঁথিতে উপলব্ধ **স্বাক্ষেপশ্চার্থা-পত্তিযোত্বং** এই পাঠটি নেওয়া হত, তাহলে তার কোনও নির্দিষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু সংশোধিত পাঠটি গ্রহণ করলে মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত এবং উদ্ধৃত উদাহরণে সঙ্গতি রক্ষা হয়।

উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্য – এই উপায়গুলির মাধ্যমে শক্তিজ্ঞান হয়ে থাকে তা বৃদ্ধগণ বলেন। সেগুলির মধ্যেও প্রথমে ব্যবহার থেকে শক্তিজ্ঞান হয়। যেমন প্রযোজকবৃদ্ধ *ঘটমানয়* – এই বাক্য বললে প্রযোজ্যবৃদ্ধ তা বুঝে ঘটপদার্থ নিয়ে আসে। সেই ক্রিয়ার মাধ্যমে নিকটস্থ শিশু আনয়নকারীর অর্থাৎ প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রযত্নকে অনুমান করে। এর দ্বারা শিশুর পূর্বোক্ত প্রযত্নের জ্ঞান হয়, যেহেতু নিজের প্রবৃত্তির ব্যাপারেও তার তাদৃশ প্রযত্নের নিশ্চিত জ্ঞান হয়। অনন্তর প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু কী? এই প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা হলে শিশু উপস্থিত অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দকেই কারণরূপে কল্পনা করে। অনন্তর ঘট প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে ‘আবাপ’ অর্থাৎ পদান্তরের প্রযোগ ও ‘উদ্বাপ’ অর্থাৎ প্রযুক্ত পদের অপসারণ দ্বারা ঘটপদটি ঘটজ্ঞানের জনক – এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। তা নিশ্চিত হলে অতিব্যাপ্তি নিরসনের জন্য তাদৃশ অর্থজ্ঞানের জনক সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। তারপর ব্যাকরণ প্রভৃতি উপায় থেকে যথাযথভাবে অভিধাগ্রহ হয়। গো প্রভৃতি শব্দের সেই অভিধা (অর্থাৎ শক্তি) গোত্ব প্রভৃতিতে থাকে, আর গো ব্যক্তির বোধ আক্ষেপ থেকে হয়ে থাকে। আক্ষেপ কথার অর্থ অর্থাপত্তির জ্ঞান, যা (গোত্ব প্রভৃতি) আশ্রয়কে বাদ দিয়ে উপপন্ন হয় না। তাই ব্যক্তিকে আক্ষেপ করতে হয় – এইরকম ভাট্টমীমাংসকগণ বলে থাকেন।

বিবৃতি - প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শব্দ থেকে অর্থের যে জ্ঞান তা ব্যবহার থেকেই হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির উচ্চারিত বাক্য শুনে নিকটস্থ শিশুর ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান হয়। সেই ক্রিয়াকলাপের থেকে সে অনুমান করে যে – ‘প্রযোজ্যবৃদ্ধস্য ঘটানয়নক্রিয়া প্রযত্নজন্যা বিলক্ষণক্রিয়াত্বাত্, মদীয়স্তন্যপানাদিক্রিয়াবত্’। এর দ্বারা সে ঘটাদি দ্রব্যের আনয়নের কারণরূপে কোনো প্রযত্নকে অনুমান করে। এই অনুমানের পর পুনরায় ‘ঘটানয়নানুকূলা প্রবৃত্তিঃ জ্ঞানজন্যা প্রবৃত্তিত্বাত্, মদীয়স্তন্যপানপ্রযত্নবত্’ - এইপ্রকার অনুমান করে এবং প্রবৃত্তির কারণরূপে কোনো জ্ঞানকে লাভ করে। এরপর ‘তজ্জ্ঞানং

ঘটমানয়েতি বাক্যজন্যং বাক্যপ্রযোজ্যং বা এতদ্বাক্যান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাত্' - এই অনুমানের দ্বারা ঘটানয়ন ক্রিয়া ঘটমানয় এই বাক্যজন্য বলে জানতে পারে। এইভাবে পুনরায় 'ঘটং নয়, গামানয়' – এই বাক্য থেকে অনুমানাদির দ্বারা ঘটপদার্থে ঘটপদের শক্তি আছে বলে বুঝতে পারে। কিন্তু পদের শক্তি কোথায় থাকে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মীমাংসকগণ বলেন শক্তির দ্বারা পদ থেকে জাতির বোধ হয়। আর আক্ষেপের দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয়। নৈয়ায়িক কিন্তু জাতিবিশিষ্ট পদার্থে শক্তি স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ যে আক্ষেপ শব্দের উল্লেখ করেন, সেই আক্ষেপ শব্দের অর্থ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন আক্ষেপ হল অর্থাপত্তি, কেউ বলেন অনুমান, আবার কেউ বলেন লক্ষণা।

শব্দ থেকে জাত জ্ঞানকে শাব্দবোধ বলা হয়। এই শব্দ থেকে অর্থের জ্ঞান সেই ব্যক্তিরই হয় যিনি এই শব্দটি এই অর্থকে বোঝায় এইপ্রকার জ্ঞান রয়েছে। তা না হলে শুধুমাত্র শব্দ থেকে অর্থের বোধ হয়। যেমন- যে ব্যক্তি 'Ich heiße Lipi Barman' – এইরকম জার্মান ভাষা জানেন না, তার শুধুমাত্র শব্দসমূহ শুনে সেই সমস্ত শব্দের জ্ঞান হলেও তার অর্থজ্ঞান হয় না। অতএব শব্দের অর্থের জ্ঞান না থাকলে শাব্দবোধ হবে না, শব্দশ্রবণে শুধুমাত্র শব্দের শ্রাবণপ্রত্যক্ষ হবে। এই শব্দ এই অর্থকে বোঝায় – এই জ্ঞানকেই শক্তিগ্রহ বলা হয়। শক্তিগ্রহ অর্থাৎ শক্তিজ্ঞানের অনেক উপায় রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ব্যবহার।

(32 b) तन्न, अनुपपत्तिज्ञानमन्तरेणापि गोत्वविशिष्टव्यक्तिप्रतीतेः। तस्मात्समानवित्तिवेद्यत्वमाक्षेप इति गुरवः। जाति**बोध**[৫৩০]सामग्र्या एव व्यक्तिबोधकत्वं जातिसङ्केत एव जातिविशिष्टव्यक्तिं **बो**[৫৩১]धयतीति वा तदाशयः। तदपि न। तथा सति

---

৫৩০ वीज

৫৩১ वो

गोत्वमस्तीत्य**तोऽपि**[532] गोत्वविशिष्टबोधापत्तेः। व्यक्तौ तु न शक्तिरानन्त्याद्व्यभिचाराच्च। तस्माज्जातिविशिष्टव्यक्तौ **शक्ति**[533]रित्याहुः। तत्रान्वयविशिष्टे शक्तिरिति भट्टाः। कार्यान्विते सा, **बा**[534]लस्य प्रथमं कार्यान्विते तद्ग्रहात्। यत्र च कार्यतावाचकपदसमभिव्याहारो नास्ति तद्वाक्यमर्थवाद**रूपक**[535]मेव व्यवहारस्त्वसंसर्गाग्रहादिति **प्रभाकराः**[536]। अन्वयस्य संसर्ग**वि**[537]धयैव लाभः। **बा**[538]लस्य प्रथमं कार्यान्विते शक्तिग्रहे चरमं तत्त्याग अनन्यलभ्यस्यैव श**ब्दा**[539]र्थत्वादित्याहुः। शक्त्या **बो**[540]धकं त्रिविधम्।

অনুবাদ – তা ঠিক নয়, যেহেতু অনুপপত্তি জ্ঞান ছাড়াও গোত্ববিশিষ্টব্যক্তির জ্ঞান হয়। তাই প্রভাকর মতে আক্ষেপ হল সমানবিত্তিবেদ্য। জাতিবোধসামগ্রীর দ্বারাই ব্যক্তির বোধ বা জাতিসংকেতই জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায় – এটিই সমানবিত্তিবেদ্য কথার তাৎপর্য। তা কিন্তু নয়, তেমন হলে গোত্ব আছে এই বাক্য থেকে গোত্ববিশিষ্টের জ্ঞানের আপত্তি হবে। ব্যক্তিতে (পদের) শক্তি নেই, যেহেতু ব্যক্তি অনন্ত এবং ব্যভিচার দোষ হয়। তাই জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন। অন্বয়বিশিষ্টে শক্তি এইমত ভাট্টগণ স্বীকার করেন। কার্যান্বিতে শক্তি, যেহেতু শিশুর প্রথমে কার্যান্বিতেই শক্তিজ্ঞান

---

[532] तोपि

[533] शक्तिं

[534] वा

[535] रूपंक

[536] भाकराः

[537] बि

[538] वा

[539] व्दा

[540] वो

হয়। যেখানে কার্যতাবাচক পদ নেই সেখানে বাক্য অর্থবাদরূপ এবং ব্যবহার সম্বন্ধের জ্ঞান থেকে হয় - এই মত প্রভাকরমীমাংসকের। (পদার্থের সাথে পদার্থের) অন্বয় সংসর্গরূপেই হয়ে থাকে। শিশুর প্রথমক্ষণে কার্যান্বিতে শক্তিগ্রহ হলেও অন্তিমক্ষণে সেই কার্যান্বয়ের ত্যাগ হয়, যেহেতু শব্দার্থ অনন্যলভ্য। শক্তির দ্বারা বোধক (পদ) তিন প্রকার।

(৩৩ a) **यौ**[५४१]गिकं रूढ**योगं**[५४२] रूढं च। यत्रावयवार्थो **बु**[५४३]ध्यते समुदायशक्तिश्च नास्ति तद्यौगिकम्। यथा पाचकादिम्। यत्रावयवशक्तिनैरपेक्षेण समुदायशक्त्या बोधस्तद्रूढम्। यथा मण्डपादिपदम्। यत्रोभ**य**[५४४]शक्तिभ्यां बोधस्तद्योगरूढम्। यथा जलजादिपदम्। यौगिकार्थरूढार्थयोः स्वातन्त्र्येण बोधस्तच्चतुर्थं यौगिकरूढम्। यथोद्भित्पदम्। तद्धि उद्भेदकर्त्तुस्त**रु**[५४५]गुल्मादेर्यागविशेषस्य च **बो**[५४६]धकमित्यप्याहुः। शक्य**सम्बन्धो**[५४७] लक्षणा। तस्याश्चा**न्व**[५४८]यानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्ति**र्वा**[५४९] **बी**[५५०]जम्। यथा **गङ्गायां**[५५१]

---

[५४१] यो

[५४२] योग

[५४३] वु

[५४४] व

[५४५] नु

[५४६] वो

[५४७] संवंधो

[५४८] न्वन्व

[५४९] बा

[५५०] वी

[५५१] संगायां

घोषो, यष्टयः प्रविशन्ति, काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यादौ गङ्गायष्टिपदादीनां तीरयष्टिधरोपघातकादौ लक्षणा। गभीरायां नद्यां घोष इत्यादौ तु वाक्ये न लक्षणा, किन्तु नद्यादिपदस्य गभीरनदीतीरादौ लक्षणा। गभीरादिपदं तात्पर्यग्राहकम्। एकदेशान्वयाभ्युपगमे तु नदीतीरादौ लक्षणा, गम्भीरादिपदं तात्पर्यग्राहकम्। एकदे**श**[৫৫২]नद्यादिपदस्य गभीरनदीतीरादौ लक्षणा, गभीरादिपदार्थस्य नद्यांशेऽभेदान्वय इत्यप्याहुः। वस्तुतस्तु तस्य जामातेत्यादौ नित्यसापेक्ष एव तदभ्युपगमो **युक्तः**[৫৫৩]।

অনুবাদ – **যৌগিক, যোগরূঢ়** এবং **রূঢ়**। যে পদে অবয়বের অর্থ বোঝা যায় বা প্রধান হয়, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সমুদায়ে শক্তি থাকে না বা অপ্রধান তাকে **যৌগিক পদ** বলে। যেমন– পাচক প্রভৃতি পদ। যেখানে অবয়বশক্তিকে অপেক্ষা না করে সমুদায়শক্তির দ্বারা (পদার্থের) বোধ হয় তা **রূঢ় পদ**। যেমন– মণ্ডপ প্রভৃতি পদ। যেখানে উভয়শক্তির (অর্থাৎ অবয়ব ও সমুদায়শক্তি) দ্বারাই বোধ হয়, তা **যোগরূঢ়**। যেমন– জলজ প্রভৃতি পদ। যৌগিকার্থ ও রূঢ়ার্থের যেখানে স্বতন্ত্ররূপে বোধ, তা চতুর্থপ্রকার **যৌগিকরূঢ়** পদ। যেমন– উদ্ভিদ্ পদ। এই পদটি (মৃত্তিকা) উদ্ভেদকারী তরুগুল্ম প্রভৃতির এবং যাগবিশেষের বোধক। শক্তিলভ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধই হল লক্ষণা। তার (অর্থাৎ লক্ষণার) কারণ হল অন্বয়ের অনুপপত্তি বা তাৎপর্যের অনুপপত্তি। যেমন– গঙ্গাতে ঘোষপল্লী, লাঠিগুলি প্রবেশ করছে, কাকের থেকে দধি রক্ষা কর ইত্যাদি বাক্যে গঙ্গা, যষ্টি (অর্থাৎ লাঠি) প্রভৃতি পদগুলির তীর, যষ্টিধারণকারী, বিনাশকারী প্রভৃতিতে লক্ষণা। গভীর নদীতে ঘোষপল্লী ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণা (স্বীকার করা হয়) না। কিন্তু নদীপ্রভৃতি পদের গভীরনদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। (তাদৃশ) বাক্যে গভীর প্রভৃতি পদ তাৎপর্যগ্রাহক। একদেশান্বয় নিয়ম স্বীকার করলে নদীতীর

---

[৫৫২] শা

[৫৫৩] যক্তঃ

প্রভৃতিতে লক্ষণা, গভীরাদিপদ তাৎপর্যের গ্রাহক। একদেশ (বা একাংশ) নদীপ্রভৃতি পদের 'গভীর নদীতীর' প্রভৃতিতে লক্ষণা, গভীর প্রভৃতি পদার্থের নদীপ্রভৃতি অংশে অভেদান্বয় হবে – এইরকমও বলে থাকেন। বস্তুতপক্ষে 'তস্য জামাতা' অর্থাৎ তার জামাই – প্রভৃতি নিত্য সাপেক্ষ স্থলে তার অস্তিত্ব যুক্তিযুক্ত।

বিবৃতি – শব্দ বা পদ থেকে অর্থের বোধ হয়, যেহেতু শব্দের সঙ্গে অর্থের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্বন্ধকে বৃত্তি বলা হয়। লক্ষণা তেমনই একটি বৃত্তি। শব্দ থেকে সাক্ষাৎভাবে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় শক্যার্থ। সেই শক্যার্থের সঙ্গে সম্বদ্ধ বিষয়ের জ্ঞান যে বৃত্তির মাধ্যমে হয় তাকে লক্ষণা এবং লক্ষণার দ্বারা লব্ধ অর্থকে লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষণা তখনই স্বীকার করা হয় যখন তাৎপর্যের অনুপপত্তি হয়। যেমন – গঙ্গা শব্দের অর্থ জলপ্রবাহ। কিন্তু যদি গঙ্গাতে ঘোষপল্লী থাকে বলা হয় তখন সেই বাক্য থেকে যথাযথ অর্থের বোধ হয় না, যেহেতু জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাতে ঘোষপল্লী থাকতে পারে না। তাই সেই বাক্যার্থের যথার্থতা নিরূপণের জন্য গঙ্গাপদের শক্যার্থের সঙ্গে সম্বদ্ধ তীররূপ অর্থ স্বীকার করতে হবে। তাই গঙ্গাশব্দের তীররূপ অর্থ হল লক্ষ্যার্থ এবং যে বৃত্তির মাধ্যমে সেই অর্থ পাওয়া গেল তা হল লক্ষণা। নৈয়ায়িকগণ এই লক্ষণা শব্দে বা পদেই থাকে বলে থাকেন। তাঁরা বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করেন না। যদি বাক্যটি হয় – গভীর নদীতে ঘোষপল্লী তখন নদীশব্দের গভীরনদীতীররূপ লক্ষ্যার্থ স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে গভীর শব্দটি শুধুমাত্র তাৎপর্যের গ্রাহক বলে বুঝতে হবে। আর যদি একদেশান্বয় স্বীকার করা হয় তখন নদীশব্দটি নদীতীর রূপ অর্থকে বোঝাবে এবং গভীর শব্দার্থের সঙ্গে 'নদীতীর' পদার্থের একদেশ নদীর অভেদান্বয় হবে। কিন্তু একদেশান্বয় নিত্যসাপেক্ষ স্থলেই গৃহীত হয়, সর্বত্র তা গ্রাহ্য হয় না। তা না হলে পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেন – এই নিয়মের কোনো প্রাসঙ্গিকতাই থাকে না।

(৩৩ b) अन्यथा पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेने**त्य**[৫৫৪]स्याः **नि**[৫৫৫]र्विषयत्वाप**त्ति**[৫৫৬]रिति। एवं बहुव्रीहावपि चित्रग्वादौ गोपदस्य गोमति लक्षणा, गवि चित्राऽभेदाऽन्वयः, चित्रगोमति वा लक्षणा। चित्रपदं तात्पर्यग्राहकम्। राजपुरुषादौ तत्पुरुषे तु पूर्वपदस्य तच्छक्यसम्बन्धिनि लक्षणा, निपातातिरिक्तनामार्थयोरभेदान्वयस्यैव व्युत्पन्नत्वात्। घट इव घटो नेत्यादौ नाभेदान्वय इति निपातातिरिक्तेति। **क्व**[৫৫৭]चित्तु चन्द्रमिव मुखं पश्यामीत्यादावपि चन्द्रादिपदं च चन्द्रादिसदृशे लाक्षणिकम्। इवपदं तात्पर्यग्राहकम्। अन्यथादिप्रतियोगिके लाक्षणिकम्। घटप्रतियोगिकोऽभावोऽस्तीत्या-द्यर्थादित्याहुः।

অনুবাদ – অন্যথা পদার্থের সহিত পদার্থের অন্বয় হয়, পদার্থের একটি অংশের সহিত নয় – এই নিয়মটি নির্বিষয় (অর্থাৎ ব্যর্থ) হয়ে পড়বে। এইরকম বহুব্রীহিসমাসেও। চিত্রগু প্রভৃতি স্থলে গো-পদের গরু যার আছে এমন ব্যক্তিতে লক্ষণা। অথবা চিত্রপদের গো-পদে অভেদান্বয় হয়ে বিচিত্র (রঙের) গরু আছে যার এমন ব্যক্তিতে লক্ষণা (স্বীকার করতে হবে)। চিত্র পদটি তাৎপর্যের গ্রাহক। রাজপুরুষ প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাসস্থলে পূর্বপদের শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থে লক্ষণা, যেহেতু নিপাত অতিরিক্ত নামার্থের মধ্যে অভেদান্বয় স্বীকৃত হয়। 'ঘট ইব ঘটো ন' (অর্থাৎ ঘটের মতো, কিন্তু ঘট নয়) – ইত্যাদি বাক্যে অভেদান্বয় হয় না, যেহেতু নিপাত অতিরিক্ত নামার্থের মধ্যেই অভেদান্বয় স্বীকৃত। কখনও কখনও 'চন্দ্রমিব মুখং পশ্যামি'

---

[৫৫৪] त्ये

[৫৫৫] नी

[৫৫৬] ति

[৫৫৭] क

ইত্যাদিস্থলে চন্দ্রসদৃশ প্রভৃতি অর্থে চন্দ্র প্রভৃতি পদ লাক্ষণিক। ইব-পদটি সেক্ষেত্রে তাৎপর্যের গ্রাহক।

বিবৃতি – মীমাংসকগণ বাক্যলক্ষণা স্বীকার করেন। কিন্তু নৈয়ায়িক পদেই লক্ষণা স্বীকার করেন। সমাসস্থলেও নৈয়ায়িক পদেই লক্ষণা স্বীকার করেন। যেমন- চিত্রগুঃ অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণের গরুর স্বামী। এখানে চিত্রা গাবঃ যস্য এইটি হল বিগ্রহ। গোপদে লক্ষণা স্বীকার করে গো-স্বামীরূপ অর্থ পাওয়া যায়। সেই গোরূপ একদেশে চিত্রপদার্থের অন্বয় হয়। যদি একদেশান্বয় স্বীকারে অসুবিধা থাকে তাহলে গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ – এর মতো চিত্রশব্দটি তাৎপর্যের গ্রাহক এবং গো শব্দটি লক্ষণা দ্বারা চিত্রগোস্বামীরূপ অর্থকে বোঝাবে। রাজপুরুষঃ – এই তৎপুরুষসমাসে রাজপদের লাক্ষণিক অর্থ রাজসম্বন্ধী এবং তার সহিত পুরুষ পদার্থের অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হয়। এখানে লক্ষণা স্বীকার না করে রাজশব্দার্থের সঙ্গে পুরুষপদার্থের অন্বয় হতে পারে না, যেহেতু নিপাতভিন্ন নামপদার্থের মধ্যে বিভক্তির অর্থকে বাদ অভেদসম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। যদি রাজপদার্থের সঙ্গে পুরুষপদার্থের অভেদান্বয় হয় তখন তাৎপর্যরূপে বিবক্ষিত অর্থের বোধ হবে না। তাই সেক্ষেত্রে পূর্বপদে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে।

(34 a) द्वन्द्वे **समा**[৫৫৮]हारात्मके यदि साहित्यानुभवस्तदा समाहारे परपदस्य लक्षणा पूर्वपदं तात्पर्यग्राहकमाहुः। पितरावित्यादौ तु पित्रादिपदस्य जनकदम्पत्यादौ लक्षणा। कर्मधारये तु न लक्षणेति। आसत्तिर्योग्यताऽऽकाङ्क्षातात्पर्यज्ञानं शाब्द**बो**[৫৫৯]धे हेतुः। तत्र यत्पदार्थेन सह यत्पदार्थस्यान्वयो विवक्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थितिरासत्तिः। तेन

[৫৫৮] म

[৫৫৯] वो

गिरिर्भुक्तमग्निमान्[५६०] देवदत्तेनेत्यादौ न शाब्दबोधः। योग्यता च येन **सम्ब**[५६१]न्धेन यस्यान्वयस्तस्य तत्र संसर्गस्तेन **सम्ब**[५६२]न्धे त**द्वत्त्वं**[५६३] वा। त**स्या**[५६४]श्च संशयनिश्चयादिसाधारणं ज्ञानं हेतुः। वह्निना सिञ्चतीत्यादौ तदभावान्न **शाब्दबो**[५६५]धः। यत्पदं येन पदेन सह यादृशान्वयानुभावकं तस्य पदस्य तेन पदेन समभिव्याहारस्तादृशान्वय**बो**[५६६]धे आ**काङ्क्षा**[५६७]। घटादिपदं कर्मत्वादिवाचकस्वोत्तर-विभक्तिपदेनैव घटादिप्रकारककर्मत्वादिविशेष्यकान्वयबोधजनकमिति घटादिपदस्य स्वोत्तरतादृशविभक्तिसमभिव्याहारस्तादृशबोधे आकाङ्क्षा।

অনুবাদ – সমাহারদ্বন্দ্বে যদি সাহিত্যের অনুভব হয়, তাহলে পরপদের সমাহাররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে এবং পূর্বপদটি তাৎপর্যের গ্রাহক হবে। 'পিতরৌ' ইত্যাদি একশেষ স্থলে পিতৃ- প্রভৃতি পদের জনক দম্পতি ইত্যাদি অর্থে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে। কর্মধারয় সমাসে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে। আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি হেতু। সেখানে যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ বিবক্ষা করা হয়, সেই দুটি পদের ব্যবধান ছাড়া উপস্থিতি বা উচ্চারণ হল আসত্তি । যেমন- গিরির্ভুক্তম্ অগ্নিমান্ দেবদত্তেন ইত্যাদি বাক্যে শাব্দবোধ হয় না (যেহেতু গিরিঃ ও অগ্নিমান্ পদ দুটির মধ্যে ভুক্তম্ এই পদের দ্বারা

---

[५६०] गिरिर्भुक्तमग्निमान्।

[५६१] वं

[५६२] वं

[५६३] द्वत्वं

[५६४] स्य

[५६५] शव्दवो

[५६६] वो

[५६७] कांक्षो

ব্যবধান রয়েছে। ঠিক তেমনই ভুক্তম্ ও দেবদত্তেন এই দুটি পদের মধ্যে অগ্নিমান্ এই পদের দ্বারা ব্যবধান রয়েছে)। যে সম্বন্ধের দ্বারা যার অন্বয় যেখানে (সম্ভব) হয়, সেখানে তার সম্বন্ধ বা সেই সম্বন্ধের দ্বারাই তদ্বিশিষ্টতা হল যোগ্যতা। বহ্নিনা সিঞ্চতি অর্থাৎ আগুন দিয়ে সেচন করছে- এই স্থলে যোগ্যতার অভাববশতঃ শাব্দবোধ হয় না। যে পদের সহিত যে পদ অন্বয়ের জনক হয়, সেই পদের সহিত সেই পদের সমভিব্যাহার অর্থাৎ একসঙ্গে থাকা তাদৃশ অন্বয়বোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। যেমন- ঘটম্ (ঘট + অম্) এই স্থলে ঘট প্রাতিপদিকটি কর্মত্বের বাচক অম্ বিভক্তির দ্বারা ঘটপ্রকারক কর্মত্ববিশেষ্যক শাব্দবোধের সৃষ্টি করে। এতাদৃশ শাব্দবোধে ঘটাদি পদের নিজের পরবর্তী বিভক্তির সমভিব্যাহারই হল আকাঙ্ক্ষা।

বিবৃতি – সাধারণভাবে দ্বন্দ্বসমাস স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে সমাহাররূপ অর্থ শাব্দবোধের বিষয় হয়। সেক্ষেত্রে পরপদে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। যেমন– অহিনকুলম্। এখানে অহি হল পূর্বপদ এবং নকুল হল পরপদ। এই পরপদটিতে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে নকুল পদটির লাক্ষণিক অর্থ হবে অহিনকুলসমাহার এবং পূর্বপদটি তাৎপর্যের গ্রাহক। একশেষস্থলেও প্রয়োজনানুসারে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে। যেমন– পিতরৌ। পিতা চ মাতা চ – এইভাবে একশেষবৃত্তির মাধ্যমে পদটি নিষ্পন্ন হয়। এখানে পিতৃশব্দের জনকদম্পতিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। কর্মধারয়সমাসে লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, যেহেতু লক্ষণা ছাড়াই কর্মধারয়সমাস থেকে অর্থের বোধ হয়।

বৃত্তির মাধ্যমে পদ থেকে পদার্থের স্মরণ হয়। সেই পদার্থগুলির পরস্পর অন্বয়ে সহায়ক হয় আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আসত্তিজ্ঞান ও তাৎপর্যজ্ঞান। শাব্দবোধে যোগ্যতাজ্ঞানকে কারণরূপে অনেকে স্বীকার করেন না, যেহেতু কারণকে কার্যের পূর্বে থাকতে হয়। আর শাব্দবোধের পূর্বে পদার্থের মধ্যে অন্বয়ের যোগ্যতা আছে কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই যোগ্যতাজ্ঞানের নিশ্চিতরূপে উপস্থিতি না থাকায়

তাকে শাব্দবোধের কারণ বলা যাবে না। এখানে বলতে হবে, পদজ্ঞান থেকে পদার্থস্মরণের পর যোগ্যতার নিশ্চয় অথবা যোগ্যতার সংশয় আছে বলে বুঝতে পারি। তাই তা সংশয়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মক যাই হোক না কেন যোগ্যতার উপস্থিতি শাব্দবোধের পূর্বে থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। যদিও নব্যনৈয়ায়িকগণ যোগ্যতাজ্ঞানকে শাব্দবোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকার করেন না।

যে পদের সঙ্গে যে পদের অব্যবহিতপূর্ববর্তিত্ব বা অব্যবহিত উত্তরবর্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিতি আকাঙ্ক্ষিত সেই পদের সঙ্গে সেই পদের নির্দিষ্ট অব্যবহিতপূর্ববর্তিত্ব বা অব্যবহিত উত্তরবর্তিত্ব সম্বন্ধে সংযোগ হলে বাক্যবোধ হয়। যেমন– ঘটম্ (ঘট +অম্)। এখানে ঘটরূপ প্রকৃতি অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্ব সম্বন্ধে অম্-প্রত্যয়ে থাকে এবং অম্-প্রত্যয় অব্যবহিত উত্তরবর্তিত্ব সম্বন্ধে ঘট প্রকৃতিতে থাকে। তাই ঘট প্রকৃতির অব্যবহিত উত্তরত্বসম্বন্ধে অম্-প্রত্যয় থাকায় ঘটম্ এই ঘকারোত্তর অকারোত্তর টকারোত্তর অকারোত্তর মকারত্বরূপ আনুপূর্বী থেকে ঘটনিষ্ঠকর্মতারূপ শাব্দবোধ হয়। তাই ঘটঃ কর্মত্বম্ বা ঘট+অম্ – এইপ্রকার পদবিন্যাস থেকে ঘটবিষয়ককর্মত্বরূপ শাব্দবোধ হয় না, যেহেতু আকাঙ্ক্ষা নেই। এখানে মনে রাখতে হবে শাব্দবোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিজে কারণ হয়, তার জ্ঞানকে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানকে কারণ বলা হয় না। তাই নীলো ঘটঃ দ্রব্যং পটঃ – এইরকম বাক্যে আসত্তিভ্রম থেকে যেমন শাব্দবোধ হয় তেমন ঘটঃ কর্মত্বম্ থেকেও কর্মত্বপদে দ্বিতীয়াবিভক্তির (অম্-বিভক্তির) ভ্রম থেকেও ঘটনিষ্ঠকর্মতা বা ঘটীয় কর্মতারূপ শাব্দবোধ হত।

(34 b) तेन घटः कर्मत्वमित्यादितो न तादृशो **बो**[५६८]धः। इयञ्च स्वरूपसती हेतुर्न **तु**[५६९] त**ज्ज्ञानम्।**[५७०] तेन घटः कर्मत्वमित्यादौ कर्मत्वपदे द्वितीयाभ्रमे ना **(?)** तादृशो **बो**[५७१]धः। अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यतामित्यादौ राजादेः पुत्राद्यन्वये तात्पर्ये पुरुषादिनान्वय**बो**[५७२]धविरहात्तात्पर्यज्ञानं शा**ब्दबो**[५७३]धे हेतुः। तात्पर्यं च तत्प्रतीतीच्छयानुसंहितत्वम्। तच्च न शा**ब्दबो**[५७४]धेच्छाप्रयोज्यव्यापारप्रयोज्य-ज्ञानविषयत्वम्। व्यापारस्तु क्वचित्तदुच्चारणं क्वचिल्लिप्यादिः। तात्पर्यसन्देहे चान्व**यबो**[५७५]धात्तात्पर्यनिर्ण**ये**[५७६] भ्रमसाधारणः कारणम्। तात्पर्यग्राहकं च प्रकरणादि**कम्**[५७७]**।** तात्पर्यमेव च नानार्थे विनिगमकमिति। शुकादिवाक्ये त्वीश्वरेच्छामादाय तत्स**त्त्व**[५७८]म्। क्लृप्तकारणाभावे न तत्र शा**ब्दबो**[५७९]धः। किन्तु

---

५६८ वो

५६९ तनु

५७० ज्ञानं

५७१ वो

५७२ वो

५७३ व्दवो

५७४ व्दवो

५७५ यावो

५७६ यो

५७७ कं

५७८ त्व

५७९ व्दवो

पदार्थोपस्थितिमात्रं घटः कर्मत्वमित्यादाविव। ननु तावत्पदज्ञानानां तावत्पदार्थस्मृतीनां च क्रमिकत्वेन नष्टत्वात्कथं **तावत्क्रिया**[৫৮০]कारकादिघटितवाक्यार्थ[৫৮১]**बो**[৫৮২]धः।

অনুবাদ – তাই 'ঘটঃ কর্মত্বম্' - এইপ্রকার বাক্য থেকে তাদৃশ বোধ(অর্থাৎ ঘটনিষ্ঠকর্মতাবিষয়ক বা ঘটত্বপ্রকারক কর্মত্ববিশেষ্যক বোধ) উৎপন্ন হয় না। এটি (অর্থাৎ আসত্তি) স্বরূপতঃই (শাব্দবোধে) হেতু হয়, তার জ্ঞান (অর্থাৎ আসত্তিজ্ঞান) কিন্তু (হেতু)নয়। 'অয়মেতি পুত্রঃ রাজ্ঞঃ পুরুষঃ অপসার্যতাম্' ইত্যাদিস্থলে রাজপদার্থের সহিত পুত্রপদার্থের অন্বয়ের তাৎপর্য থাকায় পুরুষ পদার্থের সহিত (রাজ পদার্থের) অন্বয়ের তাৎপর্য না থাকায় তাৎপর্য জ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি হেতু। তাদৃশ বোধনের ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়াই হল তাৎপর্য। সেই তাৎপর্য কিন্তু শাব্দবোধের ইচ্ছা প্রযোজ্য যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারপ্রযোজ্য জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেই ব্যাপারটি হল কখনো উচ্চারণ, কখনো বা লিপি প্রভৃতি। তাৎপর্যসন্দেহে অন্বয়বোধ হলে তাৎপর্য নির্ণয় বা ভ্রম হল সাধারণ কারণ। তাৎপর্যের গ্রাহক হল প্রকরণ প্রভৃতি। এবং তাৎপর্যই হল নানা অর্থের বোধে বিনিগমক, অর্থাৎ তাৎপর্যের দ্বারাই বাক্যস্থিত শব্দের বিবিধ অর্থের বোধ হয়। শুক প্রভৃতি পক্ষীর দ্বারা উচ্চারিত বাক্যে ঈশ্বরেচ্ছাকে স্বীকার করে তার (অর্থাৎ তাৎপর্যের) অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। ক্লৃপ্ত কারণের অভাবে অর্থাৎ লঘু কারণের অভাবে সেখানে শাব্দবোধ হয় না। কিন্তু 'ঘটঃ কর্মত্বম্' এই প্রকারে যেমন পদার্থের উপস্থিতি হয় তেমনই শুধুমাত্র পদার্থের উপস্থিতি হয়। আচ্ছা, পদজ্ঞান ও পদার্থস্মৃতির ক্রম নষ্ট হওয়ায় কীভাবে ক্রিয়া, কারক প্রভৃতি অবলম্বনে বাক্যার্থের জ্ঞান হবে?

---

[৫৮০] तावक्रिया

[৫৮১] थ

[৫৮২] वो

বিবৃতি – আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান প্রভৃতির মতো তাৎপর্যের জ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি হেতু হয়। যেমন 'সৈন্ধবম্ আনয়' – এই বাক্য থেকে কোন অর্থের গ্রহণ করব তার নির্ণায়ক হবে তাৎপর্যজ্ঞান এবং তা প্রকরণ দেখে বুঝতে হবে। যদি খাওয়ার সময় ওই বাক্যটি উচ্চারিত হয় তখন বুঝতে হবে লবণ আনয়নের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যদি যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই বাক্য উচ্চারিত হয়, তখন সিন্ধু দেশের ঘোড়াটি নিয়ে এসো – এইরকম বোধ হবে। তাই যে তাৎপর্যে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে তা বুঝে অর্থনিরূপণ সম্ভব হয়। তাই বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে তাৎপর্যজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

(35 a) **इत्थं**[৫৮৩] तावत्पदानां समूहालम्वनस्मरणत आकाङ्क्षादिविषयकतावत्पदार्थ**स्मरणात्**[৫৮৪] द्वितीयक्षणोत्पन्नाकाङ्क्षादिज्ञानसहिताद्वा पदार्थस्मरणात्तावत्पदार्थानामन्वय**बो**[৫৮৫]धाभ्युपगमात्। अयमेव खलेकपोतन्यायेनान्वय**बो**[৫৮৬]धः। यदाहुः –

"वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथाऽमी युगपत्पतन्ति।

तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः **परस्प**[৫৮৭]रेणान्वयिनो **भवन्ति॥" इति**[৫৮৮]

---

৫৮৩ त्थम्

৫৮৪ स्मरणात्।

৫৮৫ वो

৫৮৬ वो

৫৮৭ परस

৫৮৮ वंतीति।

युगपदन्वयित्वं च **क्वचिद्वि**[৫৮৯]शेष्ये विशेषणस्य तत्र च विशेषणान्तरस्य**,** क्वचिदेकविशेष्ये सर्वविशेषणानाम्। क्वचिच्च राजगृहप्रवेशन्यायेन पदज्ञानं पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधश्च क्रमेण जायते। अत **एवाहुः -**[৫৯০]

"यद्यदाकाङ्क्षितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते।

तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवाभिधीयते॥" इति ।

तथाहि[৫৯১] पूर्वपदस्मृत्युत्तरमुत्तरपदस्मरणं पूर्वपदार्थविषयकं तत उत्तरपदार्थस्मृति-स्तदुत्तरपदविषया पूर्वोत्तरपदार्थशा**ब्दबोधौ**[৫৯২]पयिकयोग्यतादिविषया ततस्तयोः शाब्द**बो**[৫৯৩]धः।

অনুবাদ – এইভাবে সেই সেই পদের সমূহালম্বনস্মৃতি থেকে আকাঙ্ক্ষাদিবিষয়ক সেই সেই পদার্থের স্মরণএটিই হল খলে কপোতন্যায় অবলম্বনে অন্বয়বোধ। বলা হয়েছে- বৃদ্ধ পায়রা, যুবক পায়রা, শিশু পায়রা যেমন একসাথে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় (শস্যকণা ভক্ষণের জন্য) তেমনই সমস্ত পদার্থ একসাথে অন্বিত হয়। একসাথে অন্বয় কখনো বিশেষ্যে বিশেষণের, কখনো সেই বিশেষণে বিশেষণান্তরের, কখনো বা একটি বিশেষ্যে সমস্ত বিশেষণের হয়। কখনো রাজগৃহপ্রবেশের ন্যায় পদজ্ঞান, পদার্থস্মরণ ও শাব্দবোধ ক্রমে উৎপন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে- যে পদের সহিত যে পদ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, অন্বয়যোগ্য ও সন্নিহিত সেই পদের সহিত সেই পদ অন্বিত হয়েই

---

৫৮৯ क्वद्वि

৫৯০ एवाहुः।

৫৯১ तथाहि।

৫৯২ व्दवोधो

৫৯৩ वो

অর্থের বোধ ঘটায়। পূর্বপদের স্মৃতির উত্তর পূর্বপদার্থকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরপদের স্মরণ, তারপর উত্তরপদকে সঙ্গে নিয়ে শাব্দবোধের সহায়ক যোগ্যতা বিষয়ক উত্তরপদার্থস্মরণের পর তাদের মধ্যে শাব্দবোধ হয়।

বিবৃতি – শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থস্মরণ, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আসত্তিজ্ঞান ও তাৎপর্যজ্ঞান কারণ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হয়, কার্যের পূর্বে কারণের অবস্থান প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় এই জ্ঞানগুলি একসঙ্গে শাব্দবোধের পূর্বে থাকতে পারে না, যেহেতু যোগ্যবিশেষগুণসমূহ তার উত্তরবর্তী বিশেষগুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে শাব্দবোধের উৎপত্তিও অধরাই থেকে যাবে। এর সমাধান কল্পে দুটি প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে – ১) খলে কপোত ন্যায়ানুসারে বাক্যার্থবোধ ২) রাজগৃহপ্রবেশ ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্য রীতিতে বাক্যার্থবোধ।
খলে অর্থাৎ খামারে যেমন বড়, ছোট, বৃদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত পায়রা ক্রমান্বয়ে না এসে যেমন একসাথে এসে শস্য দানা খেতে থাকে তেমনই খলে কপোত ন্যায় অনুসারে শাব্দবোধের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ্যে একাধিক বিশেষণের অথবা একটি বিশেষ্যে বিশেষণের, সেই বিশেষণে আবার অন্যবিশেষণের অন্বয় হয়। এক্ষেত্রে কোনরূপ পৌর্বাপর্য স্বীকৃত নয়। এই মতে সমূহালম্বনাত্মিকা পদার্থস্মৃতির দ্বারা মহাবাক্যার্থবোধ হয়। কিন্তু রাজগৃহ প্রবেশের সময় যেমন নিয়ম পরিপালনপূর্বক সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করতে হয় তেমনই রাজগৃহ প্রবেশ ন্যায় অনুসারে প্রথমে খণ্ডবাক্যার্থবোধ এবং পরে তাদের মধ্যে অন্বয় হয়ে মহাবাক্যার্থবোধ হয়।

(35 b) ततः शा**ब्दबो**[५९४]धाव्यवहितपूर्वक्ष**णे**[५९५]त्यत्र पदस्मृत्या पदार्थोपस्थितिस्तदुत्तर-पदविषया यो**ग्य**[५९६]तादिविषया च। ततोऽवान्तरवाक्यार्थस्य तत्रार्थेऽन्वयः। एवमेवोत्तरान्वय**बो**[५९७]धप्रकार इति न विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिशा**ब्दबो**[५९८]धानुपपत्तिः। स च श**ब्दो**[५९९]द्विधा **प्रवर्तकोऽप्रवर्तकश्च**[६००]। प्रव**र्त**[६०१]को विधिः। तदन्योऽप्रव**र्त**[६०२]को-ऽर्थवादमन्त्रादिः। विधिश्च विध्यभिधायकः प्रत्ययस्तद्घटितं वा**क्यं**[६०३] चेत्याहुः। प्रव**र्त**[६०४]कत्वं च प्रवृत्तिजनकेच्छाजनकज्ञानजनकत्वम्। प्रवृत्तिजनकेच्छा च कृतिसाध्यत्वप्रकारिकेच्छा, तज्जनकं कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञानम्। इच्छायाः समानप्रकारकधीसाध्यत्वात्। अतस्तादृशज्ञानविषयः कृतिसाध्यत्वं विध्य**र्थः**[६०५]। कृतिश्च

---

[५९४] व्दवो

[५९५] णो

[५९६] ग

[५९७] वो

[५९८] व्दवो

[५९९] व्दो

[६००] प्रवर्त्तकोऽप्रवर्त्तकश्च

[६०१] र्त्त

[६०२] र्त्त

[६०३] क्ये

[६०४] र्त्त

[६०५] थः

ব[৬০৬]লবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বেন বিশেষণীয়া। নাতঃ কূপপাতাদৌ প্রবৃত্তিঃ। অনিষ্টে চ বলব**ত্ত্ব**[৬০৭]বিশেষণাদল্পায়াসসাধ্যে পাকাদৌ ন প্রবৃ**ত্ত্য**[৬০৮]নুপপত্তিঃ।

অনুবাদ – তদনন্তর শাব্দবোধাব্যবহিত পূর্বক্ষণে পদস্মরণের দ্বারা উত্তরপদবিষয়ক এবং যোগ্যতাদিবিষয়ক পদার্থের জ্ঞান হয়। সেই শব্দ দুই প্রকার- প্রবর্তক ও অপ্রবর্তক। প্রবর্তক শব্দ হল বিধি। অপ্রবর্তক হল বিধি ভিন্ন অর্থবাদ, মন্ত্র প্রভৃতি। বিধিশব্দের দ্বারা বিধির বাচক প্রত্যয় ও প্রত্যয়নিষ্পন্ন বাক্যকে বোঝায়। প্রবর্তক হল প্রবৃত্তির জনক যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার জনক জ্ঞানের উৎপাদক। প্রবৃত্তির জনক হল কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার জনক হল কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান, যেহেতু ইচ্ছা সমানপ্রকারকবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয়। তাই তাদৃশ (কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক) জ্ঞানের বিষয় কৃতিসাধ্যত্ব হল বিধির অর্থ। কৃতিকে বলবদ্ অনিষ্টবিষয়ের অনুৎপাদকরূপ বিশেষণযুক্ত করে বলতে হবে। তাহলে কূপে পতনের প্রবৃত্তি হবে না এবং অনিষ্টে বলবৎ এই বিশেষণ থাকায় অল্প আয়াসসাধ্য পাকক্রিয়া প্রভৃতিতে প্রবৃত্তিতেও আপত্তি হবে না।

বিবৃতি – বৈদিক বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় – বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। এর মধ্যে বিধি অন্যতম। বিধি কথার অর্থ বিধান বা যে বাক্যের মাধ্যমে বিধান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিধি কাউকে কোনো কর্মে প্রবর্তিত করে। তাই বিধিকে প্রবর্তক বলা হয়। ইচ্ছা থেকে কোনো কর্মে প্রবৃত্তির জন্ম হয়। সেই ইচ্ছা আবার জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। অতএব জ্ঞান থেকে ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা থেকে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। শুধুমাত্র ইচ্ছা থাকলেও প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে পারে না, যদি 'আমি কাজটি করতে সমর্থ' বা 'কাজটি আমারা চেষ্টার সাধ্য' – এইপ্রকার জ্ঞান না থেকে থাকে।

---

[৬০৬] ব

[৬০৭] ত্ব

[৬০৮] ত্য

এতাদৃশ জ্ঞান থেকে উৎপন্ন ইচ্ছাই কর্মে প্রবৃত্তি ঘটাতে পারে। আর তাদৃশ জ্ঞানের উৎপাদক হল বিধি। আবার ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন প্রবৃত্তি বলবদনিষ্টের জনক না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সহায়ক ও আবশ্যক রন্ধনাদি কর্মেও প্রবৃত্তি দেখা দেবে না।

(৩6 a) नन्वेवमपीष्टासाधने तादृशकृतिसाध्येऽप्रवृत्त्यापत्तिः **(?)**। अत्र प्रभाकराः **-** नित्ये या प्रवृत्तिस्तत्र शुचिविहितकालजीवित्वप्रतिसन्धानजन्यकृतिसाध्यत्वज्ञानं हेतुरन्यत्रेष्ट-साधनतालिङ्गकमि**ष्ट**[६०९]साधनताज्ञानकालिकं वा कार्यताज्ञानं हेतुरिति नोक्तदोषः। न चेष्टसाधनताविषयकं कृतिसाध्यताज्ञानमेव हेतुरस्तु लाघ**वा**[६१०]दिति वा**च्यं**[६११] साध्यत्वसाधनत्वयोर्विरोधेनैकदैकत्र ज्ञानासम्भवादि**त्या**[६१२]हुः**। तन्न,**[६१३] बलवदनिष्टा-ननुबन्धीष्टसाधनत्वे सति कृतिसाध्यत्वज्ञानमेव प्रवर्त्तकं लाघवात्। न च साधन**त्व**[६१४]साध्यत्वयोर्विरोधः**,** एकस्मिन् पाके ओदनसाधनत्वकृतिसाध्यत्वयोः **सत्त्वा**[६१५]त्। कलञ्जभक्षणस्य इष्टसाधनत्वे कृतिसाध्यत्वे च

---

[६०९] ष्टु

[६१०] व

[६११] यम्

[६१२] त्य

[६१३] तन्न।

[६१४] त्वं

[६१५] त्वा

সত্যধিক[৬১৬]**বলবদ**[৬১৭]নিষ্টাননুবন্ধিত্বাভাবাদ্বিশিষ্টাভাবোঽস্তীতি বিধ্যর্থনিষেধ উপপদ্যতে। শ্যেনস্তু ন বলবদনিষ্টানু**ব**[৬১৮]ন্ধী। কিন্তু তজ্জন্যো বধো বধাচ্চ নরকমিতি ন তত্র প্রবৃত্তিরাস্তিকানামিতি প্রাঞ্চঃ।

অনুবাদ – আচ্ছা, তা হলেও তো বলবদনিষ্টের অজনক কৃতির সাধ্য এবং ইষ্টের অসাধক (নিত্যকর্মে) অপ্রবৃত্তি দেখা দেবে (?)। এখানে প্রভাকরমীমাংসক সমাধান দিচ্ছেন যে, নিত্য (কর্মে) যে প্রবৃত্তি তার প্রতি শুচিবিহিতকালজীবিত্বপ্রতিসন্ধানজন্যকৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান কারণ এবং অন্যান্য স্থলে ইষ্টসাধনতালিঙ্গক কার্যতাজ্ঞান বা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানকালীন কার্যতাজ্ঞান কারণ হয়। তাই পূর্বোক্ত দোষ নিবারিত হয়। লাঘববশত ইষ্টসাধনতাবিষয়ক কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানই হেতু হোক - এটিও বলা যাবে না, যেহেতু সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের মধ্যে বিরোধবশত একসময়ে একইস্থলে উভয়ের জ্ঞান হয় না - এরকম বলে থাকেন। তা ঠিক নয়। কারণ, লাঘববশত বলবদনিষ্টের অননুবন্ধী অর্থাৎ অসম্বন্ধী ইষ্টের সাধক এবং কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞানই প্রবর্তক হয়। এর ফলে সাধন ও সাধ্যের মধ্যে বিরোধ হয় না। একটি পাকক্রিয়ায় ওদনসাধনত্ব এবং কৃতিসাধ্যত্ব বর্তমান থাকে। কলঞ্জভক্ষণের ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্ব বিশিষ্ট হয়ে অধিক বলবদনিষ্টের অননুবন্ধী না হওয়ায় বিশিষ্টাভাব আছে। তাই বিধ্যর্থের নিষেধ উপপন্ন হয়। শ্যেনযাগ কিন্তু বলবদ অনিষ্টের অনুবন্ধী নয়। কিন্তু তার (অর্থাৎ শ্যেনযাগ) থেকে বধ এবং সেই বধ থেকে নরক উৎপন্ন হওয়ায় আস্তিকগণের প্রবৃত্তি হয় না - এটি প্রাচীনগণ বলে থাকেন।

---

[৬১৬] সত্যধি

[৬১৭] বলদ

[৬১৮] বং

(३६ b) विस्तरस्तु मत्कृता**त्तर्करहस्यादवसे**[६१९]यः। स विधिस्त्रि**विधः**[६२०] अपूर्वविधिर्नियमविधिः परिसंख्याविधिश्चेति। **तदुक्तम् -**[६२१]

"विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति।

तत्र **चान्यत्र च**[६२२] प्राप्तौ परिसङ्ख्येति गीय**ते**[६२३]॥" इति ।

उदाहरणानि[६२४] व्री**ही**[६२५]न् प्रोक्षति। व्रीहीनवहन्ति। इमामगृभ्णन् रसनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते इत्यादि। आख्यातस्य यत्नो वाच्यः। पचति पाकं करोतीति यत्नार्थककरोतिना सर्वाख्यातविवरणात्। कर्तुः प्रथमान्तपदेन लाभात्। न च कर्तुरनभिधानात्तृतीयापत्तिः। कर्तृगत**सङ्ख्या**[६२६]नभिधानस्य विवक्षितत्वात्। आनुकूल्यं संसर्गः पाकानुकूलकृतिमांश्चैत्र इति शाब्द**बो**[६२७]धः। रथो गच्छतीत्या**दौ**[६२८] व्यापारे,

[६१९] रहस्यरहस्यादवशे

[६२०] विधाः

[६२१] तदुक्तम्।

[६२२] चान्य

[६२३] त

[६२४] उदाहरणानि।

[६२५] हि

[६२६] सख्या

[६२७] वो

[६२८] न्यै

জানাতীত্যাদা**দাবা**[৬২৯]শ্রয়ত্বে, নশ্যতীত্যাদৌ প্রতিযোগিত্বে নিরুঢলক্ষণা। নীলং সরোজং ভবত্যেবেত্যাদৌ ক্রিয়াপদসঙ্গতস্যৈবকারস্যাऽত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদঃ শক্যঃ।

অনুবাদ – এই বিষয়ে বিস্তারিত মৎকর্তৃক রচিত তর্করহস্য গ্রন্থ থেকে জানতে হবে। সেই বিধি তিন প্রকার- অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। তাই বলা হয়েছে- অত্যন্তভাবে অপ্রাপ্তবিষয়ের বিধায়ক হল অপূর্ববিধ, কোনো একটি পক্ষে বিষয়ের আপ্রাপ্তি হলে তার বিধায়ক বাক্য হল নিয়মবিধ এবং কোথায় দুটি পদার্থের একই সময় প্রাপ্তি হলে কোনো একটির নিবারক হল পরিসংখ্যাবিধি। ক্রমে উদাহরণ হল- ব্রীহী প্রোক্ষণ করবে। ব্রীহী অবহনন করবে। সত্যের অথবা সত্যফলদায়ক এই রশনা (দড়ি) গ্রহণ করেছে – এই বলে অশ্বাভিধানী অর্থাৎ অশ্বের লাগামকে ধারণ করবে। পচতি অর্থাৎ পাক করছে - এইপ্রকার যত্নরূপ অর্থের বাচক ‘করোতি’ শব্দের দ্বারা সমস্ত আখ্যাতের অর্থাৎ তিঙন্ত পদের বিবরণ সম্ভব হয়। কর্তারূপ অর্থের বোধ প্রথমান্তপদের দ্বারা হয়। কর্তা অনভিহিত হওয়ায় তৃতীয়া প্রাপ্তি হবে- একথা বলা যাবে না, যেহেতু কর্তৃগত সংখ্যা অনভিহিত অর্থাৎ অনুক্ত হলেই তৃতীয়া প্রাপ্তি হবে। আনুকূল্য হল সম্বন্ধ। তাই পাকানুকূল কৃতিবিশিষ্ট হল চৈত্র-এইপ্রকার শাব্দবোধ হয়। রথো গচ্ছতি (রথ যাচ্ছে) - এখানে আখ্যাতের অর্থ ব্যাপার, জানাতি (জানে) - এখানে আখ্যাতের অর্থ আশ্রয়ত্ব এবং নশ্যতি (নষ্ট হচ্ছে) - এখানে আখ্যাতের অর্থ প্রতিযোগিত্ব – এগুলি নিরূঢ়লক্ষণার দ্বারা পাওয়া যায়। নীল পদ্ম হয়ই – ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত এব শব্দটির অর্থ অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ।

বিবৃতি – অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হল বিধি। সেই বিধি ত্রিবিধ – অপূর্ববিধ, নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যাবিধি। যে বিধির দ্বারা কোন কিছুর বিধান করা হচ্ছে যা কিনা সেই বিধানের পূর্বে অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা জানা যায়নি তাই হল অপূর্ববিধি। যেমন

---

[৬২৯] দা

‘ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি’ অর্থাৎ ব্রীহী প্রোক্ষণ করবে। এই বিধিবাক্যে ব্রীহীতে প্রোক্ষণের দ্বারা অপূর্ব উৎপাদন করার কথা বলা। ব্রীহীতে প্রোক্ষণ করলে যে অপূর্ব নামক পদার্থের উৎপত্তি হয় তা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। তাই এটি অপূর্ববিধি। যখন কোনো কার্যসাধনে অনেক সাধনের মধ্য একটি সাধনের প্রাপ্তি হয় তখন অন্য সাধন কার্যের প্রতি অপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সেই অপ্রাপ্তসাধনের প্রাপ্তি যে বিধির মাধ্যেম হয় তাই হল নিয়মবিধি। যেমন– ‘ব্রীহীন্ অবহন্তি’। দর্শপূর্ণমাস যাগে পুরোডাশ নির্মাণে তণ্ডুল অর্থাৎ চালের প্রয়োজন হয়। সেই চাল ব্রীহী অর্থাৎ ধানের তুষ বিমোচনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই তুষ বিমোচনরূপ কার্যটি অনেকভাবেই করা যায়। যেমন নখ দিয়ে এবং হামান দিস্তা দিয়ে। এখানে নখরূপ সাধনকে স্বীকার করলে অন্য পক্ষটি অপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। সেই অপ্রাপ্ত হামান দিস্তা দিয়ে তুষ বিমোচন অর্থাৎ অবহনন- এর প্রাপ্তি যে বিধির মাধ্যমে হয় তাই নিয়মবিধি। ‘ব্রীহীনবহন্তি’ – এই বিধির মাধ্যমে তুষবিমোচনে অবহননপক্ষটি প্রাপ্ত হয়। তাই এটি নিয়মবিধি। কোনো একটি বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রাপ্তি হলে সেখানে যে বিধির দ্বারা একটি পক্ষের নিবৃত্তি হয় তা হল পরিসংখ্যাবিধি। যেমন– ‘ইমামগৃভ্ণন্ রসনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্তে’। চয়নযাগে যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য ইষ্টকের প্রয়োজন হয়। সেই ইষ্টক নির্মাণের জন্য মৃত্তিকা আনতে হয়। অরণ্য থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহের সময় গর্দভ ও অশ্ব – এই দুই প্রাণীকে নিয়ে যেতে হয়। অধ্বর্যুকে যে কোনো একটি প্রাণীর রশনা অর্থাৎ রশ্মি গ্রহণ করতে হয়। তাই এক্ষেত্রে উভয় রশ্মিগ্রহণের প্রাপ্তি হওয়ায় পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ‘অশ্বাভিধানীম্’ শব্দের উল্লেখ থাকায় অপর পক্ষের নিষেধ করা হয়।

তিঙন্ত পদে দুটি খণ্ড থাকে – ধাতু এবং তিঙ্প্রত্যয়। তিঙ্-প্রত্যয়কে আখ্যাত বলা হয়। আখ্যাতের অর্থ কী? এই নিয়ে বৈয়াকরণ, মীমাংসক প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত ন্যায়-বৈশেষিকশাস্ত্রের বিরোধ আছে। নৈয়ায়িকগণ আখ্যাতের অর্থরূপে কৃতি অর্থাৎ প্রযত্নকে স্বীকার করেন। এবং এই কৃতিরূপ অর্থ স্বীকারে লাঘব হয় এবং

প্রয়োগবিরোধও ঘটে না। কিন্তু আখ্যাতের অর্থ যে সর্বদা যত্নই হবে তা নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না। তাই অনুভববিরোধ বারণের জন্য বিভিন্ন স্থলে ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনে বিভিন্ন রকম আখ্যাতের অর্থ নিরূপণ করেছেন। যেমন– রথো গচ্ছতি। এখানে আখ্যাতের কৃতিরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, যেহেতু জড়বস্তু হওয়ায় রথে কৃতি থাকে না। তাই সেখানে আখ্যাতের ব্যাপাররূপ লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা হয়। এইভাবে 'জানাতি' পদে আখ্যাতের অর্থ আশ্রয়ত্ব, 'নশ্যতি' পদে আখ্যাতের অর্থ প্রতিযোগিত্ব।

(37 a) शङ्खः पा**ण्डु**[६३०]र एवेत्यादौ विशेषणसङ्गतऽस्याऽयोगव्यवच्छेदः, पार्थ एव धनुर्द्धर इत्यादौ विशेष्यसङ्गतस्याऽन्ययोगव्यवच्छेद**रि**[६३१]त्याद्यनुरोधेनाऽन्ययोग**व्यव**[६३२]च्छेदस्या-ऽवश्यक**त्वा**[६३३]त्तेनैव सर्वत्रोपपत्तौ **अ**[६३४]योगव्यवच्छेदादिबोध एवकारादिति न तत्र शक्तिरित्याहुः। निरूपिता गुणाः। कर्मादयस्तु पदार्थाः प्रसङ्गत उक्ताः। परीक्षाप्रपञ्चस्तु पदार्थानां तर्करहस्ये कृतस्तत हि एव **ज्ञे**[६३५]य इति।

६३० ण्ड

६३१ मि

६३२ व्यवव

६३३ त्वां

६३४ रा

६३५ ते

इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणमहामहिमश्रीववमिण्डनतनयेन

श्रीजयगोविन्दवाजपेईविरचित**त**[636]स्तर्कसिद्धान्तसंक्षे**पः**[637] समाप्तः ।। **शुभम्**[638] ।।

संवत्[639] १७४० कार्त्तिकशुक्लदशम्यां भृगुवासरे **समाप्तोऽयं**[640] भवति ।

অনুবাদ – 'শঙ্খ পাণ্ডুরই' - ইত্যাদি স্থলে বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত 'এব' শব্দের অর্থ অযোগব্যবচ্ছেদ। 'পার্থই ধনুর্ধর' - ইত্যাদি স্থলে বিশেষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত 'এব' শব্দের অর্থ অন্যযোগব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি (প্রয়োগের) অনুরোধে অন্যযোগব্যবচ্ছেদেরই আবশ্যকতাবশতঃ (এবং) তার দ্বারাই সমস্ত স্থলের উপপত্তি সম্ভব হওয়ায় 'এব'-কারের অযোগব্যবচ্ছেদাদির বোধে শক্তি নেই - এরকম বলে থাকেন। গুণ নিরূপণ সমাপ্ত হয়েছে। কর্ম প্রভৃতি পদার্থগুলি প্রসঙ্গবশত পূর্বেই উক্ত হয়েছে। বিস্তারিতভাবে পদার্থের পরীক্ষা *তর্করহস্য* গ্রন্থে করা হয়েছে। সেখান থেকেই সেটি জানতে হবে। পদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণ মহামহিম শ্রীববিমণ্ডনের পুত্র শ্রীজয়গোবিন্দবাজপেয়ী বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* সমাপ্ত হল।

বিবৃতি – অবধারণার্থক এব অব্যয়ের তিনটি অর্থ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেগুলি হল – ১. অন্যযোগব্যবচ্ছেদ ২. অযোগব্যবচ্ছেদ এবং ৩. অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ। অন্য অর্থাৎ ভিন্ন, যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ, ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব। তাই অন্যযোগব্যবচ্ছেদ = বিশেষ্য থেকে ভিন্নে বিশেষণের সম্বন্ধের অভাব। যখন বিশেষ্যের সহিত উচ্চারিত এবশব্দটি বিশেষ্যভিন্ন পদার্থে বিশেষণরূপধর্মের সম্বন্ধকে বারণ করে তখন এবশব্দের অর্থ অন্যযোগব্যবচ্ছেদ। যেমন 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' – এই বাক্যে বিশেষ্যভূত পার্থপদের

---

[636] ते

[637] प

[638] शुभ

[639] सवत्

[640] समाप्तोयं

সমীপে উচ্চারিত এব শব্দটি ধনুর্ধরত্বরূপ বিশেষণকে পার্থ থেকে ভিন্ন ব্যক্তিতে নিষেধ করছে এবং বিশেষ্যেই বিশেষণটির সম্বন্ধ আছে তা প্রকাশ করছে। যখন 'এব'শব্দটি বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধাভাবকে নিষেধ করে তখন অযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ হয়। অযোগ অর্থাৎ অসম্বন্ধ, তার ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব। তাই অযোগব্যবচ্ছেদ = বিশেষ্যে বিশেষণের অসম্বন্ধের অভাব। আর যখন এবকার ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হয় তখন তার অর্থ অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ। অত্যন্ত অর্থাৎ অতিশয়িত, অযোগ অর্থাৎ অসম্বন্ধ, ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব। এই এব-কার প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয় যে বিশেষ্যভূত পদার্থে বিশেষণীভূত পদার্থটি যেমন থাকে তেমনই অন্য বিশেষণও থাকে।

পুঁথির শেষে 'জয়গোবিন্দ বাজপেই' – এই প্রকার গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু *NCC* তে 'বাজপেয়িন্'[৭২] লেখা আছে। তাই 'বাজপেয়িন্' শব্দটির প্রথমার একবচনের রূপটিকে (অর্থাৎ বাজপেয়ী) গ্রন্থকারের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছি।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] ন্যা. কু. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. – ৩৮৯-৩৯০

[২] ছ. ম. , সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি, পৃ. - ৭০

[৩] পা. সূ. – ৫.২.৯৪

[৪] পা. সূ. – ৮.২.৯

[৫] *তদেব,* সূত্র – ৮.২.৩৯

[৬] যাবাদিভ্যঃ কন্ - পা. সূ. – ৫.৪.২৯

[৭] অ. কো. – ৩.১.৯

[৮] ভা. দ. কো. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. - ৭৮

[৯] ন্যা. দ. , প্র. খ. , সম্পা. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ. - ২৩১

[১০] *তদেব,* পৃ. - ২৩৩

[১১] *তদেব,* পৃ. - ১৮

[১২] *তদেব*, পৃ. - ১৯৬

[১৩] *তদেব*, পৃ. - ৬৩

[১৪] বৈ. সূ. উ. , সম্পা. শেখ সাবির আলি, পৃ. - ৩৭

[১৫] ন্যা. কো. , সম্পা. বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর, পৃ. - ৯০৬

[১৬] *তদেব*, পৃ. - ১৮২

[১৭] ত. সং. , সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, পৃ. - ১০

[১৮] ত. সং. , সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. - ১৭

[১৯] *তত্রৈব*

[২০] ত. সং. , সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. - ১৭

[২১] *তত্রৈব*

[২২] *তত্রৈব*

[২৩] *তত্রৈব*

[২৪] বা. ব্যুৎ. , ডা. বিশ্বনাথ ধিতাল , পৃ. - ৪৫

[২৫] প্র. পা. , সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম, পৃ. - ১৭৩

[২৬] *তদেব*

[২৭] তর্কা. , অনু. - রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. - ৩০

[২৮] ন্যা. কো. , সম্পা. বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর, পৃ. - ৮৪৩

[২৯] *তদেব*, পৃ. - ৮৩০

[৩০] ত. , সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ. - ৩৩

[৩১] প. ম. (শক্তিনিরূপণ) সম্পা. – জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, পৃ. - ১৯

[৩২] পদার্থ. , সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ৭১

[৩৩] ভা. প. , সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ৭৮

[৩৪] স. প. , সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ৪৫৮

[৩৫] ত. স. দী. , সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ১২

[৩৬] ভা. প. , সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ৯৭

[৩৭] *তদেব*, কারিকা – ১৯-২২, পৃ. - ১০৮-১১৪

[৩৮] ত. স. দী. , সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ১০৪

[৩৯] দিন. , সম্পা. রাজারাম শুক্ল, পৃ. - ১৯৪

[৪০] *তদেব*, পৃ. - ১৯১

[৪১] *তদেব*, পৃ. – ১৯১

[৪২] তর্কা. , সম্পা. পীযূষকান্ত দীক্ষিত, পৃ. -১৮

[৪৩] বৈ. সূ. – ২/১/২০

[৪৪] ত. ভা. , দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ. - ১৫৯

[৪৫] পদার্থ. , সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, পৃ. - ১০

[৪৬] শ্রী. ভ. গী. – ১০/২২

[৪৭] মনু. – ১/৪৯

[৪৮] ভা. দ. কো. , দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. - ৬৯

[৪৯] ন্যা. সূ. - ১/১/১২

[৫০] ভা. প.(ন্যা. সি. মু. সহিত), কারিকা - ৪২, সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৮৫

[৫১] ঋ. – ১০.১৯০/৩

[৫২] তৈ. উ. - ৩.১

[৫৩] ত. সং. দী., সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৩৬

[৫৪] নৃ. প্র. , সম্পা. সাতকড়ি শর্মা বঙ্গীয়, পৃ. - ১৮২

[৫৫] ভা. চি. , সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, পৃ. -৩৬

[৫৬] যজু. ১৭.১৯

[৫৭] মু. উ. , প্রথম মন্ত্র

[৫৮] *তদেব,* নবম মন্ত্র

[৫৯] তৈ. উ. - ২.৪.৬

[৬০] ন্যা. সূ. ভা. – ১.১.৪

[৬১] তমঃ খলু চলং নীলং পরাপরবিভাগবৎ। প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্যান্নবভ্যো ভেত্তুমর্হতি।। - ত. সং. দী. , সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. - ১৭

[৬২] ত. সং. দী. , সম্পা. - কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৫২

[৬৩] ভা. প. , কারিকা -৫৮, সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. -২৮৩

[৬৪] জ. বি. টী. (বৈ. সূ. - ৭.১.৭) পৃ. - ২৬৬

[৬৫] ভা. প. , কারিকা - ১০৪, সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. -৫০০

[৬৬] ত. সং. দী. , সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১৫

[৬৭] পদার্থ. , সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য , পৃ. - ১৬

[৬৮] ভা. প. , কারিকা - ৩৮, সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৫৬

[৬৯] প্র. পা. , দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী , পৃ. - ২৯৭

[৭০] ত. ভা. , দ্বিতীয়খণ্ড, সম্পা. গঙ্গাধর কর , পৃ. – ৪৩৬

[৭১] তৈ. উ. ভা. , ব্রহ্মানন্দবল্লী, প্রথম অনুবাক, মন্ত্র – ১

[৭২] VML, NCC. Vol. 8, Page. 132, Column. b

চতুর্থ অধ্যায় :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা

৪.০ চতুর্থ অধ্যায় :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী রচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির অনুবাদ এবং বিবৃতি পূর্বের অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক আলোচনা করব। 'সম্' এই উপসর্গপূর্বক দর্শনবাচী 'ঈক্ষ্'-ধাতুর[১] উত্তর 'অ'-প্রত্যয়[২] যোগে নিষ্পন্ন সমীক্ষ শব্দের সহিত স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্'-প্রত্যয়[৩] যোগে সমীক্ষা শব্দটি পাওয়া যায়। সম্ অর্থাৎ সম্যকভাবে ঈক্ষ্ অর্থাৎ দর্শন, তাই সমীক্ষা কথার অর্থ সম্যকভাবে দর্শন। এখানে দর্শন বলতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের লৌকিক সন্নিকর্ষ থেকে উৎপন্ন দর্শন নয়, কিন্তু বিশেষ পর্যালোচনা সম্ভূত গভীর প্রজ্ঞাকে বোঝানো হয়েছে। সমীক্ষার মাধ্যমে কোনও বস্তুর যাথার্থ্য পরিস্ফুট হয়। এবং এই সমীক্ষা সমীক্ষ্যমাণ বিষয়ের সহিত সজাতীয় বস্তুর তুলনা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই এই অধ্যায়ে আমি *তর্কভাষা, তর্কসংগ্রহ, ভাষাপরিচ্ছেদ* প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির সহিত তুলনা এবং গ্রন্থকারের দ্বারা প্রতিপাদিত ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা বা অযথার্থতা যথাবুদ্ধি প্রকরণ অনুসারে যুক্তির সহিত আলোচনা করব।

৪.১ মঙ্গলাচরণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ভারতীয় পরম্পরায় মঙ্গলাচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারম্পরিক বিষয়। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী শিষ্টগণপরিপালিত তাদৃশ পরম্পরা অনুসরণ করে নিজ গ্রন্থারম্ভেও মঙ্গলাচরণ করেছেন। এখানে প্রশ্ন হয়, মঙ্গলাচরণ কথার অর্থ মঙ্গলজনক আচরণ। আচরণ হল ক্রিয়া। ক্রিয়া বা কর্ম ক্ষণদ্বয়স্থায়ী। এবং তা লিপিবদ্ধ করা যায় না। তাহলে কীভাবে বলতে পারি যে, গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ লিপিবদ্ধ করেছেন? এখানে সমাধানরূপে বলতে হবে, গ্রন্থকার নমস্কারাদিরূপ মঙ্গলজনক আচরণ পূর্বেই

সম্পাদিত করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের অধ্যেতৃবৃন্দের শিক্ষার জন্য তিনি পূর্বকৃত মঙ্গলকর্মের স্মারকস্বরূপ বা গ্রন্থকারের দ্বারা উচ্চারিত শব্দসমূহের স্মারকলিপি গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভেই গ্রন্থকার গ্রথিত করেন। তাই আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে যে পদ্যটিকে মঙ্গলাচরণ বলছি তা প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাকারকৃত মঙ্গলকর্মের জ্ঞাপক হেতু।

গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেই প্রথমে স্মরণ বা নমস্কার করেছেন। কিন্তু অবহিতচিত্তে নিরীক্ষণ করলে আমরা দেখতে পারি যে, পদ্যে এমন পদ নেই যা নমস্কারবাচক। এখানে সমাধানরূপে বলতে হবে যে, নমস্কারাদিবাচক পদ প্রয়োগ না হলেও 'অঞ্জসৈব ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি' এবং 'অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতস্ত্রিজগতি বিত্তকস্য সাধ্যঃ' এই দুটি পদ্যাংশের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রণতি ধ্বনিত হয়েছে। সাধারণ জীব কর্তৃক জগতের সৃষ্টি অসাধ্য এবং জীবের দ্বারা বহুজন্মার্জিত পাপের বিনাশও অসম্ভব। তাদৃশ অসম্ভব কর্ম যিনি সাধন করেন তিনি নমস্কারের যোগ্যই হন। 'অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ' এই বিশেষণের দ্বারা ঈশ্বরের কারুণ্যগুণ ব্যঞ্জিত হয়েছে এবং এখানে তাদৃশ ঈশ্বরের প্রতি নমস্কারের মাধ্যমে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হবে গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

মঙ্গলপদ্যে গ্রন্থকার পাপের বিনাশকরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, *অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্* [৪] – এই সর্বদার্শনিক গৃহীত সিদ্ধান্তানুসারে শুভ এবং অশুভ অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। যদি ভোগের দ্বারাই কর্মফলের বিনাশ হয় তবে কীভাবে ঈশ্বর অনেক জন্মার্জিত পাপ বিনাশে সুপটু হন? এখানে বলতে হবে, ঈশ্বরের স্মরণ, মনন জীবকে অশুভ কর্ম করা থেকে বিরত করে। তার ফলে নতুন কোনও অশুভ কর্ম জনিত ফল তাকে ভোগ করতে হয় না। শুধুমাত্র প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগেই তার মুক্তি হয়। "নতুন কোনও অশুভ কর্মের ফলভোগ করতে হয় না" - এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার ঈশ্বরকে

‘অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ’ ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করেছেন। অথবা ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নেই তা আমরা পুরাণে নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব প্রভৃতি বৃত্তান্ত লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থকার ঈশ্বরকে পাপের বিনাশকরূপে উল্লেখ করছেন তা বলা যেতে পারে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হলে তার প্রতি নমস্কার প্রভৃতি সঙ্গত হয়। তাই জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই পদ্যে ‘আরভ্য দ্ব্যণুমনাদিরঞ্জসৈব ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি তাবদক্ষয়ো যঃ’ এই অংশের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক অনুমানপ্রমাণও প্রদর্শন করেছেন। অনুমানটি হল– “দ্ব্যণুকমারভ্য ব্রহ্মাণ্ডং কর্তৃজন্যং কার্যত্বাত্, ঘটবত্”। এখানে ঘট প্রভৃতি কার্য যেমন কর্তাকে অপেক্ষা করে তেমনই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি এমন কাউকে অপেক্ষা করে যিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিধ অপরোক্ষজ্ঞানের অধিকারী, তিনিই ঈশ্বর। এখানে প্রশ্ন হয়, শুধুমাত্র ‘দ্ব্যণুক’কে পক্ষ করলে কী অসুবিধা হত?এর উত্তরে বলতে হবে, দ্ব্যণুককে সমস্ত নৈয়ায়িকই স্বীকার করেননি। তাছাড়া সেটি অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় তার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে চার্বাকগণ। তাই শুধুমাত্র ‘দ্ব্যণুক’কে পক্ষ না করে ‘দ্ব্যণুকমারভ্য ব্রহ্মাণ্ডম্’ কে পক্ষরূপে উল্লেখ করেছেন। আবার প্রশ্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডকেই পক্ষরূপে উল্লেখ করলে হত, দ্ব্যণুককে পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ক্ষুদ্র কার্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মহৎ কার্যের প্রতি ঈশ্বরই কর্তা, তিনি সর্ববিধ কার্যেরই নিমিত্তকারণ – এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্যই দ্ব্যণুককেও পক্ষান্তর্গত করা হয়েছে। এইভাবে গ্রন্থকার ন্যায়দর্শন সম্মত সিদ্ধান্তানুকূল মঙ্গলাচরণটি প্রস্তুত করেছেন, যা এই গ্রন্থকে অন্যান্য গ্রন্থের থেকে অনন্যতা প্রদান করেছে।

৪.২ সপ্ত পদার্থ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সাত প্রকার পদার্থের উল্লেখ রয়েছে। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীও সেই ক্রমের বৈপরীত্য ঘটাননি। এখানে প্রশ্ন হয়, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে আত্মতত্ত্ব

প্রভৃতি সাক্ষাৎভাবে উপদিষ্ট হয়েছে এবং তদনুকূল বহুবিধ বিদ্যারও উল্লেখ রয়েছে। তাই বেদান্তাদি দর্শনকে মোক্ষোপযোগী শাস্ত্র বলা যায়। কিন্তু সপ্তবিধ পদার্থের বর্ণনার মাধ্যমে ন্যায়বৈশেষিক দর্শন কীভাবে মুক্তির সহায়ক হয়? এর উত্তরে বলতে হবে, আত্মতত্ত্ব অতিসূক্ষ্ম পদার্থ। তার জ্ঞান সহজেই হতে পারে না। কিন্তু যদি লক্ষণাদির দ্বারা আমাদের সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয় এবং তদ্ভিন্নরূপে আত্মাকে জানি তাহলে অতিসূক্ষ্ম আত্মাও জ্ঞাত হয়। আর বেদান্তাদি বাক্য শ্রবণ করলেও আমাদের মনে অনেক সংশয়ের জন্ম হয়। সেই সমস্ত সংশয় বিচারের দ্বারাই দূরীভূত হতে পারে। তাই সংশয়ের নিবারক মননের উপযোগী হওয়ায় ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্র প্রতিপাদিত পদার্থের জ্ঞান মোক্ষোপযোগী তা অস্বীকার করা যায় না। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই – 'আত্মতত্ত্বজ্ঞানমপবর্গহেতুস্তচ্চ পদার্থবিবেকাধীনম্...'।[৫] এই বাক্য উল্লেখ করেছেন।

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ন্যায়বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত সপ্তবিধ পদার্থকে স্বীকার করেছেন। এখানে প্রশ্ন হয়, জগতে তো বহুবিধ পদার্থ রয়েছে। সমস্ত পদার্থের অন্তর্ভাব কি এই সাত ধরণের পদার্থের মধ্যে সম্ভব হয়? কারণ, আমরা জানি মীমাংসাদি দর্শনে শক্তি, সাদৃশ্য প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আবার স্বত্ব, প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, বিষয়তা প্রভৃতিও স্বীকৃত হয়েছে। সেগুলির সঙ্গতি কীভাবে সম্ভব? যদি সেগুলি পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় তবে সপ্ত সংখ্যার গণনায় বৈপরীত্য ঘটবে। এর উত্তরে বলতে হবে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে শক্তি, সাদৃশ্য প্রভৃতি পদার্থ অতিরিক্ত পদার্থ নয়। শক্তি কারণতাস্বরূপ বা অভাবস্বরূপ, স্বত্ব অধিকরণস্বরূপ, প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিস্বরূপ, বিষয়তা বিষয়স্বরূপরূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। তাই পদার্থের সপ্তত্ব সংখ্যা অব্যাহতই থাকে। তাই গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত পদার্থের সংখ্যাগণনা পরম্পরানুরূপ হয়েছে। কিন্তু শক্তি, সাদৃশ্য প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ নয় – গ্রন্থকার এর কারণ নির্দেশ করেননি। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়েছে বলে মনে করি।

কোনও বস্তুর অসাধারণ ধর্মকে লক্ষণ বলা হয়।[৬] অসাধারণত্ব হল *লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়তত্বম্* [৭] অর্থাৎ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপ্য ও ব্যাপক হওয়া। অর্থাৎ যে ধর্মটি অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি, অসম্ভব – এই ত্রিবিধ দোষশূন্য তাদৃশ অসাধারণ ধর্মই হল লক্ষণ। গ্রন্থকার দ্রব্যাদির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'দ্রব্যত্ববদ্দ্রব্যম্। গুণত্বজাতিমান্, দ্রব্যকর্মান্যত্বে সতি সমবায়ানুযোগী বা গুণঃ। কর্মত্ববত্ কর্ম'।[৮] এইভাবে পর্যালোচনা করলে দেখবো যে, গ্রন্থকার এই লক্ষণগুলি জাতিঘটিতরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যখন গ্রন্থাধ্যয়ন আরম্ভ হচ্ছে তখন অধ্যেতার জাতি কী? বিশেষত দ্রব্যত্বাদি জাতি কী? - ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। কিন্তু গ্রন্থকার তাদৃশ জাতিকে অবলম্বন করেই গ্রন্থের প্রারম্ভে লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এটি গ্রন্থাববোধে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যদিও অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থেও এই একই অন্তরায় বিদ্যমান। যেমন *তর্কভাষা* গ্রন্থে *সমবায়িকারণং দ্রব্যং গুণাশ্রয়ো বা* [৯] এইভাবে দ্রব্যের লক্ষণ প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু এই লক্ষণটি জাতিঘটিত লক্ষণ অপেক্ষায় গুরু হয়েছে। কারণ, সমবায়িকারণের জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধ ও কারণতাঘটিত হওয়ায়, এই উভয়ের জ্ঞান ব্যতিরেকে সমবায়িকারণরূপে দ্রব্যের জ্ঞান অসম্ভব। তাই গ্রন্থকার গুণাশ্রয়রূপে দ্রব্যের উল্লেখ করলেন। কিন্তু এতে দোষ থেকেই যায়, যেহেতু উৎপত্তি ক্ষণে দ্রব্য গুণহীন থাকে। এতদপেক্ষায় *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থোক্ত লক্ষণটি যথাযথ। এখানে বলে দেওয়া ভালো, দ্রব্যাদির এইপ্রকার লক্ষণ ছাড়া গতিও নেই। তাই বাধ্য হয়েই গ্রন্থকার জাতিঘটিত লক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন।

এছাড়া গ্রন্থকার অভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন *অভাবত্বোপাধিমান্ অভাবঃ।* কিন্তু এই 'উপাধি' কী? তা নিরূপণ করেননি। এক্ষেত্রে তাই গ্রন্থের ন্যূনতা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য তর্ক অর্থাৎ ন্যায়বৈশেষিক সম্মত পদার্থবিষয়ে শুধুমাত্র সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করা, তবুও 'উপাধি' পদার্থ হওয়ায় এবং লক্ষণঘটকরূপে গৃহীত হওয়ায় তার নিরূপণ অনুপযোগী নয়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, 'উপাধি'

নামক পদার্থ দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রন্থকার পৃথকরূপে 'উপাধি'র নিরূপণ করেননি।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চতুর্থ পদার্থরূপে সমান্য বা জাতি উল্লিখিত হয়েছে। এই সামান্যের ভেদ নিরূপণকালে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলেছেন – 'তত্ ত্রিধা পরমপরং পরাপরঞ্চেতি'।[১০] এই যে ভেদ তিনি দেখিয়েছেন তা *প্রশস্তপাদভাষ্য* বা *বৈশেষিকসূত্রে* দেখতে পাওয়া যায় না। এই প্রকার ভেদ আমরা জগদীশ তর্কালঙ্কারের *তর্কামৃত*, বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী*, কৌণ্ডভট্টের *পদার্থদীপিকায়* দেখতে পাই। তাই গ্রন্থকারের এইপ্রকার ভেদ নিরূপণ স্বকপোলকল্পিত নয়। কিন্তু বিভাগ বলতে বুঝি *সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নানাং পরস্পরবিরুদ্ধসাক্ষাত্তদ্ব্যাপ্যধর্মপুরস্কারেণ ধর্মিপ্রতিপাদনম্*[১১] অর্থাৎ বিভাগ হল সামান্যধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন পদার্থগুলির পরস্পরবিরুদ্ধ ও সেই সামান্যধর্মের সাক্ষাদ্ব্যাপ্যধর্মযুক্তরূপে ধর্মীর প্রতিপাদন। এখানে সামান্যধর্ম হবে 'সামান্যত্ব' এবং তার দ্বারা ব্যাপ্য হল পরত্ব, অপরত্ব ও পরাপরত্ব – এই তিনটি ধর্ম। কিন্তু পরত্ব, অপরত্ব ও পরাপরত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট নয়, যেহেতু দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিতে পরত্ব ও অপরত্ব – এই উভয়বিধ ধর্ম বর্তমান। তাই বিভাগের লক্ষণের কথা মাথায় রেখে বিচার করলে গ্রন্থকার কৃত সামান্যের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয় বলেই বিবেচিত হয় এবং এর ফলে সূত্রগ্রন্থগত বিভাগও উপপন্ন হয়।

৪.৩ পদার্থসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য জ্ঞানের দ্বারা পদার্থবিষয়ে যথাযথ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। *প্রশস্তপাদভাষ্য* অনুসারে ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থগুলিতে সাধর্ম্য–বৈধর্ম্যবিষয়ক আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমেই জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী দ্রব্য প্রভৃতি ছয় প্রকার পদার্থের ভাবত্বরূপ সাধর্ম্যের কথা বলেছেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও অভাব – অনেক হওয়ায় এগুলির সাধর্ম্য হল অনেকত্ব। এই ছয়টির মধ্যে প্রথম

পাঁচটি সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয়; যেহেতু দ্রব্যে, গুণে ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ থাকতে পারে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য 'সমবেতসমবেতবৃত্তি' পদার্থবিভাজক উপাধিবিশিষ্ট হয়।[১২] এই সাধর্ম্যটি আমরা *প্রশস্তপাদভাষ্যে* দেখতে পাই না। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থেও নেই। এই চারটির মধ্যে প্রথম তিনটি পদার্থ সত্তা নামক জাতিবিশিষ্ট হয় এবং অদৃষ্টের সাধন হয়। 'অদৃষ্টসাধনত্ব'রূপ সাধর্ম্যটি নতুনভাবে গ্রন্থকার সংযোজন করেছেন। অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম আমাদের কর্মজন্য। আমাদের কর্মের সাধন হয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম। লৌকিক জীবনযাপনে সামান্য প্রভৃতিকে আমরা সাক্ষাৎভাবে নিজেদের কর্মের সহায়ক মনে করি না। তাই পূর্বোক্ত তিনটি পদার্থের সাধর্ম্যরূপে 'অদৃষ্টসাধনত্ব'রূপ ধর্মটি উল্লিখিত হয়েছে। এখানে কারণবিশিষ্ট ভাবপদার্থের সাধর্ম্য উল্লিখিত হয়েছে– 'কার্যত্বানিত্যত্বে'[১৩] এবং কার্যের লক্ষণে বলা হয়েছে– 'কার্যত্বং চ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বে সতি ভাবত্বম্'।[১৪] আমরা জানি যা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যা প্রাগভাবের প্রতিযোগী, তা কার্য। কিন্তু কার্যের লক্ষণে গ্রন্থকার 'ভাবত্ব' পদটি প্রয়োগ করে নতুনত্ব প্রকাশ করেছেন। 'ভাবত্ব' পদটি প্রয়োগ করায় প্রধ্বংসাভাবকে কার্যরূপে গ্রহণ করা যাবে না, যেহেতু ধ্বংসাভাব প্রাগভাবের প্রতিযোগী হতে পারে কিন্তু তা অভাব পদার্থ। তাই ধ্বংসাভাবকে কার্য বলা যায় না। ধ্বংসাভাবকে কার্য বলা হবে কি না এবিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থে অনুল্লিখিত। গুণ ও কর্মের সাধর্ম্যরূপে বলা হয়েছে 'দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্বম্'।[১৫] এই সাধর্ম্যটি অন্য কোনও ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থে আমরা পাইনি। এমনকি *দিনকরী* প্রভৃতি নব্যন্যায়ের গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার স্ববুদ্ধিসহায়ে এই সাধর্ম্যের উল্লেখ করেছেন।

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্যের উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থে কর্মাদির সাধর্ম্যেরও উল্লেখ পাই। কর্মের সাধর্ম্য বলতে গিয়ে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলেছেন– কর্মত্ব, একদ্রব্যবৃত্তিত্ব, স্বজন্যসংযোগনাশ্যত্ব,

বেগারম্ভনোদনাদিসাপেক্ষত্ব, দ্বিষ্ঠকার্যজনকত্ব প্রভৃতি।[১৬] তিনি সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্য যথাক্রমে বলেছেন- 'দ্রব্যগুণকর্মমাত্রবৃত্তিত্ব', 'নিত্যদ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব', 'দ্রব্যগুণকর্মমাত্রানুযোগিকত্ব' এবং 'প্রতিযোগি-নিরূপণাধীননিরূপণত্ব'।[১৭] এইভাবে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণের দ্বারা গ্রন্থের ন্যূনতাদোষ পরিহার পূর্বক গ্রন্থের সম্পূর্ণতা বিধানের চেষ্টা করেছেন।

প্রতিটি কার্য কারণকে অপেক্ষা করে। কারণ ব্যতিরেকে কার্য উৎপন্ন হতে পারে না। জগতে সমস্ত পদার্থ আবার কারণও হতে পারে না। কোন কোন পদার্থ কারণ হতে পারে না তার তালিকা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলছেন– 'অণুপরিমাণাতীন্দ্রিয়সামান্যপরমমহত্ত্ব-বিশেষভিন্নানাং কারণত্বম্'।[১৮] অর্থাৎ অণুপরিমাণ, অতীন্দ্রিয় সামান্য, পরমমহৎ পরিমাণ ও বিশেষ পদার্থ কারণ হতে পারে না। অণুপরিমাণ হল পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ। এই অণুপরিমাণকে অন্য কোনও পরিমাণের প্রতি কারণরূপে স্বীকার করা হয় না, যেহেতু *পরিমাণস্য স্বসমানজাতীয়োৎকৃষ্টপরিমাণজনকত্বনিয়মাৎ*[১৯] অর্থাৎ পরিমাণ নিজের তুল্য জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হয়। সেই হিসাবে অণুপরিমাণ অণুতর পরিমাণকে উৎপন্ন করবে। এর ফলে পদার্থ অদৃশ্য হয়ে পড়বে। সেই কারণেই ন্যায়সিদ্ধান্তে অণুপরিমাণের কারণত্ব স্বীকৃত হয়নি। এইভাবে কোন কোন পদার্থ কারণত্বধর্মরহিত হয় তার স্পষ্ট তালিকা দিয়েছেন, যা অন্যান্য মুদ্রিত প্রকরণগ্রন্থগুলিতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে পণ্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি নতুন চিন্তার উদ্ভাবন করেছেন, যা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে 'পরিমাণ স্বসমানজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হয়' এই কথার পরিবর্তে 'পরিমাণ নিজের অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হয়' এই নিয়ম স্বীকার করাই শ্রেয়। এর ফলে দ্ব্যণুকের পরিমাণের প্রতি পরমাণু পরিমাণ এবং ত্র্যণুকের পরিমাণের প্রতি দ্ব্যণুকের পরিমাণ কারণ হতে অসুবিধা হবে না।[২০]

৪.৪ পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যের সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ন্যায়বৈশেষিক মতে সাত প্রকার পদার্থের মধ্যে দ্রব্য অন্যতম। সেই দ্রব্যকে নয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী প্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের লক্ষণ অসাধারণগুণবিশিষ্টরূপে এবং তৎ তৎ জাতিবিশিষ্টরূপে নিরূপণ করেছেন। তার কারণ হল, দ্রব্য উৎপত্তিকালে গুণহীন থাকে। তাই তাদৃশ গুণবিশিষ্টরূপে দ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ করলে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে তিনি বিকল্প লক্ষণরূপে জাতিঘটিত লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। জাতি উৎপত্তিকালীন দ্রব্যেও বর্তমান থাকায় কোনও দোষের প্রসক্তি ঘটে না।

পৃথিবীত্ব জাতির সিদ্ধি গ্রন্থকার 'গন্ধসমবায়িকারণতাবচ্ছেদক'রূপে দেখিয়েছেন। অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থেও এই পদ্ধতি অবলম্বনে জাতির সিদ্ধি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জাতির সিদ্ধি ছাড়াও বাধবুদ্ধির প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয়তাবচ্ছেদকরূপেও জাতির সিদ্ধি দেখিয়েছেন। যেমন– 'ইয়ং ন পৃথিবী ইতি এতাদৃশবাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধজ্ঞানবিষয়তাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধ্যতি'।[২১] এইপ্রকার জাতির সিদ্ধি অন্যত্র গ্রন্থে দুর্লভ। এই পৃথিবীর আলোচনা প্রসঙ্গে পরমাণুর সিদ্ধিও পর্যালোচিত হয়েছে। পরমাণুকে দ্রব্যের অন্তিম অবয়বরূপে স্বীকার না করে নব্য নৈয়ায়িকগণের ত্রুটি অর্থাৎ ত্রসরেণুতে দ্রব্যের বিভাগের সমাপ্তি সিদ্ধান্তটিও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। বৃক্ষ প্রভৃতির শরীরবিষয়ে আগমমূলক স্মৃতিপ্রমাণও প্রদর্শিত হয়েছে।[২২] যোগিগণ কীভাবে অন্যের শরীরে প্রবেশ করেন? তাও গ্রন্থকার নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন- 'প্রতিজীবম্ এবৈকেকং লিঙ্গশরীরম্ উৎপাদ্যতে... তেনৈব যোগিনঃ পরকায় প্রবেশাদিসিদ্ধিঃ'।[২৩] এইপ্রকার আলোচনা ন্যায়বৈশেষিকের অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থে সচরাচর দেখা যায় না।

দিক্ ও কালের নিরূপণকালে গ্রন্থকার পরিশেষানুমানের সাহায্য নিয়েছেন। এবং দৈশিক ও কালিক পরত্ব-অপরত্বের উৎপত্তিতে কোনটি সমবায়িকারণ, কোনটি অসমবায়িকারণ এবং কোনটি নিমিত্তকারণ হবে তারও নির্দেশ করেছেন। এইভাবে স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় পাঠার্থীদের বোধে সৌকর্য হয়। এছাড়াও কালের উপাধিরূপ ক্ষণ প্রভৃতির লক্ষণ, মহাপ্রলয়, খণ্ডপ্রলয় প্রভৃতিও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে আমরা তা দেখতে পাই না।

আত্মার পরিমাণ বিষয়ে দার্শনিক মহলে মতভেদ বিদ্যমান। ন্যায়বৈশেষিক মতে আত্মা বিভু অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণযুক্ত। প্রকৃত গ্রন্থকার শুধুমাত্র ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি আত্মার বিভুত্ব বিরোধী সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করে যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক তা খণ্ডনও করেছেন।

মনের লক্ষণে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী মনস্ত্বজাতিকে অবলম্বন করেছেন এবং বিকল্পরূপে 'নিঃস্পর্শাণুত্ববত্' বলেছেন।[২৪] লক্ষণটি এইভাবে করায় *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থোক্ত মনের লক্ষণের তুলনায় তা লঘু হয়েছে। এরই সঙ্গে মনের স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু *তর্কসংগ্রহে* মনের যে লক্ষণটি প্রদত্ত হয়েছে তার দ্বারা মনের কার্যগতবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। এর দ্বারা মন নামক পদার্থগ্রহণের প্রয়োজনও পরিস্ফুট হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অপেক্ষায় *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থোক্ত মনের লক্ষণটি সুচারুতর বলে বোধ হয়।

৪.৫ পৃথিবী প্রভৃতি নয়প্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

পৃথিবী প্রভৃতি নব দ্রব্যের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের প্রকরণে গ্রন্থকার বলেছেন দ্রব্যত্ব, গুণবত্ত্ব ও স্বসমবেতকার্যজনকত্ব প্রভৃতি হল সাধর্ম্য। এই 'স্বসমবেতকার্যজনকত্ব'[২৫]রূপ সাধর্ম্যটির উল্লেখের কারণ হল দ্রব্যই সমস্ত কার্যের সমবায়িকারণ হয়। অন্য কোনও পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। পৃথিবী প্রভৃতি চারটি ভূত পদার্থ ও মনের সাধর্ম্য হল পরত্ব, অপরত্ব, বেগ ও কর্ম বিশিষ্ট হওয়া। এগুলি আবার মূর্ত পদার্থ। পরিচ্ছিন্ন

পরিমাণবিশিষ্টকেই মূর্ত দ্রব্য বলে আমরা জানি। কিন্তু নবীনগণ এই মূর্তত্বকে জাতি বলে অভিহিত করেন – এই সিদ্ধান্তটিকেও গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন পাঠার্থীদের কাছে যাতে তারা অনায়াসেই নব্য নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্তটিও জানতে পারে। পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের সাধর্ম্য হল- ভূতপদার্থত্ব। কিন্তু সেই ভূতপদার্থত্ব বলতে কী বুঝবো? তার উত্তরে বলেছেন– 'আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বং স্পর্শশব্দান্যতরবত্ত্বম্ বা'।[২৬] পূর্বোক্ত প্রতিটি দ্রব্যেই হয় স্পর্শ আছে অথবা শব্দ আছে। তাই সেগুলি 'স্পর্শশব্দান্যতরবত্'। 'আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্ব' অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, স্নেহ ও শব্দ – এই বিশেষগুণগুলি আত্মাতে থাকে না, কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যে থাকে। এখানে ভূতত্বের লক্ষণটি নতুন আঙ্গিকে দিয়েছেন। কারণ, *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে ভূতত্বের লক্ষণে পাই *বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বম্*।[২৭] এই লক্ষণটির অপেক্ষায় পূর্বোক্ত 'আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বম্' ও 'স্পর্শশব্দান্যতরবত্ত্বম্' – এই দুটি লক্ষণেই শরীরকৃত ও উপস্থিতিকৃত লাঘব রয়েছে। যদিও *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে 'অথবা কল্পে' *আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্ব*রূপ[২৮] লক্ষণটি উক্ত হয়েছে তবুও 'স্পর্শশব্দান্যতরবত্ত্ব'রূপ লক্ষণটি নতুনত্বের দাবি রাখে। পৃথিবী প্রভৃতি তিন প্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হয়েছে – 'বহিরিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বরূপবত্ত্বদ্রবত্ববত্ত্বানি'।[২৯] এখানে 'দ্রবত্ববত্ত্ব' কথার অর্থ বলা হয়েছে – 'দ্রবত্ববদ্বৃত্তিপবনাবৃত্তিজাতিমত্ত্বাদিকম্'। পৃথিবী ও জলে রস, পতনক্রিয়া ও গুরুত্ব থাকে। কখনও কখনও আমরা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি 'উল্কা পড়ছে' বা 'তারা খসে পড়ছে'। সেক্ষেত্রে তৈজস পদার্থের মধ্যেও পতন আছে বলতে হবে। এর সমাধানরূপে বলেছেন 'উল্কা পততি' ইত্যাদি প্রয়োগ গৌণ বা লাক্ষণিক। এরপর কোন দ্রব্যে কতগুলি করে গুণ থাকে তার বর্ণনার মাধ্যমে দ্রব্যসাধর্ম্য প্রকরণের সমাপ্তি হয়েছে।

৪.৬ গুণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চব্বিশ প্রকার গুণের আলোচনা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি গুণের লক্ষণ তৎ তৎ জাতি স্বীকার করে নিরূপণ করেছেন। কিন্তু সংস্কারের লক্ষণে তিনি সংস্কারত্বজাতি স্বীকার করেননি। শুধুমাত্র 'সংস্কারত্ববান্ সংস্কারঃ' – এইভাবে লক্ষণ করেছেন।[৩০] কারণ, সংস্কারত্বকে কোনও কোনও দার্শনিক জাতিরূপে স্বীকার করেছেন, কোনও কোনও দার্শনিক তা স্বীকার করেননি। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংস্কারত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেননি। তার প্রথম কারণ, চব্বিশ প্রকার গুণের প্রত্যেকটি লক্ষণ জাতিঘটিতরূপে উল্লেখ করা হলেও সংস্কারের লক্ষণে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হল, বিশেষগুণের লক্ষণনিরূপণের সময় গ্রন্থকার 'সংস্কারত্বজাত্যঙ্গীকারে তু ভাবনাবৃত্তিত্বমপি দেয়ম্'[৩১] – এই উক্তি করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংস্কারত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেননি।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ – এই চারটি গুণের যথাবিহিত বিভাগ প্রদর্শিত হওয়ার পর কোনও কোনও দার্শনিক চিত্র রূপ, চিত্র রস, চিত্র গন্ধ, চিত্র স্পর্শ, কঠিন স্পর্শ, কোমল স্পর্শ প্রভৃতি বিভাগ স্বীকার করেছেন। প্রকৃত গ্রন্থকার সেই সমস্ত একদেশীদের মত স্বীকার না করলেও তিনি তা পাঠার্থীদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করেছেন, যা ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত নিরূপণের ক্ষেত্রে সার্বিক দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

ন্যায়বৈশেষিকের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হল সংখ্যা। তার মধ্যে আবার দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দ্বিত্বের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়া বৈশেষিকদর্শনে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত উক্ত হয়েছে। বলা হয় –

> দ্বিত্বে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে।
>
> যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ।।[৩২]

সেই দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তিতে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের ক্ষেত্রে তিনি দুটি ক্রমের উল্লেখ করেছেন। সেখানে একটি ক্রম হল – প্রথম ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধি, দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের উৎপত্তি, তৃতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান, চতুর্থ ক্ষণে 'দ্বৌ ইমৌ' ইত্যাদি বিশিষ্ট বুদ্ধির উৎপত্তি এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ। দ্বিতীয়টি হল – প্রথম ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধি, দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের উৎপত্তি, তৃতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান, চতুর্থ ক্ষণে দ্বিত্বের সবিকল্পক জ্ঞান এবং পঞ্চম ক্ষণে 'দ্বৌ' এই বুদ্ধি। এই দুটি মতের মধ্যে গ্রন্থকার প্রথম মতটি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই মতটি আমরা অন্যত্র পাইনি। গ্রন্থকার দ্বিতীয় মতটিকে কোনও কোনও দার্শনিকের মতরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা চিরাচরিত বৈশেষিক সিদ্ধান্ত দেখলে বুঝতে পারি যে, দ্বিতীয় ক্রমটিই বৈশেষিক দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার দ্বিতীয় মতটির উল্লেখের সময় বলেছেন যে, এই মতটি স্বীকার করলে অপেক্ষাবুদ্ধির ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়িত্ব স্বীকার করতে হয়। তাই তা স্বীকার করা যাবে না। আর তা স্বীকার করলে নির্বিকল্পকজ্ঞানের দ্বারা অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমরা পারম্পরিক বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বিকল্পকজ্ঞানের দ্বারাই অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ স্বীকৃত হওয়ায় কোনও দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাই গ্রন্থকার কেন দ্বিতীয় ক্রমটিতে দোষ প্রকাশ করেছেন তা বোধগম্য হয় না।

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংযোগ ও বিভাগের লক্ষণ নিরূপণ করে তাদের বিভাগ প্রদর্শন করেছেন। সেখানে বিভাগজ বিভাগ স্বীকার্য না অস্বীকার্য এই বিষয়ে বিরুদ্ধ মত পাওয়া যায়। গ্রন্থকার সেই বিভাগজ বিভাগ স্বীকার্য তা যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করেছেন। সংযোগ ও বিভাগের তাদৃশ বিভাগ ও যুক্তিবলে তার প্রতিস্থাপন *তর্কসংগ্রহ* ও *তর্কভাষা* গ্রন্থ পাই না। তা আমরা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে দেখতে পেলেও মূল কারিকা অংশে পাই না।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে গুরুত্বের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা হয়নি। গুরুত্ব অতীন্দ্রিয়রূপেই উল্লিখিত হয়েছে।[৩৩] কিন্তু *ন্যায়লীলাবতী*কার গুরুত্বের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন। সেই মতের উল্লেখ এই গ্রন্থে জয়গোবিন্দবাজপেয়ী করেছেন। *ন্যায়লীলাবতী*কার বল্লভাচার্যের মতে – *যদি বা ক্বচিদদৃষ্টাপেক্ষত্বগিন্দ্রিয়-ব্যঞ্জনীয়ত্বেনান্যত্রানুমানপ্রবৃত্তেঃ।*[৩৪] যদিও এই মত সার্বিকভাবে গৃহীত হয়নি। *ন্যায়কন্দলী* টীকায় গুরুত্বের এই প্রত্যক্ষত্ব মতটি খণ্ডিত হয়েছে – *যে তু ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং গুরুত্বমাহুস্তেষামধঃস্থিতস্য দ্রব্যস্য স্পর্শোপলম্ভবৎ গুরুত্বো-পলম্ভপ্রসঙ্গঃ।*[৩৫] গ্রন্থকার এইভাবে একদেশীদের মত উল্লেখ করায় পাঠক সেই সেই গ্রন্থে প্রতিপাদিত মতামতগুলি সহজেই বুঝতে পারে। গুরুত্বের প্রত্যক্ষত্ববিষয়ে এতাদৃশ মতের উল্লেখ আমরা *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থে পাই না।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে গুণরূপে স্বীকৃত 'শব্দ'কেও গ্রন্থকার এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেই শব্দের প্রতি কোনটি কী ধরণের কারণ? তারও নির্দেশও করেছেন। সেখানে কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন 'ক', 'খ' প্রভৃতি বর্ণের প্রতি কণ্ঠ-আকাশ সংযোগ অসমবায়িকারণ ও পবনাদির অভিঘাত নিমিত্তকারণ হয়। দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন 'ক', 'খ' প্রভৃতি বর্ণের প্রতি পূর্ববর্তী 'ক', 'খ' প্রভৃতি অসমবায়িকারণ ও বায়ুসংযোগ নিমিত্তকারণ হয়। এই প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্ষেত্রেও বুঝতে হবে। সেখানে প্রথম উৎপন্ন ধ্বনির প্রতি শঙ্খ প্রভৃতির সহিত আকাশের সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং বায়ুসংযোগ নিমিত্তকারণ হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন তাদৃশ ধ্বনির প্রতি পূর্ববর্তী ধ্বনি অসমবায়িকারণ হয়। অনাহত ধ্বনির ক্ষেত্রে পবনাকাশসংযোগবিশেষ অসমবায়িকারণ এবং তা যোগিগণের উপলব্ধির বিষয় হয়। এবং শব্দ প্রভৃতি গুণ অন্তিম যোগ্যবিভুবিশেষগুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। শব্দ বিষয়ে এতাদৃশ বিস্তৃত বিবরণ আমরা *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা* প্রকরণগ্রন্থে লক্ষ্য করি না।

৪.৭ গুণসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

গুণের সাধর্ম্য বলতে গিয়ে গ্রন্থকার প্রথমে বলেছেন যে গুণত্বই হল সমস্ত গুণের সাধর্ম্য। এর পর মূর্তগুণ ও অমূর্তগুণের উল্লেখ করা হয়েছে। মূর্তগুণ হল মূর্তদ্রব্যে বর্তমান গুণ এবং অমূর্তদ্রব্যে বর্তমান গুণ হল অমূর্তগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ – এগুলি সাধারণ গুণ বলে বিবেচিত হয়। তাই এগুলি মূর্তদ্রব্যে ও অমূর্তদ্রব্যে থাকতে পারায় 'উভয়বৃত্তিগুণ'রূপে বিবেচিত হয়েছে। এরপর অনেকাশ্রিতত্ব ও একাশ্রিতত্বভেদে গুণগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত গুণগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষগুণ, আর কতকগুলি সামান্যগুণ। বিশেষগুণের তালিকায় রয়েছে – বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা সংস্কার, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।[৩৬] অবশিষ্ট গুণগুলি সামান্যগুণ বলে বিবেচিত হয়। এই বিশেষগুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতরহিতত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্। সংস্কারত্ব-জাত্যঙ্গীকারে তু ভাবনাবৃত্তিত্বমপি সমবেতবিশেষণং দেয়ম্'।[৩৭] তখন লক্ষণটি হবে– "স্পর্শাবৃত্তিভাবনাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতরহিতত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্"। এই লক্ষণটি *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর দিনকরী* টীকাতে উল্লিখিত বিশেষগুণলক্ষণের সমতুল।[৩৮] উল্লিখিত বিশেষগুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ – এই চারটি গুণ পাকজ ও অপাকজভেদে দ্বিবিধ। কিন্তু পাকজ রূপাদি বিশেষগুণ হবে কী না? তার উল্লেখ কোনও প্রকরণগ্রন্থে এযাবৎ পর্যন্ত উপলব্ধ হয়নি। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে উল্লিখিত শব্দের বিশেষগুণত্বসাধক অনুমানে[৩৯] উল্লিখিত হেতু থেকে বুঝতে পারি অপাকজ রূপকে বিশেষগুণরূপে স্বীকার করলেও পাকজরূপ প্রভৃতিকে বিশেষগুণরূপে স্বীকার করা যাবে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সাধর্ম্য বলা হয়েছে যে, এগুলি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দুটি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য গুণনিষ্ঠ গুণত্বের দ্বারা সাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট হয়। *প্রশস্তপাদভাষ্যে* রূপাদি শব্দান্ত গুণের সাধর্ম্যরূপে শুধুমাত্র 'বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব' বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে গ্রন্থকার পরমাণুতে

বর্তমান অতীন্দ্রিয় রূপাদিতে ‘বহিরিন্দ্রিয়দ্বয়াগ্রাহ্যগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব’কে ধরে অব্যাপ্তিবারণের জন্য ‘বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ বিশেষণটি দিয়েছেন। এছাড়া তিনি *প্রশস্তপাদভাষ্য, ভাষাপরিচ্ছেদাদি* গ্রন্থের মতো সরাসরিভাবে ‘বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্য’রূপে না বলে ‘বহিরিন্দ্রিয়দ্বয়াগ্রাহ্য’ ইত্যাদিরূপে বলেছেন। কারণ, সংখ্যা প্রভৃতি ‘উভয়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ হওয়ায় ‘একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব’ও থেকেই যায়। সেই সমস্ত অস্পষ্টতা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ‘বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবহিরিন্দ্রিয়দ্বয়াগ্রাহ্যগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব’কে সাধর্ম্য বলেছেন। এতে গ্রন্থের বক্তব্য প্রতিপাদনে স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। *ভাষাপরিচ্ছেদে* ‘দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য’রূপে বেগের উল্লেখ নেই।[৪০] এতে গ্রন্থের একপ্রকার ন্যূনতাদোষ হয়। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার ‘দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ গুণগুলির স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছেন – সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব ও বেগ।[৪১] *ভাষাপরিচ্ছেদে* ‘মনোগ্রাহ্যগুণ’রূপে কোনও সাধর্ম্যের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এই গ্রন্থে তা উল্লিখিত হয়েছে। মনোগ্রাহ্যগুণগুলি হল বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। এবং মনোগ্রাহ্যত্বের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন- ‘প্রত্যক্ষাত্মবিশেষগুণবৃত্তিরূপাবৃত্তিজাতিমত্ত্বম্’।[৪২] মনোগ্রাহ্যত্বের এই স্বরূপনিরূপণ অন্যত্র এইভাবে দেখা যায় না। অতীন্দ্রিয়গুণের নিরূপণে *ভাষাপরিচ্ছেদ*কার গুরুত্ব, অদৃষ্ট এবং ভাবনার উল্লেখ করেছেন। সেখানে অতীন্দ্রিয় স্থিতিস্থাপক গুণের কথা বলেননি। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপে* গ্রন্থকার তা বলেছেন। কারণগুণপূর্বক গুণের গণনায় *ভাষাপরিচ্ছেদে* বেগের উল্লেখ নেই। এবং সেই বেগ বলতে কর্মজ বেগ বুঝতে হবে তা স্পষ্ট করে বলা নেই। প্রকৃত গ্রন্থকার সেই সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়াও পরত্রারম্ভকগুণত্ব, বুদ্ধ্যপেক্ষগুণত্ব, সজাতীয়ারম্ভকগুণত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এইভাবে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* কথিত সমস্ত গুণসাধর্ম্যগুলি এখানে উল্লিখিতি হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার এতদতিরিক্ত আরও গুণসাধর্ম্যের কথা বলেছেনে যা *প্রশস্তপাদভাষ্য, ভাষাপরিচ্ছেদ* প্রভৃতি গ্রন্থে পাই না।

যেমন– রূপ, রস, গন্ধ, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং স্থিতিস্থাপক সংস্কারের স্পর্শব্যাপ্যত্ব; গন্ধ, মধুর ভিন্ন রস এবং শুক্ল রূপের পৃথিবীমাত্রবৃত্তিত্ব; স্নেহ, শৈত্য এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের জলমাত্রবৃত্তিত্ব; উষ্ণত্ব এবং ভাস্বরত্বের তেজোমাত্রবৃত্তিত্ব; পরত্ব-অপরত্বের দিক্-কালপিণ্ডসংযোগজত্ব প্রভৃতি অনেক নতুন নতুন সাধর্ম্যের কথা বলেছেন। এই সমস্ত নতুন নতুন সাধর্ম্য উল্লেখের মাধ্যমে গ্রন্থকার পাঠার্থীদের প্রতি নতুন চিন্তাভাবনার পথের ঈঙ্গিত দিয়েছেন।

৪.৮ অযথার্থ জ্ঞান বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

জ্ঞান নামক পদার্থ সর্বদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার যথার্থ ও অযথার্থ। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অযথার্থ জ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। সংশয় হল একটি ধর্মীতে বিরুদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞান। যেমন– অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা। এই জ্ঞানে ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন হল একটি ধর্মী এবং পুরুষত্ব ও স্থাণুত্ব হল ধর্ম। সেই ইদন্ত্বাবচ্ছিন্নে পরস্পর বিরুদ্ধ পুরুষত্ব ও স্থাণুত্ব ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় এটি সংশয়াত্মক জ্ঞান। এই সংশয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলেছেন– 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহ্যেকধর্মিতাবচ্ছেদককবিরোধ-সংসর্গকভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ'। এই লক্ষণটি অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থে উল্লিখিত সংশয়লক্ষণের থেকে একটু ভিন্ন। 'একধর্মিতাবচ্ছেদককবিরোধ-সংসর্গকভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ' - এই অংশটি অন্যান্য ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থ সুলভ। কিন্তু কোনও স্থলেই 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহি' – এই অংশটি আমরা দেখতে পাই না। গ্রন্থকার এই বিশেষণটির প্রয়োজনও নির্দেশ করেছেন যে, 'পর্বতত্বসামানাধিকরণ্যে বহ্নিতদভাবোভয়প্রকারকসমুচ্চয়বিশেষে' অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে। সমুচ্চয় নামক একপ্রকার জ্ঞান স্বীকার করা হয়, যেখানে একটি বিশেষ্য ও অনেক বিরুদ্ধ প্রকারের জ্ঞান হয়। সংশয়ও তাদৃশ। কিন্তু তাদৃশ সমুচ্চয় থেকে সংশয়ের পার্থক্য নিরূপণের জন্য পূর্বোক্ত

বিশেষণটি গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী লক্ষণে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত অব্যাপ্যবৃত্তিত্বজ্ঞানকীলান সমুচ্চয়জ্ঞানে কোটি দ্বয়ের বিরোধ থাকে না। কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তিত্বজ্ঞানশূন্যকালীন সমুচ্চয়জ্ঞানে কোটি দ্বয়ের বিরোধ থাকে। তাদৃশ বিরোধ থাকা কালে সমুচ্চয়জ্ঞানে সংশয়ের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য গ্রন্থকারের তাদৃশ পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দুষ্ট সংশয়ের লক্ষণ নিরূপণের প্রয়াস অত্যন্ত শ্লাঘনীয়। দ্বিতীয় প্রকার অযথার্থজ্ঞানের বিপর্যয়ের লক্ষণে বলেছেন– 'প্রতিযোগিব্যধিকরণতদভাববতি তৎপ্রকারকো নির্ণয়ঃ'। এই লক্ষণটিতে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' অংশটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই বিশেষণটি অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থস্থ বিপর্যয়ের লক্ষণে অনুপস্থিত। বৈশেষিকদর্শনে অবিদ্যা বা অযথার্থ অনুভব চার প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার অযথার্থ অনুভবের তিন প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। কিন্তু এইরকম সংখ্যায় ন্যূনতা কেন তা গ্রন্থকার নিজেই নির্দেশ করেছেন। এইভাবে গ্রন্থকার সমস্ত আক্ষেপের সমাধান উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

৪.৯ কারণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অতি চর্চিত বিষয় হল কারণ। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সেই কারণের আলোচনা করেছেন। কারণের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে কারণের লক্ষণ না বলে কারণতার লক্ষণ উল্লেখ করেছেন।[৪৩] সেই লক্ষণে *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থের সহিত পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু কারণলক্ষণান্তর্গত অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ তিনি দিয়েছেন, যা অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থে এতাদৃশ শব্দের দ্বারা পৃথকভাবে অনুপস্থিত। এরপর অন্যথাসিদ্ধ কত প্রকার এই প্রশ্নের সমাধানে, পাঁচ প্রকার ভেদ দেখিয়েছেন। এইপ্রকার ভেদ আমরা *ভাষাপরিচ্ছেদে* দেখতে পাই। সেখানে প্রথম অন্যথাসিদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে 'যেন সহৈব'– এই অংশে কারণের সঙ্গে প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধের সম্বন্ধ বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে হবে তা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। *ভাষাপরিচ্ছেদা*দি গ্রন্থে এই কথাগুলি অনুপস্থিত। *ভাষাপরিচ্ছেদে* উল্লিখিত প্রথম ও

দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধির স্থান পরিবর্তন ঘটেছে এই গ্রন্থে। *ভাষাপরিচ্ছেদের* দ্বিতীয় প্রকারটি এখানে প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধরূপে এবং প্রথম প্রকারটি এখানে দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধরূপে উল্লিখিত হয়েছে। *ভাষাপরিচ্ছেদের* চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রকার অন্যথাসিদ্ধকে এখানে পঞ্চম ও চতুর্থ প্রকার অন্যথাসিদ্ধরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধের পর্যালোচনা কালে তিনি একটি আক্ষেপের অবতারণা করেছেন। অন্যের প্রতি পূর্ববর্তিতা জ্ঞাত হওয়ার পর যে পদার্থটি অন্য কোনও কার্যের প্রতি কারণ বলে বিবেচিত হয়, তা অন্যথাসিদ্ধ। এই নিয়মে আকাশ শব্দের প্রতি কারণ হয়, অন্য কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়। ঠিক তেমনই স্বর্গের প্রতি যজ্ঞের পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হলেই অপূর্বের প্রতি যজ্ঞের পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হওয়ায় যজ্ঞ অপূর্বের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়ে পড়বে। এই আক্ষেপ করে তিনি সমাধানও দিয়েছেন এভাবে – ‘অন্যং প্রতি পূর্ববর্ত্তিত্বানুপপাদকং যস্য পূর্ববর্ত্তিত্বং গৃহ্যত ইত্যেবং বিবক্ষিতত্বাত্’[৪৪] অর্থাৎ অন্যের প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বের অনুপপাদক বা অজনকরূপে যার পূর্ববৃত্তিত্ব গৃহীত হয়। পূর্বোক্ত অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় যজ্ঞ অপূর্বের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ না হয়ে কারণই হয়। এইপ্রকার আক্ষেপপূর্বক তার সমাধান আমরা *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থে পাই না।

তর্কসংগ্রহের পদকৃত্যাদি টীকাগ্রন্থে ‘নিয়তপূর্ববর্তি’ পদ অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৪৫] কিন্তু গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কারণতার লক্ষণে প্রবিষ্ট ‘নিয়তপূর্ববর্তিত্ব’ অংশটির যথার্থতা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন- ‘এতেন অনন্যথাসিদ্ধত্বদলেনৈব রাসভাদিবারণে নিয়তপূর্ববর্তিত্বাংশ বিফল ইতি পরাস্তম্। অনন্তরাসভাত্বাদীনাং প্রাতিস্বিকরূপেণ ভেদকূটপ্রবেশে ইতি গৌরবাত্’।[৪৬] কারণপ্রসঙ্গে অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থে লক্ষণগত এইপ্রকার দলপরীক্ষা অবর্তমান।

৪.১০ প্রমাণবিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

৪.১০.১. প্রত্যক্ষ - প্রমার করণকে বলা হয় প্রমাণ। প্রমা হল যথার্থ জ্ঞান। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই গ্রন্থে ন্যায়সম্মত চার প্রকার প্রমাণের আলোচনা করেছেন। সেখানে প্রথমে প্রত্যক্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমিতির কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমিতিত্ব জাতি এবং তার অস্তিত্বে প্রমাণ দেখিয়েছেন। জাতিঘটিত লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের সম্ভাবনা নেই কিন্তু জাতিঘটিত লক্ষণ হয়তো প্রাথমিকভাবে বুঝতে অসুবিধা হবে এই চিন্তায় তিনি 'জ্ঞানাকরণকং বা জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'[৪৭] – এই প্রসিদ্ধ লক্ষণের অবতারণা করেছেন। এরপর নির্বিকল্পকাদি ভেদে প্রত্যক্ষের বিভাগ এবং নির্বিকল্পকজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও তার অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। *তর্কসংগ্রহে* এই আলোচনা অনুপস্থিত। এরপর গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ এবং সন্নিকর্ষ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা আমরা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে দেখতে পাই। কিন্তু মূল কারিকাভাগে এই সমস্ত আলোচনা করা হয়নি। *তর্কসংগ্রহে* ও *তর্কভাষায়* অলৌকিক সন্নিকর্ষের আলোচনা উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত গ্রন্থকার ন্যায়বৈশেষিকসম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষেরও আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ অলৌকিকসন্নিকর্ষের আলোচনা অতি প্রয়োজন, যেহেতু অনুমানপ্রকরণে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় আলোচনাটি সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর এই অলৌকিক সন্নিকর্ষের আলোচনার দ্বারা গ্রন্থকার গ্রন্থগত বিষয়ের ন্যূনতাদোষও পরিহার করেছেন।

৪.১০.২. অনুমান – ন্যায়দর্শনে অনুমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী অনুমানপ্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে অনুমিতি প্রমিতির লক্ষণ বলেছেন। এখানে তিনি দুই প্রকার লক্ষণের উল্লেখ করেছেন, একটি পরামর্শজন্যত্ব, অপরটি জাতিঘটিত। যথা- 'ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব' ও

'যৎকিঞ্চিদনুমিতিবৃত্তিপ্রত্যক্ষাবৃত্তিসমবায়িত্বম্'।[৪৮] এরপর ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণকালে একটি লঘু পূর্বপক্ষলক্ষণ এবং বৃহৎ সিদ্ধান্তলক্ষণের উল্লেখ করেছেন। আদি পর্যায়ের ও অন্তিম পর্যায়ের ব্যাপ্তিলক্ষণের কলেবরের এই পার্থক্যের দ্বারা গ্রন্থকার ন্যায়পরম্পরায় ব্যাপ্তির আলোচনার ঐতিহ্যের ঈঙ্গিত দিয়েছেন। এরপর ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যভিচার শঙ্কার নিরসন কীভাবে হবে? তাও এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পরামর্শলক্ষণ নিরূপণ করে গ্রন্থকার অনুমিতির ক্রম নির্দেশ করেছেন। অনুমিতির অঙ্গরূপে পক্ষতার আলোচনাও করেছেন গ্রন্থকার। এরপর স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান, পরার্থানুমানের অবয়বসমূহ এবং তাদের লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। এখানে পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের প্রত্যেকটি অবয়ব লক্ষণ ও উদাহরণযোগে নিরূপিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানের কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে হেতুর ভেদরূপে কেবলান্বয়াদি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। সদ্ধেতু নিরূপণের পর গ্রন্থকার ন্যায়বৈশেষিক মতে প্রসিদ্ধ পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের ভেদ উল্লেখ করেছেন এবং হেত্বাভাসের লক্ষণনিরূপণ করেছেন। হেত্বাভাসের দুটি লক্ষণ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন- 'অনুমিতিতৎকরণান্যতরবিরোধিযথার্থজ্ঞানবিষয়ত্বম্' ও 'যাদৃশবিশিষ্টবিষয়কজ্ঞানত্বম্ অনুমিতি-তৎকরণজ্ঞানান্যতরবিরোধিতাবচ্ছেদকম্ তাদৃশবিশিষ্টবিষয়ত্বম্ বা হেত্বাভাসত্বম্'।[৪৯] এই দুটি লক্ষণ *তত্ত্বচিন্তামণি*র সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণে বর্তমান। এরপর প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের লক্ষণ, বিভাগ যথাযোগ্যভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে এবং বিবিধ আক্ষেপ নিরসনপূর্বক হেত্বাভাসের পঞ্চবিধত্বও প্রতিপাদিত হয়েছে। এইভাবে অনুমান প্রকরণের সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন।

৪.১০.৩. উপমান - ন্যায়দর্শনে উপমান একটি অন্যতম প্রমাণ। বৈশেষিক দর্শনে উপমানকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করায় পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ গ্রন্থগুলিতে উপমানকে শ্রদ্ধার সহিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে কোনও পদার্থকে নির্দিষ্টরূপে না জেনে

সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে তদ্বিষয়ে আমাদের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা হল উপমিতি। উপমিতি কার্য পদার্থ হওয়ায় তার কারণ আছে। সেই কারণগুলির মধ্যে অসাধারণ কারণকে করণ অর্থাৎ উপমান বলা হয়। *ভাষাপরিচ্ছেদা*দি গ্রন্থে উপমিতির উৎপত্তিতে সাদৃশ্যজ্ঞানকে করণ, অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণকে ব্যাপার বলা হয়েছে। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার এখানে ভিন্ন মত প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে 'সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যাঽগৃহীতশক্তিকপদবাচ্যতাজ্ঞান' হয় উপমিতির করণ অর্থাৎ উপমান এবং সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যাঽগৃহীতশক্তিকপদবাচ্যতাজ্ঞানজন্য স্মরণ হয় ব্যাপার। সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যাঽগৃহীতশক্তিকপদবাচ্যতাজ্ঞানের আকার হল "গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ"। এই জ্ঞানের স্মরণ হল ব্যাপার। গবয়ত্বাদিবিশিষ্টে গবয়াদির সাদৃশ্যজ্ঞান হল সহকারী কারণ। এখানে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আমার মতে, উপমানের নির্ধারণে গ্রন্থকার যথাযথই বলেছেন। অনুভব তজ্জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন করে এবং সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে স্মরণ হয়। সম্প্রদায়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে উপমিতির ক্ষেত্রেও অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ *গোসদৃশঃ গবয়ঃ* হওয়ায় তার অনুভবও তাদৃশ হয়। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর মতেও 'গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ' উপমান হওয়ায় এই জ্ঞান তৎসদৃশ অর্থাৎ গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ এই আকারে স্মরণাত্মক জ্ঞানকে উৎপন্ন করবে, যা সম্প্রদায়সিদ্ধ অতিদেশবাক্যার্থস্মরণের তুল্য। তাই উভয়মতেই 'গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ' এই স্মরণাত্মক জ্ঞান ব্যাপার হওয়ায়, তার জনক অনুভবকে করণ বলাই সঙ্গত এবং সেক্ষেত্রে উপস্থিতিকৃত লাঘবও হয়। আর শাব্দবোধের প্রতি শক্তিজ্ঞানকে সহকারী কারণ স্বীকারের মতো সাদৃশ্যজ্ঞানকে স্বীকার করায় কোনও অসঙ্গতি দেখা যায় না। আর সাদৃশ্যজ্ঞানকে করণরূপে স্বীকার করলে 'গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ' এই স্মৃত্যাত্মক জ্ঞানকে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বলতে হয়। কিন্তু স্মৃতির জনক সংস্কার হয়, যা অনুভবজন্য। সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে স্মরণ উৎপন্ন হয় না।

৪.১০.৪. শব্দ – ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অন্তিম প্রমাণরূপে শব্দ স্বীকৃত হয়েছে। গ্রন্থকার প্রথমেই শাব্দবোধ কী? শাব্দবোধের প্রতি করণ ব্যাপার কী হবে? তা উল্লেখ করেছেন। শাব্দবোধে বৃত্তিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কতটা তা উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শক্তিগ্রহের উপায়ের কথা বলা হয়েছে। শক্তিগ্রহের উপায়গুলির মধ্যে ব্যবহার অন্যতম ও প্রাথমিক। তাই সেই উপায়ের বর্ণনা প্রথমে গ্রন্থকার করেছেন। ব্যবহারের আলোচনাকালে শব্দ শক্তির দ্বারা কাকে বোঝাবে অর্থাৎ শক্যার্থ কোনটি? তা বিরুদ্ধ মত উল্লেখপূর্বক আলোচিত হয়েছে। সেখানে মীমাংসকগণ জাতিরূপে শক্যার্থ স্বীকার করেন। জাতি থেকে আক্ষেপের দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয়। এই আক্ষেপের অর্থ কী? তা নিয়েও মতবৈলক্ষণ্য রয়েছে। এরপর পদের বিভাগ এবং লক্ষণা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সমাসস্থলে কীভাবে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে? তাও বিবেচিত হয়েছে। এরপর আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য জ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছে। এগুলির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা স্বরূপসতী হেতু, অন্যান্যগুলি জ্ঞাতসতী হেতু। এই আলোচনার পর শাব্দবোধ কীভাবে হবে অর্থাৎ পদার্থে পদার্থের অন্বয় কীভাবে হবে? তা উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে দুটি মতবাদের উল্লেখ হয়েছে– একটি হল 'খলে কপোতন্যায়ে' যুগপৎ অন্বয়, অন্যটি হল 'রাজপুরপ্রবেশন্যায়' অনুসারে ক্রমানুসারী অন্বয়। যুগপৎ অন্বয়ের ক্ষেত্রে খলে কপোতন্যায়ের উল্লেখ অন্যান্য গ্রন্থে পাই। কিন্তু পদার্থের ক্রমিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন লৌকিকন্যায় প্রযোজ্য হবে? অন্যান্য গ্রন্থে তার উল্লেখ দেখা যায় না। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ক্রমিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে সেই ন্যায়ের উল্লেখ করে আকাঙ্ক্ষাকে প্রশমিত করেছেন।

শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বিধির আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বিধি কাকে বলে? বিধির অর্থ কী? প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, বিধির ত্রিবিধ ভেদ উদাহরণ সহিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর আখ্যাতের অর্থ, আখ্যাতের বিবিধ অর্থাবলম্বনের দ্বারা শাব্দবোধ, 'এব'কারের অর্থ ও লক্ষণ উদাহরণ সহিত পর্যালোচিত হয়েছে।[৫০] এইভাবে শাব্দবোধ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের সামগ্রিক

ধারণা আমরা এই গ্রন্থ থেকে পাই। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র প্রকরণগ্রন্থে এতাদৃশ সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ আলোচনা দুর্লভ।

৪.১১ প্রামাণ্যবাদ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাকে যথার্থ জ্ঞান বলছি সেটি সত্যই কি যথার্থ জ্ঞান না ভ্রম জ্ঞান তা বুঝবো কীভাবে? অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য আছে সেটি প্রমাণিত হবে কীভাবে? – এই বিষয়ে মতবৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। এই বিষয়ে দুটি মতবাদ প্রসিদ্ধ রয়েছে – স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদ। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত। তাদের মধ্যে ভাট্টমীমাংসকগণ বলেন জ্ঞান উৎপন্ন হলে বস্তুতে জ্ঞাততা নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। সেই জ্ঞাততার দ্বারা জ্ঞানগত প্রামাণ্য গৃহীত হয়। প্রাভাকর মীমাংসকগণ বলেন– জ্ঞান উৎপন্ন হলেই তদ্গত প্রামাণ্যও গৃহীত হয়। মীমাংসক মুরারিমিশ্রের মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর অনুব্যবসায়ের দ্বারা সেই জ্ঞান গৃহীত হয় এবং তদ্গত প্রামাণ্যও গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রত্যকটি মতেই দোষ প্রদর্শন করে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে গ্রন্থকার নৈয়ায়িকমতসিদ্ধ পরতঃপ্রামাণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৫১] প্রামাণ্যবাদ ন্যায়দর্শনে অতিবিস্তৃত এবং অতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সেই সমস্ত মতবাদ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন। *তর্কসংগ্রহে* প্রামাণ্যবাদের আলোচনা চোখেই পড়ে না। *তর্কভাষা* গ্রন্থে প্রামাণ্যবাদের আলোচনা রয়েছে, কিন্তু সেখানে গ্রন্থকার প্রাভাকর ও মুরারি মিশ্রের মতের উল্লেখ করেননি। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে এই বিষয় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তা প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে অতিগহনরূপে বিবেচিত হয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে পর্যালোচিত বিষয় বহু ও বিস্তৃত। কিন্তু পাঠার্থীর সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থে গ্রন্থকার নিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তভূত বিষয়ের মঞ্জূষাতুল্য।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের মিলিতরূপ তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত যত্নের সহিত সুচারুরূপে সংরক্ষিত হওয়ায় গ্রন্থটি অন্বর্থসংজ্ঞক হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

---

[১] ঈক্ষঁ দর্শনে (পা. ধা. - ১.৬৯৪)

[২] গুরোশ্চ হলঃ (পা. সূ. – ৩.৩.১০৩)

[৩] অজাদ্যতষ্টাপ্ (পা. সূ. - ৪.১.৪)

[৪] দেবী. ভা. , সম্পা. - পঞ্চানন তর্করত্ন, পৃ. - ৪৯৯

[৫] ত. সি. সং. , (Folio – 1b)

[৬] 'অসাধারণধর্মো লক্ষণম্' - ত. সং. , সম্পা. - কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ২

[৭] *তদেব*, সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১২।

[৮] ত. সি. সং. , Folio – 1b

[৯] ত. ভা. , দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. - গঙ্গাধর কর, পৃ. - ৮৮

[১০] ত. সি. সং. , Folio – 1b

[১১] ভা. প. , সম্পা. - পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. – ১৭

[১২] ত. সি. সং. , Folio – 2b

[১৩] *তত্রৈব*

[১৪] *তত্রৈব*

[১৫] *তত্রৈব*

[১৬] ত. সি. সং. , Folio - 9a

[১৭] *তত্রৈব*

[১৮] *তদেব*, Folio – 2b

[১৯] ভা. প. , সম্পা. - পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. – ৯৭

[২০] ভা. প. , সম্পা. - প্রবালকুমার সেন, পৃ. - ৬২

[২১] ত. সি. সং. , Folio – 9b

[২২] *তদেব*, Folio – 10b

[২৩] *তত্রৈব*

[২৪] 'মনস্ত্বজাতিমত্' – ত. সি. সং (Folio – 15a)

[২৫] *তদেব*, (Folio -6a)

[২৬] *তত্রৈব*

[২৭] ভা. প. , সম্পা. - পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. – **১২১**

[২৮] *তদেব*, পৃ. - **১২৩**

[২৯] ত. সি. সং (Folio -6a)

[৩০] *তদেব*, (Folio -18a)

[৩১] *তদেব*, (Folio – 7a)

[৩২] ত. সং. , সম্পা. – নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. - **২২১**

[৩৩] 'গুরুত্বধর্মাধর্মভাবনাঃ হ্যতীন্দ্রিয়াঃ' - প্র. পা. , সম্পা. - দুর্গাধর ঝা, পৃ. – **২৩৬**

[৩৪] ন্যা. লীলা. , সম্পা. - পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী, পৃ. - **৬৩৬**

[৩৫] প্র. পা. , সম্পা. - দুর্গাধর ঝা, পৃ. - **৬৪০**

[৩৬] ভা. প. , কারিকা – **৯০-৯১**, সম্পা. - পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. - **৪৮৮**

[৩৭] ত. সি. সং. , (Folio - 7a)

[৩৮] 'ভাবনান্যো যো বায়ুবৃত্তিবৃত্তিস্পর্শাবৃত্তিধর্মসমবায়ী তদন্যত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্' – দিন. , সম্পা. - রাজারাম শুক্ল, পৃ. - **২৪৫**

[৩৯] শব্দঃ নিস্পর্শবদ্বিশেষগুণঃ অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্বাৎ। ত. সি. সং. , (Folio - 12b)

[৪০] ভা. প. , কারিকা - **৯২-৯৩**, সম্পা. - পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. – **৪৮৮-৮৯**

[৪১] সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বস্নেহদ্রবত্ববেগানামিন্দ্রিয়দ্বয়গ্রাহ্যগুণত্বম্ - ত. সি. সং. , (Folio - 7a)

[৪২] *তদেব* , (Folio - 7a)

[৪৩] কারণত্বং চান্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববর্তিত্বম্। - *তদেব* , (Folio - 3a)

[৪৪] *তদেব* - Folio – 3b

[৪৫] দণ্ডত্বাদিবারণায় অনন্যথাসিদ্ধত্ববিশেষণস্যাবশ্যকত্বেন তত এব রাসভাদিবারণসম্ভবে নিয়তপদমনর্থকমেব। - ত. সং. , সম্পা. - কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - **৬৯**

[৪৬] ত. সি. সং. , (Folio – 4b-5a)

[৪৭] *তদেব* (Folio – 22b)

[৪৮] *তদেব* (Folio – 26b)

[৪৯] *তদেব* (Folio – 29a)

[৫০] *তদেব* (Folio – 36b)

[৫১] *তদেব* (Folio – 21b-22a)

উপসংহার

উপসংহার :

মাতৃকাকারে লব্ধ ও অপ্রকাশিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির পাঠোদ্ধারপূর্বক সমীক্ষাত্মক অধ্যয়নের মাধ্যমে যে বিষয়গুলি উন্মোচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই হল নামকরণের যথার্থতা। এই গ্রন্থটির নামকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়ানুসারী হয়েছে, কারণ ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপাদিত মূল বিষয়গুলিই পাঠার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রতিপাদিত হয়েছে। ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করলে ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের যথাযথ জ্ঞান লাভ হবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এছাড়া ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপরাপর গ্রন্থগুলির তুলনায় এই গ্রন্থ সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত হয়েছে।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থের তুলনায় *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অভিনবত্ব নিম্নে প্রদর্শিত হল :

১. *তর্কভাষায়* কেবলমাত্র ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত ষোড়শ পদার্থের প্রতিজ্ঞা করেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়সম্মত পদার্থই আলোচিত হয়েছে।

২. *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন– 'দ্রব্যত্ববদ্ দ্রব্যম্'। কিন্তু দ্রব্যত্বজাতি সিদ্ধ না হলে দ্রব্যকে দ্রব্যত্বজাতিবিশিষ্টরূপে নিরূপণ ব্যর্থ হয়। তাই দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনুমান প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেন। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তেও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধিতে অনুমান প্রমাণ দেখিয়েছেন। সেখানে হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন- *কার্যসমবায়িকারণতা-বচ্ছেদকতয়া সংযোগস্য বিভাগস্য বা সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া দ্রব্যত্বসিদ্ধেঃ*। এখানে প্রকৃত গ্রন্থকার একটি নতুন হেতুর কল্পনা করেছেন। সেটি হল – 'ইয়ং ন পৃথিবী ইতি এতাদৃশবাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধজ্ঞানবিষয়তাবচ্ছেদকতয়া'। এইভাবে তিনি নতুন চিন্তাভাবনার প্রতি পাঠককে প্রেরণা দিয়েছেন বলে মনে করি।

৩. *তর্কসংগ্রহে* প্রতিপাদিত অনেক লক্ষণই দোষযুক্ত বলে অস্বীকৃত হয়েছে। এমনকি গ্রন্থকার নিজেই *দীপিকা* টীকায় মূল গ্রন্থ থেকে অনেক উৎকৃষ্ট লক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই গ্রন্থে যথাসম্ভব নির্দুষ্ট লক্ষণ প্রতিপাদনে সচেষ্ট এবং সক্ষম হয়েছেন। যথা– পক্ষতার লক্ষণপ্রসঙ্গে *তর্কসংগ্রহে* 'সন্ধিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ'[১] এরূপ লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষের অনন্তর অনুমিতির ইচ্ছা হলে সেখানে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এইসব স্থলে সাধ্য সন্দেহ না থাকলেও অনুমিতি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। তাই 'সন্ধিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ' – এই লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ দেখা যায়। সেই দোষ নিরসনের জন্য *দীপিকা*কার নিজে বলেছেন– 'উক্ত পক্ষতাশ্রয়ত্বস্য পক্ষলক্ষণত্বাত্।'[২] কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সরাসরি পক্ষতার লক্ষণ করেছেন, সেটি হল- 'সা চ সিষাধয়িষাবিরহ-বিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবঃ।' (Folio-27b)

৪. অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহে* সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণ অনুপস্থিত। কিন্তু এই গ্রন্থে সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও *তর্কসংগ্রহে* বিধিবাদ, প্রামাণ্যবাদ, এব-কারবাদ, আখ্যাতবাদ, জাতিবিশিষ্টব্যক্তিশক্তিবাদ আলোচিত হয়নি। কিন্তু এখানে এগুলির আলোচনা দেখা যায়। এছাড়াও *তর্কসংগ্রহে*র মূলে অনেক কিছু পরিস্ফুট করা হয়নি। পরবর্তীতে *তর্কসংগ্রহে*র *তর্কসংগ্রহদীপিকা*টীকাতে সেগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল - এখানে মূলেই সেই সমস্ত আলোচনা পরিস্ফুট করা হয়েছে। যথা– ব্যাপ্তির লক্ষণ বা হেত্বাভাসের লক্ষণ। *তর্কসংগ্রহে* ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ ইতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ'[৩] – এটুকুই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই লক্ষণের পরিস্কৃত অর্থ কিছু বলা হয়নি, যা *দীপিকা*তে 'হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তা-ভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ'[৪] – বলে উল্লিখিত হয়েছে। *তর্কসংগ্রহে* হেত্বাভাসের লক্ষণই বলা হয়নি, সরাসরি তার বিভাগ দেখানো হয়েছে। যদিও 'হেত্বাভাস' শব্দটি বা বিভক্ত হেত্বাভাসের প্রত্যেকটির লক্ষণ থেকে হেত্বাভাসের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তা প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে অতি কঠিন বিষয়। তাই

অন্নংভট্ট *দীপিকা*তে তার লক্ষণ দিয়েছেন – 'অনুমিতিপ্রতিবন্ধকযথার্থজ্ঞান-বিষয়ত্বম্'।[৫] কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার এই সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেকটির লক্ষণ মূলেই দিয়েছেন, আলাদা করে বলার জন্য অপেক্ষা করেননি।

৫. *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে কারিকা আকারে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। কারিকা থেকে অর্থবোধ সহজেই হয় না, তাই অনেক বিষয় কারিকাতে বলা না হলেও তা প্রতিপাদনের জন্য *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* পৃথকভাবে রচিত হয়েছে। সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণের বহুবিষয় যা *প্রশস্তপাদভাষ্যে* বা *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে আলোচিত হয়নি, কিন্তু এখানে তা বর্ণিত হয়েছে। যথা- কারণগুণপূর্বক গুণ কোনগুলি, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বলেছেন-

অপাকজাস্তু স্পর্শান্তা দ্রবত্বঞ্চ তথাবিধম্।

স্নেহবেগগুরুত্বৈকপৃথক্ত্বপরিমাণকম্।।

স্থিতিস্থাপক ইত্যেতে স্যুঃ কারণগুণোদ্ভবাঃ।[৬]

এই কারিকায় 'একত্ব'-এর উল্লেখ নেই। কিন্তু 'একত্ব' গুণটি কারণগুণপূর্বক হয়। তাই *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বলা হয়েছে- 'তথা একত্বমপি বোধ্যম্'। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপে* কারণগুণপূর্বক গুণগুলি স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয়েছে– 'অপাকজরূপরসগন্ধস্পর্শপরিমাণৈকত্বৈকপৃথক্ত্বগুরুত্বদ্রবত্বস্নেহভাবনান্য-সংস্কারাণাং কারণগুণপূর্বকত্বম্'।[৭]

এছাড়া গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য ব্যাখ্যান সময়ে দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব, কর্মের সাধর্ম্য ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে নিত্যাবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব প্রভৃতিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

৬. *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে উদ্দেশ ও লক্ষণের মাধ্যমে পদার্থগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে উদ্দেশ ও লক্ষণের মাধ্যমে পদার্থতত্ত্ব নিরূপিত হলেও মধ্যে মধ্যে পদার্থের অস্তিত্বসাধক প্রমাণেরও উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

বায়ুপরীক্ষা (Folio-12a), আকাশপরীক্ষা (Folio-12b), কালপরীক্ষা (Folio-13a) প্রভৃতি। যদিও লক্ষণগত পদসমূহের যাথার্থ্য নিরূপণের মাধ্যমে লক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতিরূপ পরীক্ষা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী স্বকৃত *তর্করহস্য* গ্রন্থে বিস্তারে আলোচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

৭. *ভাষাপরিচ্ছেদের* ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বস্তু সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হলেও বিষয় প্রতিপাদনে বিছিন্নভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন– দ্রব্যের সাধর্ম্য বলার পর গুণের আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু গুণের সাধর্ম্যপ্রকরণ শব্দপ্রমাণ আলোচনার পর শুরু হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে পদার্থের লক্ষণ, পদার্থের সাধর্ম্য, দ্রব্যের সাধর্ম্য, গুণের সাধর্ম্য, কর্মের সাধর্ম্য, সামান্যের সাধর্ম্য, বিশেষের সাধর্ম্য, অভাবের সাধর্ম্য, পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের লক্ষণ-বিভাগ, গুণের লক্ষণ-বিভাগ ক্রমশ বর্ণিত হয়েছে।

৮. জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের *পদার্থমালা* গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেই গ্রন্থ অনেক জটিল বিষয়ের পর্যালোচনায় পূর্ণ। তাই তর্কশাস্ত্রের কোনটি সিদ্ধান্তপক্ষ ও কোনটি পূর্বপক্ষ তা বুঝতে অসুবিধা হয়। *পদার্থমালা* গ্রন্থের অপেক্ষায় এই গ্রন্থটি সরল এবং এই গ্রন্থের বিষয়প্রতিপাদন সাবলীল। তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগমনেও সহজতা অনুভূত হয়। যথা– *পদার্থমালা* গ্রন্থে কারণতাবাদের আলোচনা অতিবিস্তৃত এবং গহন। সেই আলোচনায় বিভিন্ন মতের খণ্ডনমণ্ডন পরম্পরা প্রবিষ্ট হওয়ায় বিষয়টি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রাথমিক পাঠার্থীদের কাছে কণ্টকাকীর্ণ কেতকীফুলের মতো হয়েছে। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে কারণতাবাদের আলোচনা তুলনামূলকভাবে লঘু, সুসংবদ্ধ ও সহজবোধ্য।[৮]

৯. প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ অত্যাবশ্যক। তাই প্রত্যক্ষোৎপত্তির ক্রমে বলা হয়- *আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেন, ততঃ প্রত্যক্ষমুৎপদ্যতে*।[৯] কিন্তু শুধুমাত্র লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা সর্ববিধ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। তাই ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। *তর্কসংগ্রহ*

ও *দীপিকা* গ্রন্থে অন্নংভট্ট এই অলৌকিক সন্নিকর্ষের নামমাত্রও উল্লেখ করেননি। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী অলৌকিক সন্নিকর্ষের উল্লেখের দ্বারা সেই ন্যূনতা দোষের নিবারণ করেছেন।[১০]

১০. *তর্কসংগ্রহদীপিকা গ্রন্থে* ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– *শব্দেতরোদ্ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্*। কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ইন্দ্রিয়ের যে লক্ষণটি করেছেন তা দীর্ঘ ও বহু আয়াসবোধ্য নয়। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার বলেছেন– 'অপ্রত্যক্ষত্বে সতি জ্ঞানজনক-মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্'। তাই এই লক্ষণে লাঘব রয়েছে।

১১. মনের লক্ষণে তিনি গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী মনস্ত্বজাতিকে অবলম্বন করেছেন[১১] এবং বিকল্পরূপে 'নিঃস্পর্শাণুত্ববদ্' বলেছেন। লক্ষণটি এইভাবে করায় *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থোক্ত মনের লক্ষণের তুলনায় তা লঘু হয়েছে। *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থোক্ত লক্ষণটি হল– *সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ*।[১২]

১২. *তর্কসংগ্রহ* এবং *তর্কসংগ্রহদীপিকা* গ্রন্থে সংখ্যা বিষয়ক আলোচনা থাকলেও দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তি কীভাবে হয়? তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাঁর গ্রন্থে দ্বিত্বের উৎপত্তি এবং সেই প্রসঙ্গে অপেক্ষাবুদ্ধি বিষয়েও ভিন্ন মত উল্লেখপূর্বক বিশদে আলোচনা করেছেন।[১৩]

১৩. *তর্কসংগ্রহে* সংশয়ের লক্ষণে বলা হয়েছে– *একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধনানাধর্মবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানং সংশয়ঃ*। *তর্কভাষা*তেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে– *একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধনানার্থাবমর্শঃ সংশয়ঃ*। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার এই লক্ষণে আরো অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন এবং প্রয়োজনও নির্দেশ করেছেন– 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহ্যেক-ধর্মিতাবচ্ছেদককবিরোধসংসর্গকভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ। পর্বতত্ব-সামানাধিকরণ্যেন বহ্নিতদভাবোভয়প্রকারকসমুচ্চয়বিশেষেঽতিব্যাপ্তিবারণায় প্রথমং বিশেষণমাহুঃ'।

১৪. অন্নংভট্ট সংস্কারত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন– *সংস্কারত্বজাতিমান্ সংস্কারঃ।*[১৪] কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংস্কারত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেননি। তিনি অন্যান্য গুণের লক্ষণে জাতি শব্দের উল্লেখ করলেও সংস্কারের লক্ষণে শুধুমাত্র 'সংস্কারত্ববান্ সংস্কারঃ' বলেছেন। কোনও জাতি শব্দের উল্লেখ করেননি।

১৫. নিজের মতের পুষ্টিসাধনে গ্রন্থকার অন্যান্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন- ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে ষড়্বিধ ইন্দ্রিয় স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু *ন্যায়সূত্রে* পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে মন অনুল্লিখিত। তাই গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী পরম্পরাপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের ষট্‌ত্বসংখ্যার প্রমাণরূপে গীতা ও বৈশেষিক সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করেছেন। সেখানে প্রমাণরূপে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* বচন দিয়েছেন- 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি'।[১৫]

১৬. ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে উপমান প্রমাণ অন্যতম। *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা* ও *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমান প্রমাণরূপে উল্লিখিত হয়েছে। যথা-

গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশ্যতো গবয়াদিকম্।

সাদৃশ্যধীর্গবাদীনাং যা স্যাত্ সা করণং মতম্।।[১৬]

কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে 'সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যাগৃহীতশক্তিকপদবাচ্যতা-জ্ঞান'কে উপমান প্রমাণ বলা হয়েছে।[১৭]

১৭. *তর্কসংগ্রহে* পদের বিভাগ, পদের শক্তি, বৃত্তি ও শক্তিজ্ঞানের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে কোনও উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়েছে। যথা-

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাত্ ব্যবহারতশ্চ।

বাক্যস্য শেষাত্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।।[১৮]

১৮. *তর্কভাষা* ও *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে জাতি, ব্যক্তি অথবা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোনটিতে শব্দের শক্তি আছে, তার বিচার বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাঁর এই গ্রন্থে শব্দের শক্তিবিষয়ে ভাট্টমত, প্রাভাকর মত ও শেষে নৈয়ায়িকের মত প্রতিপাদন করেছেন। যথা- 'সা চ গবাদিপদানাং গোত্বাদৌ।....ব্যক্তৌ তু ন শক্তিরানন্ত্যাদ্ব্যভিচারাচ্চ। তস্মাজ্জাতি-বিশিষ্টব্যক্তৌ শক্তিরিত্যাহুঃ'।[১৯]

১৯. নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করেন না। তাই তাঁরা সমাসপ্রভৃতি স্থলে লক্ষণার দ্বারা অর্থ নিরূপণ করেন। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বিবিধ সমাসস্থলে কীপ্রকার লক্ষণা হবে? তা বিশদে আলোচনা করেছেন। যথা- রাজপুরুষাদৌ তৎপুরুষে তু পূর্বপদস্য তচ্ছক্যসম্বন্ধিনি লক্ষণা, নিপাতাতিরিক্তনামার্থয়োরভেদান্বয়স্যৈব ব্যুৎপন্নত্বাত্।[২০] *তর্কসংগ্রহ* ও *তর্কভাষায়* এই বিষয়ক আলোচনা অদৃষ্ট হয়। যদিও *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে পূর্বোক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

২০. বৃত্তিকে মাধ্যম করে শব্দজন্য জ্ঞানকে শাব্দবোধ বলে। কিন্তু শাব্দবোধের রীতি নিয়ে প্রসিদ্ধ দুটি ভিন্ন মত পাওয়া যায়। সেই দুটি মত প্রকাশের জন্য *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে দুই প্রকার লৌকিক ন্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- খলেকপোতন্যায় ও রাজপুরপ্রবেশন্যায়।[২১] কিন্তু এই দুটি ন্যায়ের উল্লেখ আমরা *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা* ও *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে পাই না।

এই সমস্ত কারণে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটি বিষয়ের আলোচনা ও প্রতিপাদন শৈলীতে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকাশে ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বাগিচায় একটি নতুন কুসুম সংযোজিত হবে, এ আমার বিশ্বাস। পরবর্তীকালীন গবেষক-গবেষিকারাও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটিরও সন্ধান পাবে। আমার এই কাজ তাদের সামান্যতম উপকারে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] ত. সং. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১০৮

[২] ত. সং. দী. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১০৮

[৩] ত. সং. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৯২

[৪] ত. সং. দী. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৯৩

[৫] *তদেব*, পৃ. - ১১০

[৬] ভা. প. , কারিকা – ৯৫-৯৬, সম্পা. – পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. - ৪৯০

[৭] ত. সি. সং (Folio-7b)

[৮] *তদেব*, (Folio– 3a-5b)

[৯] ত. সং. দী. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৮২

[১০] 'অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিধা জ্ঞানলক্ষণো সামান্যলক্ষণো যোগজধর্মশ্চ ইতি' – ত. সি. সং (Folio- 25b)

[১১] 'মনস্ত্বজাতিমত্' – ত. সি. সং (Folio– 15a)

[১২] ত. সং. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৪২

[১৩] ত. সি. সং. , (Folio– 16a-16b)

[১৪] ত. সং. দী. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১৬৫

[১৫] ত. সি. সং. , (Folio–10b)

[১৬] ভা. প. , সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. - ৪০৭

[১৭] ত. সি. সং. , (Folio–31a)

[১৮] *তদেব*, (Folio – 32a)

[১৯] *তদেব*, (Folio – 32b)

[২০] *তদেব*, (Folio - 33b)

[২১] *তদেব*, (Folio – 35a)

পরিশিষ্ট

अकारादिक्रमेण *तर्कसिद्धान्तसंक्षेप*-ग्रन्थस्थलक्षणसंग्रहः

---

१. अधर्मः – निषिद्धाचरणजन्यतावच्छेदकजातिमान् अधर्मः।

२. अनित्यत्वम् - ध्वंसप्रतियोगित्वे सति भावत्वम् अनित्यत्वम्।

३. अनुपसंहारी व्यभिचारः – अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिः अनुपसंहारी।

४. अन्यथासिद्धत्वम् - यस्य स्वातन्त्र्येणान्वयव्यतिरेकौ शरीरादेर्लाघवं च नास्ति तत्त्वम्।

५. अपरत्वम् – अपरत्वत्वजातिमत् अपरत्वम्।

६. अपरसामान्यम् – स्वेतरजात्यव्यापकम् अपरम्।

७. अभावः - अभावत्वोपाधिमानभावः।

८. अयथार्थज्ञानम् - अतद्वति तत्प्रकारमयथार्थम्।

९. अवयवः - न्यायान्तर्गतत्वे सति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यतमत्वं चावयवत्वम्।

१०. असमवायिकारणम् - समवायिसमवेतं यत्कारणं तदसमवायिकारणम्।

११. अवाची - तद्व्यवहिताऽवाची (उदीचीव्यवहिता) दिक् ।

१२. आकाङ्क्षा - यत्पदं येन पदेन सह यादृशान्वयानुभावकं तस्य पदस्य तेन पदेन समभिव्याहारस्तादृशान्वयबोधे आकाङ्क्षा।

१३. आकरजतेजः – खनिजं तेजः आकरजतेजः।

१४. आकाशत्वम् – शब्दवत्त्वम् आकाशत्वम्।

१५. आत्मा - ज्ञानवानात्मत्वजातिमान् वा।

१६. आश्रयासिद्धः - पक्षे पक्षतावच्छेदकाभावः आश्रयासिद्धः।

१७. आसत्तिः - यत्पदार्थेन सह यत्पदार्थस्यान्वयो विवक्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थितिरासत्तिः।

१८. इच्छा – इच्छात्वजातिमती इच्छा।

१९. उपमानम् - उपमितिकरणमुपमानम्।

२०. उपलक्षणम् – अनीदृशं (=बोध्यव्यावृत्त्यधिकरणतावच्छेदकत्वे सति व्यावर्त्तकम्) व्यावर्त्तकं तूपलक्षणम्।

२१. उदीची – मेरुसन्निहितोदीची दिक्।

२२. औदर्यतेजः – उभयेन्धनं (पृथिव्यबेन्धनं) तेजः औदर्यतेजः।

२३. कर्म - कर्मत्ववत्कर्म।

२४. कार्यत्वम् - प्रागभावप्रतियोगित्वे सति भावत्वम्।

२५. कारणत्वम् - अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्त्तित्वम्।

२६. कालत्वम् - विलक्षणपरत्वाद्यसमवायिकारणं संयोगाश्रयविभुत्वम्।

२७. केवलान्वय्यनुमानम् – केवलान्वयित्वं चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमन्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वं वा।

२८. केवलव्यतिरेक्यनुमानम् – असत्सपक्षं केवलव्यतिरेकि अनुमानम्।

२९. खण्डप्रलयत्वम् - जन्यद्रव्यानधिकरणत्वे सति गन्धाधारसमयत्वम्।

३०. गन्धः – गन्धत्वजातिमान् गन्धः।

३१. गुणः – गुणत्वजातिमान्, द्रव्यकर्मान्यत्वे सति समवायानुयोगी वा गुणः।

३२. गुरुत्वम् – गुरुत्वत्वजातिमद् गुरुत्वम्।

३३. जलम् – स्नेहवज्जलत्वजातिमद्वा जलम्।

३४. तमः – तमस्तु प्रभाविरहः।

३५. तेजः – उष्णस्पर्शवत्तेजस्त्वजातिमद्वा तेजः।

३६. तर्कः - व्याप्यारोपप्रयुक्तो व्यापकारोपस्तर्कः।

३७. दुःखम् – दुःखत्वजातिमद् दुःखम्।

३८. दिव्यतेजः – अबिन्धनं तेजः दिव्यतेजः।

३९. द्वेषः – द्वेषत्वजातिमान् द्वेषः।

४०. द्रव्यम् - द्रव्यत्ववद् द्रव्यम्।

४१. द्रवत्वम् – द्रवत्वत्वजातिमत् द्रवत्वम्।

४२. धर्मः – विहिताचरणजन्यतावच्छेदकजातिमान् धर्मः।

४३. न्यायः – उचितानुपूर्वीकप्रतिज्ञादिपञ्चकं न्यायः।

४४. निमित्तकारणम् - समवाय्यसमवायिकारणतान्यकारणतावन्निमित्तम्।

४५. निर्विकल्पकज्ञानम् - वैशिष्ट्यानवगाहि निष्प्रकारकं वा ज्ञानं निर्विकल्पकम्।

४६. परत्वम् - परत्वत्वजातिमत्परत्वम्।

४७. परसामान्यम् – सामान्यान्तराव्याप्यं परम्।

४८. परार्थानुमानम् - परार्थन्तु परप्रयुक्तन्यायरूपशब्दाधीनलिङ्गपरामर्शरूपम्।

४९. परापरसामान्यम् – स्वेतरजातेर्व्याप्यं व्यापकञ्च परापरम्।

५०. परामर्शः - व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः।

५१. पक्षता – सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिध्यभावः पक्षता।

५२. परिमाणम् – परिमाणत्वजातिमत् परिमाणम्।

५३. पृथक्त्वम् – पृथक्त्वत्वजातिमत् पृथक्त्वम्।

५४. प्रतीची - अस्ताचलसन्निहिता दिक्।

५५. प्रमा - तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवः प्रमा।

५६. प्रत्यक्षप्रमाणम् - प्रत्यक्षप्रमितिकरणं प्रत्यक्षम्।

५७. प्रत्यक्षप्रमा - प्रत्यक्षप्रमितित्वं च यत्किञ्चित्प्रत्यक्षवृत्त्यनुमित्यवृत्तिसमवायित्वं ज्ञानाकरणकं वा ज्ञानं प्रत्यक्षम्।

५८. प्रयत्नः – प्रयत्नत्वजातिमान् प्रयत्नः।

५९. प्रवर्तकत्वम् - प्रवर्त्तकत्वं च प्रवृत्तिजनकेच्छाजनकज्ञानजनकत्वम्।

६०. पृथिवी - गन्धवती पृथिवीत्वजातिमती वा पृथिवी।

६१. बुद्धिः – बुद्धित्वजातिमती बुद्धिः।

६२. भावना - स्मृतिजनकतावच्छेदकजातिमती भावना।

६३. भौमतेजः – पार्थिवमात्रेन्धनं तेजः भौमतेजः ।

६४. मनः – मनस्त्वजातिमन्निःस्पर्शाणुत्ववद्वा मनः।

६५. महाप्रलयत्वम् - गन्धाऽनाधारसमयत्वं महाप्रलयत्वम्।

६६. मूर्तत्वम् – परिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वं मूर्तत्वम्।

६७. यथार्थज्ञानम् - तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं यथार्थम्।

६८. योगरूढम् - यत्रोभयशक्तिभ्यां बोधस्तद्योगरूढम्।

६९. योग्यता - योग्यता च येन सम्बन्धेन यस्यान्वयस्तस्य तत्र संसर्गस्तेन सम्बन्धेन तद्वत्त्वं वा।

७०. योनिजशरीरम् – शुक्रशोणितसन्निपातजन्यं योनिजम्।

७१. यौगिकम् - यत्रावयवार्थोबुध्यते समुदायशक्तिश्चनास्ति तद्यौगिकम्।

७२. यौगिकरूढम् - यौगिकार्थरूढार्थयोः स्वातन्त्र्येण बोधस्तच्चतुर्थं यौगिकरूढम्।

७३. वैषयिकदुःखम् – वृश्चिकादिदंशजन्यं दुःखं वैषयिकदुःखम्।

७४. वैषयिकसुखम् – वनितादिसंयोगजन्यं सुखं वैषयिकसुखम्।

७५. रसः - रसत्वजातिमान् रसः।

७६. रूढम् – यत्रावयवशक्तिनैरपेक्षेण समुदायशक्त्याबोधस्तद्रूढम्।

७७. रूपम् – रूपत्वजातिमद् रूपम्।

७८. लक्षणा- शक्यसम्बन्धो लक्षणा।

७९. वायुः - विजातीयस्पर्शवान् वायुत्वजातिमान् वा।

८०. विरुद्धः - साध्याभावव्याप्यो हेतुर्विरुद्धः।

८१. विपर्ययः - प्रतियोगिव्यधिकरणतदभाववति तत्प्रकारको निर्णयो विपर्ययः।

८२. विभागः – विभागत्वजातिमान् विभागः।

८३. विशेषः - एकमात्रसमवेताः समवेतशून्या विशेषाः।

८४. वृत्तिः - वृत्तिश्च शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धः।

८५. वेगः – वेगत्वजातिमान् वेगः।

८६. व्याप्तिः - साध्यवदन्यावृत्तित्वम्, हेतुसमानाधिकरणप्रतियोगिव्यधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं वा व्याप्तिः।

८७. व्याप्यत्वासिद्धः – तदुभयभिन्नासिद्धिर्व्याप्यत्वासिद्धिः (आश्रयासिद्धस्वरूपासिद्धभिन्नासिद्धिर्व्याप्यत्वासिद्धिः)।

८८. विशेषणम् - बोध्यव्यावृत्त्यधिकरणतावच्छेदकत्वे सति व्यावर्त्तकं विशेषणम्।

८९. शक्तिः - शक्तिः अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छा इच्छामात्रं वा पदार्थान्तरं वा।

९०. शब्दः – शब्दत्वजातिमान् शब्दः।

९१. शाब्दबुद्धिः - शब्दात्प्रत्येमीतिप्रतीतिसाक्षिकोजातिविशेषः शाब्दबुद्धित्वम्।

९२. श्रोत्रम् - अदृष्टविशेषोपगृहीतकर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्।

९३. सत्प्रतिपक्षः हेत्वाभासः – साध्याभावव्याप्यवान् पक्षः सत्प्रतिपक्षः।

९४. समवायः - नित्यः सम्बन्धः समवायः।

९५. समवायिकारणम् - कार्यं यत्समवेतं तत्समवायिकारणम्।

९६. सामान्यम् - नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यम्।

९७. स्पर्शः – स्पर्शत्वजातिमान् स्पर्शः।

९८. सुखम् – सुखत्वजातिमत् सुखम्।

९९. स्नेहः – स्नेहत्वजातिमान् स्नेहः।

१००. संस्कारः – संस्कारत्ववान् संस्कारः।

१०१. संख्या – संख्यात्वजातिमती संख्या ।

१०२. संयोगः – संयोगत्वजातिमान् संयोगः।

१०३. संसर्गाभावः – भेदभिन्नोऽभावः संसर्गाभावः।

१०४. संशयः – अवच्छेदकावच्छेदेनान्यतरकाद्यवगाह्येकधर्मितावच्छेदकक-
विरोधसंसर्गकभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशयः।

१०५. स्थितिस्थापकः - जातिविशेषवान् वेगभावनान्यसंस्कारो वा स्थितिस्थापकः।

१०६. स्मृतिः - संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः।

१०७. स्वार्थानुमानम् - स्वार्थं तु उक्तसहचारज्ञानजन्यव्याप्तिज्ञानजन्यपरामर्शरूपम्।

१०८. सत्प्रतिपक्षः – साध्याभावव्याप्यवान्पक्षः सत्प्रतिपक्षः।

१०९. स्वरूपासिद्धः - पक्षे हेतुत्वाभिमताभावः स्वरूपासिद्धः।

११०. हेत्वाभासः – अनुमितितत्करणान्यतरविरोधियथार्थज्ञानविषयत्वं यादृशविशिष्ट-
विषयकज्ञानत्वमनुमितितत्करणज्ञानान्यतरविरोधितावच्छेदकं
तादृशविशिष्टविषयत्वं वा हेत्वाभासत्वम्।

‘দি এশিয়াটিক সোসাইটি’ থেকে সংগৃহীত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পুঁথির চিত্র

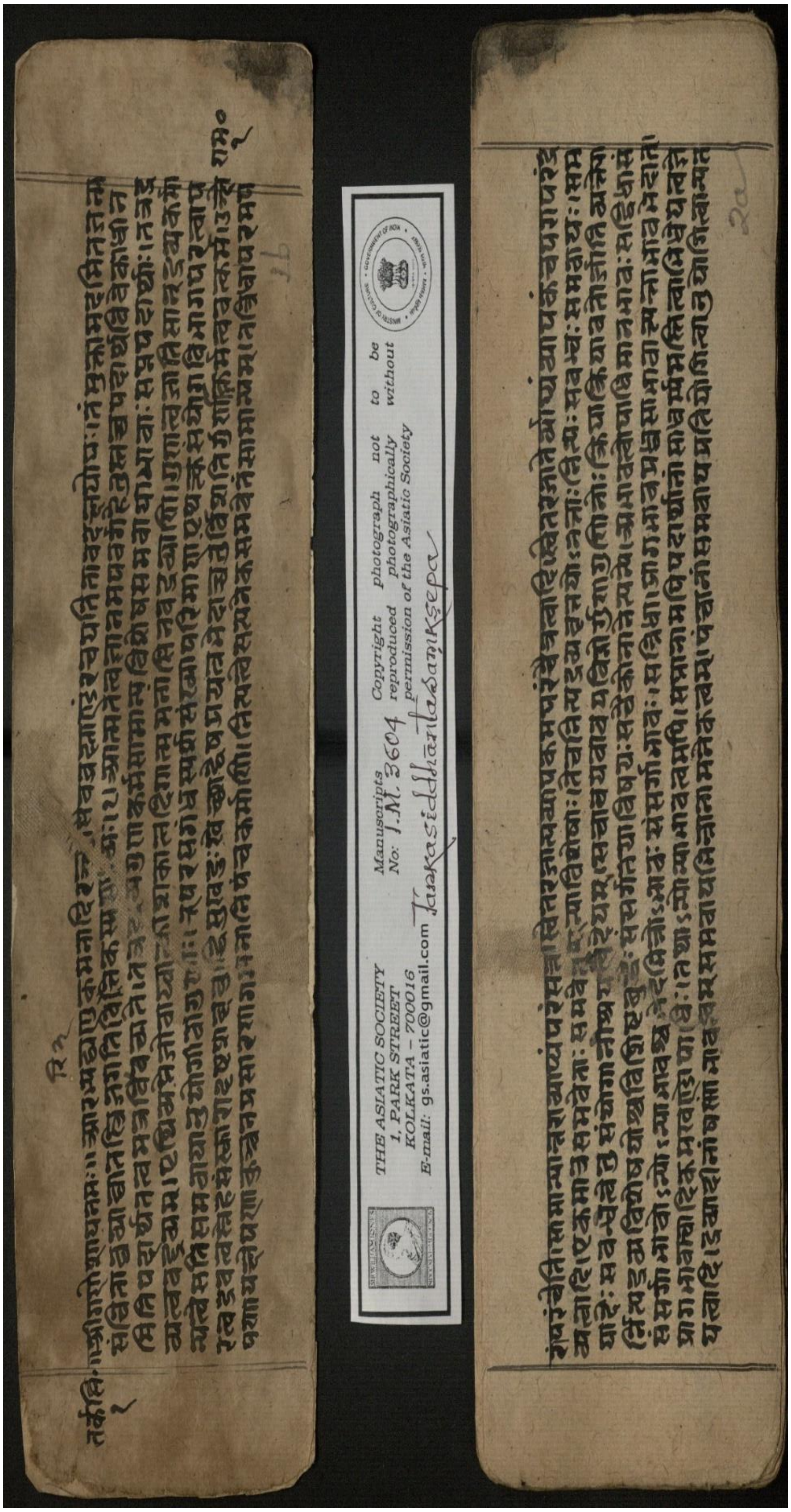

SELECT BIBLIOGRAPHY

SELECT BIBLIOGRAPGHY

Amarasiṃha. *Amarakoṣ(a)*. Ed. Gurunath Vidyanidhi Bhattacharya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1477 BY. (Rpt.).

Annaṃbhaṭṭa. *Tarkasaṃgraha*. Ed. Narayanachandra Goswami with Annaṃbhaṭṭa's commentary. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1413 BY. (Rpt.).

--. --. Ed. Niranjanswarup Brahmachari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt.; 1st ed. 2005).

--.--. Ed. Panchanan Shastri. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 1392 BY. (1st ed.).

--. --. *Tarkasaṃgraha*. Ed. Krishnavallabhacharya with own commentary *Kiraṇāvalī*, *Nyāyabodhinī* of Govardhanamiśra, *Padakṛtya* of Candrajasiṃha and *Dīpikā* Of Annambhaṭṭa. Varanasi: Chowkhambha Vidyabhawan, 2007.

--. --. Ed. Kedarnath Tripathi with own commentary *Kalā* on Govardhanamiśra's *Nyāyabodhinī* and Hindi Commentary on *Padakṛtya* of Candrajasiṃha. Delhi: MLBD 2014 (7th ed.).

--. --. Ed. Satkarisarma vangiya with nine commentaries. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2011 (Rpt.).

--. --. Ed. N. Veezhinathan with commentary *Dīpikā* of Annambhaṭṭa, *Prakāśikā* of Nīlakanṭha Dīkṣita, *Bālapriyā* of N.S. Ramanuja Tatacharya and *Prasāraṇā* of Shri Krishna Tatacharya. Chennai: Sri Sri Sri Mahalakshmi Mathrubutheswarar Trust, 2021 (3rd ed.; 1st ed.1980).

Apte, Vaman Shivrama. *The Student's Sanskrit-English Dictionary*. New Delhi: Rastriya Sanskrit Sansthan, 2010.

Athalye, Y.V. & Bodas, M. R. (ed.), *Tarkasaṁgraha* with commentary *Dīpikā* of Annaṃbhaṭṭa and *Nyāyabodhinī* of *Govardhanamiśra,* Bombay (now Mumbai): Govt. Central Book Depot, 1897.

Avasthi, Bacchulal. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa* .Vol. 1. Ed. Balakrishna Sharma. Delhi: Sharada Publishing House, 1997 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa*. Vol. 2. Ed. Balakrishna Sharma. Delhi: Sharada Publishing House, 2004 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa.* Vol. 3.Ed. Balakrishna Sharma. Delhi: Sharada Publishing House, 2004 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa*. Vol. 4. Ed. Balakrishna Sharma. Delhi: Sharada Publishing House, 2004 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa*.Vol.5. Ed. Vandana Tripathi. Delhi: Sharada Publishing House, 2012 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa*.Vol. 6. Ed. Vandana Tripathi. Delhi: Sharada Publishing House, 2012 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa*. Vol. 7. Ed. Vandana Tripathi. Delhi: Sharada Publishing House, 2012 (1st ed.).

Basu, Ratna and Das, Karunasindhu (ed.). *Aspects of Manuscriptology*. Kolkata: The Asiatic Society, 2022 (3rd rpt.; 1st ed. 2005).

Bhasarvjna. *Nyāyasāra*. Ed. K. Sambasiva Shastri, Trivandrum: Rajkiya Mudranalay, 1931.

Bhattacharya, Amit. *Bhāratīya Darśaner(a) Rūparekhā*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt. of 1st ed. 1996).

Bhattacharya, Dinesh chandra. *Bāṅgālīr(a) Sārasvata Avadān(a) (Baṅge Navyanyāyacarcā)*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2022 (1st ed.).

--. *History of Navya Nyāya in Mithila*. Darbhanga: Munshi Ram Manoharlal, 1958.

Bhattacharya, Dinesh chandra & Bhattacharya, Shrimohan. *Bhāratīya Darśan(a) Koṣ(a)*. Vol. 1. Kolkata: Sanskrit Collge, 1958.

--. *Bhāratīya Darśan(a) Koṣ(a) (Sāṃkhya o Pātañjala Darśana)* Vol. 2. kolkata: Sanskrit College, 1979.

Bhattacharya, Gopikamohan. *Studies in Nyāya Vaiśeṣika Theism*. Calcutta (now Kolkata): Sanskrit College, 1961.

Bhattacharya, Rita (ed.). *Pãthividyār(a) Samasyā O Samādhān(a)*. Kolkata: Pandulipi, 2024 (1st ed.).

--. *Abhilekha o Lipicarcār(a) Nirikhe Saṃskṛta Sāhityer(a) Itihās(a)*. Kolkata: Pandulipi, 2022 (1st ed.).

--. --. *Prekṣāpaṭa Pāṇḍulipi* (*Grantha* sampādanāra *Nānā Kathā)*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2021 (Rpt.; 1st ed. 2014).

Bhaṭṭavādīndra. *Rasasāra*. Ed. Gopinath Kaviraj. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 1997 (2nd ed.).

Bhave, G.V. "Gaḍheśa-Nṛpa-varṇana-saṁgraha-ślokāḥ*"* in *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*. Vol. 28, pp.247-280. Puna (now Pune): Bhandarkar Oriental Research Institute, 1947.

Chakraborty Nirendranath (ed.). *Ākādemi Vānān(a) Abhidhān(a)*. Kolkata: Paschim Banga Bangla Academy. 2011 (7th ed.; 1st ed. 1997)

Chakravorty Ganguly, Krishna. *A Bibliography of Nyāya Philosophy*. Calcutta (now Kolkata): National Library, 1993.

Chatterjee, Satishchandra & Datta, Dhirendramohan. *An Introduction to Indian Philosophy*. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1948 (3rd Ed.; 1st Ed. 1939).

Dasgupta, S.N. *A History of Indian Philosophy.* Vol. 1. Delhi: Motilal Banarasidass, 1962.

--. *A History of Indian Philosophy.* Vol. 2. Delhi: Motilal Banarasidass, 1991.

Gaṅgādāsa. *Chandomañjarī.* Ed. Gurunath Vidyanidhi Bhattacharya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1411 BY. (12th Revised ed.).

Gaṅgeśopādhyāya. *Anumānacintāmaṇi*. Ed. Biswabandhu Bhaṭṭacharya. Kolkata: Jadavpur University, 1993.

--. *Tattvacintāmaṇi*. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Adyapith, 1413 BY.

--. *Vyāptipañcak(a)*. Ed. and Beng. Trans. Rajendranath Ghosh. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 1982 (1st ed.).

Gaṅgeśopādhyāya. *Sāmānyanirukti*. Ed. Rupanath Jha with commentary *Dīdhiti* of Raghunātha Śiromaṇi, *Gādādharī* of Gadādhara Bhaṭṭācārya, *Baladevī* of Baladeva Bhaṭṭācārya and *Vimalaprabhā* of Rūpanātha Devaśarmā. Darbhanga: Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970.

Gangopadhyay, Mrinalkanti. *Bhāṣāparicchede Sapta Padārtha*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1421 BY. (1st ed.).

Gautama. *Nyāyadarśana*. Ed. Amarendramohan Tarkatirtha and Taranath Tarkatirtha with Vātsyāyanabhāṣya, vārtika, Tātparyaṭīkā and Vr̥tti. New Delhi: Munsiram Manoharlal Publishers, 2018 (Rpt.; 1st ed. 1936).

--. *Nyāyadarśana (Nyāyasūtra)*. Ed. Ganganath Jha with *Vātsyāyana's* commentary. Kashi (now Varanasi): Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1925.

--. *Nyāyasūtra*. Ed. Narayana Mishra. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1983.

--. *Nyādarśana.* Vol. 1. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2011 (2nd ed.; 1st ed. 1981).

--. *Nyādarśana.* Vol. 2. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2015 (2nd ed.; 1st ed. 1982).

--. *Nyādarśana.* Vol. 3. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish.

Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2000 (2nd ed.; 1st ed. 1982).

--. *Nyādarśana*. Vol. 4. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2015 (2nd ed.; 1st Ed. 1982).

--. *Nyādarśana*. Vol. 5. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2015 (2nd ed.; 1st ed. 1989).

Goswami, Subuddhi Charan (ed.). *Editing of Unpublished Ancient Texts*. Kolkata: The Asiatic Society, 2022.

--. *Pãthividyā*: *Tattva o Prayoga*. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2018 (2nd rpt.; 1st ed. 2014).

Guha, D. C. *Navya Nyāya System of Logic*. Delhi: Motilal Banarasidass, 1979.

Hall, F. E. "On the kings of Mandala, As Commemorated in A Sanskrit Inscription" in *Journal of the American Oriental Society*. Vol. 7, pp.1-23. America Oriental Society, 1860.

Hiriyanna, M. *Outline of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarasi Das, 2009 (Rpt.; 1st ed. 1993).

Hota, Kashinath & Mishra, Arun Ranjan. *Bibliography Of Nyāya Vaiśeṣika***.** Poona (now Pune): Centre of Advanced Study in Sanskrit, 1993.

Jagadīśatarkālaṅkāra. *Tarkāmṛta*. Ed. and Beng. Trans. Rajendranath Ghosh, Kolkata: Kalika Press, 1840 BY.

--. --. Ed. Anjaneya Shastri with own commentary *Māṇikyaprabhā*. Tirupati: Padmavati Prakashan, 1992 (1st ed.).

--. --. Ed. Piyuskant Dixit. Delhi: Nag Publishers, 2003.

Jaggannath, S. *Granthasampādanaśāstram.* Bangalore: Mysore, 2024.

Jayarāmanyāyapañcānana. *Padārthamālā*. Ed. N. Srinivasan with commentary *Padārthamālāprakāśa* of Laugākṣibhāskara. Thanjavur: Ṭanjore Maharaja Serfoji's Sarasvati Mahal Library, 1985 (1st ed.).

Jayantabhaṭṭa. *Nyāyamañjarī*. Ed. Gaurinath Shastri. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 1984.

--. --. Ed. Panchanan Tarkabagish. Kolkata: Calcutta University, 1939.

--. --. Ed. Prabal kumar Sen. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (2nd ed.; 1st ed. 2008).

Jhalkikar, Bhimacharya. *Nyāyakoṣa*. Ed.Vasudev Shastri Abhyankar. Puṇa: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928 (3rd ed.; 1st ed.1874).

Kaṇāda. *Vaiśeṣikadarśan(a)*. Ed. Amit Bhattacharya with commentary *Upaskāra* of Śaṅkaramiśra. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012 BY.

--. --. Ed. Panchanan Tarkaratna. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1313 BY.

--. --. Ed. Pradyot kumar Mandal. Kolkata: Progresive Publishers, 2004.

Katre, S. M. *Introduction to Indian Textual Criticism*, Ed. P.K. Gode. Bombay: Karnataka Publishing House, 1941.

Kaviraj, Gopinath. *The History & Bibliography of Nyāya-Vaiśeṣika Literature.* Varanasi: Sampurnananda Sanskrit University, 1982.

Keśavamiśra. *Tarkabhāṣā*. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University, 2008 (1st ed.).

Kundu, Puripriya (ed.). *Pãthividyāra Prāthamika Dhāraṇā*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2017 (Rpt. of 1st ed. 1420 BY.).

Laugākṣibhāskara. *Arthasaṃgraha*. Ed. Rajeshwar Shastri Musalgaonkar with own hindi commentary *Arthamīmāṃsā*. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2015 (3rd ed.).

Mādhavācārya. *Sarvadarśanasaṃgraha (Bauddhadarśana o Jainadarśana)*. Ed. Sanjit kumar Sadhukhan. kolkata: Sadesh, 2011 (Rpt. of 1st ed. 2005).

Manu. *Manusaṃhitā*. Ed. and Beng. Trans. Manabendu Bandyopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustaka Bhandar, 2016 (Rpt. of 1st ed. 1410).

Mathurānāthatarkavāgīśa. *Kiraṇāvalīrahasya*. Ed. Gaurinath Shastri. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 1981 (1st ed.).

Maxmuller, fredrich. *The Six System of Indian Philosophy*. New York: Longmans Green and Co. 1889. pdf.

Misra, Narayan. *Nyāyavaiśeṣika Darśana: Eka Adhyayana*. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1968 (1st ed.).

Miyamoto, Keiichi. *The Metaphysics & Epistemology of the Early Vaiśeṣikas***.** Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1996.

Mukhopadhyay, Anima. *Pãthipāṭh(a) o Sampādanā***.** Kolkata: Punascha, 2022 (Revised 2nd ed.; 1st ed. 2001).

Mukhopadhyaya, Govindagopal. *A New Trilingual Dictionary*. Calcutta (now Kolkata): Sanskrit Book Depot, 2011.

Parāśaropapurāṇa. Ed. Kapildev Tripapthi. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 1990 (1st ed.).

Praśastapāda. *Praśastapādabhāṣya*. Ed. Biharilal Sharma with Durgadharajha's Hindi commentary. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 2024 (3rd ed.).

--. *Praśastapādabhāṣya*. Vol. 1. Ed. Dandiswami Damodorashram. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2010 (2nd Ed.).

--. *Praśastapādabhāṣya*. Vol. 2. Ed. Dandiswami Damodorashram. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2000 (1st ed.).

Potter, Karl H. *Enycyclopedia of Indian Philosophy.* Vol. 2. New Jersy: Princeton University Press, 1977.

Pūrvamīmāṃsādarśana. Ed. Sukhamay Bhattacharya. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 1983.

Radhakrishnan, Sarvepalli & A. Moore. Charles. *A Source Book in Indian Philosophy*. New Jersy: Princeton University Press, 1957.

Radhakrishnan, Sarvepalli. *Indian Philosophy*. Vol. 1. London: George Allen & Unwin Ltd, 1923.

--. *Indian Philosophy*. Vol. 2. London: George Allen & Unwin Ltd, 1966.

Raja K. Kunjunni. *New Catalogus Catalogorum*. Vol. 8. Madras: University of Madras, 1974.

Sadānandayogīndra. *Vedāntasāra*. Ed. Bipadbhanjan Pal. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1413 BY. (Rpt. of 1st ed. 1982).

Śaṅkaramiśra. *Vaiśeṣikasūtropaskāra*. Ed. Shaikh Sabir Ali with own Beng. Commentary *Prakāśa* and Sanskrit Commentary *Pariṣkāra* of Panchanan Tarkaratna. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (1st ed.).

--.--. Ed. Narayan Misra with Hindi Trans. of Dhundiraj Sastri. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2019.

Sāyaṇamādhava. *Sarvadarśanasaṃgraha*. Ed. Vasudev Shastri Abhyankar. Puṇe: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1978 (3rd ed.).

--. *Sarvadarśanasaṃgraha*. Vol. 1. Ed. Satyajyoti Chakraborty. Kolkata: Sahityashri, 1421 BY. (4th ed.; 1st ed. 1383 BY.).

--. *Sarvadarśanasaṃgraha*. Vol. 2. Ed. Satyajyoti Chakraborty. Kolkata: Sahityashri, 2020 (4th ed.).

Śivāditya. *Saptapadārthī*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012.

Sen Sharma, Debabrata. *Descriptive Catalogue of Manuscripts – Indian Philosophy*. Kolkata: The Asiatic Society, 2001.

Sharma, Chandradhar. *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarasidass, 1987.

Śrīkr̥ṣṇabhaṭṭa**.** *Vr̥ttamuktāvalī.* Ed. Mathuranathaji Shastri. Yodhpur: Rajasthan Prachyavidya Pratiṣṭhan, 2020. Saṃvat**.**

Tarkabagish, Phanibhusan. *Nyāyaparicaya*. kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2006 (3rd ed.; 1938 1st ed.).

Kr̥ṣṇadvaipāyanavedavyāsa. *Devībhāgavatam.* Ed. Panchanan Tarkaratna. Calcutta (now Kolkata): Nababharat Publishers, 1388 BY. (1st ed.).

Thakur, Anantalal. *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization (Origin and Development of the Vaiśeṣika System)*. New Delhi: Centre For Studies in Civilization, 2003 (1st ed.).

Udaynācārya. *Ātmatattvaviveka*. Vol. 1. Ed. Dinanath Tripathi. Kolkata: Sanskrit College, 1984 (1st ed.).

--. *Ātmatattvaviveka*. Vol. 2. Ed. Dinanath Tripathi. Kolkata: Sanskrit College, 1989 (1st ed.).

--. *Ātmatattvaviveka*. Vol. 3. Ed. Dinanath Tripathi. Kolkata: Sanskrit College, 1990 (1st ed.).

--. *Nyāyakusumāñjali*. Ed. Shrimohan Bhattacharya. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2017 (Rpt.; 1st ed. 1915).

--. *Kiraṇāvalī*. Vol.1. Ed. Śivacandrasārvabhaumaḥ. Kolkata: The Kolkata Asiatic Society, 1989 (Rpt.; 1st ed.1911).

--. *Kiraṇāvalī*. Vol. 2. Ed. Narendrachandra Vedantatirtha. Kolkata: The Kolkata Asiatic Society, 2002 (Rpt.; 1st ed.1956).

--. *Nyāyakusumāñjali*. Ed. Padmaprasadopadhyaya and Dhuṇḍirajshastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series, 1957.

--. *Nyāyavārttikatātparyapariśuddhi*. Ed. Vindheshwari Prasad Dwivedi and Lakshan Shastri Dravid. Kolkata: The Royal Asiatic Society of Bengal, 1939.

--. *Lakṣaṇamālā*. Ed. Mahes Jha with own hindi commentary *Dīpikā*. Varanasi: Chawkhamba Sanskrit Series Office 2018 (1st ed.).

Udyotakara. *Nyāyavārttika*. Ed. Vindheshwari Prasad Dwivedi.Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series, 1913.

Vācaspati Miśra. *Sāṃkhyatattvakaumudī*. Ed. Narayan Chandra Goswami kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1418 BY. (5th ed.; 1st ed. 1389 BY.).

Vallabhācārya. *Nyāyalīlāvatī*. Ed. Harihara Sastri. New Delhi: Rashtriya Sanskrit Sansthan, 2012 (Rpt.).

Varadarāja. *Tārkikarakṣā*. Ed. Anantalal Thakur and Kishornath Jha. Darbhanga: Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, 2001 (1st ed.).

Vidyabhusana, Satis Chandra (Ed.). *A History of Indian Logic*. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1921.

Viśvanātha Nyāyapañcānana. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Ed. Gajanana Shastri Musalagaonkar with own hindi commentary *Bālapriyā*. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 2021.

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Ed. and Hindi Trans. Rajaram Shukla with commentary *Dinakarī* of Mahādevabhaṭṭa. Simla: Indian Institute of Advanced Study (IIAS), 2015 (1st ed.).

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Ed. Hariram Shukla with commentary *Dinakarī* of Mahādevabhaṭṭa and *Rāmarudrī* of Rāmarudra Bhaṭṭācārya. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2024 (Rpt.).

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Vol. 1. Ed. N. Veezhinathan with commentary *Dinakarīrājīvollāsa* of N.S Ramanuja Tatacharya. Chennai: Sri Sri Sri Mahalakshmi Mathrubutheswarar Trust, 2012 (1st ed.).

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Vol. 2. Ed. N. Veezhinathan with commentary *Dinakarīrājīvollāsa* of N.S Ramanuja Tatacharya. Chennai: Sri Sri Sri Mahalakshmi Mathrubutheswarar Trust, 2014 (1st ed.).

--. *Kārikāvalī*. Vol. 1 & 2. Ed. Shankar Ram Shastri with five commentaries *Muktāvalī, Prabhā, Mañjuṣā, Dinakarī, Rāmarudrī* and *Gaṅgārāmī*. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2016 (Rpt.).

--. *Bhāṣāpariccheda*. Ed. Panchanan Bhattacharya with commentary

Nyāyasiddhāntamuktāvalīsaṃgraha of Viśvanātha Nyāyapañcānana. kolkata: Mahabodhi Book Agency, 1828 BY. (Revised Mahabodhi ed. of 1st ed. 1377 BY.).

--. --. Ed. Prabal Kumar Sen with Beng. Trans. and Commentary Āśubodhinī of Asutosh Bhattacharyya. Kolkata: Bijayayan, 1422 BY. (Rpt.; 1st ed. 2000)

--. --. Ed. Anamika Roychowdhury. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2004 (1st ed.)

--. *Nyāyasūtravr̥tti*. Ed. Shaikh Sabir Ali. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2015 (1st ed.)